ৈ স্থভীপত্ৰ । প্ৰথম খণ্ড

সত্য।

ं विषय्र			:	পৃষ্ঠা
প্রথম উপদেশ—	· ·	-		
দার্বভৌমিক ও অবশ্যস্তাবী মূলতবে	র সন্তা			>
দ্বিতীয় উপদেশ—				
সার্বভৌমিক ও অবশ্যস্তাবী মূলতত্ত্বে	ৰ উৎপৰি	ও নিৰ্ণয়	•••	>>
তৃতীয় উপদেশ—	_			
সাৰ্বভৌমিক ও অবশ্যস্তাবী তত্ত্বসমূহে	হর প্রকৃত	মূল্য	•••	9
চতুর্থ উপদেশ—				
ঈশর মূলতত্ত্বের মূলতত্ত্ব	•••	•••	. ••• ,	83
পঞ্চ উপদ েশ —		•		•
যোগবাদের গুহুতন্ত্র	•••	•••	•••	ba
দ্বিতীয়	খণ্ড			
স্থ ন্দ র	1			
প্রথম উপদেশ—				
মানব-মনে সৌন্দর্য্যজ্ঞান	•••	- !	•	225
দ্বিতীয় উপদেশ—				
বাহ্য পদার্থের মধ্যে স্থন্দর	•••	***		300

विवन्न					
তৃতীয় উপদেশ_	_				পৃষ্ঠা
শিক্সকলা	•••				
চতুৰ্থ উপদেশ—		•••	•••	•••	, 264
শিল্পক্ষার ভেদ নির্ণয়	•••	•••			
7	তীয়	31.m	•••	***	, 722
*					
প্রথম উপদেশ—	মঙ্গল	1			
मक्त					
দ্বিতীয় উপদেশ—	•••	***	•••	•••	***
সার্থের নীতি					
তৃতীয় উপদেশ—	•••	***	•••	•••	\$ 28
षशांश वमणूर्व नीडिवान					
চতুর্থ উপদেশ—	•••	•••	•••	•••	२६७
ধৰ্মনীতির প্রকৃত মৃনতত্ত্ব	•••				
পঞ্চম উপদেশ—		•••	•••	•••	२৮১
শাপনার প্রতি ও অন্তের প্রতি ব	হ ৰ্ত্তব্য				
·	. ,,	•••	***	•••	७५१

অবতরণিকা।

বলীর পাঠকের নিকট, "সত্য-স্থলর-মঙ্গল"-গ্রন্থ প্রণেতা প্রসিদ্ধ ক্ষানী-দার্শনিক ডিক্টর কুজাার * কিঞিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বিবেচনায়, তাঁহার জীবনী ও দার্শনিক গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিমে প্রদত্ত হইল।

ভিক্তর কুজাঁ।, একজন ঘড়ি-নির্মাতার প্র । ইনি ১৭৯২ খুটাব্দে পারী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৫ খুটাব্দে, 'নর্ম্মাল'-বিদ্যালয়েও বিধবিদ্যালয়ের সাহিত্য-বিভাগে দর্শনসম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। পরে, তিনি জর্মান-ভাষা শিখিয়া, Kant-এর গ্রন্থ, Jakobi-র গ্রন্থ ও Scilling-এর "প্রকৃতির দর্শন" নামক গ্রন্থের অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। করেন। ক্রেম হেগেলের সহিত্ত স্থাবদ্ধনে আবদ্ধ হন।

ক্রান্সেরাজনীতিক বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার কর্মজীবনের প্রবাহ কিছুকালের জন্ম নিক্দ্র হয়। ১৮১৪-১৫ এই ছই বংসরের মধ্যে ফ্রান্স-রাজ্যে বে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়, সেই সকল ঘটনার সময়ে তিনি রাজকীয় পক্ষ গ্রহণ করেন। কিন্তু রাজ-পক্ষ গ্রহণ করিলেও তিনি রাজনীতিকেলে উদার মতাবলগী ছিলেন। কিছুকাল পরে, উদারনীতির বিক্লমে একটা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। তাহার কলে, 'নর্ম্মান'-বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাঁহার যে কর্মা ছিল সেই কর্ম হইতে তিনি বিচ্যুত হন। কিন্তু ইহা তাঁহার পক্ষে একপ্রকার শাপে বর হইল। এই অবসরে, আরও সম্যক্রপে দর্শনের অম্পীণন করিবেন মনে করিয়া তিনি জ্মান্দেশে যাত্রা করিলেন। ১৮২৪-২৫ এই সময়ে যথন তিনি বর্লনে অবস্থিতি করিতেছিলেন,

কুর্জাার "জ" ইংরাজী z আক্ষরের ভার উচ্চারিত হইবে।

বাক্যানাপ প্রসঞ্জ অসাবধানে কোন একটা আইনবিক্সদ্ধ কথা বলিপ্প ফেলায়, ফরাসী-পুলিসের অভিযোগে তিনি কারাগারে নিঃক্ষিপ্ত হন।
ছয় মাস পরে কারামুক্ত হইলেও, তিন বংসরকাল পর্যান্ত তাঁহার
ড়েপর ফরাসী রাজ্পরকারের সন্দেহ-দৃষ্টি নিপতিত ছিল। যাহা হউক,
দর্শন-ঘটিত তাঁহার নিজ্প মতগুলি এই সময়ে তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া
বেশ পরিপুট্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সময়য়য়য়দ, তাঁহার
তব্বিদ্যা, তাঁহার ইতিহাসের দর্শন, এই সকলের ম্লভ্র ও খুটিনাট্রিগুলি তিনি তাঁহার ''লাশনিক টুক্রা' নামক গ্রন্থে বিরুত
করেন (১৮৩৮)। "সত্যান্ত্রনার মঙ্গুলি—তিনি ১৮১৫ হইতে ১৮২০
দৃষ্টান্ধ পর্যান্ত্র যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারই একপ্রকার
প্রতিহাস্কর মাত্র।

• তাঁহার "দার্শনিকটুক্রা" নামক গ্রন্থে, বিভিন্ন দর্শনের সংমিশ্রিক প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল দর্শনের প্রভাব-বলে তাঁহার মতগুলি চরম পরিপক্ষা লাভ করে। কারণ, দার্শনিক মূলতর ও দর্শনিক প্রভি সম্বন্ধে কুল্লা বেরূপ সমন্ত্রবাদী ছিলেন, তাঁহার চিন্তাপ্রণালী ও দার্শনিক অভ্যাপত্র তদক্রপ ছিল। এই "দার্শনিক টুক্রা" প্রকাশিত হইবার পর হইতেই তাঁহার ঝ্যাতির বিস্তার আরম্ভ হয়। ইহার পরেই তাঁহার দর্শনের ইতিহাস প্রকাশিত হয়।

১৮২৮ খুটান্দে কুজা বিশ্ববিশালয়ের অধ্যাপকের আগনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। তাহার পর তিন বংসর কাল, দর্শনের সর্ব্বোক্তম ৰাাখ্যাতা বলিরা তিনি বার পর নাই স্থ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ধে বিষয়ে উপদেশ দিতেন তাহার একটা মোটামুট রেখাপাত করিয়া শরে তাহার খুটনাটিগুলি স্থ্যালীক্রমে ও বিশদরূপে পূরণ করিয়া দিতেন। কি করিয়া আলোচ্য বিষয় ক্রমশ ফুটাইয়া তুলিতে হয়, বাড়াইয়া তুলিতে হয়, তাহার কৌশগটি তিনি বেশ জানিতেন। উহার দার্শনিক বাঝায়, পরিপুই পরিক্টু শক্ষয়ভ বাক্যবিভবের একটা অনর্গন প্রবাহ থাকিত। তাহার বাক্যপ্রয়োগের রীতিটিপুর বিশন, স্থানিত ও ওজ্য়ৗ। সমস্ত জিনিস একটা সাধারণ নিয়মেয় সামিল করিবার দিকে ফরাসী মানস-প্রকৃতির বেরূপ একটা প্রবণতা দেখা য়য়, কুজাার রচনার মধ্যেও সেইরূপ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। দর্শনের ব্যাখানকার্যো তিনি অবিতীয় ছিলেন। বাাখানশক্তির সহিত তাহার কল্পনালক ছিল বলিয়া, তিনি তাহার নিজের ভাবে ছাত্রদিগকে সহাজ অনুপ্রাণিত করিতে পারিতেন। তিনি বেরূপ দর্শনচর্চরে জন্ম, বিশেষত দর্শনের ইতিহাস অনুশীলনের জনা লোকের একটা ফুচি জন্মাইয়া দিয়াছিলেন, সপ্তদশ শতাকীর পরে সেরূপ আর কেহ করিতে পারেন নাই।

১৮৩২ খৃইান্দে রাজসরকারের অনুগ্রাহে তিনি ফ্রান্সের অভিজ্ঞাতশ্রেণীতে উন্নীত হন। অবশেষে ১৮ খুইান্দে প্রধান মন্ত্রী তিয়েরের
(Thiers) স্থামলে তিনি নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের পরিচালকের পদে
নিম্নোজিত হন ও কার্য্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ক্ষম কর্তৃত্ব লাভ
করেন। এই সময়ে তাঁহারই যত্ত্বে, ফ্রান্সে লোকশিক্ষার স্ব্যাবস্থা
প্রথম প্রবৃত্তিত হয়।

তাঁহার জীবনের শেষদশার, কোন এক গৃহের অন্তর্গত এক প্রস্তু কাম্রা ভাড়া করিয়া সাদাসিধাভাবে ও বিনা আড়ম্বরে জীবন্যাপন করিতেন। তাঁহার এই আবাস-ঘরে, তাঁহার একটি উংক্লপ্ত লাই-রেরী ছিল। সমস্ত জীবন ধরিয়া তিনি যে সকল গ্রন্থ সংগ্রন্থ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সাধের গ্রন্থগুলি এই লাইবেরীতে রক্ষিত হইরাছিল। ১৮৬৭ থৃষ্টাব্দে ৬৫ বংসর বর:ক্রম কালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কুজাঁার দর্শনে তিনটি বিশেষত দৃষ্ট হয়। উাহার প্রণালী,
তাঁহার প্রণালী-প্রস্ত কার্যাফর বা সিদ্ধান্ত এবং ইতিহাসে বিশেষতঃ
দর্শনের ইতিহাসে ঐ প্রণালী ও সিদ্ধান্তের প্রয়োগ। তাঁহার
প্রণাত দর্শন সাধারণত সমন্বয়বাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা গোণভাবে সমন্বয়ন্ত্রক। সমন্বয়বাদ একটা
বিশেষ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে, নিক্ষন হয়। কুজাা
নিজেই বলিয়াছেন, দেরপ সমন্বয়বাদকে প্রকৃত সমন্বয়বাদ বলা
যায় না, উহা দর্শনের একটা নিক্ষণ ও অন্ধ সংগ্রহ মাত্র। সমন্বয়বাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটা বিশেষ দর্শনপদ্ধতি
আবেশ্রক। তাহার মতে পদ্ধতি, দিদ্ধান্ত ও ঐতিহাদিক দর্শন—
ইহারা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধত্বে আবন্ধ।

পর্যাবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সিফ্রান্ট নির্ণয়—ইহাই তাঁহার দার্শনিক প্রণাণী। ক্র্রাা বলেন, আই পর্যাবেক্ষণপ্রণাণীই, দর্শনের প্রক্রক প্রণাণী। আমাদের আয়ুট্রতন্য—যাহাতে অফুভবসিদ্ধ সমস্ত মানদিক ব্যাপার প্রকাশ পার, সেই আয়ুট্রতন্যক্ষেত্রে এই প্রণাণী বিশেষরূপে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এই প্রণাণীর প্রয়োগকলেই মনোবিজ্ঞানের উৎপত্তি। কি তম্ববিদ্যা, কি মনোবিজ্ঞান, কি ইতিহাসের দর্শন, সমস্তেরই প্রকৃত পত্তনভূমি মানসিক পর্যাবেক্ষণ। কুঞাা বলেন, আয়ুট্রভন্যে অফুভূত প্রত্যক্ষ তথাগুলি হইতেই বৈধ অহুমানের হারা, দার্শনিক সত্যে উপনীত হওয়া বার।

মানসিক পর্যাবেক্ষণের বারা, অন্তঃকরণের এই তিনটি তব

উপণন্ধ হয়। ইন্দ্রির বোধ, বৈদ্ধিক কিয়া বা স্বাধীন ইচ্ছা ও প্রজ্ঞা। (Reason)। এই তিনটি ব্যাপার বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইলেও আয়াতৈতন্যে উহাদের পৃথক্ দতা নাই। ইন্দ্রিরবোধ বা ইন্দ্রিরগৃহীত বিষয় - অবশাস্তাবী। উহাদের ক্রিয়া আমাদের নিজের
উপর আরোপ করিতে পারি না। প্রজ্ঞার বিষয়গুলিও এইরূপ
অবশাস্থাবী (Necessary)। ইন্দ্রির বোধের নাায় প্রজ্ঞান আমাদের স্কেছামূলক ক্রিয়াগুলিই বাক্তিরের পরিচায়ক। ইচ্ছাবৃত্তিই আমার
অস্তরত্ব "ব্যক্তি," আমার "আমি"। এই "আমি"ই আমাদের
মানসিক জগতের কেন্দ্র, উহাকে ছাড়িয়। তৈতন্য অসম্ভব। আমাদের
মানসিক জগতের কেন্দ্র, উহাকে ছাড়িয়। তৈতন্য অসম্ভব। আমাদের
মানসিক জগতের কেন্দ্র, উহাকে ছাড়িয়। তৈতন্য অসম্ভব। আমাদের
মানসিক জগতের কেন্দ্র, উহাকে ছাড়িয়। কৈতন্য অসম্ভব। আমাদের
সমস্ত চৈতন্য প্রজ্ঞার আলোকেই আলোকিত। এই প্রজ্ঞা
আপানাকে আগনি উপলব্ধি করে, ইন্দ্রিরবোধকৈ উপলব্ধি করে,
ইচ্ছাবৃত্তিকে উপলব্ধি করে। অতএব উক্ত তিন অবিচ্ছেন্য মূল
উপাদান লইয়াই আমাদের তৈতন্য। কিন্তু প্রজ্ঞাই আমাদের
জ্ঞানের—এমন কি আয়াইতেন্যেরও অবাবহিত পত্নভূমি।

প্রকা সম্বন্ধীয় মতবাদটেই, কুজাার দর্শনতন্ত্রের একটি মুধ্য
বিশেষত্ব। তাঁহার মতে, মানসিক পর্য্যবেক্ষণের ছারা আমরা বে
প্রজ্ঞাকে উপলব্ধি করি, সেই চৈতন্যগত প্রজ্ঞার প্রকৃতি নির্দ্ধিশেষ, অর্থাং—অ-ব্যক্তিগত। আমরা উহার প্রবর্ত্তক নহি। উহার
প্রকৃতি ব্যক্তিত্বধর্ম্মের ঠিক বিপরীত। উহা অবশ্যস্তানী ও সার্ম্ধভৌমিক। জ্ঞানের অবশাস্তানী ও সার্ম্মভৌমিক তত্ত্ত্ত্তলি মনোবিজ্ঞানক্ষেত্রে স্বাকার করা সর্ম্মভোবি কর্ত্ত্ব্য। ইহা বিশেষক্ষপে
প্রতিপাদন করা আরশ্যক বে, এই তত্ত্ত্ত্বি সম্পূর্ণক্ষপে অ-ব্যক্তিগত
বা ব্যক্তিত্ব-নিরপেক্ষ। Kant তাঁহার মানসিক বৃত্তিদমুহের

বিশ্লেষণে, এই কথাটির উল্লেখ করেন নাই। কুজাার বিখাদ, হৈতনাপর্যাবেক্ষণপদ্ধতির সাহাযো, এই মুখা তত্ত্তি দর্শনে সল্লিবেশ করিয়া, তিনি দর্শনের পূর্ণতা বিধান করিয়াছেন। স্বেচ্ছা-শক্তিনম্পন স্বাধীন আত্মার সম্বন্ধস্ত্তেই প্রজ্ঞা বিবয়ীস্থানীয় বা-বাষ্টিস্থানীয়। কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে নির্বিশেষ। ইহা বিশ্ব-মানবের অন্তর্ভ কোন আল্লারই নিজম্ব নহে; এমন কি, বিশ্বমানবেরও নিজ্ञ নছে। যথাযথকপে বলিতে গেলে, বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্বমানবই প্রজার নিজ্ञ। কেননা, প্রজার নিয়ম-গুলি বাতীত, উভয়েরই উচ্ছেদ অবশান্থাবী। দেই নিয়মগুলি কি প কজাার মতে, প্রজার চইটি মুখা নিয়ম; -- এক কার্যা-কারণের নিষম: আর এক বস্তুগতার নিয়ম। এই ছই নিয়ম इहेट जना नियम अनि अवाहित हन्न अहे कहे नियम हहेटा, একদিকে, আনরা একটি বাক্তিগত সতায় আসিয়া—স্বাধীন আত্ম-সত্তায় আদিয়া উপনীত হই। এবং অন্য দিকে অব্যক্তিগত "আমি-না"-তে আদিয়া, বিশ্বপ্রকৃতিতে আদিয়া, একটি শক্তি-জগতে আসিয়া উপনীত হই। মনোযোগের ক্রিয়া ও ঐচ্ছিক-ক্রিরার হেতুবা মূলপ্রবর্তিক বেরূপ আমরা নিজেকে মনে করি, দেইরূপ, ইন্দ্রিবোধনমূহের হেতৃ আমার বাহিরে অবস্থিত এরূপ না ভাবিয়া থাকিতে পারি না। তাই এই বাহা জগতের অস্তির আমার নিজের অন্তিত্তেরই ন্যায় বাস্তব ও নিশ্চিত বলিয়া আমাণের প্রতীতি হয়।

কিন্তু এই "আমি" ও "আমি-না" এই ছই শক্তি, পরম্পরের সংক্রে দ্বীম — উভয়ই উভয়ের দীমা নির্দেশ করিয়া দেয়। এই দূই শক্তির দ্বীমতা হইতে আমরা একটি পরম কারণের ধারণায়— শ্বদীদের ধারণায় উপনীত হই। এই কারণটি মাপনাতে আপনি পর্যাপ্ত, এবং এই কারণে উপনীত হট্যা আমাদের জ্ঞান পরিতথ্য হয়। এই কারণই ঈর্যর। তিনি বিগমানবের সহিত, বাহ্য জগতের সহিত, এই কারণস্ত্রে আবদ্ধ। যে হিসাবে তিনি কাস্তিক কারণ, দেই হিসাবেই তিনি ক্রকাস্তিক বস্তু। কিন্তু স্মৃষ্টি করিবার শক্তি তাঁহার স্বরূপগত—তাঁহার স্বভাবদির। তিনি স্মৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারেন না।

ঈশ্ব দয়ত্ত্বে তাঁহার এইরপ মত দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে বিশ্বব্যবাদী বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাহার উত্তরে এইরূপ বলেন: — "বাহাজগতের নিয়মাবলীকে ঈগরের সহিত একীভূত कता. जनश्रक नेपान পतिगृह कता-हेशहे প्रकृष्ठ विश्वज्ञाताम । কির আমি, আত্ম ও বাহাজগং এই সদীম কারণবারের পার্থকা এবং উভ: যর দহিত অদীম কারণের পার্থকা নির্দেশ করিয়াছি। এই চই দ্রীম কারণ-অনীম কারণের বিকার বা প্রকার-ভেদ মাত্র, এইরূপ Spinoza-র মত। কিন্তু আমার মত তাহা नरह। आमि वजः এই कथा विन, উहाता श्राक्षीन मिक्कि, উहारमुक्र ক্রিয়াশক্তি উহাদের আপনাদের মধ্যেই নিহিত। স্বাধীন স্বীম-मछात मध्यक अहेरेक शांत्रगारे आमार्यत भटक यर्थक्षे। छात. আমার মতে, এই ছই দ্বীম সন্তা দেই প্রমকারণ-প্রস্তুত কার্য্য : উহারা পরম কারণের সহিত কার্য্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। আমি যে ঈশ্বরের क्था विल. (म नेधन विधवन्नवादित नेधन नाइन, अभवा Eleacties সম্প্রদায় যেরূপ ঈশ্বরের ঐকাস্তিক একতা প্রতিপাদন করিয়া বলেন ষে. ঈশবের সহিত স্টির বা বহুত্বের কোনপ্রকার সংস্রব থাকা অসম্ভব-আমার ঈশর সেরপে ঈশরও নহেন। আমাম যে ঈশক্রের

প্রতিপারন করি, সে ঈধর ক্রিয়াশীল, স্থজনশীল, তাঁহার স্ঞ্জন-শীলতা অবশান্তাবী। স্পিনোন্ধা ও ইনিয়াক্টিক্সদের ঈশর বস্তু-মাত্র। এইরূপ ঈধরকে কোন অর্থেই কারণ বলা যাইতে পারে না। क्रेश्वरत्तत्र किया वा ऋष्टिकार्या यनि छाँशात्र शत्क व्यवगाञ्चावी रम्, তবে ত তিনি এই অবশান্তাবিতার অধীন। ইহার উত্তরে আমি বলি. প্রকৃতপক্ষে এই স্বধীনতা স্বধীনতাই নহে। ইহা স্বাধীনতার উচ্চতম রূপ। ইহা স্বতঃক্তৃতি স্বাধীনতা। ইহাচিস্তা-নিরপেক বা অচিপ্তিত ক্রিয়াশীলতা। তাঁহার ক্রিয়া,—প্রকৃতি ও ধর্মবুদ্ধির সংগ্রাম হইতে উংপন্ন নহে। তিনি অসীমভাবে স্বাধীন। মামু-বের বিভ্রত্ম স্বত:প্রবৃত্তিত ক্রিয়াও ঐশ্রিক স্বাধীনতার ছায়া-মাত্র। ঈশ্বর স্বাধীনভাবে কার্যা করেন, কিন্তু সে ইচ্ছা যদুচ্ছা-সম্ভূত নহে; অথবা, অন্তর্রপ কার্য্য করিবেও করিতে পারিতাম— ্এইরূপ বিকল-বৃদ্ধিও তাঁহার কার্য্যে নাই। আমাদের স্থায় তিনি हिन्छ। कतिया, किःव। आभारतत जात्र देख्ह। कतिया जिनि कांक করেন না। তাঁহার স্বতঃক্ত ক্রিয়া, ইজ্ঞাজনিত আয়াস ও কষ্ট হইতে যেরূপ বজ্জিত, অবশ্যস্তাবিতার যান্ত্রিক ক্রিয়া হইতেও দেইরূপ বর্জিত। আমানের উপনিমনেও ঠিক এই কথাই আছে। উপনিষদ বলেন—"স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ", অর্থাৎ ঈগরের জ্ঞান বল্কিয়া সভাবসিদ।

তাঁহার মতবাদের উপর উপনিষদের কিছু প্রভাব ছিল কি না
ঠিক্ বলা যায় না। তবে ভারতীয় দর্শনাদির প্রতি তাঁহার যে
প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, তাঁহার নিম্নলিখিত বাক্যে তাহার পরিচয় পাওয়া
যায়:—"ভারতের পুরাকীর্ত্তিস্বরূপ কাব্য দর্শনাদি মনোযোগের সহিত
পাঠ করিলে এত তত্ত্—এত গভীর তত্ত্ত আবিকার করা যায় এবং

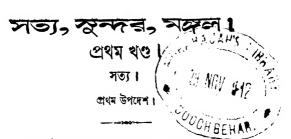
যুরোপীয় প্রতিভা যেখানে আসিয়া থানিয়া গিয়াছে দেই দব দিদ্ধান্তের
ক্ষুত্রতার সহিত ত্লনা করিয়া এতটা তদাৎ মনে হয় যে, আমরা
প্রাচ্য প্রতিভার সম্মুখে নতদ্ধান্ত হইতে বাধ্য হই, এবং দেখিতে
পাই এই মানবজাতির আদিম নিবাসই উচ্চতম দর্শনের ক্রমাভূমি।"

তাঁহার সমন্বয়বাদের অর্থ এই যে. তিনি মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি দর্শনের ইতিহাসে প্রযোগ করিয়াছেন। চৈতন্যোপলন তথ্য সকলের সহিত, সকল প্রকার দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদ-গুলি মিলাইয়া. তিনি যে সিন্ধান্তে উপনীত হইরাছেন তাহা এই:--প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দর্শনে যে সকল মানসিক ব্যাপার ও তত্ত্বের কথা আছে তাহা সত্য হইলেও, চৈতন্যে যে কেবল ঐগুলিই অবস্থিত এরপ বলা যায়না; কিন্তু তাঁহাদের মতে, কেবল ঐগুলিই চৈতন্যেকে অধিকার করিয়া আছে। স্থতরাং প্রত্যেক দর্শন একেবারেই মিথ্যা নহে, পরন্ত অসম্পূর্ণ। এই দর্শনগুলিকে সম্মিলিত করিলে, চৈতন্যের সমগ্রতার অনুরূপ একটি সমগ্র দর্শন সংগঠিত হইতে পারে। কেহ কেহ অজ্ঞানবশত মনে করেন. এইভাবে দর্শন রচিত হইলে কতকগুলি দার্শনিক মতবাদের সংমিশ্রণ মাত্র , হইরে, তাহার অধিক নহে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। প্রত্যেক দর্শনের মধ্যে যাহা মিথ্যা, যাহা কিছু অসম্পূর্ণ ভাহা বাদ দিয়া, তাহার সত্যাংশকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়া এইরূপ দর্শনের দারা, একটি অথও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

কুজাঁার একজন ঘোরতর প্রতিপক্ষ Sir William Hamilton কুজাঁার সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন; —ভিক্টর কুজাঁা একজন স্থগভীর ও মৌলিক তত্ত্বদশী, একজন প্রাঞ্জলতাগুণবিশিষ্ট বাগ্বিভবস্পান স্থলেধক; কি প্রাচীন, কি স্বর্ধাচীন উভ্যব

কালের বিদ্যাতেই স্থপণ্ডিত। দেশ, কাল, সম্প্রদার, ও ব্যবসারগত্ত সকল প্রকার অন্ধ সংস্কার হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত এইরূপ একজন দার্শনিক; এবং বাঁহার সমূরত সমন্বর্যাদ, সর্ব্বত্র সত্যামুসদ্ধানে প্রবৃত্ত হইরা, অতীব বিরুদ্ধ পক্ষীয় দর্শনের মধ্যেও সভ্যের অথওতার সন্ধান পাইরাছে।"

ঐজ্যোতিরিজ্ঞনাথ ঠাকুর।



সার্বিভৌমিক ও অবশ্যস্তাবী মূলতত্ত্বের সত।।

শুধু আজ ৰলিয়া নহে, দৰ্মকালেই মহন্যগণ ছুইটি তত্ত্বের স্বাৰগুকতা অন্ধুভৰ করিয়া আদিতেছে।

এই হ্যের মধ্যে প্রথমটি অধিকতর প্রবল ও হরতিক্রমণীয়। সেট কি ?—না, কতকগুলি ধ্রুব অপরিবর্ত্তণীয় মূলতক্, যাহা কালের উপর নির্ভর করে না, স্থানের উপর নির্ভর করে না, অবস্থার উপর নির্ভর করেনা, এবং যাহা মানব-চিত্তের অসীম বিশাস ও বিশ্রামের স্থল। যে কোন বিষয়েরই গবেষণা হউক, যতক্ষণ শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অসম্বদ্ধ তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়,—যতক্ষণ সেই তথ্যগুলিকে কোন-একটা মূলতক্বে উপনীত করা না যায়, ততক্ষণ তাহা বিজ্ঞানের সামিল হয় না—তাহা বিজ্ঞানের উপকরণ মাত্র।

এমন কি, ভৌতিক বিজ্ঞান তথনি আরম্ভ হয়, যথন আমরা প্রকৃতির রাজ্যে নানা তথ্য পর্যাবেক্ষণ করিয়া দেই দকল তথ্যকে কতকগুলি নিয়মের সঙ্গে বাধিয়া দিই। প্রেটো বলিয়াছেন:—"শুধু ঘটনা লইয়া বিজ্ঞান হয় না।"

এই-ত গেল আমাদের প্রথম আবশুকতা। আর একটি তত্ত্বরও আবশুকতা আমরা অন্থত্ব করিয়া থাকি;—উহাও প্রথমটির ন্তায় বৈধ। যাহাতে আমর। মনঃকল্পিত কতকগুলি থেয়ালের ঘারা,—
নিপুণ অথচ কৃত্রিম কতকগুলি যোগাযোগের ঘারা প্রবঞ্চিত না হই,
যাহাতে বাস্তবের উপর —প্রতাক্ষ অনুভব ও পরীক্ষার উপর নির্ভক্ত করিতে পারি, এরূপ কোন একটি তত্ত্বেরও আবশুকতা আমরা অনুভব করিয়া থাকি। ভৌতিক বিজ্ঞানের ক্রুত উন্নতি ও বিজয়কীর্তি সন্দর্শনে অজ্ঞ জনের চক্ষু ঝলসিয়া যায়; তাহারা জানে না, এই উন্নতি পরীক্ষা-প্রয়োগ-পদ্ধতিরই ফল। অধুনা, এই পদ্ধতিটি এতটা লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে এবং ইহাকে এতটা অতিরিক্ত দীমায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, যদি কোন বিজ্ঞানের অনুশীলনে এই পদ্ধতিটি অবলম্বিত না হয়,
তাহা হইলে তাহার প্রতি আর কিছুমাত্র মনোযোগ করা হয় না।

পর্যাবেক্ষণ ও প্রজ্ঞাকে একত্র মিলিত করা,—কোন বিজ্ঞানের অনুশীলনে মভিলাবী হইলে, দেই বিজ্ঞানের আদর্শকে লক্ষ্যত্রপ্ত হইতে না দেওয়া, এবং পরীক্ষার পথে উহাকে অনুসন্ধান ও লাভ করা— ইহাই দর্শনশাস্ত্রের সমস্তা।

গত ছই বংসর ধরিয়া আমি যে সকল উপদেশ দিয়াছি তাহা
এক্ষণে স্মরণ কর:—কঠোর বৈজ্ঞানিক গছতি অনুসালে ইহা কি

িদ্ধ হয় নাই য়ে, জানী-অজ্ঞান-নির্দ্ধিশেষে মন্ত্র্যু মাত্রেরই অন্তরে
এরূপ কতকগুলি জ্ঞান, ধারণা, প্রতাতি, মূলতত্ত্ব আছে যাহা—
যোর সংশ্রবাদী মুথে অস্বীকার করিলেও, তাঁহার অজ্ঞাতসারে
তাঁহার প্রত্যেক কার্য্য ও ব্যবহারকে নিয়মিত করে ? একটু আয়জিজ্ঞানা করিলেই এইগুলি প্রত্যেকেরই অন্তরে অনুভূত হইবে।
এমন কি, অতীব গ্রাম্য ইতর জনেরাও নিজ নিজ পরীক্ষার এইগুলি
উপলব্ধি করিয়া থাকে। এইগুলি গুরুরে পরীক্ষার সীমার মধ্যেই
বন্ধ তাহানহে—ইহা পরীক্ষা,কও অতিক্রম করে—পরীক্ষার উপর

কর্তৃত্ব করে। বিশেষ-বিশেষ ব্যাপার-সমূহের মধ্যে থাকিয়াও এইগুলি সার্বভৌমিক,—ইহা বিশেষ-বিশেষ ব্যাপারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; আগন্তুক ব্যাপারের সহিত মিশ্রিত থাকিলেও, এগুলি নিতা ও অপারিহার্য্য; আমরা স্বয়ং আপেক্ষিক ও দীমাবদ্ধ হইলেও, আমাদের সমক্ষে এগুলি অদীম ও নিরপেক্ষ বলিয়া উপলব্ধি হয়। আমি তোমাদের সমূথে পরপার-বিরুদ্ধ কতকগুলা ছুর্কোধ কথা উপস্থিত করিতেছি না, আমি আজ যাহা বলিতেছি তাহা আমার পূর্ব্ধ-পূর্ব্ধ উপদেশেরই দিন্নান্ত ফল।

সকল বিজ্ঞানেরই মূলে কতকগুলি সার্স্ত্রভৌমিক ও অবশুস্তাবী মূলতর বে আছে তাহা ইডঃপূর্ব্বে প্রদর্শন করিতে আমার কিছু মাজ কট্ট পাইতে হয় নাই।

ইহা-ভ স্পষ্টই পড়িরা আছে—এমন কোন গণিত শাস্ত্র নাই যাহার কতকগুলি স্বতঃধিদ্ধ মূলহত্ত্র নাই—কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষণাঃ নাই—অর্থাৎ যাহার কতকগুলি নিরপেক্ষ মূলতত্ত্ব নাই।

যাহা চিস্তার গণিত সেই স্থারশাস্ত্রের দশা কি হর যদি আমরা তাহা হইতে কতকগুলি মূলস্ত্র সরাইয়া লই—সেই সক স্ত্র যাহা সকল যুক্তি ও সকল সিদ্ধান্তের মূলীভূত।

কোন ভৌতিকবিজ্ঞান কি সম্ভব হইত, যদ্দি তৎসংক্রাস্ক তাবং ঘটনা ও ব্যাপারের মূলে কোন-একটা হেতু কিম্বা মিয়ম না থাকিত ?

চরম হেভ্-রূপ কোন মূলতত্ত্ব না থাকিলে, শারীরবিজ্ঞান কি একপদও অগ্রসর হইতে পারিত ? তাহা হইলে কি আমরঃ কোন-একটি দেহ-যন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারিতাম—কোন দৈহিক যন্ত্রের প্রক্রিয়া নিশ্ধারণ করিতে পারিতাম ? যে মূলতত্ত্বর উপর সমগ্র ধর্মনীতি নির্ভর করে—যাহার উপর সমস্ত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত তাহাও কি এই প্রকৃতির নহে ?

স্থান-কাল-নির্দ্ধিশেযে, নীতিবোধ-বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই কি এই সকল মূলতত্ত্বের শাসনাধীন নহে ? নীতিবোধ-বিশিষ্ট এমন কোন জীৰ কি কল্পনা করিতে পার যাহার বিবেক-বৃদ্ধি এই কথা বলে না যে,— অন্তরের রিপুদিগকে প্রজ্ঞার অধীনে রাথা কর্ত্তব্য, প্রতিজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য, স্থার্থের প্রবল প্ররোচনা সত্ত্বেও, যে বস্তু অ্যমার নিকট কেহ বিশ্বাস পূর্দ্ধক গচ্ছিত রাধিয়াছে তাহা প্রত্যপণ করা কর্ত্তব্য ?

এ সমস্ত দার্শনিকদিগের কুসংস্কার কিস্বা ন্যায়বাগীশদিগের কতক-গুলি শাস্ত্রীয় বাগাড়ধর মাত্র নহে। অতিসামান্ত জ্ঞানেও ইহা উপলব্ধি হইয়া থাকে।

যদি আমি তোমাকে বলি, একটা হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, অমনি কি তুমি আমাকে জিজাদা কর না,—কোথার হইয়াছে, কাহা-কর্তৃক হইয়াছে এবং কেন হইয়াছে? তাহার তাৎপর্য্য এই:—কাল, স্থান, হেতু-ঘটিত—এমন কি, চরম হেতু-ঘটিত এমন কভকগুলি মূলভন্থ তোমার অন্তরে নিহিত আছে যাহা সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী এবং সেই দকল মূলতন্ত দারা চালিত হইয়াই তোমার মন এইরপ্প জিজাদার তোমাকে প্রবৃত্ত করে।

যদি আমি বলি, কোন প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার কিয়া উচ্চাকাঝা।
এই হত্যাকাণ্ডের হেতু,—তুমি কি তৎক্ষণাৎ, কোন প্রেমিক কিংঝা
কোন উচ্চাকাঝী ব্যক্তির কল্পনা কর না ? তাহার আংপর্য্য এই;—
তুমি জান, কোন কর্তাভিন্ন কোন কার্য্য নাই,—কোন বস্তভিন্ন
কিংবা বাস্তবিক সত্তাভিন্ন কোন গুণ নাই, কিংবা কোন ঘটনা নাই।
যদি আমি তোমাকে বলি, ঐ হত্যাপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এইরূপ

বলিতেছে যে, তাহার অভ্যন্তর যে ব্যক্তি এই হত্যাকাণ্ডের ক্লনা করিয়াছিল, সঙ্গল করিয়াছিল, এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল দে এক ব্যক্তি নহে,—সময়াস্তরে তাহার ব্যক্তিত্ব অনেকবার নবীক্বত হইয়াছে, তাহা হইলে—দে যদি অকপট-ভাবে এই কথা বলিয়া থাকে—তাহাকে কি তুমি পাগল বলিবে না ? এবং যদিও তাহার বিবিধ কার্য্য ও অবস্থার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকে, তবু কি তুমি ভাহাকে দেই একই ব্যক্তি বলিয়া অবধারিত করিবে না ?

মনে কর, যদি ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ দোষ সাক্ষাই করিবার জন্য এইরপ বলে:—আমি নিজ স্থথের জন্য এই হত্যা করিয়ছি; তা ছাড়া, এই নিহত ব্যক্তি এরপ ছর্দশাগ্রস্ত যে তাহার জীবন তাহার পক্ষে ভার-স্বরূপ হইয়াছিল; ইহাতে দেশেরও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কেননা একজন অকর্মা নাগরিকের পরিবর্ত্তে, এমন একজন লোক পাওয়া যাইতেছে যে দেশের অধিকতর কাজে আদিতে পারে; তা ছাড়া, এক ব্যক্তির অভাবে সমস্ত মন্ত্র্যান্তরে, তুমি কি সহজভাবে তথু এই কথা বল না যে—সম্ভবতঃ সেই হত্যাকারীর পক্ষে এই হত্যাকাপ্ত স্ববিধাজনক, কিন্তু তাহা সত্তেও ইহা ন্যায়-বিকল্ধ কার্য্য এবং সেই হত্য কোন ব্যপদেশেই এই হত্যাকাণ্ডের অন্থ্যমান্ধন করা যাইতে পারে না।

যে বৃদ্ধির দারা কতকগুলি সার্বভৌমিক ও অবশুস্তাবী মূলতক্ব স্বীকৃত হয়, সেই একই বৃদ্ধির দারা - কোন্গুলি সার্বভৌমিক ও অবশুস্তাবী নহে, কোন্গুলি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক অর্থাৎ ন্যুনাধিক স্থলে প্রযুক্ত হয় মাত্র—তাহাও নির্নীত হইয়া থাকে।

একটা ব্যাপক সত্যের দৃষ্টান্ত দিইঃ যথা—রাত্রির পর দিন

আইদে। কিন্তু এ সত্যটি কি সার্ব্বভৌমিক ও অবগুম্ভাবী ? ইহা कि मर्त्राप्ता विञ् ७ ?—रा, जामाप्तत विभिन्न मर्त्राप्ता विञ् छ। কিন্তু যত প্রকার দেশ সম্ভবত থাকিতে পারে—সমস্ত দেশেই কি ইহা বিস্তৃত্ শূনা; যেহেতু, অন্য কোন জগতের বিধানানুসারে এমন কোন দেশও আমরা কল্পনা করিতে পারি যাহা চির-নিশায় নিমজ্জিত। যে জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর তাহার নিয়মগুলি আমরা বেমনটি দেখি তাহাই, তাহার অধিক নহে: তাহা অবগ্রন্থাবী নহে। ঐ সকল নিয়মের যিনি প্রণেতা, তিনি অন্য নিয়মও নির্পাচন করিতে পারিতেন। জগতের অন্য কোন বিধানানুগারে অন্য প্রকার ভৌতিক ব্যাপারেরও কল্পনা করা যাইতে পারে, ফিন্তু অন্য প্রকার গণিততত্ত্ব কিংবা অন্য প্রকার নীতিতত্ত্বের কল্পনা করা যায় না। তেমনি. রাত্রি ও দিবদের মধ্যে বেরূপ সম্বন্ধ একণে আমরা প্রত্যক্ষ করি, দে সম্বন্ধ স্থল-বিশেষে নাও থাকিতে পারে-এরপ কল্পনা করা অসম্ভব নহে। অতএব ∕রাত্রির পর দিন আইদে –এই যে সতা, ইহা একটি ব্যাপক সত্য-সম্ভবতঃ সার্মভৌমিক সত্য: তাই বলিয়া, ইহা অবশ্ৰম্ভাবী সত্য নহে।)

মন্টেদ্কা বলিয়াছেন, "স্বাধীনতা গ্রীম্ম দেশের ফল নহে"।
মানিলাম উত্তাপে আত্মা নিত্তেজ ও ছর্বল হইয়া পড়ে,—উষ্ণ দেশে
স্বাধীন শাসনতন্ত্র পরিচালন করা কঠিন; কিন্তু তাই বলিয়া উহা হইতে
এইরূপ দিলান্ত হয় না য়ে, এই নিয়মের বাতিক্রম কোণাও হইতে
পারে না। বাস্তবপক্ষেও কতকগুলি ব্যতিক্রম-স্থল আছে। অতএব
এই নিয়মটিও একেবারে সার্বভৌমিক নহে, এবং ইয়ার অবশুম্ভাবিতাও
আরো কম। কিন্তু এইরূপ ভাবে তুমি কি কারণতন্ত্রের কথা
বলিতে পরি ? কোনো স্থানে কিংবা কোন কালে, তুমি কি এমন

কোন ব্যাপার কল্পনা করিতে পার যাহা কোন ভৌতিক কিংঝা নৈতিক কারণ ব্যতীত উৎপন্ন হইয়াছে ?

যদি কল্পনা-বলে জগতের সমস্ত সত্তা ধ্বংস করিলা, সেই ধ্বংসাক-শেবের মধ্যে শুধু একটি মনকে অধিষ্ঠিত রাখা যান, আর সেই মনের বৃত্তিগুলিকে যদি কিঞ্চিন্মাত্রও পরিঃ।লিত করা আবশুক হন, তাহা হইলে, সেই মনের মধ্যে কতকগুলি অবশ্যস্তাবী মূলতত্ত্ব নিবিপ্ট করিতে আমরা বাধ্য হই।

এই দকল মূলতত্ত্বর ভিত্তিকে টলাইবার জন্য এবং উহাদের কার্য-প্রদার কমাইবার জন্য, প্রত্যক্ষ-পরীক্ষাবাদিরা কতই চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু দেই চেষ্টা যে বুথা চেষ্টা হইয়াছে তাহা আমরা কতবার দেখাইয়াছি। প্রত্যক্ষবাদিরা কি বলেন গুনা যাক্।

যাহাকে আমরা সার্ক্ষ্রেনিক ও অবগুছাবী বলি সেই কারণ-তত্ত্ব
সম্বন্ধে তাঁহারা বলিবেন—ইহা মনের একটা আত্যাদ-মাত্র। তাঁহারা
বলেন—প্রকৃতি-রাজ্যে আমরা দেখিতে পাই, একটা ঘটনা আর একটা
ঘটনাকে অন্নসরণ করে, এবং এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াই আমাদের মন, তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ হাপন করে; এই সম্বন্ধকই
আমরা কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ বলি। এইরূপ ব্যাথ্যা, শুরু যে কারণের
মূলতত্ত্বকে উচ্ছেদ করে তাহা নহে, কারণ-সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা
আছে তাহারো মূলোছেদ করে! মনে কর ছইটি গোলা আমাদের
সম্মুথে রহিয়াছে। একটি চলিতে আরম্ভ করিল; তাহার পরেই
আর্র্য একটি চলিল। এইরূপ পারস্পর্য্য যথন সনির্বন্ধভাবে পুনঃ
পুনঃ ঘটিতে থাকে, তথন সেই পারস্পর্য্যের সহিত নিত্যতার যোগ
হয় এইমাত্র। অল্প্যাত্র ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে কোন কার্য্য সম্পাদন
করিয়া আমরা যে কারণ-শক্তির পরিচ্য পাই, পুর্ক্ষোক্ত পারস্পর্য্যের

দারা দেই কারণশক্তি সন্ত ত কার্য্য-কারণের বিশেষ সম্বন্ধ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যিনি আত্মনতের স্থান্সতি বরাবর রক্ষা করিয়া আদিয়াছেন দেই পরীক্ষাবাদী হিউমও এই কথা সহজেই সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, কোনো প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার দারা, বৈধভাবে কারণ-তত্ত্বের ভাব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না।

কারণ-জ্ঞান-সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, ঐ স্বাতীয় অন্যান্য জ্ঞান-সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে।

অন্তত:, বস্তুত্ব ও একত্ব-জ্ঞানের উদাহরণ এইখানে দেওয়া যাউক। ইক্সিয়ের দারা, শুদ্ধ কতকগুলি গুণ ও ঘটনামাত্র আমরা উপলব্ধি করি। আমরা বিস্তৃতি স্পর্শ করি, বর্ণ দর্শন করি, গন্ধ আঘাণ করি। কিন্তু বিস্তৃত, রঞ্জিত, গন্ধিত বস্তুকে কি আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিতে পারে ? এই বিধয়ে হিউম একটু কৌতুক করিয়া বলিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমাদের কোন ইন্দ্রিয়ের কোঠায় বস্তু-জ্ঞানকে ফেলিতে পারা যায় ? তবে, তাঁহার মতে – তাঁহার পরীক্ষাবাদ-অমু-সারে, এই বস্তুজ্ঞানটি কি १--কারণ-জ্ঞানের ন্যায় ইহাও একটা বিভ্রম মাত্র। একত্বের জ্ঞানও আমরা ইন্দ্রিয়াদি হইতে প্রাপ্ত হই না। কেননা একতা কি ?-না,-তাদায়াতা, অ-বহুগতা; পক্ষাস্তরে, ইক্রিয়ের ममत्क यांश किछू প্রকাশ পার তৎসমস্তই, পারম্পর্য্য-বিশিষ্ট--- সমস্তই, যৌগিক। কোন কারুকার্য্যের মধ্যে যে একতা দৃষ্ট হয় উহা কারু-কার্য্য-সম্ভূত, মানব-মনের রচনা-সম্ভূত। কোন পদার্থের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একতা থাকিতে পারে, কিন্তু উহা অঙ্গ-সংস্থানের একতা। জ্ঞান-মূলক ও নীতি-মূলক একতা কেবল আত্মারই গ্রাহ্য—উহা रेक्टिएउत थारा नरह।

ইক্রিয়ের ঘারা, যদি সামান্য ধারণাগুলিরই ব্যাখ্যা না হয়, তবে

ঐ ধারণা-সমৃহের মধ্যে যে মৃণতত্ত্ব নিহিত—যাহা সার্কভৌমিক ও অবগ্রন্তাবী—তাহার ব্যাঝা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হওয়া ত আরো অসম্ভব। "এই একটা তথ্য, ঐ আর একটি তথ্য"—এইরূপ বিশেষ-ভাবেই ইন্দ্রিয়গণ বিষয় গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যে মৃণতত্ত্ব সার্কভৌমিক ভাহা ইন্দ্রিয়ের অতীত। অমুক অমুক তথ্যটি কি ?—প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা তথ্ তাহারই পরিচয় দেয়; কিন্তু, "উহা না হইলেই নয়", "উহার না হওয়াটা অদন্তব"—এবিষধ জ্ঞানে প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা পৌছিতে পারে না।

আর একটু বেশি দ্রে যাওয়া ধীক্। পরীক্ষাবাদ, শুধু যে সার্স্ব-ভৌমিক ও অবশাস্থাবী মূলতত্ত্বর ব্যাখ্যা করিতে পারে না তাহা নহে; আমরা আরো এই কথা বলি, এই সব মূলতত্ত্বকে ছাড়িয়া, পরীক্ষাবাদ প্রতিক্ষ-জ্ঞানেরও ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

কারণের ম্লতত্বকে উঠাইয়া লও—দেখিবে, মানব-মন আগনা হইতে ও আপনার বিকার গুলি-হইতে কিছুতেই বাহির হইতে পারিবে না। ঐ ইন্দ্রিয়বোধগুলির কারণ কি, অথবা উহার কোন কারণ আছে কি না তাহা শ্রমণ আছাণ, আস্থাদন, দর্শন, শ্র্পর্শ, প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-বোধের দ্বারা জানিতে পারিবে না। কিন্তু এই কারণতত্বকৈ মানব-মনে আদার প্রতিষ্ঠিত কর,—স্বীকার কর যে, প্রত্যেক আবির্ভাব, প্রত্যেক পরিবর্তন, প্রত্যেক ঘটনার স্থার, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়বোধেরও একটা কারণ আছে, (কেনমা ইহা-ত স্পষ্টই দেখা যায়, আমাদের কতকগুলি অন্তর্ভুতির কারণ আমরা নিজেনহি—অবশ্যই তাহার জন্য কারণ আছে)—ডাহা হইলে, এমন কোন কারণে তৃমি স্বভাবত উপনীত হইবে যাহা তোমা হইতে স্বতন্ত্র। বাহাজগতের ধারণা প্রথমে এইরপেই আমাদের মনে উদয় হয়। কারণ-সমূহের এই সার্ব্বাকৌমিক ও অবশ্যন্তাবী মূলতত্ব হইতেই

আমরা বাহ্য জগতের সন্তা উপলব্ধি করি এবং এই ধারণাটিও উক্ত মূলতব্বের ধারাই সমর্থিত হইয়া থাকে। তবে-কিনা, ঐ শ্রেণীর অন্যান্য মূলতব্বও এই ধারণাটকে আরো পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলে।

আমি জিজাদা করি—যথনি তুমি জানিলে, কতকগুলি বাহাবস্থ আছে,তথনি তোমার মনে হয় কি না—দেই দকল বস্তু কোন-না-কোন স্থান অধিকার করিয়া আছে ? তাহা যদি তুমি অস্বীকার কর, তাহা হইলে, কোনো বস্তু কোনো স্থানে যে অবস্থিতি করে ইহাও তোমাকে অস্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ তাহা হইলে এমন একটা ভৌতিক সত্যকে তোমার অস্বাকার করিতে হয়—যাহা মনোবিজ্ঞানেরও একটি মূলতত্ব—যাহা সাধারণ জ্ঞানেরও একটি মূলতত্ব। কিন্তু, কোনবন্তু গেখানে থাকে, অনেক সমন্ত্র দেইস্থানটিও একটা বস্তু—কেবল প্রথমটি অপেক্ষা মধিকতর ব্যাপক এই মাত্র। এই নৃতন বস্তুটিও আবার আর একটা স্থানে অধিষ্ঠিত। এই যে নৃতন স্থান ইহাও কি একটা বস্তু ? যদি বস্তু হয়, এই বস্তুটিও আর একটি স্থানে অধিষ্ঠিত যাহা অপেক্ষাকৃত আরো বৃহৎ;—এইরূপ পরপর। এইরূপে তোমার মন একটা অদীম ও অনস্তু স্থানের ধারণায় উপনীত হয়— যাহার মধ্যে, সমন্ত সদীম স্থান ও সমন্ত বস্তু দ্লিবিষ্ঠ। এই অদীম ও অনস্তু স্থানর অন্ত্রিকিট এই অদীম ও অনস্তু স্থানর ব্যু স্থানিই। এই অদীম ও অনস্তু স্থানই আকাশ ।

ইহা-ত অতি সহজ কথা। দেখ—এই জল যে এই জল-পাত্রের
মধ্যে আছে তাহা কি তুনি অধীকার কর ? এই জল-পাত্রটি যে
একটা ঘরের মধ্যে আছে তাহা কি তুনি অধীকার কর ? এই ঘরটি
ধে আর একটি বৃহত্তর স্থানে আছে তাহা কি তুনি অধীকার কর ?
আর দেই বৃহৎ স্থানটিও যে আর একটা বৃহত্তর স্থানের অন্তর্গত তাহা
কি তুনি অধীকার কর ?—এইরূপে তোনাকে আমি অনস্ত আকাশ-

পর্যান্ত লইয়া যাইতে পারি। উক্ত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে তৃমি যদি একটা প্রতিজ্ঞা অস্বীকার কর, তাহা হইদে তোমাকে সমস্ত প্রতিজ্ঞাই অস্বীকার করিতে হয়। যদি প্রথমটিকে স্বীকার কর, তাহা হইদে শেষ্টিকেও স্বীকার করিতে তৃমি বাধ্য হইবে।

যাহা হইতে গোড়ায় বস্তুজ্ঞানই উৎপন্ন হয় না—শুধু সেই ইক্সিয়-বোধ কি করিয়া তোমাকে আকাশের ধারণায় উপনীত করিবে ? অতএব দেখা যাইতেছে, এস্থলেও একটা উচ্চতর মূলতত্ত্বের মধ্যবর্ত্তিতা আবশ্যক।

বেমন আমরা বিখাদ করি, বস্তুমাত্রই একটা স্থান অধিকার করিয়া আছে, দেইরূপ আমরা বিখাদ করি, ঘটনামাত্রই কোন-না-কোন সময়ে সংঘটিত হয়। এমন কোন ঘটনা কি কল্পনা করিতে পার যাহা কোন কালাংশেরই অন্তর্গত নহে ? তোমার মানদ-চক্ষে, এই কালের স্থায়িত পর-পর প্রামারত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া, অবশেষে আকাশের ন্যায় কালকেও অদীম বলিয়া তোমার উপলব্ধি হয়! কালকে যদি তুমি অস্বীকার কর.—যে দকল বিজ্ঞানশাস্ত্র কালের পরিমাপক, দেই দকল বিজ্ঞানশাস্ত্রকেও তোমার অস্বীকার করিতে হয়; যে দকল স্বাভাবিক বিশ্বাদের উপর মানব-জীবন বিশ্রাম করে, দেই দকল বিশ্বাদকেও তোমার উচ্ছেদ করিতে হয়। যে ছইটি মূলতত্ব বাহাজগৎ-জ্ঞানের অন্তর্নিহিত ও সহজাত দেই আকাশ ও কালের ধারণা কেবল ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা ব্যাধ্যাত হইতে পারে না।

তাই, পরীক্ষাবাদীরাও বেশ বুঝিরাছেন,—এরূপ কতকগুরি সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যন্তাবি মূলতত্ত্ব আছে যাহা অপরিহার্য্য, অথচ পরীক্ষাবাদ যাহার ব্যাথাা করিতে অসমর্থ।

এইথানে থামা যাক্:--সামরা তত্বাবেষণে প্রবৃত্ত হইয়া এ পর্য্যস্ত

যাহা কিছু নির্ণন্ন করিয়াছি, হন্ন তাহা আকাশ-কুন্ধনে পর্যাবদিত হইয়াছে, নম আমরা এইটুকু নিশ্চিত জানিয়াছি—মানব চিত্তে এরপ
কতকগুলি মূলতত্ত্ব বস্তুতই :মুদ্রিত রহিয়াছে যাহা সার্ক্রভৌমিক ও
অবশাস্তাবী।

কতকগুলি সার্বভৌষিক ও অবশাস্থাবি মূলতত্ত্বের সভা সপ্রমাণ ও সমর্থন করিয়া আমরা এক্ষণে এই-প্রকৃতির মূল্তর মানবজ্ঞানের ন্ধকল বিভাগেই অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি, এবং পুর যথাযথ-ভাবে এই মূলত্রগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিতেও চেষ্টা করিতে পারি। কিন্তু কতকগুলি প্রথাত দৃষ্টান্ত হইতে আমাদের যে শিক্ষা লাভ হইয়াছে—তাহাতে ভয় হয় পাছে বহুমূল্য ধ্রুব তত্ত্বের সহিত কতকগুলি অপ্রমাণিত অনুমান মিশ্রিত করিয়া দেই তত্ত্তলির মর্য্যাদা লাঘ্র করি। এরপ শ্রেণীবন্ধনে তত্ত্বিদ্যা আপাততঃ থুব উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিবে বটে, কিন্তু প্রাজ্ঞ-জনের চক্ষে উত্থার প্রামাণিকতা কমিয়। ঘাইবে। ক্যান্টের দৃষ্ঠান্ত অনুসরণ করিয়া, গত বৎসরে আমারাও তোমাদের সমক্ষে, মূলতবগুলির শ্রেণীবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; যে সকল মূলত ৰ সাৰ্বভৌনিক ও অবশান্তাবি এবং যে সকল ধারণা দেই সকল মূলতত্ত্বের অন্তবন্ধী—দেই সকল মূলতত্ত্ব ও ধারণার সংখ্যা কমাইতেও চেষ্টা পাইয়াছিলাম। এই কার্য্যের গুরুত্ব সমাক হানয়ঙ্গম করিলেও, এন্থলে উহার পুনরাবৃত্তি করিতে আমরা ইচ্ছা করি না। একটা মহৎ উদ্দেশ্য আমাদের সন্মুথে বিদ্যমান। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী-প্রতিভার সহিত যে মতবাদ মিশ থায়, সেই মতবাদকে যাহাতে স্থৃদৃদ ও সারবান্ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি ভাহাই আমাদের চেষ্টা। এই হেতু, যাহা কিছু ব্যক্তিগত ও অনিশ্চয়া-অুক্ত তাহা আমরা পরিহার করিব। ক্রনিংসবর্গের দার্শনিক ক্যান্ট্র দার্বভৌমিক ও অবশুস্তাবি মূলতব-সমূহের যে শ্রেণীবিস্থাদ করিয়া-ছেন তাহার পরীক্ষা ও বিচার করিতে আমরা চাহি না; আমরা এই দকল মূলতবের প্রকৃতির অভ্যন্তরে আরো অধিক দূর পর্যান্ত প্রবেশ করিতে চাহি; আমাদের কোন্ বৃত্তি এই দকল মূলতত্তকে প্রকাশ করে—কোন্ বৃত্তির দহিত উহাদের যোগ আছে তাহাই তোমাদের নিকট দেখাইতে চাহি।

এই মূলতত্বগুলির বিশেষত্ব এই,—চিন্তা করিয়া দেখিলেই আমরা প্রত্যেকেই বুঝিতে পারি, এই মূলতত্বগুলি আমাদের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে, কিন্তু আমরা উহাদিগকে উৎপাদন করিতে পারি না— আমরা উহাদের জন্মদাতা নহি। আমরা উহাদিগকে মনে ধারণা कति, कार्या अरमांग कति, किन्ह उँ९भागन कति ना। आमारमञ সাক্ষীচৈত্ত তকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক। যেমন আমি কোন ৰস্তু নিজ বলে মুঞালিত করিয়া বুঝিতে পারি—আমিই ঐ গতিক্রিয়ার কারণ, দেইরূপ, জ্যামিতিক লক্ষণাগুলির কারণ আমি স্বরং-এইরূপ कि आमात প্রতীতি হয় ? यनि आमता है এই नक्षणा छनि প্রণয়ন করিয়া থাকি. তাহা হইলে উহা ত আমাদের নিজন্ম ধন। তাহা হইলে আমরা উহানিগকে ভাঙ্গিতে পারি, বিকৃত করিতে পারি, পরিবর্ত্তন করিতে পারি, এমন কি, উচ্ছেদ করিতেও পারি। কিন্ত ইহা নিশ্চিত যে, আমরা তাহা পারি না। তবেই দেখা যাইতেছে, ष्मामता উरात्मत छे९ शामक नि । देश अ मुअमान दहेगाए - एव-रेक्षियरवां পরিবর্ত্তনশীল, সীমাবদ্ধ, তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত দার্ব্ব-ভৌমিক ও অবশ্রম্ভাবি মূলতত্ত্ব কথনই উৎপন্ন অথবা দিদ্ধ হইতে: পারে না। ফুতরাং আমরা এই অপরিহার্য্য দিদ্ধান্তে উপনীত হই:-মূলতবগুলি আমাতে আছে কিন্তু আমার নহে। আর বেমন ইন্দ্রিয়-

বোধ ৰাহজগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপন করে, সেইরূপ আর কোন চিত্তর্ত্তি, সেই মূলতত্ত্ব-সমূহের সহিত আমাদের যোগ নিবন্ধ করে:,—সেই সকল মূলতত্ত্ব, যাহা বাহজগতের উপরেও নির্ভর করে না, আমার নিজের উপরেও নির্ভর করে না। সেই চিত্তর্তিটি কি ?—না, প্রজ্ঞা।

মানব-অন্ত:করণে তিনটি সাধারণ বুত্তি আছে, যাহা পরস্পর বিমিশ্রিত—যাহা প্রায় একদঙ্গেই কাজ করে। কিন্তু আলোচনার স্থবিধার জন্ম, উহাদিগকে আমরা বিশ্লেষণ করি, বিভাগ করি। কিন্তু তাহা সত্তেও আমরা জানি,—উহাদের ক্রিয়া একসঙ্গেই সম্পাদিত হয়—উহাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ-বন্ধন আছে—অবিভাজা একতা আছে। এই বৃত্তিগুলির মধ্যে প্রথম ধর্তবা—কর্ত্বশক্তি;— ইচ্ছাধীন ক্রিয়াপ্রবর্তনী শক্তি। ইহার দ্বারাই মন্তুয়ের ব্যক্তিত্ব বিশেষরূপে প্রকটিত হয়; এবং ইহার অভাবে, অ্যান্স বৃত্তিগুলি না-থাকার দামিল হইয়া পড়ে; কেন না, তাহা হইলে, আমাদের নিজত্বই থাকে না। যে মুহূর্তে, আমাতে কোন ইন্দ্রিয়বোধ প্রকাশ পায়, দেই মুহুর্ত্তের অবস্থাটি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে—একট মন: সংযোগ না করিলে, কোন প্রতাক জ্ঞানই উৎপন্ন হয় না। মনের এই কর্ত্তশক্তি অথবা ইচ্ছাশক্তি যে মুহুর্ত্তে রহিত হয় সেই মুহুর্ত্তেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানেরও অবসান হয়। সুষুপ্তি অথবা মর্চিত্ত অবস্থার কথা আমাদের শারণ হয় না : কারণ, দে সময়ে আমাদের কর্ত্তশক্তি স্তম্ভিত থাকে. - কাজেকাজেই আত্মটৈতন্ত অন্তর্হিত হয় – কাজেকাজেই স্মৃতিও বিলুপ্ত হয়। এমন কি. অনেক সময়ে, রিপুর আবেগ বশতঃ, यथन आमारानत साधीना हिला यात्र,-यथन आमारानत का खळान থাকে না,—দেই সঙ্গে আত্মজানও বিলুপ্ত হয়—তথন আমরা কি

করিয়ছি, কিছুই জানিতে পারি না। এই কর্তৃশক্তি—এই স্বাধীনতা পাকাতেই মন্থান্ত । এই স্বাধীনতা থাকা প্রযুক্তই, মন্থান্ত আপনাকে সংযত করে, নিয়্মিত করে, শাসিত করে। এই স্বাধীনতা—এই কর্তৃশক্তির অভাবে, মান্ত্র্য আবার প্রকৃতির বণীভূত হইয়া পড়ে। চিত্তের এই অংশটি বেরপ প্লাঘ্য ও স্থলর, এরপ আর কোন অংশই নহে। কিন্তু যেমন একদিকে, আমাদের কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা আছে, তেমনি আবার অন্ত বিদ্য়ে আমরা পরাধীন,—আমরা বাহ্ জগতের নিয়মাধীন। এন্থলে আমি কর্ত্তা নই—আমি ভোকা। আমি আমার স্থণ-ছংথের কর্ত্তা নই—আমি স্থপ-ছংথ ভোগ করি মাত্র। আমার অন্তরে, কতকগুলি আকাজ্ঞা, কতকগুলি বাসনা, কতকগুলি প্রবৃত্তি নিয়ত উথিত হইতেছে বলিয়া আমি অন্তত্ব করি, কিন্তু আমি উহাদের জন্মণতা নহি। আমি ইচ্ছা না করিলেও, উহারা স্বতঃ উথিত হইয়া আমার জীবনকে স্থপ-ছংথে পূর্ণ করে।

ইজাশক্তি, ইন্দ্রিরবোধ—এই চুইটি ছাড়া আমাদের আর একটি বৃত্তি আছে;—দেটি, জ্ঞানবৃত্তি—বৃদ্ধিবৃত্তি—প্রজ্ঞা। (যে নামেই শুভিহিত হউক না, তাহাতে কিছু যায়-আদে না) এই বৃত্তির দ্বারা আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর এমন কতকগুলি সতাকে উপলব্ধি করি;— যাহা প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে নিহিত বলিয়া অন্তমিত হয়—যাহা জ্ঞানক্রিয়ার সহিত অন্বদ্ধ—যাহা ইন্দ্রিয়-প্রতিবিদ্ধ ও ইচ্ছা-সঙ্কল্ল হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতম্ব। এবং এই বৃত্তির দ্বারাই সেই সার্ক্র্জেমিক ও অবশ্রুদ্ধাবি মূলতব্দ্ধানিকেও আমরা উপলব্ধি করি। *

^{*} আমার প্রদত্ত এই সকল উপদেশের পুর্বে মানব-চিত্রুতির এইরূপ শেশীবিভাগ ছিল ন।। আঞ্জ-কাল এইরূপ শ্রেণীবিভাগ সাধারণত: অবলক্ষিত বংসাহৈ। আঞ্জ-কাল এই ভিত্তির উপরেই আগুনিক অধ্যাস্থ্বিদ্য হাপিত-৮

ইচ্ছাশক্তি, ইক্সিরবাধ ও প্রজ্ঞা—এই তিন রন্তি একণে নিশ্চিত্র-রূপে অবধারিত হইয়াছে। বে সকল মৃলতবের দারা বৃদ্ধির্ভি চালিত হয়—দেই মৃলতবের সন্তা, এবং ইক্সিরবাধ ও ইচ্ছাশক্তির সন্তা—এই তিনেরই সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষীতৈতন্ত সাক্ষ্য দেয়। আমাদের পর্যবেক্ষার মধ্যে যাহা কিছু আদিয়া পড়ে, তৎসমন্তই আমরা বাত্তবিক বলিয়া অতিহিত করি। আমরা যে মুখ ছঃখ ভোগ করি সেই মুখ ছঃখের ভোগও বাত্তবিক, কেন না উহা আমাদের আমাতৈতন্তের বিষয়ীভূত। আমাদের ইচ্ছাশক্তি-সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। আমাদের বৃদ্ধিরত্তি অথবা প্রজ্ঞা সম্বন্ধেও, এবং যে সকল মূলতবের দারা এই প্রজ্ঞা প্রকাশিত সেই মূলতবের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। অতএব আমরা এইরূপ প্রতিপাদন করিতে পারি যে, সার্ম্বভৌমিক ও অবশুস্থাবি মূলতবের সন্তা, আমাদের পর্যাবেক্ষার উপর বিশ্রাম করে, এবং যে পর্যাবেক্ষণ আরো অব্যবহিত ও স্থানিশ্বিত সেই সাক্ষাতিতন্তের সাক্ষ্যের উপর বিশ্রাম করে।

কিন্তু আমাদের সাক্ষীচৈততা সাক্ষী তিন্ন আর কিছুই নহে। যে জিনিনাট যাহা তাহাই সাক্ষীচৈততা প্রকাশ করে মাত্র—তাহা স্বষ্টি করে না। এই-এই পতিক্রিয়া তুমি উংপাদন করিয়াছ, এই-এই ইন্দ্রিয়বোধ তুমি অন্থত্তব করিয়াছ,—ইহা আয়ুটিচততা কিংবা সাক্ষীটিততা তোমাকে জ্ঞাপন করিতেছে বলিয়াই যে তাহা সত্য এরূপ মহে। অথবা, "এই-এই তত্ত্ব বৃদ্ধিবৃত্তি স্বীকার করিতে বাধ্য"—এই কথা সাক্ষীটিততা বলিতেছে বলিয়াই যে উহা সত্য তাহা নহে। আসল কথা, উহাদের বাস্তবিক সত্তা আছে বলিয়াই, উহা অস্বীকার করা প্রজ্ঞার পক্ষে অসম্ভব। প্রজ্ঞানিহিত সার্ক্ষ্রেইন ও অবশ্রস্তানি

খুলতত্বের সাহায্যে প্রজ্ঞা যে সকল সত্য প্রাপ্ত হয়, সে সমস্ত নিরপেক্ষ সভা—আতান্তিক সভা। প্রজ্ঞা উহাদিগকে সৃষ্টি করে না—উহা-দিগকে প্রকাশ করে মাত্র। প্রজা স্বকীয় মূলতত্ত্বের বিচারকর্ত্তা नरह ; প্রজ্ঞা উহাদের সম্বন্ধে কোন হিসাব দিতে পারে না। কারণ, প্রজ্ঞা উহাদের সাহায্যেই বিচার করিয়া থাকে এবং উহাদেরি নিঃমাধীন। তা-ছাড়া, সাক্ষীচৈতন্ত প্রজ্ঞাকে উৎপাদন করে না, উহার মূল তত্বগুলিকেও উৎপাদন করে না। কারণ, সাক্ষীচৈতন্তের আর কোন কাজ নাই, আর কোন ক্ষমতা নাই—উহা প্রজ্ঞার এক প্রকার দর্পণ বই আর কিছুই নহে। অতএব নিরপেক্ষ সত্যগুলি প্রতাক্ষ-পরীক্ষা ও সাক্ষীচৈতক্ক হইতে স্বতম্ভ: প্রত্যক্ষপরীক্ষা ও আহাটেতক্ত উহাদের সত্তা-সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় মাজ। একপক্ষে, প্রতাক্ষ-পরীক্ষার দারাই সত্যসকল প্রকাশিত হয়, পক্ষান্তরে ८कान প্রতাক্ষ-পরীক্ষার ঘারাই উহাদের ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রতাক্ষ-পরীক্ষা ও প্রজ্ঞার মধ্যে এইরূপ ঐক্যও আছে, প্রভেদও আছে। প্রত্যক্ষ-পরীক্ষার দাহায্যেই আমরা এমন কিছু প্রাপ্ত হই যাহা প্রভাক্ষ-পরীক্ষাকেও অতিক্রম করে।

অতএব দেখ, আমরা যে দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ দিতেছি, উহা কতকগুলি আহুমানিক দিদ্ধান্তের উপর, অথবা প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমরা যে তব অহুসদ্ধান করিতেছি, সেই সব তব পর্যাবেক্ষা হইতে প্রাপ্ত হইরাছি বটে, কিন্তু আমাদের সেই পর্যাবেক্ষা জ্ঞানের উৎকৃষ্ঠ অংশের প্রতিই প্রযুক্ত। এইখানেই আমরা অপরাপর যাত্রী হইতে ভিন্ন পথ ধরিন্নাছি। এই পথের ভিভিটি যেমন স্কৃদ্ তেমনি উন্নত।

আমরা যে নবপন্থাটি আবিন্ধার করিয়াছি, তাহা কিছুতেই পরি-

ত্যাগ করিব না: উহাতেই আমরা অবিচলিত ভাবে আবদ্ধ থাকিব। এই সার্বভৌমিক ও অবশান্তাবী মূলতব্গুলি-সম্বন্ধে, বিভিন্ন দিক্ দিয়া, বিভিন্ন ভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে; এই সকল मन्ज इंटें ए प्रकल महा महा मम्मा ममूथि इम्र, जाहा अ वाला-চনা করা যাইতে পারে :-এই পর্যালোচনার উপরেই সমগ্র দর্শন-শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এই পর্ণা:নাচনার দ্বারাই, দর্শনশান্ত্রের পূর্ণতা, পরিমাণ, ও বিভাগ সম্পাদিত হয়। মানব-চিত্ত ও তৎসংক্রান্ত নিয়-মের আলোচনাই यদি তব্বিদ্যার আলোচনা হয়, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,—যে সমস্ত সার্ব্ধভৌমিক ও অবশান্তাবি মূল-তত্ত্ব প্রজ্ঞার উপর আধিপত্য করে, সেই মূলতত্বগুলির আলোচনাই দর্শনশাস্ত্রের উচ্চতম অংশ। তত্ত্বিদ্যার এই অংশকে, জর্মাণ-দেশে প্রাজ্ঞানিক তত্ত্বিদ্যা বলে। ইহা পারীক্ষিক তত্ত্বিদ্যা হইতে সম্পূর্ণ-রূপে ভিন্ন। এই অংশকে, আধীক্ষিকী-বিদ্যাও (তর্কশাস্ত্র) বর্জন করিতে পারে না। প্রজ্ঞার নির্দারণ-প্রণালীর মূল্য ও বৈধতা পরীক্ষা कतारे यथन आवीकिकी विमात काल, ज्थन-एय मकल मृलज्दवत উপর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত তাহার মূল্য ও বৈধতার পরীক্ষা আবীক্ষিকী বিদ্যা কি করিয়া বর্জন করিবে?

এই সকল মূলতত্ত্বের পর্য্যালোচন। হইতেই আমরা ক্রমে ঈশ্বর-তত্ত্বে উপনীত হই। যদি আমরা এই সকল মূলতত্ত্বের স্ত্রহান দেই মূলজ্ঞান পর্যান্ত আরোহণ করিতে পারি—বে মূলজ্ঞানের উপরেই আমাদের জ্ঞানের প্রথম ব্যাশ্যা ও চরম ব্যাশ্যা নির্ভর করে—তবেই দর্শন-মন্দিরের অভ্যন্তর্ত্ব পবিত্র দেব-নিকেতনটি আমাদের সন্মুধ্ধ উদ্যাটিত হইবে।

দ্বিতীয় উপদেশ।

দার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যম্ভাবী মূল তত্ত্বের উৎপত্তি নির্ণয়।

পরীক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া এবং মনোরুত্তি-সকল যথাযথক্রশে বিশ্লেষণ করিয়া কতকগুলি মূলতত্বের মতা আমরা দিদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে এরপ মনে করা ঘাইতে পারে। যে পরীক্ষা সর্বাপেকা নিশ্চিত সেই সাক্ষীচৈতন্যের পরীক্ষা হইতে যেমন একদিকে আমরা এই সকল তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি, তেমনি আবার দেখিতে পাই, যে উচ্চভূমির উপর এই দকল মূলতত্ত্ব অধিষ্ঠিত, দেখানে পরীক্ষার হাত পৌছায় না, এবং ঐ সকল মূলতত্ত্ব আমাদের সম্মুথে যে সকল অভিনব প্রদেশ উন্ঘাটিত করে তাহাও পরীক্ষাবাদের অন্ধিগমা। আমরা দেখিয়াছি, এই প্রকার মূলতত্ত্ব প্রায় সকল বিজ্ঞান-শান্তেরই শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত। এই তর্গুলির উৎপত্তি নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, আমা-দের সমস্ত মনোরত্তি অন্বেয়ণ করিয়া পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, একটি ছাড়া আর কোন মনোবৃত্তি হইতে উহাদের উৎপত্তি অদন্তব। সেটি কি ?—না, জ্ঞান-বৃত্তি; যাহাকে আমরা প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করিয়াছি। ইহা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক। আমাদের সাধারণ বৃদ্ধিবৃত্তি, প্রজ্ঞা হইতেই কতকগুলি নিয়ম প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা এই পর্যান্ত আদিয়াছি; কিন্তু এইখানেই কি থামিতে পারিব ? অধুনা মানব-বৃদ্ধি থেরূপ পরিণতি লাভ করিয়াছে, এই পরিণত মানব-বৃদ্ধিতে এরূপ কতকগুলি মূলতত্ত্ব আমাদের নিকট প্রেকাশ পায় যাহার সভায় সংশন্ম করা অসন্তব। তাহার দৃষ্টান্ত; কার্য্য- কারকের মূলতত্ত্ব আমাদের নিকট এইরূপ ভাবে প্রকাশ পায়, যথা:— যাহা কিছু প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে, তাহারি একটা অবশ্যস্তাৰি কারণ আছে। অন্যান্য মূলতবগুলিও এই একইরূপ স্বতঃসিদ্ধতার আকাৰ ধাৰণ কৰে। কিন্তু যেমন মিনাৰ্ভাদেৰী অন্তৰ্গন্তে স্বস্ঞ্জিত इहेबा, জुलिটोत्रामरवत्र मस्त्रक इहेर्ड वाहित इहेबाहिएलन, महेक्रल এই তব্গুলিও কি ন্যায়শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্যের সাজসজ্জায় সঙ্জিত হইয়া মানব-আত্মা হইতে একেবারেই বাহির হইরাছে ? গোড়ায় উহাদের কিরপ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল ? কিন্তু সার্বভৌমিক ও অবশ্য-ন্তাবি মূলতত্ত্বের স্ত্রন্থানে আরোহণ করা কি আমাদের পক্ষে দন্তব ? যে পথ দিয়া উহারা অধুনা এই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে দেই সমস্ত পথ অমুদরণ করিতে কি আমরা সমর্থ ? এই নৃতন সমস্যাটির কতটা শুরুত্ব তাহা সহজেই অমুভব করা যায়। এই সমস্যাটির মীমাংসা করিতে পারিলে, ঐ মূলতত্বগুলির সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান-চক্ অনেকটা খুলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে বাধাবিমণ্ড অনেক। भील नामद्र উৎপত্তি-স্থানের ন্যায় याश প্রচ্ছন্ন, দেই মানবজ্ঞানের স্তুত্ত্বানটিতে কেমন করিয়া প্রবেশ করা যাইতে পারে ? ঐ তম্সাচ্ছয় ষ্মতীতের মধ্যে প্রবেশ করিতে গেলে, এরপ কি আশকা হয় না যে, হয়ত অবশেষে আমরা একটা কাল্লনিক দিল্পান্তে গিন্না উপনীত হইব ? ইহা একটি বিষম সন্ধট স্থান। ঐ মগ্ন শৈলটি নৌকা-ডুবির জন্ম এরূপ প্রসিদ্ধ যে ঐ প্রদেশে প্রবেশ করিবার পূর্ফেই বিশেষ সাবধান হওয়া আবশুক। তাছাড়া ইহাও মনে হয়, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডি-তেরাও এই বিষম সমস্তার মধ্যে প্রবেশ করিতে সাহস না পাইয়া, উश्टक होशा निया दाथियाছिलन। नर्स अथरम, नक् ७ काँ छियाक् — এই চুই দার্শনিক, এই সমস্যার বাধা অতিক্রম করিতে গিয়াই এতটা

পথম্ব ইইয়াছেন; এবং একথাও বলা যাইতে পারে, তাঁহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, সমস্ত দর্শনশান্তের মূল-প্রস্রবণকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছেন। বাঁহারা পরীক্ষা-প্রণালীর এত ভক্ত, সেই পরীকাবাদিরা এই স্থলে আদিয়াই এক প্রকার পৃষ্ঠভক দিয়াছেন। क्न ना, माक्नीटेहज्जात माका श्रह्म ७ हिन्दा-जालाहनात माहारण আমরা যে সকল তত্ত্ব উপলব্ধি করি, সেই সকল তত্ত্বের বাস্তবিক লক্ষণ গোড়ায় পর্যালোচনা না করিয়া, কোন একটা দীপালোক কিংবা প্রথপ্রদর্শক সঙ্গে না লইয়া, একেবারেই তাঁহারা স্বত্তস্থানের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়ছিলেন। পক্ষান্তরে, রীড় ও ক্যাণ্ট-এই চুই দার্শনিক পণ্ডিত, পাছে অতীতের তমোজালে পথ হারাইয়া ফেলেন, এই ভয়ে বর্ত্তমান-সীমার মধ্যে আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিয়ছিলেন। তাঁহারা. সার্বভৌমিক ও অবশ্রস্তাবী মূল তত্বগুলির আকার গোড়ায় কিরূপ ছিল তাহা না জিজাদা করিয়া, অধুনা তাহাদের কিরূপ অবস্থা, তাহারি স্বিশেষ আলোচনা ক্রিয়াছেন। প্রীক্ষাবাদিদিগের इ: नार्टिक ८०%। व्यापका, व्यामजा इँशास्त्र नावधानका ७ विमुधाकात्रि-তার পকপাতী। তবে কি না, যখন একটা সমদ্যা সম্মুখে উপ-ন্থিত হইয়াছে,—যুতক্ষণ না ইহার একটা স্থুমীমাংদা হয়, ততক্ষণ উহা মানব-চিত্তকে নিরস্তর বিক্রম ও উদ্বেজিত করিবে। অতএব, উহাকে একেবারে এড়াইয়া-যাওয়া দর্শনশাস্ত্রের উচিত নহে, পরস্ক অতিমাত্র সত্তর্কতা সহকারে, কঠোর প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই দর্শনশাস্ত্রের কর্ত্তবা।

আর একবার এই কথাগুলি স্বরণ করাইয়া দেওয়া যাক্;—তাহা হইলে আমাদের পক্ষেও ভাল হইবে, অন্যের পক্ষেও ভাল হইবে:— মানব-জ্ঞানের আদিম অবস্থা হইতে আমরা এক্ষণে বছদুরে; তদ্ধব্ জ্ঞানসমূহকে চক্ষের সন্মৃথে আনিয়া পরীক্ষা করা আমাদের পক্ষে এখন অসম্ভব। পক্ষান্তরে, উহাদের বর্তমান অবস্থা, আমাদের আয়তের মধ্যে রহিগাছে। আর কিছু করিতে হইবে না,৩৫ একবার আপনার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, আলোচনা করিয়া দেখিলেই আমাদের আয়ু-চৈতন্য হইতেই আমরা সমস্ত তম্ব উদ্ধার করিতে পারিব। কতকগুলি স্থানিশ্চিত তত্ত্ব হইতে যাত্র। আরম্ভ করিলে, পরে আর পথন্তই হইয়া কোন কাল্লনিক দিদ্ধান্তের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে না। জ্ঞানের আদিম অবস্থা-রূপ মূল-প্রস্রবণে আরোহণ করিবার সময়, যদি কথন ভ্রমে পতিত হই, তাহা হইলে আমরা সেই ভ্রম সহজেই বুঝিতে পারিব, এবং অপক্ষপাতী পর্যাবেক্ষার সাহায়ে উক্ত ভ্রম সংশোধন করিতেও সমর্থ হইব। আমরা এখন যেখানে অব্যতি করিতেছি. যদি জ্ঞানের স্বত্রস্থান হইতে, বৈধ উপায়ে আবার দেইখানে ফিরিয়া আদিতে না পারি, তাহা হইলেই নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিব, আমরা ভ্রান্ত হইরাছি-পথন্রপ্ত হইরাছি। সাধারণত: সত্য আমাদের নিকট যে আকারে প্রকাশ পায়, তাহার একট। নীরস তথ্য বিবরণ নিম্নে দে এয়া যাইতেছে ঃ—

১। ছই প্রকারে আমরা সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি। তাহার দৃষ্টাস্থ,—মনে কর, ছইটি প্রস্তর তোমার সম্মুথে রহিয়ছে; পরে, আর ছইটি প্রস্তর উহাদের পার্শ্বে হাপিত হইল। তথন আমরা এই অকটা সত্যে উপনীত হই বে, প্রথমোক ছইটি প্রস্তর এবং শেবাকে ছইটি প্রস্তর —এই উভয়ে মিলিয় চারিটি প্রস্তর হইল। এই-স্থলে সত্যকে আমরা বস্তভাবে উপলব্ধি করিলাম; কতকগুলি বাস্তবিক প্র নির্দিষ্ট পদার্থের আধারে ঐ সত্যটিকে প্রাপ্ত হইলাম। তা-ছাড়া, কথন কথন আমরা সাধারণভাবেও এইরপ প্রতিপাদন করি বে,ছ্মে-

ছুরে চার হয়। তথন আফর। ঐ সত্য, অনির্দিষ্ট ভাবে, বস্তু-নিরপেক্ষ ভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকি। ইহাই সত্যের বস্তু-নিরপেক্ষ সক্ষ ধারণা।

এখন দেখা যাউক্, সত্য-উপলব্ধির এই যে ছই প্রকার-ভেদ,—
ইহার মধ্যে কোন্ট মানব-জ্ঞানে, কালের হিসাবে, অগ্রে প্রকাশ
পায়। ইহা কি ঠিক নহে—ইহা কি একবাক্যে সকলেই স্বীকারকরেনা যে, আমাদের বস্তুগত স্থল ধারণাই বস্তু-নিরপেক্ষ স্ক্রে ধারগার অগ্রবর্তী? স্থান-কাল-অবস্থা-নিরপেক্ষভাবে, কোন বিশেষ
সাধারণ সত্যকে উপলব্ধি করিবার পূর্বের, গোড়ায় কি আমরা কোনসত্যকে, এই-এই বিশেষ অবস্থায়, এই-এই বিশেষ মুহূর্ত্তে, এই-এই
বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করি না ?

২। "ইহা কি আমি অস্বীকার করিতে পারি १"—এইরূপ প্রশ্ননা করিয়া, কোন সত্যকে আমরা অন্য প্রকারেও উপলব্ধি করিতে পারি। তথন, আমাদের জ্ঞানের যে স্বাভাবিক ধর্ম তাহারি প্রভাবে সত্যকে উপলব্ধি করি। তখন, জ্ঞান স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করে। তখন যে সত্য আমরা জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তাহাকে সন্দেহ করিতে চেষ্টা করিলেও সন্দেহ করা যায় না, অস্বীকার করিতে চেষ্টা করিলেও অস্বীকার করা যায় না। তখন সেই সত্য আমাদের নিকট সর্ব্বপ্রকার নেতিবাদের অতীত বলিয়া প্রতীত হয়। তখন সেই সত্য, ৩ৄয়ু একটা সত্য বলিয়া আমাদের নিকট প্রকাশ পায় না, পরস্ক অব্ঞভ্জাবি সত্যরূপে প্রকাশ পায়।

দেই সত্যের অর্জনকালে, গোড়ার আমরা চিন্তা আলোচনার দার। আরম্ভ করি না। আলোচনা বলিলে বুঝার, তাহার আগে কোন একটা ব্যাপার হইরা গিরাছে যাহার বিষয় আলোচনা হইতেছে। যদি উপাইত ব্যাপারের পুর্ম্বে আর কোন ব্যাপার হয় নাই এইরূপ

मां कत्रहिष्क रव, कांश रहेला मारे बााभाविष्क चल: किक मा वनित्न हत्न मा। এইরপ সত্তোর যে শ্বত:भिक्ष ও সহজ প্রতীতি. উठा कि मत्जात विश्वा-श्रम्क व्यवश्रष्ठावि धात्रगात्र পূर्वसंवर्धी नरह ? কি বাক্তি, কি জাতি—উভয়েরি মধ্যে চিম্বারুত্তি বিলপ্তে উর্লাত লাভ করে। বলিতে গেলে এই চিস্তা-আলোচনার রুত্তিই প্রকৃত দার্শ-নিক বৃত্তি। কথন কথন ইহা হইতেই চিন্তাঙ্গনিত সন্দেহ ও সংশ্যবাদ, কখন বা স্থগভীর বিগ্রাস উৎপন্ম হয়। ইহা হইতেই বিবিধ মত-বাদ, কৃত্রিম তর্কশান্ত্র এবং বিবিধ কৃত্রিম শান্ত্রীয় স্থতের উৎপত্তি। (দেই স্ত্রেগুলি, স্বভ্যাদবশত: আমরা এইরূপ ভাবে ব্যবহার করি যেন উহা আমাদের মনের স্বাভাবিক ধর্ম) কিন্তু আদলে ধরিতে গেলে, স্বতঃদিদ্ধ সম্ভ্রু প্রভায়ই প্রকৃতির প্রকৃত তর্কশাস্ত্র। সর্ব্ধপ্রকার छानार्जन नाभारत এই महज প্রতারেরি কর্তৃত্ব আমরা উপলব্ধি করি। কিন্তু, জনদাধারণ, মানব-জাতির বারআনা লোক, উহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, প্রত্যুত অণীম নির্ভরের সহিত উহারি উপর বিশ্রাম করে।

মানব-জ্ঞান-সম্হের উৎপত্তি-স্থান কোথায়, আমরা উহার সহজ মীমাংসা এইরূপ করিয়ছি:—আমরা এইটুকু নির্দারণ করিতে পারি-লেই যথেষ্ট মনে করি—কোন্ মনোব্যাপারটি অন্ত সকল মনোব্যাপারের পূর্ববর্তী—যাহা ব্যতীত অন্ত কোন মনোব্যাপার প্রকাশ পাইতে পারে না, এবং যাহা আমাদের জ্ঞানবৃত্তির প্রথম ক্রিয়া ও প্রথম ক্রপ।

বেংহতু, চিস্তা-আলোচনার লক্ষণ যাহাতে আছে তাহা কথনই গোড়ার ব্যাপার হইতে পারে না, অবশ্য তাহা আর একটা পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার স্কৃতনা করে; অতএব, ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে— আমাদের আলোচা বিবয়টি অধুনা ধেমন চিস্তার চিত্নে ও স্ক্রধারণার ভিত্নে চিত্নিত, গোড়ার দেরপ কথন ছিল না; গোড়ার, অবশ্র কোন বিশেষ অবহার, কোন একটা দীবাবর বস্তব আকারে উহা প্রকাশ পাইরাছিল এবং কাল-ক্রমে তাহা হইতে আপনাকে বিনির্দ্ধ করিরা, এইরপ একণে হক্ষতর্বের আকার—সার্বভৌমিক আকার ধারণ করিরাছে। একই শৃত্মালের এই হুইটি প্রাস্ত। এখন আমাদের তথ্ এইটুকু অনুসন্ধান করা আবশুক, কি করিয়া মানব-জ্ঞান একটি প্রাস্ত হুইতে অপর প্রাস্তে,—আদিম অবহা হুইতে বর্তমান অবহায়—স্থূল হুইতে হক্ষে উপনীত হুইয়াছে।

সামগ্রিক অবস্থা (concrete) হইতে প্রশাসার (abstract) ছুল তথ্য হইতে স্ক্ষতত্ত্বে কিরূপে উপনীত হওয়া যায় 🥍 স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, দেই প্রক্রিয়ার দারা উপনীত হওয়া যায়. যাহাকে সার-নিন্ধণ বলে,—কেবলীকরণ বলে,—(abstraction)— প্রত্যাহ্বতি বলে। ইহা-ত গোলা কথা। কিন্তু এই প্রত্যাহ্বতির আবার ছই প্রকার ভেদ আছে। এক্ষণে নেই ভেদ নির্ণর করা আৰ-শুক। মনে কর, বিশেষ-বিশেষ অনেকগুলি পদার্থ তোমার সন্মুথে রহিয়াছে। যে সকল লক্ষণে উহারা লক্ষণাক্রান্ত দেই সকল লক্ষণ-গুলিকে এক পাশে রাখিয়া, তন্মধ্যে যে লক্ষণটি উহাদের মধ্যে সাধা-রণ---দেই লক্ষণটিকে যথন ভূমি কেবলীক্বত করিয়া অর্থাৎ অন্য হইতে পৃথক করিয়া আলোচনা কর, তথন তুমি কি কর १—না, সেই লক্ষণটিকে তুমি অন্যান্য লক্ষণ হইতে প্রত্যান্তত করিয়া লও। এই প্রত্যাহ্নতির প্রকৃতিও নিয়ম একবার আলোচনা করিয়া দেখ। এই প্রত্যাহরণ-ক্রিয়া তুলনার ছারা সাধিত হয়; বিবিধপ্রকার বিশেষ-বিশেষ দৃষ্টান্তের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত। একটা দৃষ্টান্ত—বর্ণ সম্বনীয় সাধারণ ও স্ক্র (abstract) ধারণা আমানের মূনে

কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা বাক্ চ যাহা পুর্ব্বে কথন দেখি নাই এরূপ একটা দাদা রঙের জিনিদ আমার চক্ষের সম্মূথে রাথা যাক্; এই সাদা রঙের জিনিন্টি দেথিবামাত্রই কি সাধারণ বর্ণ-সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা জন্মিবে ? প্রথমেই কি আমি গুল্রতাকে এক দিকে এবং বর্ণকে অপর দিকে রাখিতে সমর্থ হইব ? তোমার অন্তরের মধ্যে কিরূপ প্রক্রিয়া হয় তাহা একবার বিশ্লেষণ করিয়া দেখা উহার যে কলতা তুমি উপলব্ধি করিতেছ, ঐ গুল্রতার মধ্যে যে নিজম্বটুকু আছে তাহা যদি উঠাইয়া লও, **मिथित—ममछरे विनद्धे रहे**त्रा यारेदा। अञ्चलारक छेत्रका कतित्रा, কেবলমাত্র বর্গকে পুথক্ করিতে,—কেবলীকৃত করিতে, কিছু-তেই তুমি সমর্থ হইবে না। কেন না, একটি মাত্র বর্ণ তোমার সন্থে রহিয়াছে, আর দেটি গুলবর্ণ। তুমি যদি গুলবর্ণটিকে উঠাইয়া নও, তাহা হইলে বর্ণ-সম্পর্কে আর কিছুই থাকে না। এই माना तरक्षत्र किनिरमत शत्र, এकটা नीन तरकत किनिम आछक. তার পর একটা লাল রঙের জিনিদ আম্লক,—ইত্যাদিক্রমে অন্তান্ত রঙের জিনিদ আহক, তথন তুমি ঐ বিভিন্ন বর্ণগুলিকে উপলব্ধি করিয়া তাহাদের বৈষম্য-সমূহকে উপেক্ষা করিতে পার ; এবং উপেক্ষা করিয়া দেই দকল চাকুষ অন্নভৃতির মধ্যে—অর্থাং বর্ণগুলির মধ্যে— যাহা সাধারণ তাহাই তুমি পৃথক ভাবে আলোচনা করিতে পার। এইরূপেই বর্ণসম্বন্ধে তোমার একটা স্ক্রানার (abstract) সাধারণ धारण करना।

আর একটা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্। তুমি যদি পন্ম ছাড়া আর কোন ফুলের গন্ধ আদ্রাণ করিয়া না থাক, তাহা হইলে, গন্ধ-সম্বন্ধে তোমার কি একটা সাধারণ ধারণা জ্ঞাতে পারে ?—না, তাহা কথনই

পারে না। এস্থলে, পদ্মের গন্ধই তোমার নিকট একমাত্র গন্ধ, ভাহা-ছাড়া তুমি আর কোন গন্ধ খুঁজিতে যাইবে না—আছে বলিয়া সন্দেহও করিবে না। কিন্তু যদি পদ্ম-গদ্ধের পর গোলাপের গন্ধ আত্মাণ কর, এবং যাহাতে পরম্পরের মধ্যে তুলনা করা যাইতে পারে এরূপ আরো অনেকগুলি ফুলের গন্ধ আঘাণ কর, তবেই তাহাদের মধাগত সাম্য বৈষম্য উপলব্ধি করিয়া, সাধারণ গন্ধ-সম্বন্ধে ভোমার একটা ধারণা জন্মিবে। একটা পুষ্প-গন্ধের সহিত আর একটা পুষ্প-গন্ধের সাম্য কোথায় १—উভয়ের মধ্যে সাধারণ জিনিসটি কি १—উভয় গন্ধই একই ইক্রিয়ের দারা এবং একই ব্যক্তির দারা আঘাত-- ইহা-ভিন্ন উহাদের মধ্যে সাধারণত আর কি থাকিতে পারে ? এম্বলে সামান্যী-করণ-প্রক্রিয়া—ব্যাপ্তিগ্রহ-প্রক্রিয়া (generalization) যে সম্ভব रम — अञ्चानकाती अकृत्यत अर्थार विषग्नीत अक्चर ठारात अक्मांव • হেতু। দেই বিধরী স্মরণ করে—দে একই ব্যক্তি হইয়া, বিভিন্ন অন্নভূতির দারা উপরঞ্জিত হইরাছে। বিবিধ পুশের আদ্রাণ-রূপ 'কতকগুলি অনুভূতি বিবয়ীর না হইলে, বিভিন্ন বিকারের দ্বারা উপ-রঞ্জিত হওয়া সত্তেও, সে যে একই ব্যক্তি—এ জ্ঞান তাহার জন্মিতে পারে না; এবং আঘাত বিষয়টির বিবিধ লক্ষণের মধ্যে, কেনটি সদৃশ ও কোনটি বিসদৃশ—দে জ্ঞানও তাহার জন্মিতে পারে না। এইরূপ স্থলে-একমাত্র এইরূপ স্থলেই,-বিষয়ী তুলনা করিতে পারে. িকবলীকরণ (abstraction) করিতে পারে, সামান্তীকরণ বা ব্যাপ্তিগ্রহ (generalization) করিতে পারে।

সার্কভৌমিক ও অবশুস্তাবী মূলতত্ত্ত্রপ স্কল্মসারে (abstract) উপনীত হইতে হইলে, এ সমস্ত ব্যাপারের প্রয়োজন হয় না। এন্থলে কারণ-তত্ত্বটির দৃষ্ঠান্ত গ্রহণ করা যাক্। মনে কর, তুমি ছয়টি বিশেষ-

ৰিশেষ দৃষ্টাম্ব-হইতে, কারণ-তত্ত্বে উপনীত হইয়াছ। কিন্তু তুমি যদি শুধু একটা দুৱাস্ত-হইতে এই তবটি উদ্ধার করিতে, তাহা হইলেও ফলের কোন তারতম্য হইত না। কোন দৃষ্ট কার্য্যের কোন অবগ্রস্তাবী কারণ আছে-এই কথা ৰলিবার জন্ত, অনেকগুলি ঘটনা-পারম্পর্য্য দর্শনের অপরিহার্য্য আবশাকতা নাই। এই যে কার্য্যকারণের সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হইরাছি, তাহার মলতরটি যেমন প্রথম দুর্হান্তে-সেইরূপ দিতীয় দুঠাস্তটিতেও সমগ্রভাবে বিগুমান। এই তর্নটর বিষয়গত পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু আমার অন্তরে, ইহার কোন পরিবর্তন হয় না। ইহার ব্যবহারিক প্রয়োগ-সংশা অভুসারে, ইহার হাসও হয় না, বৃদ্ধিও হয় না। আমাদের সম্বন্ধে ইহার যদি কোন ইতর-বিশেষ হয়, তাহা এইজন্মই হয় যে, উহাকে লক্ষা না করিয়াই আমরা উহার প্রয়োগ করি, অথবা উহাকে বিযুক্ত না করিয়াই উহাকে লক্ষ্য করি, অথবা উহার বিশেষ প্রয়োগ-স্থল হইতে উহাকে বিযুক্ত করি না। যাহা কিছু ঘটতে আরম্ভ হয়, তাহারি একট। অবশান্তাবী কারণ আছে—এই তবাট অবাবহিতভাবে, স্বন্ধভাবে, সাধারণভাবে **छे** भनकि कदिएं इंटेल, त्य वित्मव-व्याकात घरेनारि व्यामात्तद मसूर्य প্রকাশ পায়, গুণ্ধু তাহার দেই বিশেষ ভারটুকু বাদ নিলেই, উহা উপলব্ধি করা যায়: তা, সেই ঘটনা-পত্তের পতনই হোক, অথবা নুরহত্যাই হোক—তাহাতে কিছুমাত্র যায় আদে না। এন্থলে, আমি যে স্ক্রানার ও সাধারণ ধারণায় উপনীত হই, তাহার কারণ ইহা নহে যে আমি দেই সময়েই একই ব্যক্তি ছিলাম কিংবা অনেক-গুলি বিভিন্ন দুষ্টান্তের দারা একই ভাবে উপরঞ্জিত হইয়াছিলাম। মনে কর, একটা পাতা পড়িল—তথনি আমার মনে হইল—আমার বিখাস হইল—আমি বলিয়া উঠিলাম—এই পতনের একটা কারণ

আছে। মনে কর, একটা নরহত্যা হইরাছে, অমনি আমি বিখাদ করিলাম,—বলিয়া উঠিলাম, এই হত্যাকাণ্ডের একটা কারণ আছে। উক্ত উভয় ঘটনার মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ অবস্থা—কতকগুলি পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা আছে এবং তা ছাড়া এমন ও কিছু আছে যাহা সার্ব্বভৌমিক—যাহা অবশ্রম্ভাবী। সেই সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্রম্ভাবী প্রতীতিটি এই যে, ঐ উভয় ঘটনারই কোন কারণ না থাকা অসম্ভব। এন্থনে, যেমন আমরা প্রথম ঘটনাটি-দম্বন্ধে, বিশেব-হইতে সার্ব্বভৌ-মিককে বিযুক্ত করিতে পারি, সেইরূপ দ্বিতীয় ঘটনাট-সম্বন্ধেও আমরা পারি। কেন না, দিতীয়টির মধ্যে যে সার্বভৌমিকতা আছে, সেই সার্ব্বভৌমিকতা প্রথমটির মধ্যেও আছে। ফলতঃ, যদি প্রথম ঘটনাটির মধ্যে সার্ব্বভৌমিকতা না থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যানি-ক্রমে সহস্র ঘটনার মধ্যেও সেই সার্ব্বভৌমিকতা থাকিবে না। কেন না, অনন্তের নিকট-নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌমিকতার নিকট-এক সংখ্যা, সহস্র সংখ্যা হইতে কিছুমাত্র নিকটতর নহে। এ কথা অবশুস্তাবিতা-দম্বন্ধেও থাটে — বরং আরো বেণী করিয়া থাটে। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ,—যদি প্রথম ঘটনার মধ্যে অবশুস্তাবিতা না থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় ঘটনার মধ্যে যে উহা সহসা আসিয়া পড়িবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। অবশান্তাবিতা খণ্ডখণ্ড-ভাবে কিংবা পর-পর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া উৎপন্ন হয় ন।। কোন হত্যাকাও প্ৰথম দেখিবামাত্ৰই যদি আমি এই কথা না ৰলিতে পারি যে, এই হত্যার অবশ্য কোন কারণ আছে, তাহা হইলে, অনেকগুলি হত্যার 🖟 কারণ সপ্রমাণ হইবার পর, সহস্রবারের হত্যাকালে আমার শুধু এই-কথা মনে করিবার অবিকার জনিবে বে,—গুব সম্ভব এই নৃতন হত্যা-কাণ্ডেরও কোন কারণ আছে। কিন্তু এ কথা বলিবার অধিকার ন্ধামার কম্মিনকালেও জন্মিবে না যে,—ইহার অবশান্তাবী কোন কারণ আছে। কিন্তু যথন, অবশান্তাবিতা ও সার্ম্বভৌমিকতা একটি দৃষ্টান্তের মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, তথন ঐ তব্ধয় উদ্ধার করিবার জন্ত একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট।

সার্বভৌমিক ও অবশ্যস্তাবী তত্ত্বসমূহের সত্তা আমরা দিদ্ধ করি-য়াছি। আমরা উহাদের স্ত্রন্থান নির্দেশ করিয়াছি; আমরা দেখা-ইয়াছি-প্রথমে উহারা বিশেষ-বিশেষ তথোর আকারে আমাদের নিকট প্রকাশ পায়: এবং ইহাও দেখাইরাছি — কি প্রকরণের षाता - कित्रल (कवनीकत्रन-श्रानी षाता, - मानवत्रित, मीमावस ষস্ত্রগত আকার হইতে উহাদিগকে বিনিমুক্তি করিয়া থাকে ;— দেই সকল আকার যাহা উহাদের প্রকৃত উপাদান নহে. পর**ত্ত** খাহার দ্বারা উহারা পরিবৃত। এখন মনে হইতে পারে, আমাদের অভিপ্রেত কার্যা বুঝি দিদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় मारे। আর একজন লক্ক-প্রতিষ্ঠ দার্শনিকের মতবিরুদ্ধে, আমাদের প্রতিপাদিত সিদ্ধান্তটির পক্ষসমর্থন করা একণে আবশুক। কেন मा. मर्गनमारत यिनि এक जन প্রমাণ বলিয়া ভাষারূপে পরিগণিত, তাঁহার মতবাদে মুগ্ন হইয়া তোমরা বিপথে নীত হইতে পার। আমা-দের স্থায় খ্রীয়ক্ত মেন দে-বির্বা, প্রত্যক্ষ-পরীক্ষাবাদের একজন প্র-জাগ্র প্রতিপক্ষ। তিনি সার্বভৌমিক ও অবগ্রমারী তত্তের সরা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি উহাদের যেরপ বাৎপত্তি নির্দেশ করিয়াছেন তাহা স্বামাদের মতে স্মীচীন নহে; উহাতে-করিয়া, এমন কি, মূলতত্ত্বের সন্তাই বিপন্ন হইয়া পড়ে; এবং উহা, পাকচক্রে ভাষার আমাদিগকে পরীক্ষারাদেই উপনীত করে।

এই সার্কভৌমিক ও অবশাস্তাবী তত্ত্বগুলিকে প্রতিজ্ঞার আকাপ্নে

স্থাপন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—উহার মধ্যে অনেকগুলি স্ববয়ক সন্নিবিষ্ট। তাহার দৃষ্টান্ত :—ঘটনামাত্রেরই কারণ আছে বলিয়া ব্দর্মিত হয়; গুণমাত্রেরই গুণের আধার-বস্তু আছে বলিয়া অনুমিত-্ছয়; এই হুই তত্ত্বের মধ্যে যে ঘটনার প্রতীতি (idea) ও গুণের প্রতীতি—তাহারি পাশাপাশি আবার কারণের প্রতীতি ও বস্তুর প্রতীতিও রহিয়াছে। এই কারণ-প্রতীতি ও বস্তু-প্রতীতির উপ-রেই উক্ত তর্মট প্রতিষ্ঠিত। এই মুইটি প্রতীতি উহাদের মূল-উপাদান বলিয়া মনে হয়। খ্রীযুক্ত দে-বিরা বলিতে চাহেন, ঐ ছই প্রতীতির মধ্যে যে ছই তব্ব নিহিত, সেই ছই প্রতীতি উক্ত তব্দয়ের পূর্ববর্তী। যেহেতৃ আমরা নিজেই কারণ ও বস্তু, অতএক কারণ ও বস্তুর পরিজ্ঞানে, ঐ কারণ-প্রতীতি ও বস্তু-প্রতীতি, আমান নের অন্তরের মধ্যে প্রথমেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ঐ প্রতীতিষয় আমাদের অন্তরে একবার প্রতিভাত হইলে পর, তথন অনুমান-छारयत माहारया উहानिशरक आभारनत वाहिरत अभागता नहेया याहे। তথন, যেখানেই কোন ঘটনা বা গুগ প্রতাক্ষ করি, অমনি আমরা দেই ঘটনার কারণ আছে, দেই গুণের আধার বস্তু আছে বলিয়া অহমান করিয়া লই। কারণ তত্ত্ব ও বস্তু-তত্ত্বের তিনি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার লক্ষপ্রতিষ্ঠ বন্ধুবর আমাকে মার্জনা করিবেন,— আমি তাঁহার এই বাাখাটিকে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ-তত্ত্বের বাৎপত্তি নির্ণর করিতে হইলে, গুধু কারণ-প্রতী-তির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিনে যথেষ্ট হয় না। কেননা, উহার প্রতীতি ও উহার মূলত ব-এক নহে, উহা স্বরূপত: বিভিন্ন। আমি और कु ল-বিরাঁকে এই কথা বলি ;—তুমি অবশ্য এই কথাটি সিদ্ধ করিয়াছ ্রে, কারণ-প্রতীতি, কার্য্যোৎপাদিনী ইচ্ছাশক্তির অস্কুতির মধ্যেই নিংশেষিত হইয়া যায়। আমরা কতকগুলি কার্য্য উৎপাদন করিতেই ইচ্ছা করিতেছি এবং তদত্বসারে ঐ কার্য্যগুলি উৎপন্ন হইতেছে। তুমি বলিতেছ, উহা হইতেই আমাদের কারণ-প্রতীতি জন্মিয়া থাকে; এবং উহা হইতেই, আমরা নিজেই বৈ একটা-কারণ,—দেই কারণ-বিশেষের প্রতীতিও জন্মিয়া থাকে। ভাল, তাহাই হউক। কিন্তু, "বে কোন ঘটনা আবির্ভূত হয় তাহারি অবশান্তাবী কারণ আছে"— এই সতঃসিদ্ধ স্থতটি এবং উক্ত তথ্য—এই উভয়ের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

তোমার বিধাস, ব্যাপ্তিগ্রহ বা অনুমানস্থায়ের দারা ঐ ব্যবধানটি তুমি লক্ষন করিয়াছ। তুমি বলিতেছ, একবার কারণ-প্রতীতিটি আমাদের অন্তরে উপলব্ধি হইলে পর,—বেখানেই কোন নৃতন যটনা উপস্থিত হয়, সেইখানেই আমরা অনুমান-স্থায়ের প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু তোমরা শক্ষালে প্রতারিত হইও না। এই অন্তর্জন্মান-স্থায়টিকে একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা যাক্। আমরা দৃঢ় বিধাস সহকারে, খ্রীযুক্ত দে-বির্ত্তর মুক্তির সমক্ষে এই উভয় সকটের সমস্থাটি স্থাপন করিতেহি:—

বে অনুমানের কথা তুমি বলিতেছ তাহা কি সার্বভৌমিক ও অবশাস্তাবী ? তাহা যদি হয়—তবে-ত উহা একই জিনিসের বিভিন্ন দাম মাত্র। আমরা বে অনুমান-বলে, ঘটনা-প্রতীতির সহিত কারণ-প্রতীতির সার্বভৌমিক ও অবশাস্তাবী সম্বন্ধ নিবদ্ধ করি, তাহাকেই-ত কারণের মূলত্ব বলে। তুমি যদি বল,— উহা সার্বভৌমিকও নহে, অবশাস্তাবীও নহে, তাহা হইলে উহা কারণ-মূলত্বের হান অধিকার করিতে পারে না। বে জিনিসের তুমি ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছ, ঐ ব্যাখ্যার দ্বারাই শেই জিনিসের উচ্ছেদ হইতেছে। স্পষ্ঠ কথায় ব্যক্ত

না করিলেও—এই অভ্ত দার্শনিক গবেষণার প্রকৃত কল এইরূপ দাঁড়ায়;—ব্যক্তিষ-মূলক ও ইচ্ছাশক্তিমূলক কারণের প্রতীতি জন্মি-বার পূর্বে, কারণঘটিত মূলতত্ত্বের কোন ক্রিয়া হয় না।

যথন আমরা ভাবিয়া দেখি---এমন আরো কতকগুলি তত্ত আছে যাহাদের ক্রিয়া, তৎসম্বনীয় প্রতীতির পরে আরম্ভ না হইয়া পুর্বেই আরম্ভ হয়, তথন যে মতৰাণটিকে আমরা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিতেছি তাহা আরো হুর্বল ও অকর্মণ্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রতিপক্ষ বলেন, পূর্ববর্ত্তী প্রতীতি হইতেই এই সকল তত্ত্ব উৎপন্ন, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কি করিয়া আমাদের কাল ও দেশ সম্বন্ধীয় প্রতীতি জন্মে? স্থামরা দেখিতে পাই, দ্রব্য কোন-একটা স্থানে অবস্থিতি করে, এবং ঘটনা কোন একটা সময়ে সংঘটিত হয় ;—এই ভর্টির সাহায্য-ব্যতীত আর কিছুতেই দেশ কালের প্রতীতি আমাদের জন্মিতে পারে না। প্রথম উপদেশে আমরা দেখা-ইয়াছি,—এই তর্টীর সাহায্য না পাইলে, আমাদের নিকট ্দেশকাল বলিয়া কিছুই থাকে না। অনস্তের প্রতীতিটি কি আমরা এই তৰটি হইতে প্ৰাপ্ত হই নাই বে, যাহা কিছু অস্তবং তাহা হইতেই অনস্ত অমুমিত হয় ? যে-কোন অন্তবং ও অপূর্ণ পনার্থ আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করি, আমাদের অস্তরে অমুভব করি.—তাহা আপনাতে পর্য্যাপ্ত নহে; তাহা আর একটা কিছুর আকাজ্জা করে—যাহা অনস্ত, যাহা পূর্ণ: এই তর্টি অপসারিত কর, তাহা হইলে অনস্তের প্রতীতিটিও দেই দঙ্গে অন্তর্হিত হইবে। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, এই তন্ধটির প্রয়োগ হইতেই উহার প্রতীতিটি উংপর হইগাছে, এবং তন্বটি—প্রতীতি হইতে উংপর इस नाई।

বস্তুতত্ত্ব-সম্বন্ধে আর একটু বিশেষ করিয়া আলোচনা করা যাক। এখন এই কথাটি জানা আবশুক, আত্মারূপ বিষয়ীর (Subject) প্রতীতি ও মাধার-বস্তুর প্রতীতি—দেই-দেই তত্ত্ব-ক্রিয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী না পরবর্ত্তী ? কোনু অধিকার-স্ত্রে, বস্তু-প্রতীতি, "গুণমাত্রেরই আধার-বস্তু আছে''—এই তত্ত্বটির পূর্ববর্ত্তী হইতে পারে? কারণের স্থায় আধার-বস্তুও যদি আন্তরিক পর্যাবেক্ষণের বিষয় হয়—তাহা হইলে ভদ দেই হেতৃ-স্থত্ৰেই বস্তপ্ৰতীতি বস্ততত্ত্বের পূৰ্ব্ববৰ্তী হইতে পারে। যথন আমি কোন কার্য্য উৎপাদন করি, তথন আপনাকেই তাহার কারণ বনিয়া সাক্ষাংভাবে উপলব্ধি করি। এইস্থলে কোনও তত্ত্বপ মধ্যস্তার আবশ্যক হয় না; কিন্তু বস্তুসম্বন্ধে দেরপ হয় না-দেরপ হইতে পারে না। কেন না, আমাদের চৈতন্তে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়—স্মানাদের গুণধর্ম, আমাদের কার্য্য, আমাদের বৃত্তি-নিচয় – সমস্তেরই একটি আধার-বস্ত আছে। এই আধার-বস্ত সাক্ষাৎ উপন্ত্রির বিষয় নহে ;—ইহা পরিকল্পিত (Conceived) হয় মাত্র। আত্মটৈতত্ম—ইন্দ্রিরবোধকে, ইচ্ছাকে, চিস্তাকে, প্রত্যক্ষ উপনন্ধি করে, কিন্তু উহাদের আধার-বস্তুকে প্রতাক্ষ উপন্তর্ধি করে না। আত্মার আধার বস্তুকে কি কেহ প্রত্যক্ষ করিয়াছে ? এই অদৃশ্য সৃক্ষ-বস্তুকে উপলব্ধি করিবার জন্ম, এরূপ কোন-একটি তত্ত্ব হইতে যাত্রারম্ভ করা কি আবশ্যক হয় না, যাহার কাজ-অদুশ্যের সহিত দৃশ্যকে-পর্-মার্থিক সত্তার সহিত ব্যবহারিক সত্তাকে একস্থতে প্রথিত করা ? দেই তৰ্টিই বস্তুতৰ। সতরাং, বস্তু-প্রতীতি—বস্তুতৰু-প্রয়োগের পরবর্ত্তী; স্মতরাং বস্তু-প্রতীতি হইতে বস্তুতত্ত্ব উৎপন্ন—এরূপ বলা যাইতে পারে না। ভাল-করিয়া বুঝিয়া দেখা যাক। আমাদের ৰলিবার অভিপ্রায় এরপ নংহ যে, বস্তু-তত্ত্বটি আমাদের মনে এরপ ভাবে অবস্থিতি করে যে, কোন ব্যাপার উপস্থিত হইবামাত্রই, তাহাতে প্রযুক্ত হইবার জন্ম তয়টি যেন পূর্ব্ব-হইতেই প্রস্তুত হইয়া আছে। আমরা গুধু এই কথা বলি যে, কোন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবামাত্র দেই দঙ্গে তাহার একটি আধার-বস্তুত্ত যে আছে--এইরূপ পরিকল্পন না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। অর্থাৎ—কি ইক্সি বোধের দারা. কি আত্মচৈতনোর দারা, কোন ব্যাপারকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার আমাদের যে শক্তি আছে, সেই শক্তির সহিত, এই ব্যাপারের অন্তর্নিহিত ও সহজাত আধার-বস্তুটিও সংযুক্ত। ঘটনাগুলি এইরূপ ভাবে ঘটিয় থাকে :--ব্যাপার-সমূহের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি এবং উহাদের আধার-বস্তুর পরিকল্পনা (Conception)—এই ছুই ক্রিয়া পর-পর হয় না, পরস্তু একদঙ্গেই হইয়া থাকে। এই অপক্ষপাতী বিশ্লেষণের ফলে, সদৃশ ও বিদদৃশ—ছই প্রকার ভ্রমই একদঙ্গে নিরা-কৃত হয়; তন্মধ্যে একটি ভ্রম এই,—কি বাহ্য কি আভ্যন্তরিক—পূর্ব্ধ-অভিজ্ঞতা হইতেই তব্ঞুলি উৎপন্ন হয়। অপর ভ্রমটি এই:---ত হগুলি —অভিজ্ঞতার পর্ব্ববর্তী।

ফল কথা, প্রতীতির অন্তর্ণিহিত তত্বগুলিকে প্রতীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া রুখা প্রয়াস। যদি এরূপ অনুমান করা যায়— যে সকল প্রতীতি তব-সমূহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সেই প্রতীতিগুলি তর্বসমূহের পূর্ব্বরন্ত্রী, তাহা হইলে দেখাইতে হইবে — কি করিয়া এই সকল তব, প্ৰতীতিসমূহ হইতে নিম্বিত হইল। এইটিই প্ৰথম প্রতিবন্ধক,—এইটিই গোড়ার প্রতিবন্ধক। তা ছাড়া, এ কথাও ঠিক নহে বে, প্রতীতি—সকল স্থলেই তত্ত্বের পূর্ববর্ত্তী; প্রত্যুত দেখা যায়, তত্ত্বই প্রতীতির পূর্ববর্ত্তী। কিন্তু প্রতীতি-সমূহ পূর্ববর্ত্তী হউক বা পরবর্ত্তী হউক, তথগুলি দকল স্থলেই আত্মপর্য্যাপ্ত ; দার্ম- ভৌমতা ও অবশান্তাবিতা—এই :ছই শ্রেষ্ঠ গুণে বিভূষিত হওয়ায়, তত্ত্তিনি সামান্ত প্রতীতির উপর প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে।

এই উপদেশটি যেরূপ কঠিন ও কঠোর হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জ্ঞ এক-একবার মনে হয়, তোমাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু দার্শনিক প্রশ্ন-সকল দার্শনিক ভাবেই আলোচিত হওয়া বিধেয়: এই আলোচনার প্রকৃতি পরিবর্তন করা আমাদের অধিকারায়ত্ত নহে। বিষয়-ভেদে ভাষাভেদ। তত্ত্বৰিদ্যারও একটি নিজস্ব ভাষা আছে। সকল প্রকার আফুমানিক দিদ্ধান্ত হইতে দরে থাকা, তথ্যের উপর অবিচল শ্রদ্ধা স্থাপন করা,—ইহাই যেরূপ তত্ত্ববিদ্যার মূল-নিয়ম, দেইরূপ নিজির ওজনে যাথাযাথা রক্ষা করিয়া ভাষা প্রয়োগ করাই ত রবিদ্যার বিশেষ গুণ। এই নিয়মটি আমরা ধর্মশাসনের স্থায় অক্সমরণ করিমাছি। সার্স্কভৌনিক ও অবগুঙাবী মৃতত্তবের স্ত্রন্থান অরুণ্নান করিবার সময়, আমরা এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাথিয়াছি যে পদ্ধতিক্রমে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ব্যাখ্যার আসল বিষয়টি নই হয়না। সার্কভৌমিক ও অবশান্তাবী তত্ত্তিলি—সমস্তই আমা-(एत विद्मयन-विठात इटेएठ बाहित इटेग्राइ) धेट उदछा भत्र-পর বেরূপ আকার ধারণ করে--আমরা তাহা বিবৃত করিয়াছি; এবং ইহাও দেথাইয়াছি, - উহাদের ক্রিয়া স্বতঃ-উৎপন্নই হউক, বিশেষ-वित्नव विवरत्रहे अयुक्त इंडेक, উहारात्र आमन अञ्चितिक क्रिया इहेट वियुक्त किया हिस्रात चाता व्यवधातन कतिवात टिशेह रेडेक, অথবা নিম্বৰ্ণ-প্ৰক্ৰিয়া দ্বারা উহাদের সার্বভৌমতা ও অবশাভাবিতা নির্দারণ করাই হউক—উহাদের যতই অবস্থান্তর ঘটক না কেন,— উহার। একই ভাবে রহিয়াছে—উহাদের প্রামাণিকতা অকুন্ন রহিয়াছে। উহারা চির-এব। এই এবছের গোড়া নাই, স্বাস্থান নাই। অমুক

দিন ছইতে এই ধ্রবন্ধের আরম্ভ হইয়াছে, কিংবা কালসহকারে ইহ। বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—এরপ বলা যায় না; কেন না, উহার ক্রমপর্যায় নাই: আমরা একটু-একটু করিয়া ক্রমশং কারণতত্বে, বস্তত্বে, কালত্বে, দেশ-তবে, অনস্ত-তবে বিধাদ স্থাপন করি না। আমরা অর অর আরম্ভ করিয়া, পরে সমস্তটা বিধাদ করি—এরপ নহে। ঐ তরগুলি, প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্যান্ত সমানভাবে প্রবল, অবশু-ভাবী ও অনিবার্য। উহাদের সম্বন্ধে যে ধ্রববিধাদ উৎপন্ন হয় তাহাতে কোন "যদি কিন্তু" নাই; উহা অন্তাপেক ও বিকল্পরহিত; তবে, দকল সময়ে দেই বিধাদের সহিত আত্মটিতন্যের সাহচর্য্য থাকে না, এই মাত্র।

কারণ-তবে, পণ্ডিতবর লাইব্নিজের (Leibnitz) যেরপ ধ্রব-বিধাস, একজন অজ ব্যক্তিরও সেইরপ বিধাস। এইমাত্র প্রভেদ যে, সেই অজ ব্যক্তি প্রতিকে নিত্য-বাবহারে প্রয়োগ করে, অথচ চিন্তা করিরা নেথে না—বাহার দ্বারা দে অজ্ঞাতসারে পরিচালিত হয়, সেই তরের মধ্যে কি শক্তি নিহিত আছে। পক্ষান্তরে, লাইব্নিজ প্রশক্তির প্রভাব দেখিয়া বিশ্বিত হয়েন—উহার অহুণীলন করিয়া এইমাত্র ব্যাথা। করেন যে উহা মানব-মনের স্বধর্ম—উহা একটি প্রকৃতিনিদ্ধ ব্যাপার। অর্থাৎ, তংসম্বদ্ধে সাধারণ লোকদিগের মে অজ্ঞতা, তিনি দেই অজ্ঞতাকে ভাহার উর্দ্ধতম স্বেস্থানে লইয়া যান এইমাত্র। ঈশ্বরের কুপায়, এই সকল তর্বস্বদ্ধে, চাষা ও তত্বজ্ঞানীর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ। এই তবগুলি—যাহা মন্থ্যের ভৌতিক বোক্তিক ও নৈতিক জীবনে নিতান্ত প্রয়োজনীয়—উহারা কোন-মাকান প্রকারে মন্থ্যের নিকট আ্যা-প্রকাশ করে;—এবং এই ক্ষণ-স্থায়ী জীবনে, বিধাহ নির্দিষ্ট এই সীমাবদ্ধ দেশকালের মধ্যে, মন্থ্যের

নিকট এমন কিছু প্রকাশ করে—যাই। সার্ব্ধতোমিক, যাহা অবশ্য-স্তাবী, যাহা অনস্ত।

তৃতীয় উপদেশ।

সার্ব্বভৌমিক ও অবশ্যস্তাবী তত্ত্ব সমূহের প্রকৃত মূল্য।

সার্স্কভোম ও অবশাস্থাবী তরের সত্তা, এবং উহাদের বর্ত্তমান ও আদিন অবস্থা, আমরা পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়ছি। এখন উহাদের প্রকৃত্ত মূলা কি তাহা পরীক্ষা করিয়া নেখিতে হইবে, এবং তাহা হইতে কিরূপ নিদ্ধান্ত ইইতে পারে, তাহাও বিচার করিতে হইবে। এইবার আমরা তর্ববিনার অধিকার ছাড়াইরা স্থায়ের অধিকারের মধ্যে আধিয়া পড়িয়ছি।

ইতিপূর্ব্বে আমরা, লক্ ও লক্ প্রম্থ সম্প্রনায়ের প্রতিকূলে, কতকগুলি তবের সার্ব্বভৌমতা ও অবশান্তাবিতা সমর্থন করিয়াছি। এক্ষণে
আমরা ক্যাণ্টের সম্মুথে উপস্থিত। তিনিও আমাদের ন্তায়, এই
সকল তবের সভা স্বীকার করেন; কিন্তু তিনি ''বিয়য়র''
(Subject, কতকগুলি সীমা করনা করিয়া, সেই সীমার মধ্যে ঐ
তব্পুলির সমন্ত শক্তিনামর্থ্য আবদ্ধ রাধিয়াছেন। তিনি বলেন,
যেহেতু ঐ তব্পুলি বিয়য়ীগত (sudjective) অর্থাৎ, অন্তমুখী, স্তরাং বিয়য়-সমুহে, অর্থাৎ বহিবিরের উহাদের প্রয়োগ
হইতে পারে না; কাণ্টের ভাষায়, উহারা ''বিয়য়ত্ব''-বিহীন।
(যৌক্তিক হউক বা অযৌক্তিক হউক, ''বিয়য়'' ও ''বিয়য়ী'

(Object, Subject) এই পারিভাবিক শদ্বর, রুরোপীর দার্শনিক ভাষার এক্ষণে প্রচলিত হইরাছে।)

এই ন্রোখাপিত তর্কের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি-একবার ভাল করিয়া বৃঞ্জিয়া দেখা যাক। যে সকল তত্ত্ব, আমাদের বিচারবৃদ্ধিকে পরিশানিত করে, যাহা প্রায় সকল বিজ্ঞানশাস্ত্রেরই শীর্ষস্থানে থাকিথা নেতৃত্ব করে, যাহা আমাদের সমস্ত কার্য্যকে নিয়মিত করে— দেই তত্বগুলির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সার-সত্য বর্ত্তমান, — না, উহারা ভুধু আমাদের চিন্তার নিয়ামক মাত্র ? বলপার মাতেরই কারণ আছে, গুণমাত্রেরই আধার-বস্তু আছে, বিস্তৃতি-মাত্রই আকাশে অব-ম্থিতি করে, পার পর্যামাত্রই কালে সংঘটিত হয়,—এই সমস্ত, সতা বাস্তবিক-সত্য কি না,—এক্ষণে তাহাই জান। আবশুক। "গুণ-মাত্রের আধার বস্তু আছে''—ইহা যদি বাস্তবিক-সত্য না হয়, তাহা হইলে, ''আমাদের আত্মা আছে''—ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; যেহেতু, আমাদের আয়-চৈতন্ত-প্রতিভাত দমস্ত গুণের আধার-বস্তুই আয়া। যদি কারণ-তর শুর্থ আমাদের মনের একটি নিয়মমাত্র হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা প্রকৃত ব্যাথ্য কিছুই হর না—কেবল একটা কল্পনা করা হয় মাত্র। এন্থলে যে মহান তথ্যের ব্যাখ্যা করিবার কথা, দেটি— মানবঙ্গাতির বিধান। ক্যাণ্ট-তন্ত্র, নেই বিধানকেই ধ্বংশ করিয়াছে।

ফলত:, যথন আমরা সার্ব্ধভৌম ও অবশাস্তাবী তরসমূহের সত্যতার কথা বলি, তথন আমরা এরপ বিধাস করি না যে, উহারা শুধু আমাদের পক্ষেই সত্য; প্রত্যুত আমরা ইহাই বিধাস করি যে, উহারা পরমার্থত: সত্য;—এমন কি, উহাদিগকে উপলব্ধি করিতে পারে এরপ কোন মনও যদি না থাকে, তথাপি উহারা সত্য। আমরা মনে করি, উহারা আমাদের মনে হয়,—

উহাদের নিজের অভান্তরে যে স্তা অবস্থিত, সেই সত্যেরই নিজ্প বলে, উহার। আমাদের বৃদ্ধির ভির উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করি-রাছে। অতএব আমাদের মনোভাব যেগাযথকপে প্রকাশ করিতে হইলে, কাণ্টের নিদ্ধান্তকে উণ্টাইয়া নিতে হয়। ক্যাণ্ট বলেন, এই তহগুলি, আমাদের মনের অবশুভাবী নিয়ম; আমাদের মনের বাহিরে উহাদের কোন নিজম্ব মূলা নাই। কিন্তু আমরা এইরূপ বলি;—এই তব্বশুলির অনন্তানিরপেক একটি নিজম্ব মূলা আছে; সেই জন্মই উচাদিগকে আমরা না বিধাস করিয়া থাকিতে পারি না।

তা ছাড়া, এই যে বিশ্বাদের অবশ্যন্তাবিতা (যে অত্তের নব-সংশয়-বাদীরা আত্মরক্ষার চেঠা করেন) ইহা, তব্বগুলির প্রয়োগপক্ষে একটা অপরিচার্যা নিরম নহে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে দিদ্ধ করিয়াছি —বিশ্বাদের অবশ্যন্তাবিতা বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গের এইরূপ বৃঞ্চার, —দেই বিশ্বাদের পূর্ব্বে, একটা বিচারক্রিয়া হইয়া গিয়াছে, পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, অয়ীকার করিবার অক্ষমতা অন্তর্ভুত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুত, কোন প্রকার বিচার বিশ্বেনার পূর্বেই, আমাদের প্রজ্ঞা, সতাকে আপনা হইতেই গ্রহণ করে। এই স্বতঃদিদ্ধ উপলব্ধিতে কোন প্রকার অবশান্তাবিতার ভাব নাই, স্কৃতরাং নেই বিশ্ববিরের ও কোন লক্ষ্য নাই, যাহা জ্বান দার্শনিক্দিগের এতটা শক্ষার বিশ্বর।

সতোর এই শ্বতঃ নিদ্ধ উপলব্ধি সম্বন্ধে আর একবার আলোচনা করা যাউক। ক্যান্ট তাঁহার স্মৃচিঞ্জিত (কিন্ধু যাহাতে একটু টুলো ধরণের পাণ্ডিতা প্রকটিত) জ্ঞানচক্রের মধ্যে, ইহাকে স্থান দেন নাই। একথা কি সত্য,—বে কোন দিদ্ধান্ত হউক না কেন, ভাব-পক্ষের আকারে পরিবাক্ত হইলেও উহার সহিত একটা অভাবপক্ষ জড়িত থাকেই থাকে ?

সংগা এইরুপ প্রতীর্মান হর বটে বে, বাহা ভাষণকের নিয়ান্ত ভাহাই আবার অভাবপক্ষের নিদ্ধান্ত। কেননা, কোন-একটা জিনিদের অন্তিত্বীকার করিলেই তাহার অনন্তিত্ব অহীকার করা হয়। আবার, মতাব পক্ষের নিয়াস্ত মাত্রই একই দলে ভাবপক্ষের িছাত : কেন না, কোন-একটা জিনিসের অতিত্ব অধীকার স্বারিলে, ভাহার অন্তিত্ব স্থাকার করা হয়। এই রূপই যদি হয়-তবে, कि ভাবপক कि অভাবপক, যে কোন আকারেই बाक्ट इंडेक ना. গোড়ার একটা সংশব উপত্তিত হইবাছিল, কোন প্রকার ভিস্তা-ক্ৰিয়া প্ৰৰ্থিত ক্ইয়াছিল.—নিদ্ধান্ত মাত্ৰের লক্ষে লক্ষেই এইরপ পুঝার; এবং দেই সংশর ও চিস্তাক্রিরার পর, আমাদের মন বাধ্য হইয়াই সেই নিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এইভাবে দেখিলে, নিদ্ধান্তটি বকীয় অবখ্যভাবিতার উপর প্রতিষ্ঠিত, এইরপই প্রতীরমান হয়: এবং তখন একটি পূর্কপক আবার আমাদের সমূধে আসিয়া উপস্থিত হয়: দেটি এই:-এই নিদ্ধান্তে উপনীত না হওৱা তোমার পক্ষে অনন্তৰ বনিরাই যদি তুমি এই নিজান্তে উপনীত হইরা থাক, তাহা হইলে সেই প্রশ্নের সত্যতার প্রতিতৃ একমাত্র তৃমি নিজে ও তোমার নিয়মবন্ধ বৃদ্ধিবৃত্তি; —তাছাড়া উহার অন্ত কোন প্রতিকৃ मारे। अष्टल,—विवशी शुक्रव चकीय निश्मश्वनिक्र आश्रमान्न चाहित्व नहेश यात्र; चकोग्र ठिख् প্রতিবিষ্ণুলিকেই विषत्र विन्त्र গ্রহণ করে;—আসলে, বিষয়ী সকীয় বিষয়িখের গণ্ডি হইতে কদাপি বাহির হয় লা।

ইহার উত্তর দিতে হইলে, এই হুরুহ প্রান্তের একেবারে মূলে বাইতে হর। আমাদের স্কৃত্র দিলারই বে অন্তাবশক্তের-এক্র नका नरह । अक्थ जामन चौकांव कवि, विशंदवन व्यवहान, कांव-

পক্ষের নিজান্ত মাত্রেই আবার অভাবপক্ষের নিজান্ত-এইরূপ বঝায়। কিন্তু সকলের গোড়ায়, এমন কোন ভাবপক্ষের কথা কি থাকিতে পারে না, যাহার সহিত কোন প্রকার অ-ভাব মিগ্রিত নাই। আমরা ত অনেক দম্যে কোন প্রকার পূর্ব্বচিন্তা না করিয়াই কাজ করি; তাছাড়া দেই সময়ে আমাদের হাবীন চেষ্টাও প্রকটিত হয়;—দেই স্বাধীনতার ভাবটি চিন্তা-মূলক নহে; এমন কি, আমা-দের জ্ঞান, অনেক সময়ে সংশয়ের ভূমি না মাড়াইয়াই সত্যকে উপলব্ধি করে; আমাদের চিন্তাক্রিয়া অংজ্ঞানের নিকটেই আবার ফিরিয়া আইসে, অথবা এমন কোন মনোকাপারের নিকট ফিরিয়া আইসে যাহা চিম্বাক্রিয়া ইইতে স্বতম্ব। অতএব, গোড়ার ব্যাপারে চিম্বাক্রিয়া থে বিভ্যমান থাকে — একথা গ্রাহ্ম নহে। এই ভিতার মধ্যে যে নিদ্ধান্ত আবদ্ধ থাকে-নেরপ নিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে এইরপ বুঝায যে, তাহার গোড়ায় আর কোন একটা সিদ্ধান্ত ছিল যাহাতে িস্তার ক্রিয়া আদৌ বিন্যমান ছিল না। এই প্রকারে আমরা এমন একটা দিল্লান্তে উপনীত হই যাহা চিন্তা-নিরপেক ;—এমন একটি ভাবপক্ষের তত্তে উপনীত হই যাহাতে অ-ভাবের কোন মিশ্রণ নাই। উগ অব্যবহিত সাক্ষাং উপলব্ধি; কবির অন্তঃকুর্ত্ত কবিত্বের ত্যায়, বীরের অশিক্ষিত পটুত্বের ন্যায়, এই প্রকার উপনন্ধি, প্রকৃতির স্বাভাবিকী শক্তি হইতে বৈধরূপে প্রস্ত। ইহাই জ্ঞানরত্তির প্রাথমিক ক্রিয়া। যদি আমরা এই প্রাথমিক তত্ত্বের প্রতিবাদ করি, তাহা হইনে আমাদের জ্ঞানবৃত্তি নিজের কাছেই আবার ফিরিয়া আদে;—আপ-**নাকে আপনি পরীক্ষা করে;—স্বকী**য় উপলব্ধ সভ্যকে সংশ্র করিতে চেষ্টা করে. কিন্তু সংশয় করি ত পারে না,—তাহার ^{চেষ্টা} বিষ্ণু হয়; দে, প্রথমে যাহা প্রতিপাদন করিয়াছিল, পুনর্কার তাহাই

প্রতিপাদন করে: স্বকীয় উপলব্ধ-সত্যকে দে আঁকড়াইরা ধরিয়া থাকে;—অধিকস্ক সংস্কারের আকারে একটা নৃতন ভাব আদিয়া তাহার সহিত মিলিত হয় ;—এবং দেই সতোর সাক্ষ্যে বিশ্বাস করিয়াই, এই সংস্কারটি হইতে কিছুতেই দে আপনাকে বিনিমুক্তি করিতে পারে ना। ज्यनहे-क्विन ज्यनहे, উहार्क दम्हे व्यवश्राविजात नक्न. দেই বিষয়ি-মুখিতার লক্ষ্য প্রকাশ পায়,—বে অবশ্বস্থাবিতাকে প্রতি-পক্ষগণ মূল-সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে চেষ্টা করেন। প্রতিপক্ষ-গণ মনে করেন, মনের অরো গভার প্রদেশে প্রবেশ করাতেই যেন সতোর মুলা হাদ হইল ;— মহং চৈতত্তার প্রমাণেই যেন প্রমাণের ধর্মতা হইল: যেন এই অবগ্রন্থাবিতার ভাবটি সত্যের একমাত্র রূপ —গোডাকার রূপ। ক্যাণ্টের সংশ্যবাদকে যথন একটা কোণে ঠেনিয়া ধরা যায়, (ভাঁহার স্থাবৃদ্ধি ভাগ্য-বিভারের বিরোধী নছে) তথন তিনি বাধ্য হইয়া জ্ঞানের ছইটি ভেদ স্বীকার করেন:-একট, স্বতঃনিদ্ধ উপল্পি: আর একটি চিন্তাপ্রস্ত জ্ঞান। জ্ঞান যেখানে আপনার সহিত আপনি সংগ্রাম করে. সন্দেহের সহিত-মিখা যুক্তির সহিত-ভ্রান্তির সহিত যুখাযুগি করে, চিভাক্রিয়াই তাহার দেই যুদ্ধক্ষেত্র। কিন্তু চিন্তাক্রিয়ার উর্দ্ধে এমন-একটি জ্যোতিশ্বয় শান্তিময় নিব্যলোক আছে—যেথানে জ্ঞান, আপ-নাতে ফিরিয়া না আনিয়াও, সতাকে উপলব্ধি করে; সত্য বলিয়াই সত্যকে উপলব্ধি করে। কেন না, ঈশ্বর যেমন দেখিবার জন্ম চক্ষ দিয়াছেন, গুনিবার জন্ম কর্ণ দিয়াছেন, সেইরূপ সার-সত্য-উপলব্ধির জন্ম প্রজা অর্থাৎ জ্ঞানবৃত্তি নিয়াছেন।

এই স্বতঃদিদ্ধ উপলব্ধিকে যদি অপক্ষপাতিতা-সহকারে বিশ্লেষণ ক্রিয়া দেখ ত দেখিতে পাইবে,—ইহা নিজে অহং না হইয়াও, অহং-এক্স দাঁহিত সংশিক্ষিত। আমাদের তাবং জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে আহং-এক্ল শ্রেকে অনিবার্য্য, কেন না, অহং-ই জ্ঞানের বিষয়ী। আমাদের জ্ঞান সত্যকে সাক্ষাংভাবে গ্রহণ করি ক্রেও, কোন-না কোন প্রকারে আহং-এ ফিরিয়া অনিরা, আগনার পুনরার্ত্তি করে। এইরূপেই আমাদের জ্ঞানক্রিয়া সম্পর হয়। এই অহংট্রতন্ত আমাদের জ্ঞান-ক্রিয়ার সাক্ষী, বিচারকর্ত্তা নহে। এন্থলে একমাত্র প্রকাই বিচার-ক্রিয়ার সাক্ষী, বিচারকর্তা নহে। এন্থলে একমাত্র প্রকাই বিচার-ক্রিয়া, এই প্রকাই,—স্বর্যাণ দর্শনের ভাবার, বিষয়মুখী ও বিষয়ী-মুথী—উভরই, প্রজা, সার-সত্যকে সাক্ষাংভাবে গ্রহণ করে;— উহাতে আমাদের নিজ-বাজিগত ভাবের কোন মধাবর্ত্তিতা নাই; তবে কিনা, ব্যক্তিহ গোড়ার না থাকিলে, কিংবা সংযোজিত না হইলে জ্ঞানের ক্রিয়া প্রাক্টিত হইতেই পারে না।

স্বতঃনিদ্ধ জ্ঞানই নৈন্ত্ৰিক ভাষশাস্ত্র। যাহাকে প্রকৃত ভাষশাস্ত্র বলে—চিন্তামৃণক জ্ঞান তাহার ভিত্তিত্বি। স্বতঃনিদ্ধ উপনন্ধি আপানার উপরেই প্রতিষ্ঠিত;—অর্থাং সেই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত যেথানে আমাদের জ্ঞাননৃত্তি সহস্র চেঠা সত্তেও, সত্যের নিকট আত্মনমর্পন না করিয়া—সত্যকে বিখান না করিয়া থাকিতে পারে না। যে ভার-পক্ষের কথা সম্পূর্ণরূপে সংশ্বরহিত তাহাই স্বতঃনিদ্ধ জ্ঞানের রূপ। যে ভাবপক্ষের কথা চিন্তামূলক তাহাই চিন্তিত জ্ঞানের রূপ। যে ভাবপক্ষের কথা চিন্তামূলক তাহাই চিন্তিত জ্ঞানের রূপ। যে ভাবপক্ষের কথা চিন্তামূলক তাহাই চিন্তিত জ্ঞানের রূপ। যাহা অন্থাকার কর। অনন্তব এবং যাহা প্রতিপাদন করিতে আমরা বাধ্য হই। অভাবপক্ষের কথা সাধারণ ভারশাস্ত্রের উপর কর্ত্ব করে। এই ভারশাস্ত্রের অন্তর্গত যে সকল ভাবপক্ষের প্রতিজ্ঞা,—তাহার প্রত্যেকটি, হুইটি অভাবপক্ষের প্রতিজ্ঞার দ্বারা বছকটে নিস্কার বি বে সকল ভাবপক্ষের প্রতিজ্ঞা, নৈস্বর্গিক স্থায়শাস্ত্রের অন্তর্গত জাহার উপর সহজ প্রভাবেন্ধ একটা ছাপ থাকে; তাহা স্কাভাবিক

সংস্কার হইতে উৎপন্ন,—স্বাভাবিক সংস্কারের দারাই বিশ্বত ও পরিপোবিত।

এখন কা ট ইহার উত্তরে এই কথা বলেন:--আমাদের প্রজা युक्ट रकन विश्व ७ व्यविभिश्व इडेक ना,--िखाकिया इटेएड, ইচ্ছাশক্তি হইতে, যাহা কিছু পুরুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব—তৎসমস্ত হইতে যতই কেন বিনিমুক্তি বনিয়া কল্লিত হউক না, তথাপি উহা পুরুষ-সংশ্লিষ্ট,, উহা ব্যক্তিগত; কেন না, উহা আমাদের অংইেডতক্তে প্রতিভাত হয়: মৃতরাং উহা "বি।মীর" ভাবে উপরঞ্জিত। এই তর্কের উত্তরে আমাদের আবা কিছু বলিবার নাই, গুধু আমরা এই কথা বলি ;—ইহাতে যুক্তির দৌড় ও যুক্তির অভিমান এত বেশি যে এই আতিশ্যাই উহার আত্মবিনাশের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ, প্রজ্ঞা বিষয়ীমুখী নহে-এই কথা প্রতিপন্ন করিতে গেলে যদি বলিতে इत्र (व, दर्वीन প্রকারেই আমরা উহার অংশ ভাগী হই না-এমন কি. উহার প্রবর্ত্তিত ক্রিয়া আমরা জানিতেও পারি না—তাহা হইলে, এই বিঃগীমুখিতার কলঙ্ক হইতে প্রজ্ঞার নিজতি পাইবার কোন উপায় थारक ना ; जाश इट्टान दिना इश्. - का हि य विवशी मुशी जानर निव অফুদরণ করিতেছেন তাহা আকাশকুত্রমৰং অলীক ও উদ্ভট: তাহা আমাদের প্রকৃত বৃদ্ধিবৃত্তির-জ্ঞান নামের যোগ্য সমস্ত জ্ঞানবৃত্তির बष्ट উर्फा (कि:व। वष्ट नित्म बनिदन । ठान । व्यवश्वित । दकन ना. তুমি চাহিতেছ, এই বৃদ্ধিবৃত্তি-এই জ্ঞানবৃত্তি আপনাকে আপনি ष्पात कानित्व ना ; अथि छेरारे वृक्षिवृद्धि ७ প্रकात विलिय नक्षण । তবে কি ক্যা ট বলিতে চাহেন যে, প্রজ্ঞার বিষয়মুখী শক্তি প্রকৃত শিক্ষে থাকিতে হইলে, কোন বিষয়ী-বিশেষের মধ্যে উহার আবির্ভার্ক क्केटन ना,-विवती त आमि, मन्त्र्र्नकरण आमात वाहिरव छेक्। थाकित ? जारा रहेल आमात्र भक्त छेरात कान अखिषरे नारे; উহা এমন একটা জ্ঞান—যাহা আমার নহে। যে জ্ঞান আমার নহে. তাহা পরমার্থতঃ সার্ব্ধভৌমিক, অনন্ত, ও পূর্ণ হইলেও আমার অহং-এ যদি প্রতিভাত না হয়, তাহা হইলে, আমার পক্ষে উহা না थाकात्रहे प्रामित । जुमि यनि हारु-आमारनत ब्लान आत विषयीमुवी পাকিবে না, তাহা হইলে এমন একটা জিনিদ চাহিতেছ যাহা ঈগরের পক্ষেও অসম্ভব। না,—স্থাং ঈশ্বরও নিজ জ্ঞানের জ্ঞাতা। স্বতরাং ঐশব্রিক জ্ঞানেতেও বিষয়ীমূখিত। বিদ্যমান। যদি বল এই বিষয়ী-ম্বিতার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্যবাদ অনিবার্যারূপে আদিয়া পড়ে, তাহা इटेल, जेश्वत्क 3 वाधा इटेशा मः भग्नवामी इटेट इय ; जारा इटेल মান্তবের ভাগে ঈশ্বরও সংশগ্রবাদের জাল হইতে বাহির হইতে পারেন না। কিন্তু ইহাবলি নিতান্তই হাসাজনক কথা হয়, ঈহর স্বকীয় জ্ঞান-ক্রিয়ার জ্ঞাতা-একথার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঈশ্বরের মনে সংশ্যুবাদ আদিয়া না পড়ে, তাহা হইলে, আমাদের জানজিয়ার আমরা জ্ঞাতা—অর্থাং আমাদের জ্ঞানের সহিত বিবরীমুখিতা অনুস্থাত—এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সংশয়বাদ অনিবার্যাক্সপে আমাদের মনেই বা কেন আদিয়া পড়িবে ?

ফলতঃ, যথন দেখা যায়—জন্মান-দর্শনের বিনি জনক—স্বয়ং তিনিই, মূলতত্বসমূহের বিবয়ীমুখিতারূপ সমসাার গোলোকধাধার মধ্যে আগ্রহারা হইগাছেন, তথন রীড্যদি এই মূলতবের সমসাটিকে অবক্রা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মার্জনা করা যাইতে পারে। রীড্ভধু এই কথা বারষার বলেন, সার্কভৌম ও অবগ্রভাবী তবের সত্যতা—আমাদের চিত্তবৃত্তিসমূহের সত্যসাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; এবং দেই স্তাসাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিবাই, উহাদের

সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে আমরা বাধ্য হই। রীড্বলেন:—"আমাদের ইন্দ্রির, আমাদের অহংচৈতন্ত, আমাদের তিত্রন্তি—এই সমস্তের কথা শুনিরা আমরা কেন চলি, তাহার হেত্নির্দেশ করা অসম্ভব। তবে, আমরা শুধু এই কথা বলিঃ—ইহা এইরপই হইরা থাকে, ইহা ছাড়া অন্তর্ম ইইতে পারে না। এই বে কথা, ইহা কি অনিবার্য বিশ্বাদের কথা নহে? ইহা সাক্ষাৎ প্রাকৃতি দেবীর কণ্ঠনিস্ত বাণী; ইহার সহিত যুঝার্থি করা র্থা। আরও অবিক দূর কি অগ্রসর হইতে হইবে ? আমাদের প্রত্যেক তিত্তর্ত্তির নিকট হইতে আমরা কি তাহার বিধাস্ত্রতার প্রামাণিক দলিল চাহিব, এবং যতক্ষণ না দেই দলিল দাখিল করিতে পারিবে ততক্ষণ কি তাহার কথার আমরা বিধাস করিব না? আমার ভর হর পাছে আমাদের এই অতির্দ্ধি, বাতুলতার পরিণত হয়, এবং সাধারণ মানব-দশার অধীন হইতে অধীকৃত হয়, পাছে আমরা মানবের সাধারণ-বৃদ্ধি হইতেই বঞ্চিত হই।"

আমরা থাংকে উনবিংশশতাদীর ফরানী-দর্শনের প্রনীয় গুরু বিলিয়া মানি দেই রোয়াইয়ে কলার (Royer-Collard) এই সম্বন্ধে একটি চমংকার কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন:—"আমাদের মাননিক জীবন কিং—না, আমাদের বাহু বস্তুর প্রতীতি, আমাদের ব্যক্ত ও অবক্তে বিগ্রাস—এই সমস্তেরই ধারাবাহিক পারপর্যা তিন্ধ আর কিছুই নহে। মনের বিগ্রাসগুলিই আয়শক্তি ও ইচ্ছার প্রবর্তক। যাহা কিছু আমাদিগকে বিগ্রাস্থ প্রযুক্ত করে তাহাকেই আমরা প্রমাণ বিন। প্রস্তুর্গা বীয় প্রমাণের কোন হেতু নির্দেশ করেনা। প্রস্তার প্রমাণকে দ্বিত বলিয়া সাব্যস্ত করাও যা', প্রস্তার উচ্ছেদ করাও তা',—একই করা। প্রস্তারও একটা নিজস্ব প্রমাণ আছে। বিগ্রাদের কতকগুলি মুলনিয়ম লইয়াই আমাদের বৃদ্ধির্ভি

গঠিত। এই নিয়মগুলি একই উৎস হইতে নিসালিত, স্থানা সমান প্রামাণা; একই অধিকার-বলে উহারা বিচার করিয়া থাকে; উহাদের সকলেরই একই আদানাং। একের আদালং ইইতে অপরের আদালতে আপাল চলে না। উহাদের মধাে কেই যদি অপর কোনটির প্রতি বিদ্রোহী হয়, তাহা হইলে সে মকলেরই প্রতি বিদ্রোহী এইরূপ বিবেচিত হইলা থাকে; সে তথন তাহার নিজের প্রকৃতি হইতেই পরিলই হয়।" আমরা যে সকল তথাের ব্যাখ্যা করিলাম ভাহার সারক্থা-গুলি এই:—

- ১। তর্গমূহের বিষয়মূপী প্রামাণিকভাকে হর্মণ করিমার জন্ত, ক্যান্ট তর্গমূহের অবশুদ্ধাবিতা-লক্ষণের উপর যে যুক্তিস্থাপন করিয়াছেন,—ভাঁহার গেই যুক্তি, তর্গমূহের ভিন্তারোপিত রপটির প্রতিই প্রয়ন্ত্রা, উহা তর্গমূহের স্বতঃশিদ্ধ প্রয়োগ পর্যান্ত পৌছে না; কেননা, উহাদের দেই অবস্থান, অবশুদ্ধাবিতার লক্ষণ তথনও প্রকাশ পার না।
- ২। ফল কথা, মান্ত্ৰ বিধাসগুলির সতাতার বিধাস করিয়া বে নিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহা মানিলা চলাই ঠিক্। দেই সৰ নিদ্ধান্তকে কোন অংশেই অপনিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না। কেননা, কার্যা হইতে কারণে, নিঙ্গ হইতে নিঙ্গীতে, ব্যাপক হক্কতে ব্যাপো আবোহণ করাই তরন্ত্রত যুক্তির প্রণানী।
- ০। তাছাড়া, মৃণতর সম্হের মৃণা, সকল প্রকার প্রতাল-প্রশা-পের উপরে। দার্শনিক বিরেবণের ঘারা, স্বতঃশিদ্ধ জ্ঞানের মধো বে ভাবপক্ষের কথা পাওরা যার তাহা সংশবের হুরধিসমা। এই ভাব-শক্ষের নিশ্চরাত্মক কথা হুইতেই প্রজার অর্থাৎ স্বতঃশিদ্ধ জ্ঞানের স্বাজানশিদ্ধ হব;—উহা প্রভাক্ষ প্রশাণেরই তুলানুলা; উহা ছাড়া

ষ্ঠ প্রতাক্ষ প্রমাণ চাহিতে গেলে, প্রজ্ঞার নিকট এমন-একটা কিছু চাওয়া হর, বাহা নিতান্ত অসম্ভব। বেহেতু সকল প্রকার প্রত্যক্ষ-প্রমাণের জন্মই কতকগুলি মূলতত্ত্ব অপরিহার্য্য—ক্ষতএব ঐ সকল মূলতত্ত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ উহারা নিজেই।

চতুর্থ উপদেশ।

ঈশর মূলতত্ত্বের মূলতত্ত্ব।

বে সকল মূলতবের ধারা আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তি পরিচালিত হয় ভাহাদের সত্তা পূর্বেই দিল হইনাছে। এইরূপ অবধারিত হইনাছে বে, সত্তা এবং বে সকল মূলতব সত্তা নামের যোগ্য তংসমন্তই আমাদের বাহিরে। আমরা উহাদিগকে উপলন্ধি করি, কিন্তু উৎপাদন করি না। উহা আমাদের মনের পরিকল্পন মাত্র নাও পারে, তথাপি উহারা থাকিবে। এক্ষণে স্বভাবতই এই সমস্রাট আমাদের সমুথে উপস্থিত হইতেছে;—এই সার্কভোম ও অবশাস্তাবী তবগুলি স্বরূপত:—পরমার্থত: কিরূপ? উহারা কোথার অবস্থিতি করে? কোথা হইতে আইনে? ওমু বে আমরা এই প্রশ্নটি উথাপন করিতেছি তাহা নহে, স্বরং মানবতিত হইতে এই প্রশ্নটি উথিত হইতেছে। মন্ত্র্যা যতক্ষণ না ইহার একটা নীমাংসা করে,—বতদ্র সন্তব্ধ, জ্ঞানের শেষ দীমা পর্যান্ত স্পর্ণ করে, ততক্ষণ সম্পূর্ণ রূপে পরিতৃপ্ত হয় না।

ইহা নিশ্চিত বে, দাৰ্কভৌদ ও অবশ্বস্থাবী তৰ্গুলি প্ৰজ্ঞার

অধিকার-ভূক-প্রজাই উহাদিগকে আমাদের নিকট প্রকাশ করে।
এইরূপে, মনোরাজ্যের গজীর প্রদেশে, আমাদের বাক্তিবের সহিত
উহা ঘনিষ্ঠতাবে অহুস্তাত। সত্যের জ্ঞাতা পুরুষের সহিত নৈকটাসম্বন্ধে আবদ্ধ হইরা সত্য এইরূপ প্রতীয়মান হয় যেন উহা মনেরই
একটা পরিকরনা মাত্র। যাহাই হউক, আমেরা সত্যের জ্ঞাতা—সত্যের
জনক নহি;—একথা পুর্বেই সিদ্ধ হইরাছে। যে "আমির" সহিত
আমাদের প্রজ্ঞা জড়িত সেই আমি যদি প্রজ্ঞাতবেরই সম্পূর্ণ বাাখ্যা
করিতে না পারে—পারমার্থিক সত্যের ব্যাখ্যা সে কি করিয়া করিবে?
সীমাবদ্ধ কণস্থায়ী মন্ত্র্যা, অসীম অনস্ত অবশ্যন্ত্রাবী সত্যকে উপলব্ধি
করে এইমাত্র। মন্ত্র্যা, অসীম অনস্ত অবশ্যন্ত্রাবী সত্যকে উপলব্ধি
করে এইমাত্র। মন্ত্র্যা, অসীম অনস্ত অবশ্যন্ত্রাবী সত্যকে উপলব্ধি
করে এইমাত্র। মন্ত্র্যা, অনীয় সন্ত্র্যা, পারমার্থিক সত্যের দ্বারা
পরিপুই নহে—সংগঠিত নহে। মান্ত্র শুরু বলিতে পারে;—''আমার
প্রজ্ঞা"; কিন্তু একথা বলিতে কথন সাহদ করে নাই:—''আমার

কিন্তু আমি পুনর্বার জিপ্তাদা করি—মানব-উণলক সারসতাগুলি বনি মানব-চিত্তের বাহিরে থাকে—তবে উহারা কোণায় থাকে ? আারিইটলের কোন শিশ্ম উত্তর করিবেন;—উহারা পদার্থসমূহের মধ্যে থাকে। যে সকল সন্তা, এইরূপ সত্যের ঘারা পরিচালিত হয়, সেই সকল সন্তা ছাড়া, আর কোন সত্তার ঘারা পরিচালিত হয়, সেই সকল সন্তা ছাড়া, আর কোন সত্তার স্কানে ঐ সকল সতা ধাবিত হয় কি না ? প্রাকৃতিক নিয়ম আর কাহাকে বলে ? পুথক রূপে আলোচনা করিবার নিমিন্ত আমাদের মন, সন্তাদি হইতে—তথ্যাদি হইতে, যে কতকগুলি বিশেষ ধর্ম বিনিম্মুক্ত করিয়ালয়, তাহাই ত প্রাকৃতিক নিয়ম। গণিতের মূলতব্দগুলি তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। যেমন মনে কর, গণিতের একটি বতঃ শিক্ষ

শতা ;—''অংশ অপেক্ষা, সমষ্টিটা বড়" যে কোন পদার্থের সমষ্টি সম্বন্ধেই,—যেকোন পদার্থের অংশ সম্বন্ধেই এই সত্যাট উপলব্ধ ইইয়া থাকে। হাঁ, না,—ছই এক সঙ্গে থাকিতে পারে না—ইহা পরস্পর-বিক্রদ্ধতার যে নিয়ম—ইহা তর্ক শাস্তাম্থলারে, বাস্তবিকই আমাদের সকল সিদ্ধান্তের—সকল যুক্তির মৃলে অবস্থিত। ইহা সকল সভারই সারাংশ। ইহা ব্যতীত কোন সত্তাই থাকিতে পারে না। আগ্রিপ্টটল বলেন,—কতলগুলি সার্কভৌম সত্তা অবশ্যই আছে, কিন্তু উহারা বিশেষ সত্তাসমূহ হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত নহে।

আারিষ্টেল্ যে বলেন, বিশেষ পদার্থ সমূহের মধ্যে সার্বভৌম তত্ত্ব অবস্থিতি করে, - এ কথা অযৌক্তিক নহে। কেন না, সার্ব্বভৌম তব্বকে ছাড়িয়া বিশেষ পদার্থসমূহ থাকিতেই পারে না। সার্বভৌম তরগুলিই, উহাদিগকে অচলপ্রতিষ্ঠ করে, উহাদের একতা সম্পাদন করে। কিন্তু সার্বভৌম তত্ত্ব, বিশেষ পদার্থসমূহের মধ্যে অবস্থিতি করে বলিয়াই কি এইরূপ দিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, উহাদের ছাড়া সার্ব্বভৌম তত্ত্ব আর কোথাও অবস্থিতি করে না. এবং উহাদের ছাড়িয়া দার্বভৌম তত্ত্বে নিজ্জ কোন দ্বানাই ? কিন্তু এমন কতকগুলি তম্বও আছে যাহা নিরবচ্ছিন্ন সার্ব্বভৌমতার উপাদানে গঠিত। একথা সত্য, বিশেষ-বিশেষ কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্যা উৎপন্ন হইতে দেখিয়াই আমরা সার্বভৌমিক কারণতত্ত্বে উপনীত হই। কিন্তু এই তম্বটি, কারণোৎপদ্ম কার্য্যটি হইতে অধিক ব্যাপক। কেননা, গুধু যে এই কার্য্যাটর সম্বন্ধেই তম্বটির প্রয়োগ হয় তাহা নহে, আরো অসংখ্য কার্য্য সম্বন্ধেও উহার প্রশ্নোগ হইয়া থাকে। কোন একটা বিশেষ তথ্যের মধ্যে একটা ব্যাপক তত্ত্ব নিহিত থাকে বটে; কিন্তু উহার সমস্তটাই যে উহার মধ্যে থাকে এরপ নহে। তথ্যের উপর তন্ত্ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দ্রে থাকুক, তন্তের উপরেই তথ্য প্রতিষ্ঠিত। পাটাগণিত ও জ্যামিতির সার্বভৌম অবশুস্তাবী তন্ত্ গুলি, রাশির উপর অথবা আরতনের উপর নির্ভর করে না, পরন্ত ঐ তন্ত গুলিই রাশি আরতনের নিরামক।

তবে কি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে – যে হেতু, কি
মন্থ্যা কি প্রকৃতি কেহই পরমার্থিক সার সত্যের বার্থা করিতে
পারে না, অতএব উহারা আগনাদের মধ্যেই অবস্থিতি করে, আপনারাই আপনার প্রতিষ্ঠাভূমি, আপনারাই আপনার আধার ?

কিন্তু এই সিদ্ধান্তি, পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলি অপেক্ষা আরও আযোজিক। কেননা আমি জিজাসা করি—কোন্ সত্যগুলি (কিনতা, কি আগরক) পদার্থ-সমূহের ও বৃদ্ধিরতির বাহিরে থাকিয়া, আপনাতে আপনি অবস্থিতি করে ছ তাহা যদি হয়, তবে সত্য—বাতবতার-পরিণত একটা অতিহক্ষ ভাব ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু মাহ্বের স্থাভাবিক স্বৃদ্ধির প্রতিকৃশে, কোন অতি-ক্ষা তন্তের তত্ত্ববিদ্যা প্রবল হইতে পারে না। প্রেটোর জ্ঞান-বাদে (ideas) যদি এইরপ কোন অতিক্ষাতার ভাব থাকে, তবে আগরিপ্রটল ভাষাতঃইহার প্রতিকৃশে দণ্ডরামান হইতে পারেন। কিন্তু আগরিপ্রটল, প্রেটোর সহিত সংগ্রাম-সাধ মিটাইবার জন্তই যেন তাঁহার মতটিকে এইরপ ভাবে দণ্ড করাইরাছেন; — ইহা আগরিপ্রটলের স্বকপোল-ক্ষিত মত।

তবে আর বিশ্ব না করিয়া, সারস্তাগুলিকে এই দার্থতা ও
অপ্টতার অবস্থা হইতে উনার করা যাউক। কিন্তু কি প্রকারে
তাহা করা যাইবে ? বে মূলতব্টির সহিত তোমরা এখন স্থারিচিত,
সেই মূলতব্টি, ঐ সাবস্তাগুলির প্রতি প্রয়োগ কর।

হা, সারস্তা, স্থকীর সন্তার সমর্থনার্থ বাধ্য হই রা এমন একটা কিছুর দোহাই দের যাহা তাহার অতীত। যেমন প্রত্যেক ঘটনার একটা আধার আছে; যেমন আমাদের চিস্তা, ইচ্ছা, অমুভূতি,— একটা কোন বিশেষ সত্তা ভিন্ন আর কোথাও অবস্থিতি করে না (এবং যে সত্তা আমরা নিজেই) সেইরূপ, সত্য বলিলে, সত্যেরও একটা বিশেষ আধার আছে এইরূপ বুঝার; এবং পারমার্থিক মূলস্তা বলিলে বুঝার যে, সেই মূল সভ্যের অমুরূপ একটি মূলসন্তাও আছে—সারস্ত্যগুলি যাহার চরম প্রতিষ্ঠাভূমি।

এই রূপে আমরা এমন একটা পরমতত্ত্ব উপনীত হই যাহা
আপাই হক্ষ ভাব মাত্র নহে, পরস্ত যাহার একটা বাত্তবিক সত্তা আছে।
এই সত্তাটি অবশ্যস্তাবী সত্তা—পরম সত্তা; কেন না, ইহাই অবশ্যছাবী সারসত্যসমূহের আধার। এই সত্তা, সত্তোর গভীরদেশে—
দত্তোর সারাংশরূপে বর্তমান। এক কথার এই সত্তাটিই ঈশ্বর।

এই মতবাদটি—যাহা আমাদিগকে পূর্ণ সতা হইতে পূর্ণ সন্তায় লইয়া যায়—ইহা দর্শনের ইতিহাদে নৃতন নহে, প্লেটো হইতে ইহার স্ত্রপাত হইয়াছে।

প্রেটোর গুরু সক্রেটিসের স্থার প্রেটোও, জ্ঞানের ম্লত্ব অসুসন্ধান করিতে গিয়া বেশ ব্রিয়াছিলেন যে,—জ্ঞানের যদি এরূপ কোন লক্ষণ নির্দেশ করিতে হয়, যাহা বাতীত কোন পদার্থেরই জ্ঞান যথাযথ রূপে উপলব্ধ হইতে পারে না—তাহা হইলে এমন-একটা কিছু ব্রায় যাহা সার্ব্বভৌম ও এক, যাহা ইক্রিয়ের গ্রাহ্থ নহে, এবং যাহা প্রজ্ঞার বারাই প্রকাশিত হয়। এই যে এমন-কিছু যাহা সার্ব্বভৌম ও একায়ক, প্রেটো তাহাকেই (idea) আইডিয়া-নামে আখাত করিয়াছেন।

এই সার্বভৌমত্ব ও একত্ব-লক্ষণাক্রান্ত আইডিয়া সমূহ,—পরি-বর্ত্তনশীল ও চিরচঞ্চল ভৌতিক পদার্থ হইতে উৎপন্ন নহে, পরন্ত্ব-ভৌতিক পদার্থ সমূহের উপর উহাদের প্রয়োগ হয় এবং এই প্রকারে ঐ সমস্ত ভৌতিক পদার্থ আমাদের বোধগমা হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, মানব-তিত্তও এই আইডিয়া-গুলির দারা গঠিত নহে; কেননা, মহুত্ম সতোর পরিমাপক নহে।

প্রেটো এই আইডিয়া-গুলিকে বাস্তবিক সন্তা বলিয়া অভিহিত করি মাছেন; কেননা উহারাই কেবল, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ বিষয়সমূহের নিকট ও মানব-জ্ঞানের নিকট, স্বকীয় বাস্তবতা ও একতা প্রকাশ করে। কিন্তু ইহা হইতে কি এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, প্রেটো উহা-দিগকে স্বতর-অবস্থিত বাস্তবিক সন্তা বলিয়া নি:দিশ করিয়াছেন ?

প্রথমতঃ কেহ যদি এ কথা বলেন,—প্লেটোর মতে, প্রতোক আইজিয়ই শ্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত,—উহাদের পরপ্ররের মধ্যে কোন বন্ধন নাই, কোন একটা সাধারণ কেল্রের স্থিত উহাদের যোগ নাই—তাহা হইলে প্লেটোর গ্রন্থ-হইতে এইরূপ অনেক স্থল প্রদশিত হইতে পারে যেথানে তিনি বলিয়ছেন,—এই সকল আইডিয়া সম্বেত হইয়া এমন একটা আইডিয়া-ঘটিত একতায় পরিণত হইয়ছে বাহা এই দৃশ্যমান জাগতিক একতার মূলীভূত কারণ।

তাঁহারা কি এইরূপ বলিতে চাহেন, এই আইডিয়া-ঘটত জগৎ, এমন একটি স্বতন্ত্র মাহা ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ ? কির এই বাক্যটি সমর্থন করিতে হইলে, প্লেটোর "রিপরিক্"-নামক গ্রন্থের অনেক স্থল বিস্থাত না হইলে চলে না,—সেই সব স্থল বেখানে ভিনি, মঙ্গলের সহিত অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত, বিজ্ঞান ও সত্যের সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন।

শেই মহান্ তুলনার স্থলটি কি তাঁহাদের স্মরণ হয় না যেখানে—
"প্র্য হইতে এই ভাতিক জগৎ, জীবন ও জ্যোতি লাভ করিয়াছে,"
—এই কথার পরেই সক্রোটন্ বলিতেছেন;—"দেইরূপ তুমি বলিতে
পার, এই জ্ঞের সন্তা-সমূহও, মঙ্গল হইতে গুধু যে তাহাদের জ্ঞের
লাভ করিয়াছে তাহা নহে—তাহাদের সন্তা ও সারাংশও প্রাপ্ত হইয়াছে।" অতএব এই জ্ঞের সন্তাগুলি অর্থাৎ আইডিয়াগুলি সতয়
ভাবে কথনই থাকিতে পারে না।

কেহ কেহ এই কথা থুব দৃঢ়তার সহিত পুনঃপুনঃ বলিয়া থাকেন বে, প্লেটো বাহাকে মঙ্গল বলেন উহা মঙ্গলের একটা জ্ঞেয়-ভাব মাত্র. কিন্তু ঈশ্বর ত শুধু একটা জ্বেয় ভাব মাত্র নহেন। ইহার উত্তরে আমি বলি, প্লেটোর মতে, "মঙ্গল" বস্তুতই একটি জ্বেয় সন্তা, অর্থাৎ আইডিয়া; কিন্তু এন্থলে আইডিয়া, মনের ওধু একটা ধারণা মাত্র নহে, স্থপু চিস্তার বিবয় নহে; (যে ভাবে অ্যারিপ্টটলের শিষ্যের। আইডিয়া-শন্দটি বুঝিয়া থাকেন)। আমি আর একটু বেশি এই বলি,—প্লেটোর মতে, মঙ্গলের আইডিয়াটি সর্বাদিম আইডিয়া। ष्माभारमत भरक, छेश ठिखात विवस दहेता थाकिरनं , मखा-नवरक छेदा ঈশ্বরের সহিত একীভূত। যদি মঙ্গলের আইডিয়া ও ঈশ্বর একই পদার্থ না হয়, তাহা হইলে "রিপবিক"-গ্রন্থের নিম্নলিখিত উক্তিটির কিরপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে !—"জ্ঞান-জগতের শেষ প্রা: মঙ্গলের আইডিয়াটি অবস্থিত; এই আইডিয়াটি অতি করে উপলব্ধ হয়, কিন্তু পরিশেষে যথন একবার উপলব্ধ হয়, তথন এইব্লপ সিদ্ধান্ত না করিয়া থাকিতে পারা যায় না ধে, যাহা কিছু স্থন্দর ও মঙ্গল, তৎ-সমস্তেরই উহা মূল প্রস্রবন। উহা হইতেই দুশুমান জগতে,—আলোক ও আলোকের উৎস-স্বরূপ এই সূর্য্য, এবং অদৃশু জগতে,—স্ত্যু ও

জ্ঞান সাক্ষাংভাবে উংপন্ন হয়।'' একদিকে সূৰ্য্য ও আনোক এবং অন্ত দিকে সত্য ও জ্ঞান,—কোন বাস্তবিক সন্তা ভিন্ন কি আর কিছু হইতে উৎপন্ন হইতে পারে ?

কিন্তু প্লেটোর নিন্দুকের। যে সকল আবংশ ইচছা করিয়াই যেন উপেক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার "ফেব্র্"-নামক গ্রন্থের দেই অংশগুলি সম্মুথে উপস্থিত করিলেই সমস্ত সংশয় বিদ্রিত হইবে। প্লেটো এক-স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন:—''এই যাত্রাপথে, আমাদের আত্রা ভায়ের অনুধান করে, শ্রেরে অনুধান করে, বিজ্ঞানের অনুধান করে, — কিন্তু দেরপ বিজ্ঞানের অন্থ্যান করে না যাহা পরিবর্ত্তনশীল, যাহা বিভিন্ন প্ৰতেথ, বিভিন্ন স্তায় বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পায়, পরস্ক নেইরূপ বিজ্ঞানের অনুধ্যান করে যাহা পরাংপর পরম সন্তার মধ্যে বিগ্রমান। সার্ব্বভৌমের ধারণা করিতে পারাই আত্মার বিশেষত্ব ;— ट्रिके नार्व्यक्तीय — याशास्क विविध हे क्रियत्वारक्षत्र देविहत्वत्र मरका छ। প্রক্রামূলক একত্বের অন্তর্ভূকি করা যাইতে পারে। সাধারণত যাহাকে আমরা সত্তা ৰলি সেই সত্তাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া, একমাত বাস্তবিক সন্তার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিনা, আল্লা যথন স্বীয় বাত্রাপণে ঈশবের অনুদরণ করে, তথনই দেই দার্কভৌম তাহার মরণ-পং পতিত হয়। কথায় বলে, দর্শনের ডানা আছে; বাস্তবপক্ষে দর্শনে **जान। थाकारे উिंछ। दक्न ना, यिमद পमार्थ थाकार्छ, क्रेय** বাস্তবিক ঈশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হয়েন, সেই সব পদার্থের সহিত-যতদূর সম্ভব— আত্মার স্থৃতি স্কড়িত।"

ষ্মত এব দেখা যাইতেছে, দার্শনিক চিন্তার বিষয় সমূহ— স্বর্থ স্মাইডিয়া-সমূহ, ঈশ্বরের মধ্যেই বিদ্যমান; এবং উহাদের দারাই, এই উহাদের সহযোগিতাতেই, ঈশ্বর বাস্তবিক ঈশ্বরূপে প্রতিভা হরেন ;—দেই ঈশ্বর থিনি ("সোফিষ্ট"-নামক গ্রন্থে প্লেটো বলেন)
"পরম মহিমাথিত পবিত্র জ্ঞানের অংশভাগী"।

ইহা তবে নিশ্চিত,—প্লেটোর প্রকৃত মতামুসারে, "আইডিয়া" বলিতে সেরূপ সন্তা নহে যাহা আমাদের মনের মধ্যেও নাই, প্রকৃতির মধ্যেও নাই, ক্রম্বরের মধ্যেও নাই, এবং যাহা শ্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। না, তাহা নহে। বস্তুত: প্লেটোর মতে—আইডিয়া-সমূহ যেমন প্রত্যক্ষণ পদার্থের মূলতত্ব ও নিরম, সেইরূপ মানব্জ্ঞানেরও মূলতত্ব। এই দকল আইডিয়া হইতেই মানব্জ্ঞান,—শ্বকীয় আলোক, শ্বকীর নির্ম, শ্বকীয় উদ্দেশ্য লাভ করিয়াছে, ঈশ্বরের উপাধি-সমূহ অবগত হইয়াছে।

আমরা যে মতবাদটির ব্যাখ্যা করিলাম, বাস্তবপক্ষে প্লেটোই তাহার জনক এবং যে সকল প্রখ্যাত দার্শনিক তাঁহার সম্পুদায়ভূক, তাঁহারা সকলেই এই মতের পক্ষপাতী।

খুষ্টীয় তর্ববিদ্যার যিনি প্রথম প্রবর্ত্তক সেই সেণ্ট-অগস্টিন্, প্রেটোর একজন ভক্ত শিশু। প্রেটোর ভায় তিনিও সর্ব্বত্ত এই কথা বলিয়াছেন যে, ঐখরিক জ্ঞানের সহিত মানব-জ্ঞানের ও ঈখরের সহিত সার সত্যের একটা ছুশ্ছেছ্ম সম্বন্ধ বিদ্যমান। এমন কি, প্লেটোনিক মতবাদের বাাথাা সম্বন্ধ, তিনি সেণ্টজন্কেও ভর্থ সনা করিয়াছেন।

সেণ্ট অগদ্টিন্, আইডিয়া-ঘটিত মতবাদটি সর্বাংশে ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের একস্থলে তিনি এইরূপ বলেন:—"আইডিয়া-সমূহই সমস্ত পদার্থের আদিম রূপ ও অপরি-বর্ত্তনীয় মূলকারণ। উহারা স্পষ্ট হয় নাই, উহারা নিতা ও গ্রুব, উহারা ঐশরিক জ্ঞানেরই অস্তর্ভুক্ত; উহারা জন্ম মৃত্যুর অধীন নতে; প্রত্যুত যাহা কিছু জন্ম-মরণশীল, উহারা তাহার ছাঁচ্।"

"যাহা কিছু এখানে রহিয়াছে, অর্থাৎ স্বস্থ জাতি-অমুসারে যাহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই একএকটা বিশেষ প্রকৃতি নির্দিষ্ট হইয়াছে
তৎসমস্তই ঈশ্বরের সৃষ্টি—একথা কোন্ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অস্বীকার
করিতে সাহস করিবেন ? এ কথা স্বীকার করিয়াও কি কেহ বলিতে
পারে বে, ঈশ্বর বিনা-হেতু পদার্থসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন ? যদি কেহ
তাহা বলিতে কি:বা মনে করিতেও না পারে, তাহা হইলে ইহা
অবশ্রই স্বীকার করিতে হইবে যে বিশেষ বিশেষ হেতু-বশতই পদার্থসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অশ্ব-সভার হেতু ও মানব-সভার হেতু
কথনই এক হইতে পারে না। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত। অভএব,
প্রত্যেক পদার্থই স্বকীয় বিশেষ বিশেষ হেতু বশতই সৃষ্ট হইয়াছে;
এই সকল হেতু, প্রত্তার চিন্তা ছাড়া আর কোথায় থাকিতে পারে ?
কেননা সৃষ্টি করিবার সময়, প্রতার বাবহারার্থ এমন কোন আদর্শছাচ্ তাঁহার গোচরে আসে নাই যাহা তাঁহার বাহিরে অবস্থিত।
এক্রপ মত পোষণ করিলে, ঈশ্বরের অবমাননা হয়।''

যদি স্টের ও স্ট পদার্থ সমূহের হেতৃগুলি, ঐখরিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং যদি ঐখরিক জ্ঞানে, নিতা ও ধ্রুব বাতীত আর কিছুই না থাকে,— তাহা হইলে, সেই হেতুগুলি— যাহাকে প্রেটো আইডিয়া নামে আখ্যাত করিয়াছেন—তাহা নিতা ও ধ্রুবতন্ত ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন যে ভাবে যাহা কিছু এখানে রহিয়াছে—সমন্তই সেই ধ্রুবতন্ত্রগুলিরই সহয়োগিতায় উৎপন্ন।

এমন কি সেণ্ট টমাস,—িথনি প্লেটোর মত-সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতেন না, প্রত্যুত থিনি কতকটা অ্যারিস্টটলের প্রত্যুক্ষবাদে দীক্ষিত ছিলেন—তাঁহার মুথ হইতেও নিম্নলিথিত উক্তিট বাহির হইরাছে:—"আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান, প্রশ্বিক জ্ঞানেরই এক-

প্রকার অংশভাগী; এই ঐপরিক জ্ঞানের সহযোগিতাতেই, আমাদের সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত বিচার-বৃদ্ধি উৎপন্ন; এবং এই জন্মই উক্ত হইরা থাকে—এথানকার যাহা কিছু সমস্তই আমরা ঈশ্বরে মধ্যে অবলোকন করি''। সেন্টেমাদের এইরূপ আরো অনেক উক্তি আছে, যাহাতে প্রেটোনিকতার একটু আতিশ্যা দৃষ্ট হইলেও উহা আদলে প্রেটোর মত নহে, পরস্থ আলেকজান্ত্রীয় সম্প্রদারের মত।

গভীর মৌলিকতা সভেও এবং সম্পূর্ণক্লপে ফরাসীর জাতীয় লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, দেকার্ত্তের দর্শনতন্ত্র, প্লেটোনিক ভাবে অন্ধ-প্রাণিত।

দেকার্ড্, প্লেটোর মত-সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিস্তা করেন নাই। এমন কি, তিনি প্লেটোর গ্রন্থাবাদী পাঠ করিলাছেন বলিলাই মনে হল না। তিনি আদৌ তাঁহার অনুকরণ করেন নাই; কোন বিষয়েই প্লেটোর সহিত তাঁহার সাদৃশ্য নাই। তথাপি, প্রথম হইতেই, বেন তুইজনের একস্থানেই সাক্ষাৎকার ঘটিলাছে;—যদিও দেকার্ভ, ভিন্ন পথ দিল্লা দেইথানে পৌছিলাছেন।

প্রেটা যাহাকে সার্বভৌম বলেন, আইডিয়া বলেন, দেকার্ত্তের নিকট তাহাই অগীমতার ধারণা—পূর্ণতার ধারণা। যথন তিনি আত্ম- চৈতন্তের বারা উপলব্ধি করিলেন বে, ''তিনি চিন্তা করিতেছেন অতএব তিনি আছেন,'' তথনি সেই আত্মচৈতন্তের বারা ইহাও উপলব্ধি করিলেন বে তিনি অপূর্ণ;—তাহার অনেক ক্রটি আছে, অভাব আছে, সীমা আছে, হৃঃথ আছে। এবং সেই সঙ্গে ইহাও তাঁহার ধারণা হইল বে, এমন-একটা কিছু আছে যাহা অগীম—যাহা পূর্ণ। কিন্তু এ ধারণাটি এমন কাহারও রচনা হইতে পারে না—বে নিজে অপূর্ণ। অভএব, কোন পূর্ণ পুরুষ তাঁহার অন্তরে এই ধারণাটি

সন্নিবিঠ করিরাছেন, ইহাই সক্ত। এই পূর্ণ পুরুষই ঈশ্বর। এই বৃক্তি-প্রণালী অন্নুগারেই দেকার্জ্ব, নিজের চিস্তা ও সভা হইতে ঈশ্বর-তত্বে সম্থিত হইরাছেন। এই সরল বৃক্তি-প্রণালীট, তিনি তাঁহার বিবিধ গ্রেছে, বিবিধ আকারে বিবৃত করিয়াছেন। ফলত: উক্ত বৃক্তির নারা ইহা সিদ্ধান্ত হর যে এই ধারণাটির মূলে একটি উপযুক্ত কারণন্তা বিদ্যানা। অর্থাং ধারণাটির ভার, ধারণার মূলকারণটিও অনীম ও পূর্ণ। প্রেটো ও দেকার্ত্তির মধ্যে প্রথম প্রভেদ এই:—প্রেটার মতে, আইভিয়া-সমূহ,—ভধু অমাদের মনের ধারণা নহে, উহা পদার্থ-সমূহেরও মূলতব। কিন্তু দেকার্ত্তি, ও আধুনিক অভাভ দার্শনিকের মতে, উহা ভধু আমাদের মনের ধারণা। এবং এই সকল ধারণার মধ্যে, অনীম ও পূর্ণের ধারণাটি প্রথম স্থান অধিকার করে এই মাত্র।

বিতীয় প্রভেদ এই—আর্থনিক দর্শনের পরিভাষার বলিতে গেলে, বর্মবটিত মূলতবের ধারা প্রেটো, আইডিয়াসমূহ হইতে ঈশ্বরতবে উপনীত হইয়াছেন। পকাস্তরে দেকার্ত্ত, কারনাঘটিত মূলতব প্ররোগ করিয়া, অদীম ও পূর্ণের ধারণা হইতে, দেই ধারণার মূলকারণে উপনীত হইয়াছেন যে মূল কারণটিও অদীম ও পূর্ণ। কিন্তু এই সমস্ত প্রভেদদক্তেও, উহাদের মধ্যে একটি সাধারণ ভূমি আছে; উহারা একলাতীয়; উহারা উভরই আমাদিগকে ইক্রিয়ের উদ্দেলইয়া বায়, এবং যে দকল আইডিয়া আমাদের অন্তরে নি:সংশয়ে বিদামান, দেই অভ্যাশ্চর্যা আইডিয়াগুলি, মধ্যবর্তী হইয়া আমাদিগকে তাঁহারই নিকট লইয়া যায় যিনি একমাত্র ঐ সকল আইডিয়ায় আধার-বন্ধ হইতে সমর্থ;—যিনি এই অদীমতা ও পূর্ণতা-সম্বন্ধীয় ধায়ণার প্রবর্তক এবং নিজেও অদীম ও পূর্ণ। এই প্রকারে, দেকার্তকেও, প্রেটো ও দেক্রেটিদের সহিত একপরিবারক্তক করা বাইতে পারে !

এই পূর্ণ ও অদীমের ধারণা-সম্বন্ধীয় 'মতবাদটি, সপ্তদশ শতাব্দীর দর্শনে একবার প্রবর্ত্তিত হইলে পর,—দেকার্ত্তের উত্তরবর্ত্তী দার্শনিকেরা এই মতটি সেই ভাবে গ্রহণ করিলেন, যে ভাবে প্লেটোর উত্তরবর্ত্তী দার্শনিকেরা প্লেটোর আইডিয়া-সম্বন্ধীয় মতটি গ্রহণ করিয়া-ছিশেন।

ফরাদী-নেথক মাল্ব্রাশ (Malebranche) তাঁহার সেথায় প্রেটোর ধরণধারণ কতকটা দেখিতে পাওয়। যায়। এক এক সময়ে, তিনি স্থলনিত ভাষায়, খুব উচ্চ ভাবের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু সক্রেটিসের লেখায় যেরপ স্থবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়, ম্যাল্রাশের লেখায় তাহা আদৌ দৃষ্ঠ হয় না। ইহা অবশ্য স্থীকার করিতে হইবে, এই "আইডিয়া''-মতবাদের সহিত অনেক অত্যক্তি মিশ্রিত করিয়া, ম্যাল্রাশ এই আইডিয়া-মতের যত ক্ষতি করিয়াছেন এমন আর কেহ করে নাই।

তিনি যদি এইটুকু বলিয়া কান্ত হইতেন যে,—অন্তান্ত মানসিক বৃত্তির সহিত মানব-প্রজ্ঞার ঘনিষ্ট যোগ থাকায়, প্রজ্ঞার মধ্যে যেমন একদিকে ব্যক্তিত্বের ভাব পূর্ণরূপে বিদ্যমান, সেইরূপ তাহার মধ্যে এমনও একটা কিছু আছে যাহা সার্বভৌম এবং যাহা থাকায় মহুয্য, সার্বভৌমিক তত্ত্বে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়;—তিনি যদি এই সীমাটুকুর মধ্যেই আপনাকে বদ্ধ রাথিতেন, তাহা হইলে কোন কথাই ছিল না। কিন্তু তিনি একটুও বিধা না করিয়া, আমাদের জ্ঞান ও ঐশ্বরিক জ্ঞান এই উভয়কে মিশাইয়া এক করিয়া কেলিয়াছেন। তাহাড়া ম্যান্ত্রাশের মতে, বিশেষ পদার্থ সমূহ—ইক্রিয়গ্রাহ্য পদার্থসমূহ আমরা সাক্ষাৎভাবে জানিতে পারি না,—"আইডিয়া" হারা, চিৎ-প্রতিবিধের হারাই জানিতে পারি;—আমরা যাহা সাক্ষাৎ

ভাবে উপলব্ধি করি তাহা জড় নহে, তাহা চিং। দৃষ্টিব্যাপারে — মনোমধ্যে যাহা কিছু প্রতিভাত হয় তৎসমন্তই চিৎ-প্রতিবিম্ব অথবা চিদাভাদ (idea) এবং থেহেতু চিৎ ঈশবের মধ্যেই বিদ্যমান, অতএব ঈশ্বরের মধ্যেই আমরা দকল পদার্থ দর্শন করি। এরূপ দিলান্তে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিমাত্রেই কিরূপ বিশ্বয়-স্তম্ভিত হয়, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্ত প্লেটো ও তাঁহার এই অবিধাসী শিষা—ইহাদিগকে এক শ্রেণীর বলিয়া মনে করা ভাষদক্ষত নহে। প্লেটোর মতে, ইন্দ্রিয়-চেতনা ইন্দ্রিরে বিষয় সমহকে সাক্ষাংভাবেই উপলব্ধি করে; এই ইপ্রিয়-চেতনার দারা যে বস্তু যেমনটি তাহাই আমরা দেখিতে পাই; অর্থাৎ উহাকে অনুম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করি। পরে উহা ক্রমাগত বিশ্লিষ্ট ও প্রিবর্তিত হুইয়া এমন-একটি জ্ঞানে অমোদিগকে উপনীত করে যাহা প্রফত জ্ঞান নামের বোগা। এই বে প্রজ্ঞা, যাহা ইপ্রির-চেত্রনা इट्रेंट जिन्न, टेरारे आमारमंत्र निक्र मार्क्स जोमरक अकान करत ; এবং এইরূপে আমরা যেজ্ঞান লাভ করি তাহা সারবান ও স্থায়ী জ্ঞান। সার্বভৌম চিৎ-তত্তে একবার উপনাত হইতে পারিলেই সেই সঙ্গে আমরা সেই ঈখর-তত্ত্বেও উপনীত হই,—গাঁহাতে এই সার্ব্বভৌম চিং-তরগুলি অধিষ্ঠিত; – গাঁহাতে গিয়া আমাদের যথার্থ-জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করে, সার্থকতা লাভ করে। কিন্তু যাহা অসম্পূর্ণ, যাতা পরিবর্মনশীল দেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল উপলব্ধি করিবার জন্ত. **हि॰-তद्वित প্র**রোজন হয় না, উহাদের সম্বন্ধে আমাদের ইন্তিয়ই যথেষ্ট। প্রজ্ঞা, ইন্দ্রিয়-চেতনা হইতে স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয় হইতে আমরা বে-একটু জ্ঞানলাত করি তাহা অসম্পূর্ণ, প্রস্তা এই অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয় জ্ঞানকে অতিক্রম করে। প্রক্রা আমাদিগকে সার্বভৌমিকে উপনীত করে; কেন না, প্রজাতে এমন কিছু আছে যাহা সার্বভৌম। এই প্রজ্ঞা, ঐথরিক জ্ঞানের অংশভাগী, কিন্তু স্বরং ঐশ্বরিক জ্ঞান নহে; উহা ঐথরিক জ্ঞান হইতে প্রকাশিত—নিঃস্থত; কিন্তু উহা ঐশ্বরিক জ্ঞান নহে।

"ঈখরের অন্তিম্ব-সাধ্য আলোচনা" নামক ফেনেলোঁর একটি গ্রন্থ পাঠ করিয়া মনে হয়, তিনি ম্যাল্রাঁশ ও দেকার্ত্ত এই উভয়েরই ভাবে অমুপ্রাণিত। তাঁহার গ্রন্থের দিতীয় প্রভটি—প্রমাণ, পদ্ধতি, পারপর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সম্পূর্ণরূপে দেকার্ত্তীয় ধরণে লিখিত। উহাতে ম্যাল্রাঁশের ধরণও কতকটা আছে,—বিশেষতঃ "আইডিয়ার প্রকৃতি" বিষয়ক পরিছেলটিতে। এবং প্রথম-খণ্ডে, তত্ত্বিদ্যা-ঘটত আলোচনায়, ম্যাল্রাঁশের আগ্নিপত্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য ফেনেলোঁ, উগ্রবৃদ্ধি দার্শনিকদের সহিত এক পরিবারভুক্ত নহেন; তাঁহার মধুর আয়া, উয়ত স্থানেই সর্বাদা বিচরণ করে। তাঁহার ফ্রেপেয় বাক্য নিম্নে উক্ত করা যাইতেছে। উহার মধ্যে কোন্-শ্রেলি সত্য এবং কোন্শুলি অত্যক্তিদামে দ্বিত তাহা সহজেই উপ-শ্রন্ধি হইবে।

"প্রথম থগু ৪৪ পরিচ্ছেদ।—অদীদের ভাব ছাড়া, আমার মধ্যে আরও কতকগুলি সার্বভৌম ও অপরিবর্তনীয় এব ধারণা বিদ্যমান, ' ধাহা আমাদের সমস্ত যুক্তিবিচারের মূল নিয়ম। উহাদের পরামর্শনা লইয়া আমরা কোন বিধয়ে বিচার করিতে পারি না, এবং উহাদের কথার বিকদের, কোন দিলান্ত স্থাপনে আমাদের অধিকার নাই। চিন্তার ছারা উহাদিগকে সংশোধিত কিংবা নিয়মিত করা দূরে থাক, আমাদের চিন্তাই উহাদের ছারা সংশোধিত হইয়া থাকে। উহারাই আমাদের মনের উচ্চতম নিয়ম। আমাদের সমন্ত চিন্তাই উহাদের

এ কথার কথন সন্দেহ করিতে পারে না বে, "ছই আর হুরে চার হয়" কিংবা "সমন্তটা তাহার অংশ অপেকা ৰড়"; কিলা "কোন-একটা পূর্ণ রত্তের কেন্দ্র, তাহার পরিধির সকল অংশ হইতেই সমান দূরে"। এই দকল প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিবার স্বাধীনতা আমার নাই। এই দকল তক যদি আমি অস্বীকার করি তাহা হইলে-আমার মধ্যে যে-একটি তত্ত্ব আছে যাহা আমাতে থাকিয়াও আমার অতীত-নেই তওটিই আমাকে সিধা পথে আবার ফিরাইয় আনে। এই ধ্রুব অপরিবর্ত্তনীয় তত্তটি আমাদের অন্তরের এরপ অন্তর্তম দেশে অধিষ্ঠিত যে উহাকেই সহসা "আমি" বলিতে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু বস্তুত উহা আমার "আমি"র উর্দ্ধে অবস্থিত: কেন না. উহা আমাকে সংশোধন করে, নিধা করে, এমন কি আমাকে আমার निष्कत्रहे विक्राफ्तहे माँ इः कत्राहेश तम् श्र, छेहा आभात अक्रमेखा स्ट्रिड করে, উহা এমন একটা কিছু যাহা সর্ব্বদাই আমাকে অনুপ্রাণিত করে —(অবশ্য যদি আমি তাহার কথার কর্ণপাত করি) তাহার কথায় আমি কথন প্রতারিত হই না। এই আভ্যন্তরিক তর্টিকে আমি প্ৰজা বলি।"

৪৫ পরিচ্ছেদ। "বাস্তব পক্ষে আমার প্রক্রা আমার অন্তরেই বিদামান; কেন না, সত্য উপলব্ধি করিতে হইলে, আমার অন্তরের মধ্যেই সর্ক্রদা অধ্যেষণ করিতে হয়। কিন্তু যে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান আমাকে সংশোধন করে, যাহার পরামর্শ আমি গ্রহণ করি, সে জ্ঞান আমার নহে, আমার নিজের অংশও নহে। এই প্রক্রা, পূর্ণ ও এব ; আমি অপূর্ণ ও পরিবর্ত্তনশীল, আমি ভ্রম করিলেও উহার ভ্রম হয় না; আমার ভ্রম ঘ্টিলে তবে উহার ভ্রম ঘ্টে—এরূপও নহে। প্রক্রা অপথে যায় না—আমাকেই ব্যাপথে কিরাইরা আনে। প্রক্রাই শাধার অশ্বরত্ব প্রভু—বে আমাকে চুপ্ করাইরা দের,—আমাকে কথা কহার,—আমাকে বিধাস করার—আমাকে সন্দেহ করার—আমাকে ভ্রম স্থীকার করার,—আমার দিকান্তকে হিন্ন রাথে। তাহার কথাতেই আমি শিকা পাই,—আমার নিজের কথা ওনিবে আমি পথত্রই হই। এই প্রভুটি সর্ব্বত্ব বিদ্যমান; এবং জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, সকল মনুষ্যই, আমার ক্রার ইহার কণ্ঠবর গুনিতে পার।"

৪৬ পরিছেন । "বাহা আমাদের অন্তর্গতম, বাহাকে আমাদের নিজম্ব বলিয়া মনে হয়—দেই প্রজ্ঞা বস্তুত আমাদের তত নিজের নহে;—উহা নিতাস্ত ধার করা জিনিস্। বাতাস বেমন একটা বাহিরের বস্তু, অথচ আমরা দেই বাতাসকে নি:বাসের দ্বারা প্রতিক্ষণ গ্রহণ করি, দেইরূপ প্রজ্ঞাকে আমরা অবিরত উপলব্ধি করিলেও উহা আমাদের অপেকা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত।"

৪৭ পরিচ্ছেদ। "এই অন্তরন্থ প্রভু—এই সার্ব্রভৌম প্রাভু, সর্ব্রজ্ঞ ও সর্বাকালে আমাদের নিকট এই রূপেই সত্য প্রকাশ করেন। একথা সত্য, অনেক সময় তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা কথা কহি—তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আমরা কথা কহি; কিন্তু তথনই আমরা এনে পতিক্র হই; তথনি আমাদের কথা অপ্লাষ্ট হইয়া যায়;—আমাদের নিজের কথাই আমরা তথন নিজেই ব্রিতে পারি না; এমন কি আমরা ভয় করি, পাছে প্রজ্ঞার সংশোধনে আমাদের হীনতা প্রকাশ পায়। যে মহ্বা, এই বিশুদ্ধ নির্দ্দের প্রভ্ঞা কর্তৃক সংশোধিত হইতে ভয় পায়, যে তাহার কথা না গুনিয়া পথএই হয়,—সে মহ্বা অবশ্রুই এই প্রজ্ঞা নহে;—সেই প্রজ্ঞা, যে মহুবার অনিচ্ছাসত্তেও মনুবাকে নিয়জ সংশোধন করে। সকল বিষরের মধ্যেই ত্ইটি মুব্তব্ধ আমাদের

অন্তরে আমরা উপলব্ধি করি। তন্মধ্যে একটি দান করে—অপরট গ্রহণ করে; একটি অভাব অমুভব করে, অপরটি সেই অভাব পূর্ণ করে; একটি ভ্রমে পতিত হয়, অপরটি দেই ভ্রম সংশোধন করে; একটি অতিমাত্র ঝুঁ কিয়া স্বস্থান হইতে পরিচ্যুত হয়, অপরটি তাহাকে আবার খাড়া করিয়া তুলে; প্রত্যেক মনুষ্যই, একটা সীমাবদ্ধ জ্ঞান— একটা পরাধীন জ্ঞান আপনার অন্তরে অনুভব করে; -- সেইরূপ একটা জ্ঞান.—যাহা স্বাতস্থ্য অবলম্বন করিলেই, পথভ্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং যতক্ষণ একটি উচ্চতর ধ্বুব নিতা সার্ব্বভৌম জ্ঞানের অধীনে না ষ্মাইদে ততক্ষণ দংশোধিত হইতে পারে না। এইরূপ প্রত্যেক মুম্বাই আপনার অন্তরে এমন একটা জ্ঞানের আভাদ পার যাহা সীমাবদ্ধ, যাহা বিভক্ত, যাহা ধার-করা : এবং যাহা এমন-একটা কিছুর আকাজ্ঞা করে যাহার দারা সে প্রতিমূহুর্ত্ত সংশোধিত হইতে পারে। এই একই প্রজা সকলেরই মধ্যে বিভিন্নমাত্রার বিভ্নমান: তরাধ্য কতকগুলি লোক জ্ঞানিপদবাচা; কিন্তু এই জ্ঞান তাঁহারা একই मूल-डेरन इंटेरेंठ প্राप्त इरावन ; जांशांत्रा करें कारने श्रामि कानी इटेग्राष्ट्रन । এই জ্ঞाনের তুলনা নাই-দিতীয় নাই।"

৪৮ পরিচেছেন। এই জ্ঞান—এই সর্ব্বসাধারণ জ্ঞান, যাহা মানুবের অন্ত সমস্ত অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ জ্ঞান অপেকা শ্রেষ্ঠ — এই জ্ঞানটি কোথার আছে ? এই দৈববক্তা যাহার বাক্যের বিরাম নাই — যাহার বিরুদ্ধে লোকের সমস্ত অন্ধ্যংস্কার কিছুই করিয়া উঠিতে পারে না—এই দৈববক্তাটি কোথার আছেন ? যাহার পরামর্শ সর্ব্বদা আবিশুক্ হয়, যাহা মনুষ্যমাত্রকেই আলোক দান করে, সেই জ্ঞানটি কোথার অধিষ্ঠিত ? যেমন স্বর্যের কিরণ মানব-চক্ষের উপাদান-বন্ধ নহে, সেই ক্রপ আমাদের মনও আদিম জ্ঞান নহে, — গার্বভৌম ধ্রুব সন্তা নহে

ভধু উহা একটা দারমাত্র—বাহার মধ্য দিয়া এই আদিম আলোক দক্ষারিত হয় এবং সঞ্চারিত হইয়া উহাকে আলোকিত করে।"

৪৯ পরিছেদ। "ছই প্রকার জ্ঞান আমাদের অন্তরে আমরা উপলব্ধি করি; উহার মধ্যে একটি আমি স্বয়ঃ—অপরটি আমার উর্বেজ অবস্থিত। আমার অন্তর্ম্ব জ্ঞানটি অতীব অপূর্ণ, অনিশ্চিত, ত্রমাধীন, পরিবর্ত্তনশীল, সীমাবদ্ধ; উহার কিছুই আপনার নহে—সমন্তই ধারকরা। অপর জ্ঞানটি সার্ব্বভৌম এবং উহা মহুষ্য অপেকা প্রেষ্ঠ। উহা পূর্ণ, নিত্য, গ্রুব, সর্ব্বত্রপ্রকাশিত, ত্রমসংশোধক, উহা কথন নিংশেষিত হয় না, উহা বিভক্ত হয় না, অথচ উহাকে যে চায় সেই পায়। যাহা আমার এত নিকটে অথচ আমা-হইতে এত ভিয়—এই পূর্ণ জ্ঞানটি—এই পরম জ্ঞানটি কোথায় অধিষ্ঠিত ?—অবশ্রুই ইহা একটি বাস্তবিক সন্তা; আমরা যাহা অবেষণ করিতেছি, ইহাই কি ঈশ্বর নহেন ?"

বিতীম ভাগ—১।২৪।২৯ পরিছেদ। "আমার মধ্যে একটি অসী-মের ভাব—অসীম পূর্ণতার ভাব বিদ্যমান—এই ভাবটি কোথা হইতে পাইলাম ? যাহা আমা অপেকা বহু উচ্চে অবস্থিত—যাহা আমাকে অনস্তপ্তণে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে,—যাহা আমাকে আমার দৃষ্টি হইতে তিরোহিত করে—যাহা অসীমকে আমার নিকট উপস্থিত, করে—তাহা কোথা হইতে আসিল ? ইহাকে আমি কোথা হইতে পাইলাম ?—পুনর্কার বলি,—এই অসীমের প্রতিরপটি—এই অসীম-কর পদার্থটি—সসীমের সহিত যাহার কোন সাদৃগ্রই নাই—ইহা কোথা হইতে আসিল ? ইহা আমারই অস্তরে বিন্যমান, অথচ আমা অপেক্ষা অধিক; আমার নিকটে উহাই সমস্ত —উহার নিকটে, আমি কিছুই নয়, এইরপ আমার মনে হয়। আমি উহাকে মুছিয়া কেলিতে পারি না, অস্ত্রকারাচ্ছন্ন করিতে পারি না, হ্রাদ করিতে পারি না, উহার প্রতিবাদ করিতেও পারি না। উহা আমারই মধ্যে বিদ্যমান, अथि व्यामि निष्क উহাকে आमात्र मध्या द्वांशन कति नाहे,--आमि উराকে আমার कर्षा উপলব্ধি করি মাত্র। অবেষণ করিবার পর্বেই छेरा व्यामात्र मर्था व्यापनिरे व्यानिया द्विशास्त्र ; ठारे व्यामि छेरास्क উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ইহা চিরকালই সমানভাবে রহিয়াছে: আমি যথন উহাকে চিন্তাও কবি না—অন্য বিষয় চিন্তা কবি—তথনও উহা রহিয়াছে। যথনই অধেষণ করি তখনই আমি উহাকে পাই ; উহা আমার উপর নির্ভন্ন করে না ; আমিই উহার উপর নির্ভন্ন করিয়া আছি-এই অদীমের অদীম প্রতিরূপটিকে কে আমাকে দান ৰবিল ? উহা কি আপনা আপনি উৎপন্ন হইল ? এই যে অসীমের শ্দীম-প্রতিরূপ, ইহার কি কোন মৃক্তরূপ নাই—ইহার কি কোন মূল কাৰুণ নাই ? ৰণিতে বলিতে কোথায় আদিয়া পড়িলাম ! একি ব্দন্তত ব্যাপার। ক্ষত এব এই দিহ্নান্তটি অপরিহার্য্য —ইহা অসীম ও পূর্ণ সত্য; ইহা আমার ধারণায় সাক্ষাৎ ভাবে উপস্থিত হয়; যে অগীমের ধারণাটি আমার মনে আমি উপঙ্গব্ধি করি উহার মূলটিও অসীম"-

৪ পরিছেল। "আমার ধারণাগুলিই আমি ষয়ং; কেননা উহাই আমার জ্ঞান-পদার্থ। আমার ধারণাসমূহ এবং আমার অন্ত-রের অন্তরতম জ্ঞানপদার্থটি—এই উভয়ই আমার নিকট একই বলিয়া প্রতীয়নান হয়। পক্ষান্তরে, আমার মন পরিবর্তনশীল; উহা তাড়াতাড়ী একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়,—না বৃঝিয়া বিধাস করে; আপনার ধারণাগুলির সহিত ঐক্য করিয়াই যুক্তিবিচার নিশার করে—সেই স্ব ধারণা বাহা এব ও নিতা। কিছু আমার চিৎ-প্রতিবিষগুলি আমি নই :--আমার ধারণাগুলি আমি নই । এই ধারণাগুলি তবে কি ?-এই ধারণাগুলিই কি ঈশর ? আমার মন व्यापका निकार छेरावा त्यार्थ, त्वनना छेरावा मनत्व मः त्यापन करव, —যথাপণে স্থাপন করে। উহাদের ঐশ্বরিক প্রকৃতি ; কেননা, ঈশ্বরের ক্সায় উহারা সার্কভৌম ও ধ্রুব। যাহা সার্কভৌম ও ধ্রুৰ তাহাকে যতটা ''অন্তি'' বলা যায়, অতটা ''অন্তি'' অন্ত কিছুৱই সম্বন্ধে বলা यात्र ना । यादा পরিবর্তনশীল, চলমান, ধার-করা,—তাহাই यनि বান্তৰ পদাৰ্থ হয়.—তবে, যাহা ধ্ৰুব ও নিতা, যাহা অবশুন্তাৰী, তাহা আবুও কতু না বাস্তব হুইবে। অত্তব দেখা আবশুক—আমাদের প্রকৃতির মধ্যে, আমাদের চিৎ-প্রতিবিদ্বগুলির মধ্যে, এমন কিছু আছে কি না যাহা বাস্তব-দন্তা-বিশিষ্ট :-- এমন-কিছু যাহা আমার मत्या आर्फ अथि यांश आमि नहे. यांश आमा अर्थका ट्यंष्ठ : ना ভাবিলেও যাহা আমার মধ্যে বর্ত্তমান ;—যাহার সহিত আমি একাকী বাস করিতেছি: মনে হয় যেন আমি আমার নিজের সহিত বাস করি-তেছি না; যাহা আমা-অপেকা বেশী প্রত্যক্ষ, বেশী ঘনিষ্ট। না জানি দে কি অপূর্ব্ব পদার্থ যাহা এমন ঘনিষ্ঠ অথচ এমন হুজ্ঞে য়—মে ঈশ্বর ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?"

এক্ষণে অঠানশ শতাব্দির খৃষ্টীয় আচার্য্যনিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক।
সারবান ও প্রামাণিক নেথক (Bossuet) বস্কার কি বলেন ওনা
বাক্। তিনি তাঁহার "তাারপ্রকরণ এবং ঐশ্বরিক জ্ঞান ও আর্মজ্ঞান"
নামক গ্রন্থে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

বস্থরে তিন গুরুর মন্ত্রে দীক্ষিত, এরপ বলা যাইতে পারে; দেণ্ট অগষ্টিন, দেণ্ট টমান, ও দেকার্ত্ত্। নাভারের মহাবিদ্যালয়ে, দেণ্ট টমান্-প্রচারিত ঈবং-রূপান্তরিত অ্যারিষ্টলের মতবাদে তিনি প্রথম দীক্ষিত হন, দেই সঙ্গে সেণ্ট অগষ্টিনের রচনাদি পডিয়াও छांशांत ष्याया পतिপूष्टे रयः; এই नव श्राहीन हेटना-मच्छानारयत मछ-বাদ ছাড়। দে সময়ে দেকার্ত্তের দর্শনতন্ত্রও থুব প্রদার লাভ করে। তিনি দেকার্ত্তের মতটিই অবলম্বন করেন; এবং সেই সঙ্গে অগষ্টিনের সহিত কতকটা সমন্বয় ও দেণ্ট টমাদের মত কতকটা রক্ষা করিতেও চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি দর্শনশাস্ত্রে নূতন কিছুই উদ্ভাবন করেন নাই। তিনি সমস্তই অন্তের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন. কিন্তু সমস্তই মাৰ্জিত আকারে—পরিশোধিত আকারে গ্রহণ করিয়া-ছেন। তাঁহার ভাষার যেমন জোর, তেমনি তাঁহার লেখাতেও স্থবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার যে লেখাগুলি উদ্ধৃত করিয়া তোমাদের সন্মুখে আমি অর্পণ করিব এবং ভোমাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিব, তাহাতে ম্যাল্রাশের লালিতা অথবা কেনেলোঁর অনুরম্ভ প্রাচ্যা দেখিতে পাইবে না। কিন্তু তাহা অপেকা আর একটা ভাল জিনিদ দেখিতে পাইবে। দে কি १-না:-স্থাপাইতা ও শন্দাদির যথাযথ-প্রয়োগ।

যে প্রকরণের বারা, মূল-ধারণা গুলি হইতে, — সার্ক্রেমি ও অবশাস্তাবী তত্বসমূহ হইতে, — ঈশ্বরতত্বে উপনীত হওয়া যায়, ফেনেলে। দেই প্রকরণটি ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই। বস্থয়ে বেশ জোরের সহিত ও পূর্ণমাত্রায় সেই প্রকরণটির প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরাও দেই একই মূলতত্বের দোহাই দিতেছি, — দেই মূলতব্ব যাহা হইতে বিষয়ীপুরুষের কতকগুলি উপাধি — সন্তা-বিশেষের কতকগুলি গুণ আছে বলিয়া সিদ্ধ হয়; সেই মূলত্ব হইতে, এইয়পে সিদ্ধ হয় যে, নিয়স্তার মধ্যে কৃতকগুলি আদিনিয়ম রহিয়াছে, — সনাতন পুরুষের মধ্যে, কৃতকগুলি নিতাত্ব অন্তু

কাল ধরিরা অবস্থিতি করিতেছে। বস্থার,—দেও আগটিন্ হইতে, এমন কি প্লেটো হইতেও বাক্য সকল প্রমানস্বরূপ উদ্ভ করি-রাছেন।

প্রেটোর "আইডিয়।" যাহা বাস্তবপক্ষে ঈশ্বরের মধ্যেই অবস্থিত —তাহাকে সভন্ন সভাবান্ বলিয়া পাছে কেহ অভিহিত করে এই জন্ম তিনি গোড়া হইতেই প্রেটোর আইডিয়ার ব্যাথা। করিয়াছেন, এবং প্রতিপক্ষকে ধণ্ডন করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।

ভায়-প্রকরণ-প্রথম খণ্ড, ৩৬ পরিছেদ … "যথন আমরা বলি, ঋজুভুজ-ত্রিকোণ এমন-একটা স্থাকার যাহা তিনটি ঋজুভুজের দারা সীমাৰদ্ধ, এবং যাহার তিনটি কোণ, উহার হুই ঋজু ভূজের সমান— किছूमां कम अनरह, त्वशी अनरह; इंशात्र शरतहे यथन आमता जिन ভুজ বিশিষ্ট ও তিন সমান কোণ-বিশিষ্ট সমভূজ-ত্রিকোণের আলোচনা করি তথন উহা হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় বে উক্ত ত্রিকোণের প্রত্যেক কোণ—একটি ঋজু কোণের কম। আবার যথন একটি ঋজু কোণ আলোচনা করিয়া দেখি, পূর্ব্ববর্তী ধারণাগুলির সহিত সংযুক্ত এই ঋজু-কোণের ধারণার মধ্যে এই তত্ত্তি ম্পষ্ট দেখিতে পাই যে, এই ত্রিকোণের ছই কোণ অগতা। তীক্ষুমুখী এবং এই ছই কোণ ঠিক একটি ঋজু কোণের সমান,—বেশীও নহে, কমও, নহে; এই ধারণা-টির মধ্যে কিছুই আগন্তক নহে, পরিবর্ত্তনশীল নহে; অত এব এই ধারণাগুলি, নিতাতত্ব সমূহেরই প্রতিরূপ। এরূপ সম-ভুজ অথবা ঋজু-কোণ ত্রিকোণ, প্রকৃতি-রাজ্যে যদি নাও থাকে, তথাপি আমরা ষে সকল তত্ত্ব এইমাত্র আলোচনা করিলাম, সেই তত্ত্ত্তলি সত্য ও সংশ্ব্ধ বিরহিত। ফলত, আমি একটা সমভুজ অথবা ঋজু-কোণ ত্রিকোণ কৰ্মও দেখিরাছি কিনা, নিশ্চর করিয়া ৰলিতে পারি না। সামুবের হাত যতই কেন নিপুন হউক না, কম্পাদ কিলা কলের ঘারা এমন কোন রেখা টানা যাইতে পারে না যাহা একেবারে ঋজু; কিলা ভূজ-শুলি ও কোণগুলি এরপ হইতে পারে না যাহা দিশ্পুর্ণরূপে পরস্পরের দহিত সমান। অণুনীক্ষণ যন্ত্রের ঘারা চোধে দেখিতে পাইবে যে, আমাদের আঁকা রেখাগুলি ঠিক্ ঋজুও নহে, ঠিক্ ধারাঘাহিকও নহে স্পত্রাং ঠিক্ সমান নহে। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখিয়াছি ভাহা সমভ্জ ও ঋজু কোণ-বিশিষ্ট ত্রিকোণের অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ মাত্র; ভাই ঐরপ ত্রিকোণ প্রকৃতিরাজ্যে আছে কি না কিংবা মাহ্যের হাতে রচিত হইতে পারে কি না, আমরা নিশ্চর করিয়া বলিতে পারি না।

ইহা সত্ত্বে ও, ত্রিকোণের যে প্রকৃতি ও গুণসকল আমরা দেখিতে পাই, তাহা নিরপেক্ষভাবেই সত্য ও সংশয়রহিত;—তাহার প্রমাণের জন্ত জগতে-বিনামান কোন বাস্তব ত্রিকোণের অপেকা রাথে না। দকল কালেই এই তরগুলি বৃদ্ধিতে প্রতিভাত হয়, স্পতরাং ইহা নিতা সত্য। তা ছাড়া, যেহেতু মানথ-বৃদ্ধি সত্যকে উৎপাদন করে না, পরস্ক সত্যকে উপলব্ধি করিবার জন্ত তাহার দিকে গুধু মুখ ফিরাইয়া থাকে; - অতএব সমস্ত স্প্রতি বৃদ্ধিরতি করিবে।"

২৭ পরিচ্ছেদ। "বৈহেতু, ঈখর বাতীত কিছুই নিত্য নংগ,
ধ্বে নহে, স্বতন্ত্র নহে,—অভএৰ এইরপ নিদ্ধান্ত করিতে হয় বে,
এই সৰ সত্য আপনাদের মধ্যে অবস্থিতি করে না,—কেবল ঈথরেতেই অবস্থিতি করে; সেই সৰ নিত্য তব্ব চিৎ-সন্তার মধ্যেই
স্বৰস্থিতি করে,—বাহা ঈথর ৰাতীত আর কিছই নহে।"

''আমাদের প্রস্তাবিত এই সকল নিত্য সভ্যপ্তলিকে আরো

শ্রেক্ত সভারপে দাঁড় করাইবার জন্য, কেহ কেহ এইরপ কল্লনা করেন যে, ঈশরের বাহিরে কতকগুলি নিত্য সারসত্তা আছে। ইহা একটা নিছক্ লাজি। আঁহারা ইহা বুঝেন না যে ঈশরই সকল সভার মূল; আঁহারই জ্ঞানশক্তি হইতে বিবিধ সভা উৎপন্ন হয়; আঁহারই জ্ঞানের মধ্যে সর্বাদিম চিৎ-কল্লনাগুলি অবস্থিতি করে—
অথবা সেন্ট অগ্রিল যেরপ বলেন,—নিত্য বস্তুসমূহের হেতুগুলি অবস্থিতি করে।''

"এইরণ, স্থপতি-শিল্পীর মানস্থটেও একটা বাড়ীর কল্লনা অঙ্কিত থাকে; দেই ৰাড়ীট শিল্পী আপনার অন্তরেই দেখিতে পায়: এই আভান্তরিক সাদর্শের নকলে নির্শিত বাড়ীগুলা ধ্বংস इहेग्रा श्वरत औरोत स्पष्ट मानगी पद्यानिका स्वरंग हत्र ना ; এवर যদি এই শিল্পী নিতাপুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার বাড়ীর কল্পনা ও হেতৃটিও নিতা হইবে। মর্ত্তা শিল্পীর কথা ছাড়িয়া দিয়া অমর শিল্পী বিশ্বকর্মার কথা ধর; দেই বিশ্বকর্মার অপরিবর্তনীয় ধ্যানের মধ্যে একটা আদিম পরা-শিল্পকলার আদর্শ চিরবিদ্যমান ;--উহাই স্কল পরিমাণের, সকল নিয়মের,সকল স্থমার, সকল যুক্তির, সকল সত্যের মূলপ্রস্রবণ। এই সব নিত্যকালের সত্য যাহা আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হয়,—ইহা বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষয়; যাহাতে আমরা বাস্ত-বিক পাণ্ডিত্য বাভ করিতে পারি, এইজন্ম প্লেটো সেই সব আইডিয়ার প্রতি আমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; সেই সব আইডিয়া— মাহা গঠিত হয় না, যাহা পূর্বে হইতেই রহিয়াছে; যাহা জ্ঞায় না, কলুবিত হয় না, যাহা আপনি আপনাকে প্রকাশ করে, আবার আপ-निष्टे नम्र इम-मारा निष्णकान विषामान। क्षांटी वर्णन देश क्रि মানদ লগৎ, যাহা স্প্তজগতের পূর্ব্বে বিধাতার চিতাকাশে অবস্থিতি

করে, এবং উহাই সেই অপরিবর্তনীর আদর্শ বাহার নকল এই বহুতী বিব-রচনা। সভ্য উপলব্ধি করিবার জন্ত, সেটো আমাদিগকে এই সব নিত্য, অপরিবর্তনীর, জন্ম-জরার অভাত "আইডিরার" নিক্ট বাইতে বলেন। তাই তিনি বলিরাছেন এই আইডিরাগুলি, ঐপরিক আইডিরারই প্রতিরূপ.—তাঁহা হইতেই সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন, উহা ইক্রিরের বার দিরা আইসে না; ইক্রির উহাদিগকে আমাদিগের চিত্তে প্রকাশ করে মাত্র, —গড়িয়া তোলে না। কেন না, আমরা কোন নিত্যবস্ত্র প্রতাক্ষ দেখি নাই, অথচ নিত্যবস্ত্রর ধারণা আমাদের মনে স্পষ্ট রহিরাছে—অর্থাৎ চিরকাল সমান রহিরাছে; পূর্ণ ত্রিকোণ আমরা কথন দেখি নাই, অথচ স্পাইরূপ উহা বৃথিতে পারি, সংশব্দরহিত বিবিধ তব্যের বারা উহা আমরা দিছ্ক করি। এই সমস্ত কিসের নিম্পর্না ? প্রেটো বলেন, এই সমস্ত আইডিরা বে, ইপ্রিয়ের বার দিরা আইসে না—ইহা তাহারই নিদর্শন।"

ৰস্থান-কৃত "ঈশরজান ও কান্মজানের আলোচনা।" ৪ পরিছেদ
— প্যারাগ্রাফ: — "আমরা প্রেই বিলিয়াছি, নিতাতর সম্হই
বৃদ্ধিরতির বিষর। পরিমাণ-ঘটত যে সকল নির্মের ঘারা আমরা
সমন্ত পদার্থ পরিমাণ করিয়া থাকি, তৎসমন্তই নিতা ও জব।
আমরা স্পটরূপে জানি, বিশ্বরুমাণে যাহা কিছু আছে, ভাহার পরিমাণ—হয় পুর বৃহৎ, নয় খুর কুদ্র; হয় খুর সকল, নয় খুব ছর্মাণ;
এবং আমরা ইহাও জানি এই সকল পরিমাণের সহিত নিতাতর
সম্হের ঘনির্চ সম্বন্ধ আছে। গণিত-শাস্তে কিংবা অনা যে-কোন
বিজ্ঞান-শাস্তে যাহা কিছু প্রমাণপ্রয়োগের ঘারা কিছু ইহাই প্রণশিত
হয়,—যাহা প্রমাণনিত্ব ভাহাই ঠিকু, তাহা ব্যতীত আর কিছুই

ছইতে পারে না। তাছাড়া,—বে সকল বস্তুর সহিত আমরা পরি-চিত, তাহাদের প্রকৃতি ও ধর্ম জানিবার জন্ত,-যেমন মনে কর, একটা ত্রিকোণ, একটা চতুকোণ, একটা বৃত্ত-ইহাদের প্রকৃতি ও ধর্ম জানিবার জন্য, অথবা ঐ সকল আফুতির মধ্যে কিরূপ পরিমাণের নিরম আছে তাহা জানিবার জন্য. – প্রকৃতি-রাজ্যে, ঐ প্রকার আরুতি বাস্তবিক আছে কি না, জানিবার প্রয়োজন হয় ना। के तकन बाक्रिज पूर्व बाहर्म बामि कथन उत्ति नारे, ইহাও আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। অথবা, গতিক্রিয়ার প্রকৃতি জানিবার জন্ত, কিংবা ঐ প্রত্যেক গতিক্রিরায় যে সকল রেখা-পথ অতুস্ত হয় তাহার প্রকৃতি জানিবার জন্য, কিংবা বে প্রচ্ছন্ন পরিমাণ-নিয়নে ঐ গতি-ক্রিয়া বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সেই সকল পরিমাণ-নিয়ম জানিবার জন্য.-প্রকৃতি-রাজ্যে এরপ কোন গতি-ক্রিয়া ৰাস্তবিক আছে কি না তাহা আমাদের ভাবিবার প্রয়োজন হয় না। এই দকল বস্তুর ধারণা আমার মনে যথনি প্রকাশ পাইল অমনি আমি জানিলাম—উহার বাস্তব সন্তা থাকুক বা না থাকুক,— উহা ঐক্লপই হইবে; উহার অনা কোন প্রাকৃতি হওয়া অসম্ভব: উহা অন্ত কোন প্রকারে গঠিত হওয়া অসম্ভব। যাহার সহিত আমাদের আরও নিকট-সম্বন্ধ -- সেই বিষয়টিও এই সকল নিত্য তত্ত্বের ছাব্রা আমানের বোধগম্য হইয়া থাকে। যথন কোন মুম্ব্রা থাকিবে না, আমিও থাকিব না, তখনও জ্ঞান-বৃদ্ধি-জ্ঞান্ত্ৰ চলা,---জ্ঞান-বৃদ্ধি-সম্পদ্ধ মনুষ্য মাত্ৰেরই মুখ্য কর্ত্তব্য; স্বীয় জন্মদাতা क्रेशंतरक विर्मिष कतियां व्यवस्था कड़ा कर्डवा ;-- এই জना कर्डवा. পাচে তাঁহাকে না জানিবার দক্ষণ আমাদের ক্রতজ্ঞতা প্রকাশের ক্রটি হর। এই দক্তন সভা, এবং অভাত সভা বাহা আমত্রা কি:সংশ্রহ বৃত্তির ধারা শিদ্ধ করি, তাহা ত্রিকাগ-নিরপেক্ষভাবে অবস্থিতি করে। যে কোন-কালেই মানব-বৃদ্ধিকে স্থাপন কর না কেন, ঐ সকল সত্য মানব-বৃদ্ধিতে প্রতিভাত হইবে; মানব-বৃদ্ধি ঐ সকল সত্য জানিতে পারিবে। মানব বৃদ্ধি ঐ সকল সত্যকে উৎপাদন করে না—প্রাপ্ত হয় মাত্র। আমাদের জ্ঞানে, জ্ঞের বিষরত আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় মাত্র। অতএব এই সকল সত্য বৃগব্গাস্তরের পূর্পেও বিদ্যমান ছিল; যথক কোন মানব বৃদ্ধির অন্তিভ ছিল না,—তথনও বিদ্যমান ছিল। পরিমাণের নিরমাহসারে এখানে যাহা কিছু অবস্থিত, অর্থাং যাহা কিছু আমরা প্রকৃতি-রাজ্যে দেখিতে পাই, আমি ছাড়া তৎসমস্তই ধ্বংস হইয়া গোলের, এই সকল পরিমাণের নিরম আমার মনোমধ্যে সংক্রক্ষিত হইবে এবং তখনও আমি স্পইরূপে দেখিতে পাইক যে, এই সকল নিরমই নিতাকালের স্থনিয়ম, নিতাকালের সারস্বতা, এমন কি, অন্তাত বস্তুর সহিত আমিও যদি ধ্বংস হইয়া যাই, তথাপি উহা নিতাকালের স্থনিয়ম—নিত্যকালের সারস্বত্যরূপেই অবস্থিতি করিবে। শ

"এখন যদি আমি অথেষণ করি, কোথায় এবং কোন্ বস্তুতে এই দব নিতা ও প্রব তর্দমূহ অবস্থিতি করে, তাহা হইলে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য হইব, এমন একটি কস্তু আছে বাহাতে মূল-দত্য নিত্যকাল হইতে বিল্যমান; যাহার মধ্যে এই দকল সত্য দ্বিকাল উপলব্ধ হইয়া থাকে। ঐ বস্তুই সাক্ষাং সত্য; উহার বাহিরে যাহা কিছু আছে এবং যাহা কিছু সত্য বলিয়া আমরা উপ-লব্ধি করি,—তংসমন্তই উহা হইতে উৎপন্ন।

ঐ বস্তর মধোই আমি এই নিতা সতাগুলি দেখিতে পাই; এক উহাকে দেখিতে হইলে, যাহা ধ্রুদ্ধ সত্য-পূর্ণ সতা সেই দিকেই আমাদের মুখ ফিরাইতে হর, এবং এইরূপে আমরা সত্যের আলোক প্রাপ্ত হই।

এই নিতা বস্তুই ঈশ্বর, নিতাকাল হইতে বিদামান, নিতাকাল হইতে সন্তাবান—নিত্যকাল হইতে মূলসত্যরূপে অবস্থিত। এই নিতাবস্তুতেই নিতাত্ত্বসমূহ প্রতিষ্ঠিত। এথানেই আমি নিতাত্ত্ব সকল দেখিতে পাই. আমার স্থায় সকল মনুষ্ট দেখিতে পায়, এবং চিরকাল উহাদিগকে গুবভাবে আমাদের সমকে দেখিতে পাই। আমরা পুর্বে ছিলাম না; আমাদের একটা আরম্ভ আছে; কিন্ত ইহা আমরা জানি, এই সত্য নিত্যকাল হইতে বিদামান। এইরূপে আমরা এমন একটি আলোক প্রাপ্ত হই যাহা আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর: এই উচ্চতর আলোক দিয়াই আমরা ব্রিতে পারি. আমরা ভাল কাজ করিতেছি কি মন্দ কাজ করিতেছি; অর্থাৎ আমাদের জীবনের উপাদানস্বরূপ যে সকল মূলতক্ত বিদ্যমান তদতুদারেই আমরা কাজ করি কি না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। দেইথানেই—অ্তান্ত সত্তার সঙ্গে, আমাদের আচরণের ধ্রুব নিয়ম সক্রও দেখিতে পাই; আরও দেখিতে পাই, আমাদের কতকগুলি অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য আছে; এবং যে সকল বিষয় আমাদের পক্ষে স্বভাবতঃ ভালও নহে মন্দও নহে, সেই সব বিষয় সম্বন্ধে, মান্ব-সমাজের পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা হিতকর, তদমুবর্তী হওয়াই প্রক্লত কর্ত্তব্য। এইরূপে ধনী ব্যক্তিরা, ভাষা ও আচার-ব্যবহারদম্বন্ধে বেরূপ দেশপ্রথার অধীন হইয়া থাকে, সেইরূপ উত্তরাধিকার ও শাস্তিরক্ষার জন্যও রাজনিয়মের বশবর্তী হইরা থাকে। কিন্তু মন্তুষা ুমাত্রই আপনার অন্তরে একটি অল্জ্যনীয় নির্মের আদেশ বাণী ্রুচনিতে পার; সেই নিরম বলে: – কাহারও প্রতি অন্তার করা উচিত নহে; তোমার প্রতি অক্সায় করিলেও তুমি কাহারও প্রতি অসায় করিবে না। যে মহ্বা এই সকল সত্য উপলব্ধি করে, সে সেই সকল সভ্য ইইতে গারাই আপনাকে বিচার করে, এবং সেই সকল সভ্য ইইতে পরিমন্ত ইইতেই, আপনাকে অপরাধী বলিলা সাবান্ত করে। আরও ঠিক্ করিয়া বলিতে গেলে, ঐ সকল সভ্যই মহ্বাকে বিচার করে; কেন না, এই সকল সভ্য মাহ্বের বিচারনিশান্তি ঐ সকল সভ্যেরই অহ্বর্ত্তী নহে, প্রভ্যুত্ত মাহ্বের বিচারনিশান্তি ঐ সকল সভ্যেরই অহ্বর্ত্তী হইলা থাকে। মাহ্ব জানে যে, তাহার বেরপ প্রকৃতি তাহাতে তাহার বিচারনিশান্তি কথনই এল ইইতে পারে না, তাই সে ঐ সকল নিত্য সভ্যকেই বিচারের ম্ল-নিম্মরূপে বরণ করে, এবং উহাদেরই সাহাব্যে সে ঠিক্ বিচার করিতে সমর্থ হয়।

এই সমস্ত নিতাতৰ — যাহা বৃদ্ধির ঘারা উপলব্ধ হয়, যাহা চির-কাল একই প্রকার— যাহা ঘারা সমস্ত বৃদ্ধিরত্তি নিয়মিত হয়— উহাতে কতকটা ঈশ্বরাংশ আছে, অথবা উহাই শ্বরং ঈশব্য।

স্তরাং এই সত্যসমূহের কিরদংশ মহুবার সম্পূর্ণরূপে বোধগনা হওয়া আবশাক, এবং শ্বং মহুবাই এই সমন্ত সত্যের ধ্বৰ প্রমাণ। কেন না, মহুবা যথন আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, অথবা তাহার চুর্দিকে যে সকল সত্তা বিগ্রমান, সেই সকল সত্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তথন সে দেখিতে পার,—সকলেই কতকগুলি ধ্বৰ নিগুমের অধীন—সত্যমূলক কতকগুলি ধ্বৰ নীতির অধীন। মহুবা আপনাকে আপনি উৎপাদন করে নাই, বিগ্রহ্রাণ্ডের একটা ক্ষুত্ত অংশও উৎপাদন করে নাই,—এ কথা মহুবা আনে। মহুবা আনে,—
যদি এই সকল নিরম সম্পূর্ণরূপে উপনক্ষ না হইত, তাহা হইটে

কোন-কিছুই ইইতে পারিত না; মহুয়া উপলব্ধি করে,—এখন এক অনন্ত জ্ঞান থাকা আৰশ্যক, যাহার মধ্যে সমন্ত স্থান্থা ও সমন্ত স্থানা ও সমন্ত স্থানা বিজ্ঞান থাকা আৰশ্যক, যাহার মধ্যে সমন্ত স্থানা ও সমন্ত স্থানার মূল ৰীজ নিহিত। এই সকল সত্যের মধ্যে এতাদৃশ পারলর্পার, এই সকল বস্তুর মধ্যে এতাদৃশ সামঞ্জ্ঞস্য, এই জগতের
মধ্যে এতাদৃশ স্থানহা, অথচ এই পারম্পার, এই সামঞ্জ্ঞস্যা, এই
স্থানহার প্রমান্ত ব্ধিতে পারে এমন কেহ নাই—এ কথা
নিতান্তই অসকত। মহুয়া কিছুই স্থান্ত করে নাই,—মহুয়া এ সমন্ত
উপলব্ধি করিতেছে মাত্র—ভাও আষার সম্পূর্ণরূপে মহে। কাজেই
মহুবের এই নিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হর যে, এমন একজন কেহ
আছেন যিনি এই সফল সত্য পূর্ণভাবে জানিতেছেন এবং যাহা
হুইতে ঐ সমন্ত উৎপর।"

উক্ত পরিচেছদের ৬ সংখ্যক "প্যারা"টি সম্পূর্ণরূপে দৈকার্তীর ধরণের:—উহাতে বস্তুরে এইরপ প্রমাণ করিরাছেন যে,— থেছেতু মানব-আয়া জানে, তাহার নিজের জ্ঞান জপূর্ণ, অতএব জার কোথাও এমন-কোন জ্ঞান অবশ্যই আছে যাহা সর্বতোভাবে পূর্ণ।

উক্ত পরিচ্ছেদের ৯ প্যারাগ্রাকে, ঈখরের সহিত সত্যের কি সংক্ষ-এই বিষয়ে বস্থায়ে আবার নৃতনভাবে আলোচনা করি-য়াছেন:—

"সত্যের এই বিশুদ্ধ ভাবটি আমার মনে কোথা হইতে আদিল ? বে সকল এব :নিরম, আমাদের বিচারয়ক্তিকে পরিচালিত করে, চরিত্রনীতি :গঠিত করে, যাহার দারা আমাদের চিত্ত, আকৃতি-বিশেষের ও গতিবিশেষের প্রচ্ছর পরিমাণ আবিদ্ধার করে—এই সকল নিরম মানব-চিত্তে কোথা হইতে আসিল ? এক কথায়—বৈ সকর নিভাগতা সম্বন্ধে আমরা এত আলোচনা করিতেছি-এই সকল নিতাসতা মহুষ্যের মনে কোথা হইতে আদিল ? যে সকল ত্রিকোণ, চতুকোণ ও বুরের আকৃতি আমরা স্থলভাবে কাগজে অঙ্কিত করি, উহাদের পরিমাণ ও সম্বন্ধ কি পূর্ব্ব হইতেই আমার মনে অভিত আছে 💡 অথবা, উহা অপেকা, আর কোন সঠিক আদর্শ আছে যাহা হইতে এই সকল আফুতি আমাদের মনে প্রতি-ভাত হয় 🔈 এই স্কল জিকোণ ও বৃত্ত, জগতের ভিতরে কিংবা বাহিরে—কোধাও কি সম্পূর্ণ-বিশুদ্ধ আকারে অবস্থিতি করিতেছে. এবং তাহারই ভাব কি আমাদের মনে অঙ্কিত রহিয়াছে ? এবং এই সকল যুক্তির নিয়ম ও আচারণের নিয়ম এমন কোথাও কি অবস্থিতি ক্রিতেছে যেখান হইতে তাহাদের ধ্রুব সতাতা আমাদিগকে कानाइया निट्ड १ वतः इशहे कि ठिक नट्श,-- यिनि, পরিমাণ, সাম্ঞ্রদা, এমন কি সভাকে, সর্বাত্র বাপ্র করিয়া রাথিয়াছেন, তিনিই উহাদের ধ্ব ভাব আমাদের মনে অভিত করিয়া নিয়াছেন ? * * * **খতএব এইরূপ বুঝিতে হইবে,—আমাদের আয়া, ঈর্বরের আদর্শে** গঠিত :--তাই, সভাকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ : সে সভা স্বয়ং ঈথরের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত; আগ্রা দেই মূল-আদর্শের দিকে, অর্থাং ঈশবের দিকেই মুখ ফিরাইয়া থাকে; যতটুকু সত্য প্রকাশ করা ঈশবের অভিপ্রেত, তভটুকু সভাই স্মান্নার নিকট প্রকাশিত হয় * * * ইहाई आकर्रात्र विश्व रव. मायूव এই সকল সত্য উপলব্ধি করিতেছে অথচ ইহা বুঝে না বে, সমস্ত সতা ঈশর হইতেই আসি-তেছে, সমস্ত সতা ঈশবেই অবস্থিতি করিতেছে, এবং সেই সতা ঈশব चत्रः • • • हेरा निन्ठिज,—गोरा किंद्र चारह,—गोरा किंद्र सप्रदेख পরিবাক রহিরাছে, ঈশ্বই দেই সমস্তের মূল-কারণ ; তিনিই মূলসতা। খনস্ত শ্বরপের সহিত স্বন্ধ থাকাতেই সভ্যের স্তাতা; স্তাকে অন্তেরণ করিতে পিয়া আমরা তাঁহাকেই অব্যেণ করি, স্তাকে পাছ করিতে পিয়া আমরা তাঁহাকেই লাভ করি।''

ধ পরিছেল—১৪ প্যারা; ইক্রিয়ানি আমাদের আয়ার সত্যের জ্ঞান আনরন করে না; ইক্রিয়ানি উহাকে উদ্দীপ্ত করে, প্রকাশিত করে, কতকগুলি কার্যাকল জানাইয়া দের মাত্র। মানব-আয়া কারণালুসম্বানে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু কোন উচ্চতর জ্ঞানালোক ছাড়া— অর্থাং ঈশ্বর ছাড়া, কোন মূল কারণা, কোন বোগবন্ধন, কোন মূলতত্ব আর কোথাও সে শুলিয়া পার না। অতএব ঈশ্বই সত্যাল্পর ; ইনি সকলের মনে নিতা প্রতিভাভ হইয়া থাকেন—ইনিই জ্ঞানের প্রকৃত উৎস; ইহা হইতেই জ্ঞান আলোক লাভ করে, ইহার ঘারাই জ্ঞান নিখাস গ্রহণ করে, ইহার ঘারাই জ্ঞান জীবন ধারণ করে।"

সপ্তদশ শতাব্দির শেষভাগে লাইব্নিজ্ (Leibnitz) এই বিষয়-স্থাক্ষে যে সাক্ষা দিয়াছেন ভাষাতে সাক্ষোর চূড়ান্ত হইয়াছে—জামা-দের সাক্ষাসংগ্রহ সম্পূর্ণ হইয়াছে।

তিনি তাঁহার "জ্ঞানক্রিরা সহজে চিন্তা" নামক প্রান্থে বিনির্মাছেন বে, প্রাথমিক তর্পুলি ঈবরের উপাধি। তিনি বলেন;—"মাছব, মূলতর পথান্ত আরোহণ না করিয়া তরসমূহের সমীচীন ব্যাথ্যা করিতে পারে—এরপ স্মামি বোধ করি না। মূলতবে পৌছিলে, ব্যাথ্যা করিবারও আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। কেন না, উহাই ঈশ্বনের চরম উপাধি।"

"দার্শনিক মুগতর" নামক তাঁহার আর এক গ্রন্থে তিনি একই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। "নিতাগতাগমূহ এবং যে স্কল তর এই



নিতাসতাকে অবলম্বন করিয়া আছে তংসমন্তই ঐখরিক জ্ঞানের অন্তর্ভ ।"

আর এক গ্রন্থে এইরপ আছে;—"কতকগুলি স্বচ্দার্শনিক যে বলিয়াছেন,—যদি সমস্ত জ্ঞান অন্তর্হিত হয়—এমন কি, যদি ঐশরিক জ্ঞানও অন্তর্হিত হয়, তথাপি এই নিত্য তত্বগুলি থাকিবে—এ কথা বলিবার আমি কোন আবশাকতা দেখি না। কেন না, আমার বিবেচনায়, এই সকল নিত্য তত্বের সত্যতা, ঐশরিক জ্ঞানের উপ-রেই প্রতিষ্ঠিত।"

আর এক গ্রন্থে তিনি বলেন,—"সন্তার ধারণার ভাষ, মূলতবের ধারণাও আমাদের অন্তরে পূর্বা ইইতেই বিভ্যান। এই মূলতবন্তনি ঈখরের উপাধি ভিন্ন আরে কিছুই নহে। এবং এ কথাও বলা যাইতে পারে,—ঈখর ক্ষম থেরপ সকল সন্তার মূলতব্ব, সেইরূপ এই সকল মূলতব্বও সকল সত্যের প্রব্ব।"

আর এক স্থলে আছে:—"কেই ভিজ্ঞান্য করিতে পারেন,—কোন আয়া-পুক্র না থাকিলে, এই দকল মূলতর কোথায় থাকিত ? কোন না, কোন আয়াপুক্র থাকিলে ত্রেই এই দকল নিতা সভোর সভাতা বাত্তবিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এই প্রপ্রতি অবশেবে আমাদিগকে তাবং সভোর চরম ভিত্তিমূলে লইয় য়য়;—দেই পরমপুক্রের দিকে—দেই সার্প্রভৌম পরমায়ার দিকে লইয়া যার—যাহার জ্ঞান, বাত্তবপক্ষে নিতা সভ্য-সমূহের অধিচানভূমি এবং যাহা অগষ্টিন-মূনি অস্তরে উপলব্ধি করিয়া, এই দব কথা এমন জীবস্ত ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। কেই না ভাবেন, ইয়ার পুনরা-লোচনায় কোন প্রেয়াজন নাই। এই দকল অবশ্রস্তাবী তত্তের মধ্যা, সমত্ত সভার পরিচালক জ্ঞান ও নিয়মক মূলত্ত্ত—এক

প্রার্থাক। বেহেতু এই সকল অবগ্রন্তাবী সত্য, সমস্ত আলোচনা ব্যা আবশাক। বেহেতু এই সকল অবগ্রন্তাবী সত্য, সমস্ত আগন্ত ভারে পূর্মবর্তী; অতএৰ এই সকল অবগ্রন্তাবী সত্য, কোন অবশ্রন্তাবী সভার মধ্যে অবশাই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমাদের অক্তরে যে কিল সত্য মৃদ্রিত বহিয়াছে ভাহার মূল-আদর্শ আমি সেই সন্তার ধ্বেই দেখিতে পাই;—প্রতিক্রার আকারে নহে, পরস্ত মূল-প্রস্করণর আকারে শ

এইরপে প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া লাইব্নিজ্পর্যান্ত বড় ্ দকল দার্শনিকেরাই এই দিল্লান্তে উপনীত হুইয়াছেন যে, সার-স্ত্য সার-সভারই উপাধি। থেমন সভাকে ছাড়িয়া আমরা ঈশ্বর্কে বুঝিতে পারি না, দেইরূপ ঈশ্বরুকে ছাড়িয়া আমরা সভাকে বুঝিতে পারি না। মানব জান ও পরম-জান-এই উভরের মধ্যে সত্য এক প্রকার মধাবত্তী রূপে প্রতিষ্ঠিত। সন্তার নিয়তম ধাপ হইতে উচ্চতম श्रां शर्या । अर्थ ३ दे के इब विकासान ; (कन ना, मर्व्य करें कि कू-ना-কিছু সূতা আছে। প্রকৃতি-রাজা আলোচনা করিয়া দেখ; যে সকল নিয়মের দ্বারা প্রকৃতি নিয়মিত হইতেছে, যে স্কল নিয়ম প্রকৃতিকে জীবস্ত করিয়া তুলিয়াছে, দেই সকল নিয়মে আরোহণ কর; যতই ভুমি ঐ দকল নিয়মের মধ্যে ভুলাইতে পারিবে, ভুতুই ভূমি ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী ছটতে পারিবে। বিশেষত: মানুষকে আলোচনা করিয়া দেখ ; প্রকৃতি অপেকা মাতুর আরো বড় ; কেন না, মাতুর সাক্ষাৎ ঈশবের স্বরূপ হইতে সমুংগন্ন। মানুষ ঈশবুকে জানে, প্রকৃতি ঈশবকে জানে না। সর্ব্বতই সভাকে অবেষণ কর, সভোর অমুরাগী ছও, এবং সভাকে সেই অমৃতস্বরূপে লইয়ায়াও—য়িনি সভাের মৃল-প্রস্তা। যতই তুমি সভ্যকে জানিবে, তভই তুমি ঈশবকেও

জানিতে পারিবে। বিজ্ঞান, মাত্র্যকে ধর্মপথ হইতে এই করা দ্রে থাক্—বিজ্ঞানই মাত্র্যকে ধর্মপথে লইয়া যায়। নিয়মাদি-সংগতিত সমস্ত ভৌতিক বিজ্ঞান, স্ক্রেধারণাদি-সংক্তত সমস্ত গণিতবিদ্যা, বিশেষতঃ দশনশাস্ত্র—যাহা সার্ক্ষরেরীম ও অবশাস্থাবী তর্দমূহ উপলব্ধে না করিয়া একপদ ও অগ্রদর হইতে পারে না—এই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান, ঈশ্বরের নিকট পৌছিবার যেন এক একটি ধাপ – খেন এক-একটি মন্দির, যেধানে ঈশ্বরের চরণে ভিত্তিপূস্পাঞ্জলী নিতাকাল হউতে অপিত ইইয়া আসিতেছে।

কিন্তু এই স্কল উচ্চ ভৱের আলোচনা করিতে গিয়া, ছইটি ল্মে পতিও হইবার আশঙ। আছে; এই ল্মের হস্ত হইতে আপনাকে সাম্গাইতে হইবে। অনেক প্রতিভাগালী ব্যক্তিও এই ভ্রম হইতে আপনাকে বাচাইতে পারেন নাই। একটি ভ্রম,---মামুষের জ্ঞানকে নিছক ব্যক্তিগত বলিয়া দিলাভ করা; দিতীয় ন্ত্রম সূত্র ও এখরিক জ্ঞানকে এক করিয়া ফেলা—উভয়কে একত मिगारेवा (कना। यनि मानव-छान निष्ठक विक्रिणडरे १व, ठारा হুটলে, যাহা কিছু ৰাজিগত তাহা ভিন্ন মান্ত্ৰ আৰু কিছুই বুঞ্জিত পারে না: যাহা ভাহার বাক্তির-সীমাকে ছাড়াইয়া যায় ভাহা ভাহার আদৌ ৰোধগ্য হইতে পারে না। ভাহা হইলে মানৰ-জ্ঞান যে শুধু সাৰ্ব্বভৌম ও অবশাস্থাবী কোন সভোতে পৌছিতে পারে না তাহা गटर ; পরস্তু, यেমন কুর্য্য আছে বলিয়া কোন জন্মান্ধ ব্যক্তির সন্দেহ প্র্যান্ত হয় না, সেইরূপ, ঐপ্রকার কোন সভাসম্বন্ধে মানবজানের কোনরূপ ধারণাই হুইতে পারে না। এমন কোন শক্তি নাই.— এমন কি ঈশ্বরেরও শক্তি নাই বে. সেই হুলে, ঐ-প্রকার কোন সভা, মাত্রকে উপলব্ধি করাইতে পারে যাহা তাহার প্রকৃতির একাফ

বিক্রদ। কেন না, আমাদের চিত্তকে ঈশ্বর যদি শুধু জ্ঞানালোকে মালোকিত করেন, তাহা হইলেই যথেষ্ঠ হইবে না:—স্থামাদের চিত্তের গঠন পর্যান্ত তাঁহাকে বনলাইতে হইবে,—একটা নূতন বৃত্তি তাহাতে যোগ করিলা দিতে হইবে। পক্ষাস্তরে, যে সত্যা পরমজ্ঞানের বিষয়, যে সতোর মূলতত্ব স্বয়ং ঈধর, মানব-জানকে সেই সত্যের স্থলাভি-বিক করা বাইতে পারে না: অনেরা মালরা শের মত, মানব-জ্ঞানকে এতদূর অবাজিগত করিয়া দীড় করাইতে পারি না। সতাই সম্পূর্ণ-রূপে অবংক্রিগত-মানব-জ্ঞান কিন্তু সেরূপ নতে। মানব-জ্ঞান ঈথর হইতে উংপল হইলেও, উহা মাজুলের মধ্যেই অবস্থিত; এই জ্যুট মানব-জ্ঞান ব্যক্তিগত ও দীমাবন্ধ :--কিন্তু ভাহার মল অন্যন্তর মপেট নিহিত। বাজিবিপেবের মধ্যে অধিষ্ঠিত বলিয়া দেই হিসাবে মানব-জান বাজিগত: অথচ, সার্স্নভৌম ও অবশান্তাবী স্তান্মূহের ধারণার জন্ম, মানব-প্রকৃতির মধ্যে কি-জানি-কেমন একপ্রকার সাপ্রভৌমতারও লক্ষণ বিজ্ঞান। তাই, যে রক্ষ ভাবে দেখা যায় তদ্যুদারে, কথন বা মানব-জানকৈ অতি দীন, কথন বা অতি উচ্চ বলিলা আমাদের মনে হল। মানব-জ্ঞানের পক্ষে সভা এক প্রকার ধার-করিয়া-পাওয়া জিনিদ: কিন্তু সত্য আদলে আর এক জ্ঞানের বিষয়; অপাং দেই পরম-জানের বিষয়,—হাহা নিতা ও অক্ত,— এমন কি বাহা স্বয়ং ঈশ্বর। আমাদের মধ্যে যে সভা রহিয়াছে. উহা আমাদের ধারণার বিষয়,—আমাদের বাসনার বিষয়। ঈশবের মধ্যে এ সভা—হাায়, দয়া, পবিত্রতা প্রভৃতি উপাধিরপে বিগুমান। সে কথা বিশেষকরিয়া পরে আলোচনা করা যাইবে। ঈশর আছেন: যে পরিমাণে তিনি আছেন, সেই পরিমাণে তিনি চিম্বাও করেন; তাহারই চিম্বা—এই দকল

তিনি যেমন নিতা সতা, তাঁহার চিস্তাগুলিও সেইরূপ নিতা স্তা।

এই সকল সত্যা, বিশ্বব্রমাণ্ডের নির্মের মধ্যে প্রতিফলিত; এবং উহা উপলব্ধি করিবার জন্ম মানব-জান বিশেব শক্তিলাভ করিমাছে। সভাই ঈশ্বরের পুত্র, সতাই ঈশ্বরের বাণী—আমি প্রায় বলিতে যাইতে ছিলাম, সতাই ঈশ্বরের ক্রিয়া-পদ। ''আইডিরা''-বাদ মান্ত্রের নিকট ঈশ্বরকে প্রকাশ করিয়াছে—মান্ত্রকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া গিয়াছে, তাই প্রেটো, ''ঈশ্বরের অগ্রন্ত''—এই উপাধি প্রাপু হইয়া-ছেন। সেই জন্মই এই আইডিয়া-বাদ অগন্তিন্মনির এত প্রিয়; সেইজন্মই বন্ধ্যেরও নিকট ইছার এত আদর। এই মতবাদ্তির সমীচীন বাাঝা করিয়া, আধ্নিক কালের আলোকে পরিশোধিত করিয়া, এখন ইহাকে যেরূপ আকারে লাড় করান হইয়াছে তাহাতে বড় বড় প্রাতন দর্শনতন্ত্রের সহিত—ইহা এক্রনে

সত্যের বিজ্ঞান, যে চরম সমদাটি উপস্থিত করিয়াছে তাহা এই:
— আমরা সার সত্যের ভিত্তি প্রাপ্ত হইলাছি। ঈশরই আধারবস্তু,
ঈশরই পরম্জ্ঞান, ঈশ্বরই পর্ম কারণ, ঈশ্বরই এই সমস্ত সত্যের
সমবার, — ঐকান্তল। এই ঈশ্বর— এই ঈশ্বরই একমাত্র স্ত্যা—
যাহার পর সম্বেশ করিবার আর কিছুই নাই।

পঞ্চম উপদেশ।

যোগবাদের গুহাতন্ত্র।

যে সকল শক্তি ও নিয়ম এই জড়জগংকে অনুপ্রাণিত করিতেছে—
পরিশাসিত করিতেছে, অথচ যাহা নিজে জড় নহে—সেই সকল
শক্তি ও নিয়মের উপর যথন আমর। মনোনিবেশ করি, অথবা মনের
নিকট যে সকল সার্কভৌম ও অবগুভাবী সতা প্রকাশ পায়, অথচ
যাহা নিজে মন নহে—দেই সকল সতা যথন আমরা আলোচনা করি,
তথন আমাদের জ্ঞান স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই
সকল বিশ্বনিষ্ম ও বিশ্বশক্তির একজন জ্ঞানবান পরিচালক আছেন।

আমরা ইংরকে প্রতাক্ষরণে উপলব্ধি করি না; পরন্ধ আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে এই যে আন্চর্যা বহিজ্ঞাং প্রসারিত, এবং আরো এক আন্চর্যাতর জগং আমাদের অন্তার অনিষ্ঠিত—এই ছুই জগতের উপর বিধাদ হাপন করিলা, দেই বিধাদের মূলে, অনুমানের হারা আমরা ইংরকে উপলব্ধি করি। এই মূগল পথ দিলা আমরা ইংরে উপনীত ইই। ইংগই সকল মন্তায়ের পক্ষে যাভাবিক পথ। স্কুত্ব, প্রকৃতিস্থ দশনশালের নিকটেও এই পথটিই প্রশন্ত। কিন্তু এমন কতকগুলি হ্রানতিত্ত লোক আছে যাহারা দে পর্যান্ত যাইতে পারে না; অথবা এমন কতকগুলি হ্রিনীত স্পর্যান্ত লোকও আছে যাহারা দেই পর্যান্ত গিল্লা দেইখানেই থানিতে পারে না। অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে বন্ধ থাকিলা, উহারা দৃষ্ট বন্ধ ইইতে অদৃষ্ট বন্ধর সিদ্ধান্ধে উপনীত হইতে সাহদী হল্পনা। অথচ তাহাদের প্রাতাহিক জীবনে তাহারা কি করে ? একটা কোন ঘটনা দেখিলেই তাহার একটা

কারণ আছে বলিয়া কি তাহারা স্বীকার করে না ? এমন কি, সেই কারণ প্রত্যক্ষগোচর না হইলেও, সেই কারণের সভা কি তাহারা মানিয়া লয় না ? কারণকে প্রত্যক্ষ না করিয়াও, সেই কারণে তাহারা বিষাস করে, এবং সেই বিষাসের মূলেই, তাহারা সেই কারণ-সভার অবশুদ্রী ধারণায় উপনীত হয়। মহুদ্য ও জগং—এই চুইটি ব্যাপারও বিনা কারণে উংপন্ন হইতে পারে না—যদিও সেই কারণ আমাদের দৃষ্টির অগোচর, স্পর্শেরও অগ্রাহা।

কোন প্রকার যুক্তির পাক্চক্র বাডীচ, যাহাতে স্থানরা প্রতাক্ষ হুইতে অপ্রত্যক্ষে, স্মীম হুইকে অসীমে, অপূর্ণ হুইতে পূর্ণে উপনীত হইতে পারি: তা ছাড়া, যে সকল সার্ম্নভোম ও অবশ্রভাবী সত্যের ছারা আমরা দর্পতোভাবে পরিবেটিত - দেই দকন দতা হইতে, যাহাতে ভাহনের নিতা ও অবশান্তাবী মূলতত্বে পৌছিতে পারি, এই জন্মই আমরা প্রজা লাভ করিলছি। ঐ পর্যান্তই আমাদের জানের (मोड.-अमारमद खारनद चाडाविक 3 देव ध्वनद नीमा। त्य প্রমাণের উপর এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, আমাদের জ্ঞান তাখার কোন হেত নির্দেশ করিতে না পারিলেও, তাহার দরণ দেই প্রমাণের কোন লাবৰ হয় না: তাহার বলবত। স্প্রতিহতই থাকে। স্থার আমানিপ্রকে যে সকল জ্ঞান-রম্ভি দিলাছেন, তাহার সভাত। স্থরে নে বাক্তি সংশয় করিতে—বিরোধ করিতে প্রায়থ, তাহার নিকট ঐ अमानहे यात्र शत्र नाहे वनवर। छान्तत्र अधि विष्टाधी इहेर्ल, তাহার শান্তি হাতে হাতে পাওল নায়। মিথ্যা জ্ঞানের শান্তিম্বরূপ আমরা অসংযত আতিশ্যোর পথে নীত হই। প্রতাক জ্ঞানের मःकीर्व भीमात्र मधारे यनि आमत्रा यमुक्ता करम विश्वाम निवस कत्रि, তাহা হইলে আমাদিগকে ক্ল্বাস ইইয়া পড়িতে হয়; তথন তাহা ৈও যে কোন প্রকারে ইউক, আমরা বাহির ইইনা আদিতে চেঠা রি,এবং আর একটা কোন অভিনৰ জ্ঞানের পদ্থা বাহির করিবার জন্ত । লারিত হই। পূর্বে যাহারা অদৃশু ঈশ্বরের সন্তা শীকার করিতে । হস পার নাই, তাহারাই এখন স্পর্দ্ধা করিরা,—ইদ্রিন-গ্রাহ্থ বিবয়ের । । নাই করিবার জন্ত সচেঠ হয়। প্রজ্ঞাকে সংশ্র করা, প্রজ্ঞাবান নীবের পক্ষে একটা বিবম হর্ববেতা। সহজ্ঞ জ্ঞানের পথে হতাশ । ইবা, অবশেষে ঈশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ-সবদ্ধে যোগ নিবদ্ধ করিবার হলনা করা নিতান্তই শৃষ্টতা সন্দেহ নাই। এই যে নৈরাশ্ত-প্রস্তুত রত্যাকাজ্ঞান্তই কল্লনা - ইহাই যোগবাদের শুহুতন্ত্ব। (Mysticism)

এই মনীক কল্লনার পরিপোধণে একটু বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই, আমরা যে পথ ধরিয়াছি, দেই পথ হইতে এই কল্লনাটকে সাধ্যমতে অপদারিত করা আবশুক মনে করি। এই গুহতপ্রাট আমাদের আলোচা বিষয়ের খুব সংলগ্ন। ইহার জলীক মহরে, অনেক সাধু-আত্মা বিদ্ধা ইইয়া বিপৰে যাইতে পারে, এই আশহাতেই আমরা ইহার নিরাকরণে এত সমুৎস্ক। বিশেষত আমাদের এই যুগ অবসাদের যুগ। বেশী আশা করিয়া লোকে যথন দারণ নৈরাশ্রে পতিত হয়—যথন মানব-জ্ঞানের নিজস্ব শক্তিতে বিযাস হারায়, অপচ ঈররের অভাব অমৃত্ব করে, তথন এই অবিনশ্বর অভাবটি পূরণ করিবার উদ্দেশে, তাহারা নিজের জ্ঞান ছাড়া আর সকলেরই দারত্ব হয়; ঈররে উপনীত হইবার যে একমাত্র পথ উন্তুক্ত—দেই পথটি না চিনিয়া, এবং যাহা অসঙ্গত—যাহা অসম্ভব—সেইরূপ কোন একটা নৃতন পথ অমুসরণ করিতে প্রস্তুত্ব হয়;—আকাশ-কৃত্বমক্ষেধবিধার জন্ত সহজ্ঞ জ্ঞানের ৰাহিরে আপনাকে নিঃক্ষেপ করে।

এই মোগবাদের মধ্যে,—জ্ঞানের হলে এক প্রকার নির্বার্থ্যি সন্দেহবাদ এবং সেই সঙ্গে একটা অদ্ধবিধানও নিহিত আছে। মে সকল অকাট্য নিয়মে মানব-প্রকৃতি আবদ্ধ, সেই সকল নিয়ম পর্যান্ত গোগবাদীরা বিশ্বত হয়েন। বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের স্বচ্ছ অবগুঠনের অন্তর্গান হইতে ঈথরকে দর্শন করা, সভ্যের সত্য বলিয়া তাঁহাকে উপলব্ধি করা—ইহা তাঁহাদের মনঃপৃত হয় না, তাঁহাদের পক্ষে মণ্ডেই হয় না। বাহ্ছগতে ঈথর-সভার বিবিধ অভিবাক্তিও নিদলনমাত্র দেখিয়া যোগবাদীরা ঈথরে বিধান হাপন করিতে চাহেন না; তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে ঈথরকে উপলব্ধি করিতে চাহেন; তাঁহারা ক্থন বা ভাবরসের দ্বারা, কথন বা অন্তর্কোর দ্বারা, কথন বা অন্তর্কোর দ্বারা, কথন বা অন্তর্কার প্রিনিদ্দা লিবরসের সমধিক প্রাধাত্ত দুই হয়, অভএব ভাবরস দ্বিনিদ্দা কি—ভাবরসের প্রকৃতি কি, তাহা প্রথমেই আলোচনা করা আবশ্রক। মানব-প্রকৃতির এই কোঁহুকাবহ অংশটি এ পর্যান্ত কেহ ভাল করিয়া অন্থশীনন করে নাই।

ভাবরদকে ইক্সিয়নোধ হইন্ডে পৃথক্ করা আবশুক। একভাবে দেখিতে গেলে—চেতনা চুই প্রকার। একটি বহিম্থী;—উহার ধারা বহির্পাতর প্রতিবিধ-সমূহ আয়ার নিকট প্রেরিড হয়; এক অপরটি অন্তর্মী; উহার দহিত আয়ার সাক্ষাং সন্থম। একটির যোগ বহি:প্রকৃতির সহিত; অপরটির যোগ আয়ার সহিত। একটির ধারা বহির্যাপার—অপরটির ধারা অন্তর্বাপার সকল উপলব্ধ হয়। আমরা থখন কোন সত্য আবিধার করি, তখন আমাদের মধ্যে এমন-একটা কিছু থাকে—এই আবিধারে ধাহার স্থাক্তব হয়। আমরা কোন সংকর্ম করিলে সেই সংকার্য্যের প্রসারন্তর শ্রামরা

া আয়প্রপাদ অমুভব করি, তাহা শারীরিক হু. বে গ্রায় তীত্র না উক, তাহা অপেকা অধিক স্কুমার—অধিকতর স্থারী। জ্ঞান-চতপ্রমন্ন আয়ার এমন একটি বিশেষ যন্ত্র থাকা অবশ্রুক যাহার হারা গাহার স্থা হংখ বাধ হইতে পারে। আয়াঠচতপ্রের অবস্থাভেদে, স্থা বিশেষ রে একটা গভীর উৎস আমাদের অন্তর্রেই বিগ্রমান; উহার হারা মামাদের শারীরিক ও মানসিক – এই হিবিধ গাবরসের একটা গভীর উৎস আমাদের অন্তর্রেই বিগ্রমান; উহার হারা মামাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির মধ্যে যে ঘনির্চ যোগ আছে তাহাই পরিবাক্ত হয়। পশুরা ইক্রিয়বোধের পরপারে যাইতে সমর্থ হয় না — এবং বিশুক মননক্রিয়াও দেব-প্রকৃতি হাড়া আয় কোথাও সম্পর্ব না। যে ভাবরস ইক্রিয়-বোধ ও মননক্রিয়া—এই হুয়ের আংশিক মিশ্রণে উৎপন্ন, সেই ভাবরসই মন্থয়ের নিজ্ম্ব বস্ত্র। একথা সত্যা,—ভাব জ্ঞানের প্রতিধ্বনি হাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু এই প্রতিধ্বনি কথন কথন জ্ঞানের ম্ল-ধ্বনি অপেকা আরো স্ক্লমণে শোনা যায়। কেন না, ভাব,—আয়ার অস্তরত্ম অংশে, স্কুমারত্ম অংশে, প্রতিধ্বনিত হইয়া, সমগ্র মানুহটিকে কাঁপাইয়া তুলে।

ইহা একটি আশ্চর্যা ব্যাপার, যথনি জ্ঞান কোন সভাকে উপলব্ধি করে, অমনি সে তাহার প্রতি আসক্ত হইরা পড়ে—তাহাকে
ভাল বাসে। এ বাপারটি সর্কারদীসমত; ইহাতে কোন সংশন্ধ
নাই। বান্তবিকই আয়া সভাকে ভাল বাসে। এ এক চমৎকার
কাপার। কোন এক কুদ্র জীব,—যে, জগতের একটা মূদ্র কোণে
পড়িয়া আছে, বাধা বিয়ের সহিত যাহার নিয়ত যুদ্ধ করিয়া জীবন
ধারণ করিতে হয়, নিজেরই ভাবনা-চিস্তায় যাহার মথেষ্ট ঝাপুত
থাকিতে হয়, আপনার জীবনকে মূর্ফিত ও একট্ বিভূষিত করিবার
জন্ম যাহার নিয়ত বান্ত থাকিতে হয়—সেই জীব কি না এমন কোন

কিছুকে ভাল বাদিতে সমর্থ বাহার সহিত তাহার আদিলে কোন দম্পর্ক নাই—বাহা নিরবচ্ছিল অনুশ্য জপতের জিনিদ। দত্যের প্রতি নি:স্বার্থ প্রেম, তাহারই মহন্তের দাক্ষা দেন—বে এই দত্যকে ভালবাদে।

জ্ঞান আর একটু বেণী দুর যায়; জ্ঞান সত্যকে জানিয়াও সন্ত্রই নহে। সভ্যের বিরস্তন মূলতবের সহিত যতকা সত্যের যোগবন্ধন না হয় ততকণ সত্যের যোগবন্ধন না হয় ততকণ সত্যের যোগবন্ধন না হয় ততকণ সত্যের হোগবন্ধন না হয় ততকণ সত্যকে ঠিক জানা হয় না;—সত্য বস্তু আসলে যাহা, তাহার উপলব্ধি হয় না। সত্যের চরম মূলতবে পৌছিলেই জ্ঞান আর অগ্রসর হইতে পারে না, তথন সে এমন একটা সীমায় আসিয়া পৌছে যাহা হল্লজ্ঞনীয়। তথন তাহার আর কিছু পাইবার থাকে অব্যব্ধণ করিবার থাকে না। হতরাং জ্ঞান সেইথানে আসিয়াই থামিয়া পড়ে। জ্ঞানের তিরসহচর ভাবও জ্ঞানকে করাবর অনুসরণ করিয়া চলে। জ্ঞান বেন্ধপ সত্যের চরম মূলতবে আসিয়া বিশ্রাম করে, ভাবও সেইরূপ জনাদি অনস্ত প্রত্যে আসিয়া তাহারই প্রেমে নিম্মাই হয়।

আমরা বধন সদীম বস্তকে তাল বাদি,—এমন কি, সতাকে, সুন্দরকে, মধলকে তাল বাদি—তথন আদলে আমরা দেই অদীন্দকেই তাল বাদি। আমরা এতই অদীমে আরুই, অদীমে মুদ্ধবে, যতকল না আমরা অনীমের অমৃত-উংসে উপনীত হই, ততকণ আমরা তৃপিলাত করি না। সমামরা অদীমকে চাহি বলিয়াই আমাদের ছদ্ব আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হম না। আমাদের প্রচণ্ড আবেগ সমূহের অন্ত:তলে—ললু বাদনা-সমূহের অন্ত:তলে, এই অনীমের ভাব রদ—এই অনীমের আক্সামে বিশ্নান। তারকা

খচিত নতোমণ্ডলের সমুথে আত্মা যে দীর্ঘ নিধাদ পরিত্যাগ করে; যশোলিপ্সা, উচ্চাকাঙ্খা প্রভৃতি হৃদরের প্রচণ্ড আবেগ-সমূহের সহিত যে বিগদ-নৈরাশা অহুস্থত,—এসমন্তে, অদীমের আকাজ্জা একটু বেশী স্টিত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নীচ চপল প্রেম—পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে আদক্ত হইয়া, জলস্ক বাদনা, স্কতীব্র উদ্বেগ, হঃথময় নৈরাল্যের মধ্যে চক্রবং পরিভ্রমণ করে, তাহার মধ্যেও অদীমের আকাজ্জা গৃঢ্ভাবে নিহিত।

ভাব ও জ্ঞানের মধ্যে এই বিষয়ে আর একটু বিশেষত্ব আছে। কি কাজ করিতে যাইতেছে, কি বস্তু উপলব্ধি করিতেছে, কি ভাব মনুভব করিতেছে তাহার প্রতি প্রথমে লক্ষ্য না করিয়া, মন একেবারেই স্বীয় বিষয়ের প্রতি ধাবমান হয়! কিন্তু আমাদের চিধার্তির সহিত, অফুভব-রুত্তির সহিত, ইচ্ছা-রুত্তিও বিদামান। মন, ইচ্ছা করিলে আপনাতে আপনি ফিরিয়া আদিতে পারে; আপনার চিন্তা ও ভাবসমূহের আলোচনা করিতে পারে, তাহার অনুমোদন কিংবা তাহার প্রতিরোধ করিতে পারে, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে, কিংবা তাহা পুনক্রংপাদন করিয়া তাহার উপর একটা নৃতনত্বের ছাপ দিতে পারে। স্বত:ফূর্ন্তি ও চিম্বালোচনা— এই ছুইটি বৃদ্ধিবৃত্তির মুখ্য বিকল। এই ছুইটি এক নহে। কিন্তু একটা হইতে আর একটা পরিকুট হইয়া উঠে। মূলে উভয়ের মধ্যে একই জিনিদ বিদ্যমান। যাহা কিছু স্বতঃক্তৃতি তাহাই তম্পাচ্ছৰ ও বিশুখাৰ; চিম্বালোচনাই সমন্ত বিষয়কে স্কুম্পষ্ট ও পরিক্ট করিয়া তুলে। কিন্তু চিন্তালোচনা, জ্ঞানের প্রথম সোপান নহে। জ্ঞান সতাকে সার্বভৌম ও অবশান্তাবী বলিয়া প্রথমে উপন্তি করিতে পারে না। তাই বর্থন জ্ঞান, ধারণামাত্র হইতে নতায় পৌছে, সত্যের প্রকৃত বিষয়ের সহিত সত্যের সম্বন্ধ স্থাপন করে, তখনও জ্ঞান কিছুই তলাইয়া দেখে না—একটা গভীর অতলম্পর্শের তলদেশে সে যে উপনীত হইয়াছে সে বিষয়ে তাহার একটু সন্দেহ পর্যায় হয় না। তাহার মধ্যে যে গূঢ় শক্তি নিহিত আছে, শুধু দেই শক্তির বলেই দে এই কার্য্য সম্পন্ন করে; তাহার পর,--আপনার কাজে আপনিই বিশ্বিত হয়। তাহার পর আবার যখন জ্ঞান, স্বকীয় স্বাধীনতার বলে আপনার রুক্তু কার্য্যের বিপ-রীতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, যাহা একবার স্বীকার করিয়াছে তাহা আবার অন্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হয়—তথন দে আরো আশ্চর্যা হয়। এই-খানেই, মিথ্যা তর্কজন্তনার সহিত সহজ বৃদ্ধির-মিথ্যা বিজ্ঞানের স্থিত, স্বতঃসিদ্ধ সত্ত্যের,—স্থ-দর্শনের স্থিত কু-দর্শনের, যুঝাযুঝির স্ত্রপাত হয়। এ সমস্তই স্বাধীন চিস্তার ফল। ভ্রমে পতিত হও-য়াই স্বাধীন চিম্বার একটি উন্নতত্ত্ব অধিকার-একটি শোচনীয় व्यक्षिकात । किन्न चारीन हिन्छ। इट्रेंट एग द्यांग छेरश्रम इम्र, वादीनिहिखारे (मरे द्वारगंत वेवद। यनि ९ छान, व जावनिक मजारक অস্বীকার করিতে সমর্থ, তথাপি সে প্রায়ই উহাকে অন্থমোদন করে; জন্মই হউক বেশীই হউক একটু ঘোরপাক্ পথ দিয়া আপনাতেই আবার ফিরিয়া আইদে। মানব-প্রাকৃতিদিদ্ধ রুত্তি-সমূহের বিকৃদ্ধে স্বাধীনচিম্বা যভট চেষ্টা প্রয়োগ কর্মক না কেন, শেষে সেই স্বভাব-দিদ্ধ প্রকৃতিই প্রায় জয়লাভ করে; স্বাধীন চিস্তা, জ্ঞানের স্বতংক্ত মূলতব্দমূহে আবার ফিরিয়া আইদে। গোড়ায় যাহা ছিল, শেষে ভাহাই থাকিয়া যায়। কেবল, গোড়ার স্বত:ক্ত্র ব্যাপারে যে একটি শক্তি আছে, দে শক্তিটি আছবিশ্বত; এবং চিম্বালোচনা-সমংপদ্ম ব্যাপারের মধ্যে যে শক্তি প্রকটিত হয়, দে শক্তিটি আপ

নাকে আপনি জানে—এই মাত্র প্রভেদ। একটিতে স্বতঃক্তৃত্ত জ্ঞানের জয়, আর একটিতে চিস্তাপ্রস্ত বিজ্ঞানের জয়।

ভাব—যাহা জ্ঞানের চিরসহচর, সেইভাব সম্বন্ধেও এই এক্ইরূপ বাপার পরিলক্ষিত হয়।

জানের স্থায় আমাদের হৃদয়ের বৃত্তিও অনস্তকে অনুসরণ করে: প্রভেদ এইমাত্র —কথন কথন হাদয় অনস্তকে না জানিয়াও অনস্তকে পায়, দেই প্রেমের অবদান হইয়াছে বলিয়াও দ্বনয় উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু যদি সেই প্রেমের সহিত আবার বিচার-বিতর্ক সংযোজিত হয়; এবং বিচার দার। যদি এইরূপ স্থির হয় যে, তাহার প্রেম যোগাপাত্রেই ম্বন্ত হইয়াছে, তাহা হইলে দেই প্রেম কীণ হওয়া দূরে থাক্—আরও দুঢ়ীভূত হয়। প্লেটো বলেন, তাহাতে প্রেমের স্বর্গীয় পাথা ছাঁটা হয় না, বরং প্রেম আরো পরিবন্ধিত ও পরিপুর হয়। কিন্তু যদি তাহার প্রেমাম্পদ, স্থানরের ওধু ছন্মবেশ ধারণ করে,—গুধু যদি দে আত্মার তৃষা উদীপিত করে,— পরিতপ্ত করিতে না পারে. তথন বিচারবিতর্ক আদিয়া, সেই প্রেমের कृश्क छूठोरेया (नय, -- भिर ध्यायत शक्तर्य-नशत्रक छान्निया (नय। প্রেমের ভিত্তি কতটা দৃঢ় তাহা না জানিয়া, প্রেমকে বিচার-বিতর্কের হত্তে সমর্পণ করিতে সাহস হয় না। কন্দর্প! তুমি 😎 তোমার স্থাই দেখিও:-- স্থাথর রহদোর মধ্যে কথনও তলাইবার চেষ্টা করিও না। যে অদৃশ্র প্রেমাম্পদের প্রেমে তুমি মুগ্ধ হইয়াছ, তাহার প্রচণ্ড আলোক হইতে তুমি আপনাকে দূরে রাথিও ; সেই সাংঘাতিক দীপের প্রথম আলোকেই তোমার প্রেমের নিদ্রা ভঙ্গ হইবে—প্রেম পলায়ন করিবে। প্রশান্ত নিশ্চিন্ত বিশ্বাদের পর,—বিধাদের অমুচরবর্গ-

সমিতিবাহারে বিচার বিতর্জ ধর্বনি আদিয়া উপস্থিত হব তবনই সদ্যের প্রণী হদর হইতে অপ্তর্থিত হইয়া যায়। বাইবেন-গ্রন্থে যে জ্ঞান-রক্ষের কথা বর্ণিত হইয়াছে—ইহাই বোধ হর তাহার গৃঢ় অর্থ। বিজ্ঞানের পূর্বে—বিচার বিতর্কের পূর্বেদ, নির্দ্যোথিতা ও বিগাদের জন্ম। গোড়ার জ্ঞান ও বিচার-বিতর্ক হইতেই,—সংশ্ব, উবেগ, অজ্ঞিত বিষয়ের উপর বিরক্তি, অনীর তাবে অজ্ঞাত প্রাথের অনুসরণ, মন ও আন্মার উবেদ, দারুণ চিন্তা ও জ্ঞীবন-সংক্রান্ত দাবের উংপত্তি। তাহার পর প্রকৃত বিজ্ঞান আদিয়া দেই নির্দ্যোবিতার স্থান—ধর্মনিষ্ঠা ও অবোধ-সরল বিখাদের স্থান অবিকার করে। ই সমস্ত নোহবিত্রম উপনীত হয়। প্রেম অবশ্বের ক্ষীর প্রকৃত প্রেমাম্পদের নিকট উপনীত হয়।

খতঃ কৃত্ত প্রেমের মধাে একটি অক্সতার মাধুর্যান্স আছে—একটি স্থাপের কমনীয়তা আছে। কিন্তু বিচার-দহত্তত প্রেম ইংা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইংা অক্সপ্তীর,—ইংা মহান্; এমন কি, ইংার দোবগুলির মহার। আমারা বেন তাড়াতাড়ি বিচার-বিতর্কের প্রতি লোগারোপ না করি। উহা হইতে অনেক সময় ঘেমন আগ্রপ্রীতি উৎপর হয়, তেম্নি আবার আহোংসর্গের ভাবও প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই আহোংসর্গের অর্থ কি १ জানিয়-ভানিয়, সাধীন ভাবে, স্বেক্তাক্রমে আপনাকে দান করাই প্রকৃত আছোংসর্গ। ইহাই প্রেমের উচ্চ উদার ভাব; এই প্রকার প্রেমই উলারতেতা মহং ব্যক্তির যোগা। অনভিক্ত প্রেম — মন্ধ্র প্রেম দেরপ্র কথনই নছে। যথন ভাববরো আয়-প্রীতির উপর জয়বাচ করে, তথন গে শ্বকীয় প্রেমাল্যকে নিজের য়য় ভাববাদে না;— দেই প্রেমাল্যকের হরত সা প্রানাশকের বিত্ত সে আপনাকে

ক্ষাতিরে দান করে। প্রেমের এই এক অছ্ত কাণ্ড—বতই সে দের, ততই সে আরো পার। এইরপে আত্মবলিদানেই আপনাকে রিপ্ট করে; এবং আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিয়াই, আপার সমস্ত শক্তি ও আনন্দকে নিংশেষিত করে। বিশ্বব্রুলাণ্ডে শুধু একজন মাত্র আছেন যিনি এইরপ ভালবাসার যোগ্যপাত্র—ঘাহাকে লালবাসিলে কোন প্রকার ব্রুম প্রমাদে পতিত হইতে হয় না, আশার্তির সমার মধ্যে বছ থাকিতে হয় না। তিনি সেই পূর্ণ পূরুষ। একমাত্র তিনিই বিচার-বিতর্ককে ভয় করেন না—এবং একমাত্র তিনিই আমাদের হৃদ্যের সমস্ত স্থান পূর্ণরূপে অধিকার করিতে সমর্থ । ভাবরসের শক্তিশামর্থ্যকে অতিরক্তিত করিয়া শুহতম্ব গোচাতেই মন্থ্যের জ্ঞানকে নিক্ছ করিয়া রাথে; জন্ততঃ জ্ঞানকে ভাবের অধীনে স্থাপন করিয়া ভাবের চরণে জ্ঞানকে জ্লাঞ্জলি দেয়।

শুফতন্ত্র কি ববে, শোনা যাক্:—"ঈখরের সহিত মধুষার যোগ কৈবল হৃদার-স্ত্রেই। তাঁহাতে যাহা কিছু মহং, যাহা কিছু স্থলর, যাহা কিছু অসীম, যাহা কিছু নিতা—তাহা প্রেমই আমানের নিকট প্রকাশ করে। জ্ঞানর্ত্তি অলীকবালী; যেহেতু জ্ঞান বিপথে গমন করিছে পারে এবং প্রায়ই বিপথে গমন করিয়া পাকে; অতএব উহা হইতে প্রতিপন্ন হয়,—বিপথে গমন করাই জ্ঞানের স্থভাবদিদ্ধ;— উহা চিরকালই বিপথে গমন করিবে।" আসল কথা, অনেক সমন্ধ বাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহার সহিত জ্ঞানকে একীভূত করা হয়। ইক্রিধানির ভ্রমপ্রমাদ, যুক্তির ভ্রমপ্রমাদ, ক্রনার বিভ্রম, এমন কি

রিপুর আবেগবশে মন কথন কথন যে য উচ্ছু আল করন। পোদণ করে—তংসমস্তই জ্ঞানের স্বন্ধে চাপানো হইয়া থাকে। জ্ঞানের নানাবিধ ক্রাট দেখিয়া কেহ কেহ জয়োলাস প্রকাশ করেন—জ্ঞানের ছংগদৈত প্রদর্শন করিয়া পরিতোব লাভ করেন; ঈশ্বরের সহিত অবাবহিত যোগ স্থাপন করা যে তদ্তের ছরাকাক্ষা সেই উদ্ধাত মতাধ্ধ দর্শনতন্ত্র জ্ঞানকে থণ্ডন করিবার নিমিত্তই, সংশ্যবাদের নিকট ইইতে সমস্ত অন্ত থার করিয়া আনে।

শুষ্তপু আরো বেনী দূর বায়। শুষ্তত্ত্ব মাধ্যের স্বাধীনতাকে পর্যান্ত আক্রমণ করে। বাঁহার সহিত আমাদের অনস্ত বাবধান, ভাঁহার সহিত আমাদের অনস্ত বাবধান, ভাঁহার সহিত প্রেম-হুরে একী দূত হইবার জন্ত শুষ্তাপু আর্থবিদ-র্জনের উপদেশ দেন। ধন্মের যে আদেশ অনুসারে, কোন সাধুবাকি প্রনাজ্যর উত্তীর্ণ হন, ইহা সে আদেশ নহে; অথবা, যে আদেশ অনুসারে কোন প্রেমিকপুরুব, স্বাধীনভাবে, জানিবা-রুরিয়া আল্লোং-সর্গ করেন, ইহা সেরপ আদেশ লংগ, এ আদেশ — মন্ধভাবে আপনাকে বিসম্ভন নিয়া, আপনার ইন্ডারুত্তিকে বিস্তুলন দিয়া, আপনার সমত অন্তিশ্বকে বিলোপ করিয়া,—চিন্তাপুন্ত ধ্যানে, বাক্যাপুন্ত আরাধনার, প্রার অন্তেনভাবে নিম্ম প্রাকা।

যে তর্গৃষ্টিতে গভীরতর তবের উপলব্ধি হর না, যাহা ৩ ধু চটক্
দার—যাহা চট্ করিয়া ধরা যার—যাহা আভগ্রাহ্—মানব প্রকৃতির
সেইরপ একটা অসম্পূর্ণ তর্গৃষ্টি হইতেই গুফতর প্রস্তুত হইয়াছে।
আমি পূর্পেই বলিয়াছি, জ্ঞানের সেরপ দোর-সরাবং নাই; অনেক
সমর জ্ঞানের কথা গুনা বার না; পকান্তরে, ভাবরসের কথা গুর
আভ্রত্তস্কল্যে ধর্নিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। এইরপ বাাপারে,

াহিং-প্রতীয়মান বস্তু, অপেকাকৃত অস্তর্ক্তম বস্তুকে যে আচ্ছর করিয়া কেলিবে, তাহা ত স্বাভাবিক।

তাছাড়া, এই জান ও ভাবের মধ্যে কত ন্নান্তিজনক সম্বক্ত — কত লাপ্তিজনক সাদৃগ্য বিদামান! অবশ্য, এই উভয় বৃত্তি পরিপুষ্টি লাভ করিলে উহাদের প্রভেদ আরো পরিক্ষুট্ ইইয়া উঠে। যথন জ্ঞান যুক্তিতে পরিণত হয়, তথন ভাবোচ্ছ্যুদের আয় জ্ঞানও অলঙাধ-আছমরে সাজ্যত ইইয়া বাছির ইইয়া থাকে; কিছু স্বতঃক্ষুত্ত জ্ঞান ও ভাবরস প্রায় একই বিলিয়া প্রতীয়মান হয়;—কেননা, উভয়েরই একইরপ জ্ঞাতগতি, একইরপ অপ্রতা। তাছাড়া, উভয়ই একই পদাথের অনুসরণ করে,—উভয়ই প্রায় একসঙ্গে গমন করে। অভবে উভয়কেই যে একই জিনিস বিলিয়া মনে ইইবে তাহাতে আরে বিচিত্র কি।

বিজ্ঞ দার্শনিক, উহানিগকে পুণক না করিয়াও উহানের প্রত্যেকর বিশেষ লক্ষণ উপনন্ধি করিয়া থাকেন। বিদেষণ করিলে দেখা যায়,—জ্ঞান আগে, ভাব তাহার পরে। যাহাকে জানা নাই তাহাকে ভাল বাসিবে কি করিয়া পু স্তাকে উপভোগ করিতে হইলে অন্ন বিশ্বর তাহাকে জানা কি আবগুক নহে পূ কোন বিশেষ তথ্যের প্রতি আন্তর্গ হইতে হইলে কতকটা মেই তবস্তুলিকে উপলব্ধি করা কি আবগুক হয় না পূ ভাবের মধ্যে জ্ঞানকে নিম্জ্ঞিত করার অথ —কাগেরে মধ্যে কারণকে কদ্ধ করিয়া প্রায় তাহার প্রাণাসংহার করা। আসালে, ভাব-রুদ স্বদারেগের একটি উংস্,—জ্ঞানের উৎস্ব নহে। প্রজাই একমাত্র জানিবার বৃত্তি। মূলে, যদিও ভাবরসারাধ ইন্দ্রিয়ব্যেধ হইতে ভিন্ন, তথাপি সাধারণ বোধগ্রাহিত। বিষয়ে ইন্দ্রিয়ব্যেধ সহিত সাধীধন্দেই সমান, এবং ইন্দ্রিয়ব্যাধেবই ক্রায় পরিবর্তন-ব্যাধ্যে সহিত সাধীধন্দেই সমান, এবং ইন্দ্রিয়ব্যাধেবই ক্রায় পরিবর্তন-

শীল। ইন্দ্রিয়বোধের স্থায় ভাব-রদেও বিরাম বিচ্ছেদ আছে, স্ফুর্ক্তি আছে, অবদাদ আছে, উচ্ছাদ আছে, মুহাবিস্থা আছে। অতএক, ৰাহা স্বরূপত: সচল ও সবিশেষ—দেই ভাবের প্রেরণাগুলিকে কথনই একটা সার্বভৌম মূলতত্ত্বপে থাড়া করা যাইতে পারে না। কিন্ত জ্ঞানের সম্বন্ধে-প্রজ্ঞার সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। জ্ঞান আমা-দের প্রত্যেকের মধ্যে, স্কল মনুষ্যের মধ্যে চির্ন্থাল একই ভাবে বিদামান। যে সকল নিয়মের ছারা জ্ঞানক্রিয়া নিয়মিত হয়, উহা জ্ঞানবৃদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত জীবেরই পক্ষে সাধারণ বিধি। এমন কোন জ্ঞানবৃদ্ধিসম্পন্ন জীব নাই যে সার্ব্বভৌম ও অবশুদ্ধাৰী কোন তব উপলব্ধি করে না—স্থতরাং দেই সব তত্ত্বের যিনি মূলভন্ধ,—সেই अनस्वपुक्रवाक अल्लाकि कार्य मा। अहे महान जब्छिन अकवात्र यि छिलाक इष, उथन मुकल मञ्चरपात अनुराष्ट्रे ख जावक: स्मृहे मुकल আবেগ উৎপন্ন হয় যাহা আমি পূর্বের বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। হৃদয়ের এইরূপ আবেণের মধ্যে, যুগপৎ জানের গান্তীর্যাত্রী এবং করন। ও ইক্সিবোধের সচলতাও বিদামান। জ্ঞান ও ইক্সিববোধ---এই উভয়ের সমঞ্গীত যোগ হইতেই ভাব-রসের উৎপত্তি। এই ছই অবয়বের মধ্যে একটি অবয়বকে উঠাইয়া লও—তাহা হইলে এই যোগটি আর কোথায় থাকে? মন্তব্য সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর পর্য্যক্ত উন্নীত হইতে পারে.—ইহাই শুহাতন্ত্রের কথা। কিন্তু শুহাতন্ত্র ইহা বুঝে না যে, জ্ঞান হইতে জ্ঞানেক শক্তিকে উঠাইয়া লইলে, এমন একটা জিনিস উঠাইয়া লওয়া হয়—ঠিক যেটী হইতে মানুষ ঈশরকে জানিতে পারে এবং একমাত্র যাহা হইতে অনম্ভ ও নিতা সভাক মধাবর্ত্তিতা-হত্তে, ঈশ্বরের সহিত বৈধরূপে যোগ সংস্থাপিত ছইতে 7(1)

গুহাতন্ত্রের প্রধান দোষ—যেন জ্ঞানের মধ্যবর্ত্তিতা গুধু একটঃ বাধা মাত্র, যোগবন্ধন নহে—এইরূপ ভাবে গুহাতম্ব এই মধ্যবর্ত্তিভাকে অপ্যারিত করিয়া দের:-অনস্তকে প্রেমের সাক্ষাং পাত্র বলিয়া ব্দবধারিত করে। অমাসুষিক প্রয়ন্ত ভিন্ন এইরূপ প্রেমকে পোষণ্ড করা চন্ধর এবং ইহার ফলে প্রেম উন্মত্তায় পরিপত হয়। প্রেম, স্বীয় ৰিধয়ের সহিত সন্মিলিত হইতে চাহে: কিন্তু গুহাতন্ত্র প্রেমকে আপনার মধ্যে বিশীন করিতে চাহে; গুহাতন্ত্রের এইরূপ অসংযক্ত আতিশ্যা দেখিয়াই বস্থায়ে ও গৃষ্ট যাজক-মণ্ডলী নিরবচ্ছিল্ল ধ্যান-धात्रगाटक प्रविद्याद्यन । नित्रविष्टित्र धानधात्रगा बाङ्गरवत्र जेनामरहिशोदक প্রস্থুর করে, মামুষের জ্ঞানকে নির্মাপিত করে; এবং কতকগুলা অন্য উচ্ছ অন ধানচিম্বাকে, স্ত্যামুসন্ধানের স্থলাভিষিক্ত করে-কর্ত্তবামুষ্ঠানের স্থলাভিথিক করে। বস্তুতঃ, একমাত্র সত্যের দারাই-ধর্মামুষ্ঠানের দারাই, ঈশবের সহিত প্রকৃত যোগ নিবদ্ধ হয়। আর যত প্রকার যোগ, সমস্তই—আকাশকুস্কম, মহাবিল্লাট, এমন কি অবস্থা বিশেষে মহাপাপ বলিলেও অত্যক্তি হয় না। যাহার সভায় মাতুষের মতুষার, যাহার দার। মাতুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে, আপনার মধ্যে ঈশ্বরের ছায়া দেখিতে পায়-শেই জ্ঞান, সেই স্বাধী-নতা, সেই বিবেক-বৃদ্ধিকে একেবারে বিসর্জন দেওয়া আদৌ মহুষ্যো-চিত কাজ নহে। অবশ্র, ধর্মের পথে চলিতে গেলে, সতর্কতা আক-শ্রুক। ষড্রিপুর সহিত সংগ্রাম ক্রিয়া জ্মী হইতে হইলে অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কথন-কথন রিপুর আবেপ নি:শেষিত হইয়া আপনা-আপনি নির্ত হয়; কথন কথন ঈশবে আব্যসমর্পন করিয়া শাস্তভাবে বদিয়াথাকিতে হয়। সময়-বিশেষে এইরূপ বিবিধ উপায় বৈধরণে অবলয়ন করা ঘাইতে পারে। ফেনেলে। তাঁহার "আধ্যাত্মিক পতাবনী"তে, এমন কি তাঁহার "यर्गष्ठ भिक्तपूक्तिमार्गत मृत्रभयु" - श्राष्ट्र, देश माराज्य व्याम, प्र সাধনার পক্ষে প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। কিন্তু দাণারণতঃ, এই পৃথিবীতে থাকিয়া, লোকাম্তরিত আত্মার কি কি স্বত্তাধিকার আছে তাহা পূর্ব্ব হুইতে অনুমান করা, পরলোকগত নিদ্ধপদ্বিত ভক্তগণ কিন্তপ অবস্থায় অব্ধিত, তাহা ক্রনা করা কত্রর স্তানির্গার অতুক্ল তাহা ভাব: উচিত। স্বর্গাক্ত দিদ্ধ-পুৰুষেরা যাহাই করন না কেন-এ পুথিবীতে আমাদের কতকগুলি निष्कृष्टे कर्ख्या माधन कविष्ठ इटेर्ड, -- भरणेव भर्थ हिनाउ इटेर्ड। উংক্রইতর ধ্যানধার্থা-- গত্তবা-প্রের একটা বিশ্রাম-তানের মত,যুদ্ধের বিবাম-কালের মত, অথবা সংগ্রামের প্রকারাত্তর মাত্র। কণতঃ একেবারে প্রায়ন করিতা কথনই যুদ্ধে জন্মী হওয়। যান্ন। যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে, শক্তিসক্ষয় করিয়া যাহাতে বিগুণতর বলে পুনর্মার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ঘাইতে পারে, এই উদ্দেশেই কথন কথন যদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করা আবেগুকৈ হয়। একদিকে হন্দ্র্যাহিষ্ণ কটোরতা (Stoicism) আরু একলিকে বৃদ্ধিনিরোধমূলক নিজিয়তা (quietism) — এই চুইটি সম্পূৰ্ণ বিপত্নীত প্ৰান্তে অব্যতিত। স্বৰ্ণিক বি:45না করিয়া দেখিলে, বরং প্রথমটে অধিকতর বর্তার বলিলা বোধ হল। কেন না, উহা সকল সময়ে ঈথরে উপনাত করিতে না পারিলেও, অন্তত উহা মানবের বাজিয়, সাধীনতা, ও বিবেক-বৃদ্ধিকে অঞ্চত রাধে। পক্ষান্তরে, ওহাতর দে-সব উঠাইল দিলা সমস্ত মার্পটোরই অক্তির লোপ করিয়া দের। বে ঈথরপ্রেম, স্কীয় প্রেমাপদের নিজন গানের মধ্যে বিলান-তাহা হইতে, এইরূপ কতক গুলি ফল প্রস্তুত হয়, হথা: -জীবনের বিশ্বতি, জতুতা, মাল্যা, মাল্লার মৃত্যু

ইতাদি। কোন এক বিশেষ মুহুর্তে ধানিরত ব্যক্তির মনে এইরপ বিধাস হয়, যেন ঈধরের সহিত আয়া এক হইয়া গিয়ছে। এই ঐপয়া লাভে গর্লিত হইয়া, তথন সে বাজি মানব-শরীরকে ও মানব-বাজিরকে এতদর অবজা করে সে নিজের সমস্ত কার্যো তাহার উলারা উপস্থিত হয়, এবং তাহার চক্ষে ভাল মল সবই সমান বলিয়া মনে হয়। তাই, এমন কতক প্রলি বিধানার ধর্মসম্প্রনায় দেখা যায় যাহাদের ধর্মনিগ্রির সহিত চকর্ম মিশিত; ধর্মের ছ্তা করিয়া তাহারা কত অপকর্ম করে; যোগপ্রস্ত আয়হারা ভাবের দোহাই দিয়া তাহারা কত অবজ্ঞ করে; যোগপ্রস্ত আয়হারা ভাবের দোহাই দিয়া তাহারা কত অবজ্ঞ করিছে করিতে দিলে, ওধু ভাবরসকে মানব আয়ার প্রথ-প্রদশ্বকরণে বর্ম করিলে, দুগুমান জগতের মধ্যবর্তিতাবাহার,—তাহা অপকর্মর হাহা আরও নিভর-যোগ্য—সেই জ্ঞান ও মানবের মধ্যবিভিত্তা-বাতাতি,—তাহা সংগ্রমাত বাহাত স্বিধ্রের সহিত সাক্ষাং যোগ স্থাপন করিবের করনা করিলে, এই সমস্ত শোচনীয় পরিলাম যে উপস্থিত ১ইবে তাহাতে আরে বিভিত্র কি।

আর এক ছাতীয় গুহাতর আছে যাহা আরো অপূর্বা; উহা আপেফারত জাননীপ ও মাজিত; কিন্তু যুক্তির নাম ধরিয়া উপ-ভিত্ত হওয়ায় উহা আরো বেনা সেয়েকিক।

আমরা পূর্ব-পরিছেদে প্রতিপন্ন করিগছি:—মূল সতা, এমন কি. জান ও নীতিগত সার্বভৌষ মূলতবগুলিও মানবজানের নিজস্ব জিনিদ নতে; দার্পভৌম ও অবগ্রন্থাবী মূলতবগুলি পূর্ণপুক্ষেরই সহিত সংগ্রু বলিগা আমাদের জানে প্রতিভাত হয়। সেই পূর্ণপুক্ষ বাতীত এই দকল দার্পভৌম ও অবগ্রন্থাবী তত্ত্বের বাাধাা আর কিছুতেই হইতে পারে না। কেন না, অবশাহাবী দ্বাও মূল দ্বা তাঁহাতেই বিদামান,—নিত্যত্ব ও অসীমত্ব তাঁহাতেই বিদামান।
ক্ষিত্র যেরপ স্পষ্ট পদার্থসমূহের কারণ, সেইরূপ তিনি অরুত তবসমূহেরও সারবন্ধ। ঈশ্বই অবশাস্তাবী তব্দস্হের শ্বাভাবিক আধার।
যদি এই সকল তব্বের শ্বরণ—ঈশ্বর যদৃচ্ছাক্রমে উলটাইয়া না
খাকেন, ভাহা হইকে বলিতে হইবে, ঐ সকল মূল্যতাগুলি লইয়াই
তাঁহার শ্বরূপ গঠিত;—তিনি ও মূল্ সত্য একই জিনিস। তাঁহারই
জ্ঞানের অভিব্যক্তিরূপে এই সকল মূল্যতা তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত।
যতক্ষণ আমাদের জ্ঞান, ঐ সকল মূল্যত্বকে ঈশ্বিক জ্ঞানের সহিত
সংযুক্ত না করে, ততক্ষণ ঐ সকল মূল্যত্বকে ঈশ্বিক জ্ঞানের সহিত
সংযুক্ত না করে, ততক্ষণ ঐ সকল মূল্যত্ব, কারণহীন কার্য্যরূপে—
আধার বস্তবীন ঘটনারূপেই অব্শ্বিতি করে। আমাদের জ্ঞান, ঐ
সকল মূল্যবশ্বতিকে যে তাহাদের মূল্ কারণের স্থিত—তাহাদের
আধারবস্তব্ব সহিত যুক্ত করে, তাহার কারণ, এরপ না করিয়া সে
থাকিতে পারে না। ইহাই প্রজার প্রকৃতিসিদ্ধ অবশাস্থাবী নিয়ম।

অসীম সত্তা পর্যান্ত উঠিবার যে গোপান ও গতন্ত সেই সোপানটিকে তাদিয়া দেয়। গুছহন্ত মনে করে, কেবল মাত্র সেই সন্তান্তিই বিদ্যানি—বে সভাগুলি এই সন্তার বহিবিকাশ; সেই সভাগুলি হইতে এই সন্তান্তি যেন একেবারে স্বভন্ত। তাই গুছ্ব-তন্ত্রবাদীরা মনে করে,—বিশুদ্ধ পূর্ণভাকে, বিশুদ্ধ একতাকে—স্বন্ধপ্রভাকে—একমাত্র তাহারাই প্রাপ্ত হইয়াছে। কিসে ভাগাদের ধ্যানের বিষয়টিতে কোন প্রকার মিশ্রণ না থাকে, ভাগবিভাগ না থাকে, ইক্রিয়গ্রান্থ কোন উপাদান—মানবীয় কোন উপাদান তাহার মধ্যে একেবারেই না থাকে—গুহাতন্ত্র সেইন্ধপ একটা উপার্থ প্রবেষণে প্রবৃত্ত। সেই সহজ্ব উপার্য়টি এই ;—ঈশ্বরতত্বের মধ্যে মানবন্ধের ছারা পর্যান্ত আদিতে না দেওয়া—ঈশ্বরকে অতীত

ত্ত্ম নিপ্ত ণভার (abstraction)—স্বরূপগত নিপ্ত ণতার পরিণত করা। ঈশরের স্বরূপে কোন বিভাগ নাই বলিতে গেলে, বলিতে হয় ঠাহার কোন উপাধি নাই, কোন গুণ নাই—এমন কি তিনি সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে একেবারে বজ্জিত। কেন না, জ্ঞান যতই উন্নত হউক না কেন, জ্ঞান বলিলেই সেই সঙ্গে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের প্রতেদ বুঝাইয়। যায়। আতান্তিক একতা-প্রযুক্ত যে ঈশরের জ্ঞান পর্যাস্ত থাকিতে পারে না সেইরূপ ঈশররই গুহুতন্ত্রের ঈশর।

গ্রীক ও লাটিন্-সভাতার আলোকের মধ্যে থাকিয়, কিরপে আলেক্ছান্দ্রীয় দার্শনিক-সম্প্রদায়—কিরপে সেই সম্প্রদারের প্রতিভাতা Plotin, ঈশব সম্বন্ধীয় এইরপে অন্তৃত ধারণায় উপনীত হইলেন
শ্—প্রেটোনিকতার অপবাবহার করিয়া, সক্রেটিস ও প্রেটোর উংরুইতর ও কঠোরতর দার্শনিক পরতিকে বিক্রত ও কল্মিত করিয়াই উ হারা এইরপ ধারণায় উপনীত হইয়াছেন সন্দেহ নাই•। বিশেষ পন্যথের মধ্যে, পরিবর্তনশীল পদার্থের মধ্যে, আগন্তুক পদার্থের মধ্যে যাহা সাধারণ, যাহা ছায়ী, যাহা "আইভিয়া," অর্থাৎ যাহা ম্লত্র,—প্রেটোর তর্ক-পন্ধতি সেইরূপ ম্লত্বেরই স্কান করিয়াছে; ঐ পন্ধতি-অন্নারে সেই সকল ম্লত্বের উপনীত হওয়া যায় যাহা জ্ঞানের প্রকৃত বিষয়; ঐ পর্ধতি অন্নারে সেই গোড়ার সর্দাদিম ম্লত্বের উপনীত হওয়া যায় যাহার পরে আর কিছুই জ্ঞানিবার নাই—অব্ধ্রণ করিয়া, উহাদের স্বন্ধীয় ব্যক্তিক্বকে পৃথক্

^{*} গুণ ছাড়া বস্ত্র থাকিতে পাবে, কিংবা বন্ধ ছড়া গুণ থাকিতে পারে— আমার সকল লেগতেই আমি বরাবর এই ছই অসসত সিদ্ধান্তের অভিবাদ ক্রিকা আসিয়াছি।

রাধিয়া,—এমন কতকগুলি দাধারণ তবে উপনীত হওয়া যায় যাস্থা দেই সকল পদার্থের নিয়ামক মূলতত্ব। কিন্তু এই মূলতত্ব একটা অতিহন্দ্র শুন্ত ভাবমাত্র নহে; ইহা বাস্তবিক তর-ইহা সারতর। প্লোটা, ঈশ্বরকে শুধু ''অথ গু-এক'' বলেন নাই--তিনি তাঁহাকে মঙ্গলময়ও বলিয়াছেন। এই ঈশ্বর "এলেয়োট"-সম্প্রদায়ের বর্ণিত নিৰ্জীব মৃত ঈশ্বর নহেন; এই ঈশ্বর "জীবস্ত" ঈশ্বর—"ক্রিয়াবান" ঈশব। এই স্বস্পষ্ট উক্তিগুলির হারা বঝা যায়, প্লেটোর ঈশব ও ক্ষমতন্ত্রের ঈশর—এই উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ। প্রেটোর ঈশর "জগতের পিতা।" তা ছাড়া, "যে সতা আয়ার আলোক স্বরূপ, দেই সতোরও তিনি জনক।" তিনি "আইডিয়ার" মধ্যে—মল-ভব্বসমূহের মধ্যে নিয়ত বাদ করেন। এবং "এই দকল দতোর সহিত চির্যুক্ত থাকাতেই তিনি স্তাকার ঈশ্বর হইষ্চেছন।" তিনি কোন অবশ্রহাবি বাহা কারণে ৰাগ্য হট্যা এই জগং সৃষ্টি করেন নাই: তিনি মঞ্জনায় বলিয়াই এই জগ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তা ছাড়া তিনি স্বন্দরপর্ব :- তাঁহার গৌন্দর্যো কোন মিশ্রণ নাই-উহা বিকার-রহিত ও অবিনধর। সে দৌনদ্যা যে একবার দেখিয়াছে, তাহার নিকট অন্ত সমন্ত পার্থিব সৌন্দর্যা অতীক ভুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। দেই পূর্ণ দৌন্দর্গ্যের—সেই পূর্ণ মন্নদের জ্যোতিচ্চটা এরণ প্রধর-উচ্ছল ও ছনিরীকা, যে মানব-নেত্র তাহার দিকে মুখামুখি ভাকাইতে পারে না। সেই পূর্ণ জ্যোতির দিকে তাকাইৰার পূর্বে —সেই জ্যোতির যে সকল প্রতিবিধ এই পুথিবীতে মন্তুষোর মধ্যে প্ৰকাশ পায়--দেই সৰ সত্যের মধ্যে, মৌন্দর্য্যের মধ্যে, ত্যায়ের মধ্যেই সেই জ্যোতিকে প্রথমে নিরীক্ষণ করিতে হয়। আইশশব নে ৰাজি কারাগারে বছু, তাহার নেত্র যেরপ অলে অলে প্রথম স্থর্যার

আলোকে অভান্ত হয়, ইহাও সেইক্লপ। প্রকৃত বিজ্ঞানের দারা আলোকিত হইরা আনাদের জ্ঞান, পরিশেষে সেই অন্মজ্ঞোতির সমীপবতী হইতে সমর্থ হয়। ম্ববাপ্থে চালিত হইলে, আমাদের এই জ্ঞানই ঈগর পর্যান্ত উপনীত হইতে পারে; ঈগরে উপনীত হইবার জন্ত অন্ত কোন বিশেষ-র্তির আবশ্রক হয় না।

প্রটিন, প্লেটোর তর্ক-পদ্ধতিকে আতিশয্যের সীমায় লইয়া গিয়া. এবং বেধানে থাম। উচিত দেখানে না থামিয়া, মার্গভ্রই হইরা প্রভিয়া-ছেন। প্লেটো, তাঁহার তর্ক-প্রতিতে, "আইডিয়া" অর্থাৎ মূলতত্ত্ব পর্যান্ত গিয়া থামিরাছেন ;--মঙ্গলের মূলতক্তে গিয়া থামিরাছেন। তাই তাঁহার ঈথর জ্ঞানস্বরূপ ও মঙ্গলস্বরূপ; প্লেট্টনু, প্লেটোর পদ্ধতি অন্তুদরণ করিয়া কোথাও গিয়া পামেন নাই, এবং এইক্রপে তিনি অফ্তপ্রের অতলপেশ র্যাত্নে উপনীত হুইয়াছেন। তাঁহার তর্ক-পদ্ধতিটি এইরপ: -- সতা বদি ভবু সামাক্তের মধোই গাকে এবং সমস্ত বিশেষই यनि অপূর্ণতা-বাচক হয়, তাহা হইলে এই দিদ্ধান্তটি অনিবার্য। যে, যাহা কিছু আমরা কোন প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিতে পারি, যাহা কিছুর আমরা ভেদু কিংবা সীমা নিছেশ করি, তাহা ক্রথনই আমাদের এই পদ্ধতির শেষ তত্ত্ব হইতে পারে না। এই রূপ কিছু হওয়া চাই যাহার কোন প্রকার সীমা থাকিবে না —উপাধি থাকিবে না। এই পদ্ধতি, ঈশ্বর হইতে ঈশ্বরের সত্তাকে পর্যান্ত প্রভাসত করিতে চাহে। ফলতঃ, আমরা যদি বলি **ঈশ্বর একটি** মতা, তাহা হইলে এই সভার দঙ্গে বে এক ছটি সংশ্লিষ্ট আছে শুধু দেই একড়কে পুথকরূপে আলোচনা করিবার জন্ত উহাকে মন্তা হইতে বিনিশ্ম কর। যাইতে পারে। এখনে, কেবলমাত্র-একছটি একেবারে গোডার জিনিদ: কেন না, তাহার পরে আর যাওয়া

ষার না। কিছ তব্ও,—যথনি আমরা বনি "ইহা একমার,"
তথনই উহাকে উপাধির দ্বারা আমরা সীমাবদ্ধ করি। অতএক
আতান্তিক একত্ব এমন একটা জিনিস হওয়া চাই যাহা কোন প্রকার
উপাধির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইবে না; যথায়গুরূপে বলিতে পেলে—উহা
এমন একটা জিনিস যাহার কোন সন্তা নাই—এমন কি, যাহার
কোন নাম পর্যান্ত নাই; যাহা প্লটেনের উক্তি-অনুসারে "নামহীন"।
যে তত্বটির সন্তা পর্যান্ত নাই, তাহাকে চিন্তা করাও যায় না; কেন
না, চিন্তামাত্রই সীমাবদ্ধ সত্তার বিকার-বিশেষ মাত্র। এইরূপে
আতান্তিক একত্ব হইতে সন্তা ও চিন্তা—উভয়ই বক্তিত। আালেক্
আন্ত্রীয়-সম্প্রদার যদি সত্তা ও চিন্তা—উভয়ই বক্তিত। আালেক্
আন্ত্রীয়-সম্প্রদার যদি সত্তা ও চিন্তা ও সন্তার হিনাবে আলোচনা করিলে, সেই প্রমত্বের অরপ্যত্ত অনির্দ্ধণা বিশ্বদ্ধ আতান্তিক
একতা বিপ্রানের শেব-বিবয় নহে—পূর্ণতার শেব-অবয়ব নহে।

এইরূপ ঈশ্বরের সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে হইলে, মন্থুযোর সাধারণ মনোস্তিসমূতে পর্যাপ্ত হয় না; এবং এইছল্লই ঐশ্বরিক তব্নির্গর্কয়ে আালেক্ছাশ্রীয়-সম্প্রদায় একটা বিশেষ মনোবিজ্ঞানের আবশাকতা অমূভব করিয়াজিলেন।

আমাদের জ্ঞান,—পদার্থ সম্থের মধ্যে, ঐকান্থিক একবনে পূর্ণ পুরুষের উপাধিরপেই উপলব্ধি করিয়া থাকে, উহার স্বরূপণত স্বত-ক্রতা উপলব্ধি করে না;—যদি আমাদের জ্ঞান কথন স্বতম্বভাবে উহার আলোচনা করে—দে ভধু আমাদের পৃথককরণী বৃদ্ধির (abstraction) স্ক্র কল্লনা মাএ। বস্ততঃ আমাদের জ্ঞান, ঐকান্তিক একভাকে পূর্ণ পুরুষের উপাধি ছাত্য। একটা স্বতম্ব পদার্থ বিবিষা কি শীড় করাইতে চাহ, না উহা আমাদের পৃথক্করণী বৃদ্ধির একটাঃ
শুন্ত কল্পনা মাত্র ? আমাদের জ্ঞান ঈধরের উপাধি ছাড়া আর কোন
হিলাবেই এই একদকে গ্রহণ করিতে পারে না। নিপ্তণি শুন্ত-একদ্ব
কি আমাদের প্রেমের পাত্র হইতে পারে ? জ্ঞান অপেক্ষা প্রেমের
স্পুহা বাস্তব বিধয়ের প্রতি আরো বেশী। সাধারণতঃ পদার্থমাত্রকেই
ভালবাসা যায় না,—সেই পদার্থকেই ভালবাসা যায় যাহার অমুকআম্ক গুণ আছে। মানবীয় স্নেহ প্রেমান সম্বন্ধে দেখা যায়—
বাজিগত গুণকে যদি ছাটিয়া দেওয়া যায়, কিংবা একটু রূপাছরিত
করা যায়, তাহা হইলে প্রেমেও সেই সঙ্গে অস্ত্রিত কিংবা রূপান্তরিত
হইয়া থাকে।

অতএব, কি জ্ঞান, কি প্রেম—কেহই গুণতান্তের আতান্তিক একরে পৌছিতে পারে না। এই কপ প্রদার্থর সহিত যোগ নিবদ্ধ ইইলে, সামাদের মধ্যে এমন একটা কিছু থাকা চাই যাহা কতকটা সেই একরের অন্তরূপ;—জানিবার এমন একটা প্রণালী অনুসরণ করা আবশ্রক যাহার দ্বারা আয়ুঠততন্ত একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় চ ফলতঃ চৈতন্তই স্বংং-এর চিত্র; কিছ উহা নিতান্তই নীমাবদ্ধ। যে কোন-জীব, "আমি" এই কথাটি বলে, সে আসলে অন্ত হইতে আপনাকে পুণক্ করিয়া জানে; উহাই সামাদের বাজিরের আদর্শ। যে যুক্তিপ্রকৃতি-অন্সারে, একান্তিক একত্বের কোন ভাগবিভাগ নাই, কোনপ্রকার উপাধি নাই,—চৈতন্তের অধিষ্ঠানে সেই একত্বের আদর্শ কাজেই হীন হইয়া পড়ে;—কেননা, এরপ একান্ত্রিক একত্ব আদেটি চৈতনাের বিবয় হইতেই পারে না;—সে সম্বন্ধে চৈতনাের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের সহিত বিশুদ্ধ ও সাক্ষাহ গোণের যে প্রণালী ভাহা—উক্ত সম্প্রায়ের মতে—জ্ঞান নহে, প্রেম

নহে— উহা (eestasy) যোগানদের অবছা। আয়ার এই অপূর্ধ অবস্থা-সম্বন্ধে সর্ব্বিথমে প্লোটন্ই ঐ শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। ওহতর মান করে, আপনা হইতে আপনাকে বিগ্ ক করা আবশুক; এবং গুহাতরের বিগাস, মানুষ তাহা সাগন করিতেও সমর্থ। এই eestacy-ই সেই আয়হারা অবছা। পূর্গুক্ষণের সহিত যোগ নিবন্ধ করিতে হইলে, আপনার মধ্য হইতে বাহির হওয়া চাই; মন হইতে সমস্ত স্পীম চিন্তাকে বহিদ্ধত করা চাই। এইরূপ করিলে অস্থরের গভীরতম দেশে প্রবেশ করিয়া এমন একটা আয়বিদ্ধতির অবস্থার উপনীত হওয়া বাম — যথন আয়ঠিতনা বিলুপ্ত হয়, কিবা বিলুপ্ত হয়াছে বিলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইয়া যোগাবলার একটা চিত্র মাত্র; আমলে উহা যে কি—তাল কেইই ছানে না; কেমন করিয়া উর্গ তৈনা হইতে বিড়াত হয়—য়তাল কেইই বিলিতে পারে না।

এই দার্শনিক গুহাতর, পূর্পুক্র স্বন্ধীয় এমন একটা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত যাহা মূলেই মিথা। এই গুহাতর, স্থাম স্বার সমস্ত লক্ষণ হইতে ঈ্ষরকে বিনিষ্ঠিক করিতে থিয়া, স্বার লক্ষণ পর্যন্ত তাহা হইতে স্প্পারিত করিবাছে। গুহাতরী দার্শনিক-দিগের এই ভর পাছে, অ্পীমের মধ্যে এমন কিছু থাকে যাহা স্থীম প্লার্থেও বিলামান। তাহারা ব্রেন না যে, স্থীম ও অনীমের মধ্যে কেবর মাত্রাগত প্রভেদ; যাহার কোন প্রকার স্থা নাই তাহা ও একেবারেই শৃস্তা। অবহা, পূর্ণপুক্রে যেরূপ পূর্ণ জ্ঞান বিদ মান দেইরূপ অবথ একরও বিদ্যমান; কিত্ত যে একাথিক একরের

কোন বাস্তব সত্তা নাই, তাহা একেবারেই অবাস্তব –অসত্য। বান্তব পদার্থ ও বিশেষ নতা—উভয়ই তুল্যার্থবাচক। কোন এক সতা, অপর সতা নহে—এই হিনাবেই দেই সতার নিজৰ ও বিশে-ষর। স্থতরাং দেই সতার কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকা চাই। যাহা কিছু আছে অৰ্থাং যাহা কিছুর সত্তা আছে তাহাকে "অমুক-অনুক" বলিয়াই নির্দেশ করিতে হয়। বে সন্তা সাক্ষাং-একর, তাহার বাস্তবতা যদি এই বিশেষত্বের উপরেই নির্ভর করে, তাহা হইলে এই নিদ্ধান্তটি অপরিহার্যা যে, যত প্রকার দত্তা আছে তন্মধা देशबर्ड महीरिका विश्व महा। व विवस शामिन अरिका आबि ষ্ট্রটল, প্লেটোর মতের বেশী কাছ ঘেঁদিয়া গিয়াছেন; কেন না আারিইটল বলেন: -- ঈশরই ''চিন্তার চিন্তা''; তিনি কেবল একটা অব্যক্ত শক্তি মাত্র নহেন-তিনি কার্যাকরী শক্তি, এরপ শক্তি যাহার বাস্তবত। আছে। বরং এক হিদাবে বলা যাইতে পারে যে. অনিজেশ্য অবিশেষভাবই সধীম প্রকৃতির উপযোগী: কেন না স্মীম বলিয়াই তাহার কতকগুলি শক্তি চিরকালই অব্যক্ত থাকিয়। যায়— ৰাস্তবতায় পরিণত হয় না। দেই দব শক্তি বতই বাস্তবতায় পরিণত হয় তত্ই তাহার অনিদেশাতাও কমিয়। যায়। অতএব, বাস্তবিক ঐধরিক এতত্ত—নিগুণ শৃত্য একত্ত নহে—ইহা দেই পূর্ণ-পুরুষের ञ्चनिषिष्ठे এक इ--पाशास्त्र नम उरे भूति रहेराज निष्मन रहेगा तरिवारह । সামান্ত সভায় কথা ছাড়িয়া দেও; ঈশ্বরের সেই মহাসভা যেমন "'একমেব", তেমনি তাঁহার সমস্তই অত্যাপেক্ষা বিভিন্ন। তাঁহার বিভূতিগত পূর্ণ ঐশ্বর্যাই তাঁহার সন্তাগত পূর্ণতার নিদর্শন। এই সকল বিভৃতির ভেদাভেদ আমরা চিন্তার ঘারা নির্ণয় করিয়া থাকি; কিন্ত ष्मानत्न এই नकन (उन नीमान्य (उन नरह। जाहात्र मृक्षेष ;--

আমাদের মনোরত্তিসমূহ যতই বিচিত্র হউক না. যতই পদ্মিপুষ্ট হউকনা, ভাহাতে কি আমাদের সভার বিভাগ হয় ?—আমাদের বাজিগত তালাল্লা ও একবের কি কিছু মাত্র ইতর্বিশেষ হয় ? আমাদের रेक्षियत्वार आहि, कान आहि, रेक्का आहि—छोरे विनया कि আমাদের আমিত্বের একতা-বোধ কিছুমাত্র কমে १—কখনই না। ঈরর সহরেও তাই। আন্দেকজান্দীর-সম্প্রদায়ের দার্শনি-কেরা মনে করে, উপাধিগত বছলতা—স্বরূপগত একতার সুহিত অসঙ্গত: এবং পাছে ঈশবের স্বরূপগত বিশ্বন্ধ একতা কোন প্রকারে কল্বিত হ্র, এই ভয়ে তাঁহার। ঈশবকে নি গুণিরূপে কলনা করেন। এবিষয়ে ভাঁহাদের এতটা দংকোচ যে ভাঁহার। মনে করেন, ঈশবের বিভৃতি গুলি ঈখরের স্বরূপে রাখিয় দিলে, ঈশবের পূর্ণতার লাম্ব করা হয়। পূণতার শ্রম্মা ওলিকেই ঈশবের অপূর্ণতা-ঈশবের সত্তাকেই ঈশবের থর্মতা এবং ঈশবের স্টেকিয়াকে ঈশবের অধংপতন ৰলিয়া তাঁহারা মনে করেন। যাহাই হউক মনুষোর ও বিখের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, ভাঁহারা কতকগুলি গুণ ঈখরে আরোপ করিতে বাধা হইয়াছেন: কিন্তু দেই দকল গুণকে তাঁহারা ঈশবের होनठा वनिदारे अভिहिত कर्त्रन। किन्नु डाँग्राह्म शास्त्र हीनडा বলেন তাহাই বাত্তৰপক্ষে অগীন পূৰ্ণতাৱই নিদ্ৰ্ন।

আতা স্থিক- একতা রূপ দিছান্ত তাপনের পক্ষে যেমন এই আছহারা-অবস্থার দিছান্তটি নিতার্বই আবশ্যক, তেমনি আবার আছাহারা
-অবস্থার দিছান্তের ছারাই, আতা স্থিক একতা মতটি দৃষিত বলিয়া
প্রতিপন্ন হয়। আতান্তিক একতা —পূর্ণ একতা যদি দাক্ষাং জ্ঞের
অর্থাং দাক্ষাং জ্ঞানের বিবন্ধ হইতে না পারে, তাথা হইলে জ্ঞাতার
এই আল্লহারা অবস্থায় কি ফল লাভ হইবে ? এই আল্লহারা অবস্থা,

শস্থাকে দিধলপগিন্ত উন্নীত করা দ্বে থাক্, উহা মন্থবাকে মন্থবা-পদবী হইতেও নীচে নামাইয়া আনে; কেননা, যে আত্মতৈতভের অভাবে চিন্তা সন্তব হয় না, উহা সেই চিন্তাকেই মান্থবের মন হইতে একেবারে অপনীত করে। আত্মতিতনাকে রুদ্ধ করিলে, সমস্ত আনক্রিয়াই অসপ্তব হইরা:পড়ে; বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ব্যোগ থাকায়, যে সহজ জ্ঞান, যে সাক্ষাং জ্ঞান, যে স্থনির্দিষ্ঠ সবিশেষ জ্ঞানের উনয় হয়, তাহা আর উদয় হইতে পারে না; তাহা আর বোধগমা হইতে পারে না • ।

গুহাতদ্বের যতপ্রকার মত আছে, তল্পথাে আালেক্রান্দ্রীর গুহাতন্ত্র সর্বাপেকা পাণ্ডিতাপূর্ণ ও গতীর। এই গুহাতন্ত্র ক্ষা করনার
মহাকাশে এরূপ বিশীন যে, মনে হয়, বৃধি উহা লৌকিক উপধর্মাদি

ইইতে বহল্রে; কিন্তু তথাপি এই আালেক্রান্ত্রীয় সম্প্রদায়,—
মান্ত্রারা খ্যান-সমাধি ও দেবদর্শনবাদ —এই উভয়কেই একতা স্থিবিত করিয়াছে। এই ছই জিনিস বাহাতঃ পরম্পর অসকত বলিয়া

ক্রেতার্মান ইইলেও, উহাদের মূলভব্ব একই। যাহা আমাদের

^{*} দর্শন-ইতিহাসের ভূমিকার আমি বলিয়াছিলাস—"শুধু জানিবার শক্তি থাকাই প্রকৃত জান নহে, কার্যাত জানাই আসল জ্ঞান। কিন্তুপ ঘবস্থার আমাদের জ্ঞান অনানামের কেপা হয় ? আমাদের অন্তরে জ্ঞান বীঞাকারে ঝাকিলেই যথেই হয় না—ঐ বীজ অকুরিত হওয়া চাই, পরিপুই হওয়া চাই, এবং পরিপুই ইলি পেবে আপনিই আপনার বিবল্পনে পরিণত হওয়া চাই। জ্ঞানের অবশাভাবী (condition) উপাধি কি ? না, আয়াচেতনা, আর্থাৎ তেল উপানির। বস্থান কভকভানি মধ্যার কর্মানামের জ্ঞানের ব্যাহে, সেই স্থানেই আমাদের জ্ঞানের হয় । অর্থাৎ একটি অধ্যার অব্যাহারকে উপানির করে এবং সেই সঙ্গোধাকেও আপনি উপান্ধি করে, তব্দই জ্ঞানের উপায় হয় । আয়াচিতনা, বিজ্ঞান, সে জ্ঞান, জ্ঞানের ত্রানের উপান উহা বাত্তিক জ্ঞান বিজ্ঞান, সে জ্ঞান, জ্ঞানের জ্ঞানের স্থান স্থানির জ্ঞান, সে জ্ঞান, জ্ঞানের স্থান স্থানির করে, তব্দই জ্ঞানের উহা বাত্তিক জ্ঞান নহে।"

ইক্রিয়ের অগ্রাহা, তাহা দাক্ষাংভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি উভয়েই দাবী করে। একদিকে জ্ঞানপরিমার্জিত স্ক্ষতর গুড়াতদের আকাজ্ঞা,--আমুহারা-অবস্থার দারা ইম্বরে সাক্ষাংভাবে উপনীত হওয়া; অপরণিকে, সুলতর শুহাতত্ত্বের বিধাস,—ঈশ্বর স্থল ইন্দ্রিয়া-নির গ্রাহা।—এই উভয়ের প্রকরণ-পদ্ধতি বিভিন্ন, এবং যে সকল মনোরত্তি এতদর্থে নিয়োজিত হইয়া পাকে, ভাহাও বিভিন্ন: কিন্তু মূলে এই ছুইটি একই জিনিস; উহাদের মূলগত সাধারণ ভূমি হইতেই বিভিন্ন প্রকারের উদ্বট আতিশ্যের উৎপত্তি। টিয়ান-নগরের আপলোনিয়াস—ইনি আলেকজান্ত্রীয় সম্প্রদায়ের একজন লোকপ্রিয় ব্যক্তি; এবং জামাক-ইনি (Plotin যেন পুরোহিত হইয়া দাড়াইয়াছেন) একজন গুহাতম্বাদী ও গুফাতমের প্রোচিত। এই সময়ে অলোকিক কাণ্ডের সাহারো একটা নব্দত্ত্ব আবিদাব হয়। প্রাঠীন ধর্মাও কতকগুলি আলোকিক কাণ্ড প্রদর্শন কবিতে লাগিল, এবং ভবজানীয়াও সগর্মে ৰলিতে লাগিল যে, ভাহারা মন্ত মন্তব্যনিগের দশ্ম থে ঈথরকে আনিয়া হাজির করিতে পারে। তাহারা প্রেত্রির: প্রেতেরা ভাষাদের মাজান্তবর্ত্তা দাব: উপদেবতাদিগকে ভাহারা আর স্তবস্তৃতি করিয়া আহ্বান করেনা; উপদেবভারা ভাহাদের আদেশে আপনারা আদিয়াই উপস্থিত হন। এককণায়,---দীক্ষিতবিধের জন্ম আত্মাত্মারা ধ্যান-দমাধি: এবং জনদাধারণের এন্য (५वडापित माकाश्वर्मनवाम ।

সকল যুগেই এবং পৃথিবীর সর্বাংশেই, এই ভূই প্রকার গুগান্তম্ব পরম্পরকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, দেখা যায় ৷ ভারতবর্ষে, ও চীনদেশে দেখা যায়, যে সকল সম্প্রদার অভিস্ক বিজ্ঞানবাদের (idealism) উপদেঠা, তাহারাও অভীব নীচ পৌত্তিকভার দেঝ

শয় হইতে দূরে নহে। একদিন তাহারা ভগবদ্গীতা, কিংবা লাওংস্থ পাঠ করে; তাহাতে আছে;—''ঈধর অনির্বাচনীয়, নির্গুণ, निर्मित्यय" ; अपत्रतिन आवात छाराता है এই तथ उपादन अवग करत বে ;—দেই ঈথর অনুক অনুক মূর্তিরূপে, অনুক অনুক অবতাররূপে আবিভূতি হইয়াছেন; তাঁহার কোন বিশেষ মূর্ত্তি না থাকিলেও, তিনি দক্র মূর্তিই ধারণ করিতে পারেন; যেচেড়,তিনি দং-স্বরূপ; স্কুতরাং कि अञ्ज, कि अनिविन, कि कुकूत, कि बौत्रश्रूक्य, कि मूनि-धरि-তিনি সকলেরই মধ্যে আছেন—তিনি সকলেরই সারবস্তু। এইরূপ প্রাচীন গ্রীদেও, জুলিএনের স্থামলে, একই ব্যক্তি স্থাপেন্দ্ নগরে টোলের অধ্যাপক এবং মিনর্জা ও দিবেল-মন্দিরের পরিরক্ষকরূপে নিযুক হইত। একদিকে উহারা প্লেটোর "রেপাবিক" প্রভৃতি গ্রন্থের স্ক্র টীক। করিয়া ঐ গ্রন্থগুলিকে ছর্ম্বোধ করিয়া তুলিত; পক্ষাস্তরে জনসাধারণের সমক্ষে, "পবিত্র অব ওঠন" ও "মঙ্গলমনী দেবীর মুগরা" প্রতি প্রদর্শন করিত। এইরূপে তাহার। ক্থন তত্ত্বজানীর আদনে উপবিট হইয়া, মামুধকে মানব-চিত্তের অতীত বস্তুতে উত্তোলন করিত; কথন পুরোহিতের আসনে বদিয়া মানুষকে মানুষের নীচে नामारेवा ज्यानिछ। এरेक्रार्थ উरावा इत्स्तीव छइविनावि श्राविकत-স্বদ্য মতাৰ জ্বল উপৰ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিত।

যথন পুট্ধশের জয় ২ইন, তথন পুট্ধর্ম সমস্ত মনুধ্যমগুলীকে ধরশাবনের মধানে মানিয় এই শোচনীর গুহাতন্ত্রকে কিরংপরিমাণে দমন করিন; কিন্তু কতবার এই আধাায়িক ধর্মের শাসনাধীনেও গুহাতন্ত্র, প্রাকৃতিক ধর্মান্থ্রের (Natural religion) উত্তট আতিশ্যা পুন; প্রবৃত্তিত করিয়াছে। বোড়শ শতান্ধিতে যথন Pagan ভাবের ও Pagan সম্প্রারের পুনক্থান হয়, যথন মানবচিত মধামুগ্রের

দর্শনশাস্ত্রের বন্ধন ছিল্ল করিয়াও আধুনিক দর্শনশাস্ত্রে উপনীত হয় নাই, সেই সময়ে যুরোপে গুহাতম্ব আবার দেখা দেয়। আপ্রনিয়ন ও काम्बिक्-इंहाँएनत ज्ञान Paracelse ও Van-Helmont ज्ञावि-ভূত হরেন। এমন কি, সপ্তদশ শতান্ধীতেও Swedenberg এক প্রকার উন্নত শুহতেম্ব ও একপ্রকার ইন্দ্রজাল—এই চুইটি একাধারে একত্ৰ দৰিণিত করেন। তিনি এইরপে সেই সৰ মৃঢ় বাক্তিদিগকে একটা নৃতন পথ দেধাইলেন, নাহারা প্রাতে, আয়াও ঈশরের অক্তিছ-সম্বন্ধে স্মৃদৃদ্ ও অকাট্য প্রমাণসমূহের বিকল্পে প্রতিবাদ করিত, এবং তাহার পরই আবার সন্ধাকানে, চকু ৰাতীত অস্ম উপারে দুৰ্শন করিতে, কৰ্ণ ৰাতীত অন্ত উপায়ে প্ৰবন্দ করিতে, বাভাবিক ইক্সিরবাতীত অক্ত উপায়ে মনোর্ভিসম্হকে নিয়োগ করিতে উপ-দেশ করিত, একটা অভিমাহ্যিক বিজ্ঞান লোকের হত্তে অপ্ণ করিবে বলিয়া অংশীকার করিত, ৩ ধু এই নিগমে – যদি তাহার পূর্বেই তাহারা আন্মানতনা, চিম্বা, স্বাধীনতা, স্বতি-প্রভৃতি যাহা কিছু থাকায় সাকুষ ভ্ঞানবান্ও নীতিমান্ জীব হইয়াছে, — দে সমস্ত বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় ;—অর্থাৎ ঘাহা আমি জানিতে সমর্থ, সেই দব যখন আমি জানিতে পারিব না, তখনই আমি দব জানিতে পারিব; আমি তথন এক অপূর্জ আভর্ষা জগতে উন্নীত হইব; কিন্ধ জাগ্রং হইলে, সচেতন হইলে,—দে ভগতে যে গিয়াছিলাম, তাহার বেশমার জ্ঞান কিংকা স্থতি আনার থাকিবেনা। এই স্থশতর ও 'কিন্তুত-किमाकात्र' श्रष्टाजञ्ज-कि व्याद्माञ्चविनाा, कि भारोजञ्जविनाा, छेड-রকেই বিহৃত করিয়া ফেলে। এই নৃতন গুহাতদ্বের আগ্রহারা-অবস্থা, ষ্ট্জনের আয়হারা অবসার মত , ইহা আন্তেক্ভারীয় সম্পুদাবের আগ্রহারা-অবস্থারই একপ্রকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলিদেই ২৭; কিন্ত ইহাতে দে প্রতিভানাই; কোন ন্তন হও নাই; ইতিহাদের সকল বুগেই এইরপ গুহাতদ্বের পুনরাবিভাব সময়ে-সময়ে পরিলক্ষিত হয়।

যে সকল নিরমের দ্বারা মানব-প্রকৃতি সীমাবদ্ধ, সেই সকল নির্ মের গাণ্ডী হইতে বাহির হইলে, দেখ আমর। কোথায় গিয়া পডি। প্রথমে (charron) শ্যারে । বলিয়াছেন, পরে (Pascal) তাহারই পুনরাব্ত্তি ক্রিয়া এইরূপ ব্লিয়াছেন:—"বিনি দেবতা গভিত্তে চাহেন, তিনি পশু গড়িয়া বদেন।" (শিব গড়িতে স্থানর গড়েন) এই দমস্ত বাতলতার ঔরধ.—মানব-জ্ঞানের দম্বন্ধে কঠোর দিদ্ধান্ত-কাপন করা: মানবজ্ঞানের পক্ষে কতটা অসাধা, তাহা আলোচনা করিয়া দেখা। মানবক্সান প্রথমে ইন্দ্রিয়ের আবরণে আরুত থাকে; পরে উহা সার্মভৌমিক ও অবগ্রস্থাবী তত্ত্ব-সমূহে আরোহণ করে; পরিশেষে, সেই সকল ভাৰের যিনি মলভার, সেই অসীম পুরুষে গিয়া উপনীত হয়: বিনি বাস্তক-সভা,--সার-সভা, মানবজ্ঞান সেই পুরু-ধের অন্তিত্ব উপলব্ধি করে, কিন্তু কল্মিন কালেও তাঁহার স্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না—তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবরণ আদিয়া জ্ঞানের এই সকল স্বতংগিদ্ধ উচ্চতরকে জীবন্দ করিয়া ভোলে; কিছু এই ছুই বিভিন্ন শ্রেণীর কাপারকে কথনই এক করিয়া ফেলে না: ভাবরসের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া জ্ঞানকে विध करत ना। मनूरवाद लाव मनीम जीव ९ मिट जनीम पूर्वपूक्ष জন্মর এই উভয়ের মধ্যে চুইটি ব্যাপার মধ্যন্থরূপে অৰম্ভিত:--একটি এই বিশাল বিশ্ব, যাহা আমাদের চক্ষের সমক্ষে প্রসারিত: অক্টা.—দেই সব নিতা সতা, যাহা জ্ঞানের নিকট প্রতিভাত হইয়া থাকে, কিন্তু যাহা জ্ঞানের দ্বারা উংপাদিত হয় না; চক্ষু যেমন সৌন্দর্যা উপদ্ধি করে, কিন্তু সৃষ্টি করে না, ইহাও তদ্ধণ।

দেই সকল সন্তার সন্তা প্রমপুর্বের নিকট উপনীত হইবার প্রকৃষ্ট উপায় সত্যের অন্থূলীলনে ও সত্যের অন্থরাগে জীবন উৎসর্গ করা, সৌন্দর্যার ধান করা, সৌন্দর্যাকে শিল্পকার্য্যে প্রতিফলিত করা, এবং সর্ক্রোপরি শুভকার্য্যের অন্থূলান করা, মঙ্গলসাধন করা। ইহাতে আমাদের চক্ষ্ ঝলসিয়া যাইবে না, আমাদের মগুক বৃথিত হইবে না; আমরা যতটা অধিকার—যতটা শক্তি লাভ করিবাছি, তাহারই পরিমাণ অনুসারে আমরা ক্রমশং তাহার নিকটবর্ত্তী হইব।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ञ्चल त ।

मानव-मत्न भोनक्षाञ्चान ।

যে দকল দিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে সংক্ষেপে ভাষা বিসূত করা যাইতেছে।

সপুদ্র শতান্দির শেষভাগে, ভিন্ন মতাবলম্বী ছইটি দার্শনিক দম্পায়ের প্রাত্তাব হয়। আমরা উভয়েরই সহিত যুক্তিয়াছি; এবং একজনের দারা অপরের মত পশুন করিয়াছি। প্রতাক্ষবাদের প্রতিবাদে আমরা ইক্লিয়চেতনার অসম্পূর্ণতা, এবং বিজ্ঞানবাদের (idealism) অপরিহার্গ্য আবশুক্তা প্রতিপাদন করিমাছি। লক্ ও ক্রিয়াকের মতে সায় দিয়া, আমরা স্বীকার ক্রিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়াদি হইতে,—মান্নতৈতভা হইতে আমানের জ্ঞানর্ভির স্ত্রপাত হইয়া থাকে:--বিশেষ-বিশেষ জ্ঞান ও আগদ্ধক জ্ঞানের আরম্ভ হইয়া পাকে: এবং বীড ও কার্টের মতে সার নিয়া, আমরা ইহাও স্বীকার করিয়াছি বে.—এই সব বিশেষ-বিশেষ জ্ঞানের সাক্ষাং উৎস যে ইন্দিয়চেতনা ও আগ্নটেততা, এই ছই বুত্তির উর্দ্ধে, আরও একটি বিশেষ বৃত্তি আছে, যাহা ইন্দ্রিয়চেতনা ও আয়ু চৈতন্ত হইতে ভিন্ন, অণ্চ যাহা উহাদের সঙ্গে সঙ্গেই পরিক,টিত হয়। সেই বৃত্তির নাম প্রজা। উহা, দার্কভৌম ও অবশাস্তাবী দত্যসমূহের মূল-প্রস্রবণ। আমরা কাান্টের মত থওন করিয়া এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছি বে, প্রজার প্রামাণিকতা এবং প্রজার ঘারা বে সকল সভা আমাদের निक्र अकानिज इम्र, मिर मक्त मरजात्र आमानिक्जा गात-भन्न-नार দৃত্পতি ও সংশ্রাতীত। তাহার পর, সেই সকল প্রজ্ঞা-প্রকাশিত দতাই আবার তাহাদের চিরন্তন মূলতত্বকে — দ্বিরকে প্রকাশ করে। পরিশেষে, যে বৃত্তি-সঙ্গত আধ্যায়িকতা সমন্ত মানবমগুলীর বিষাসন্ত্রন, এবং প্রাচীন ও আধুনিক মহায়াগণের মতামূগত, সেই আধ্যায়িকতার সহিত, 'কিছ্ তৃতিমাকার' ও অনিইজনক গুলু গুলুর ভেন স্বত্রে নির্বাহ্ব করিয়ছি। এইজপ প্রত্যক্ষজানের অবশাস্তাবিতা, যিনি সভ্তার মূলাধার — সেই সত্যক্ষর্কপ অসীম প্রক্ষের অবশাস্তাবিতা, আধ্যাথ্যিকতার সহিত শুলুতত্ত্বের স্কুল্পই পার্থাক্য, — এই সমন্ত বিষয় প্রথম-

এই বিতীয়-খণ্ডে, আমরা স্থলবের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। একটি নৃত্ন পদা অস্থসরণ করিয়া এ বিব্যেরও একটা জ্ঞানদীপ্ত সং-দিল্লাস্তে উপনীত হইতে ১১ টা করিব।

সপ্তদশ শতালির দশনশাস্ত্রেই স্থক্তরের আলোচনা, কলাদৌলর্ঘার আলোচনা প্রথম প্রবর্তিত হয়। মেটো ও আরিইটলের নিকট ইহা স্থপরিচিত থাকিলেও, তাঁহাদের শিশুদের দারা এ বিষয়টি তেমন সাদরে গৃহীত হয় নাই। সপ্তদশ শতালিতে এবিষয়ের ফেরপ বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে, তাঁহারা তার কাছ দিয়াও যান নাই। বলা বাহলা, প্রতক্ষবাদী দাশনিকসম্প্রদার, দশনের এই বিভাগে ম্মদৌ হস্তক্ষেপ করেন নাই। লক্ ও কঁদিয়াক্ স্থলর-সম্বদ্ধে একটি পরিজ্ঞেদও—একটি পৃষ্ঠাও নিথিয়া যান নাই। তাঁহাদের পরবর্ত্তী দার্শনিকেরা তাঁহাদেরই আর, স্থলরকে উপেক্ষা করিয়ছেন। তাঁহাদের দর্শনতন্ত্র স্থলরের তাৎপর্যাব্যাথা কিরপে করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া, তাঁহাদের দর্শনতন্ত্র হইতে উহাকে একেবারে বর্জন করাই স্থবিধা মনে করিয়াছিলেন। একথা সত্য, দিল্লো

4 Piderot) দৌন্দর্য্য ও শিল্পকরার একজন উন্মত্ত ভক্ত। এ বিষয়ে জাঁহার একটু প্রতিভাও ছিল; কিন্তু ভল্টেরার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক,—তাঁহার ঐপৰ ভাব গজাইয়া উঠিয়াছিল মাত্র; কিন্ত পরিপক্তা লাভ করিতে পারে নাই। তিনি এ সম্বন্ধে অনেক নৃতন 🤻 কথা ৰলিয়াছেন; -- কিছু প্ৰায়ই পদ্মপদ্মবিদ্যোধী। তিনি কোন স্বতবের আশ্র গ্রহণ করেন নাই, তিনি ক্ষণিকভাবে মুগ্ধ হইঞ্চ তাহারই স্রোতে ভাগিয়া পিয়াছেন; আদর্শ বলিয়া যে একটা জিলিন্ আছে, তিনি ফেন তাহা আদৌ জানিতেন না। স্বিজ্ঞো বেরূপ দর্শন-সম্বন্ধে, দেইরূপ ক্লা-সম্বন্ধেও জড়বাদী। যাহা হউক, তব তাঁহার এতটুকু পৌন্দর্যাবোধ ও কল্পনাশক্তি ছিল—যাহা তাঁহার কালে ও ठाँशां मण्डानाराह मर्या च शैर विद्रम् । अह-मण्डानाराह मार्गनिकश्य काार्ड, त्रीक्श-ठइक् उँशास्त्र म्मॅनऊक्क झान मिन्ना चक्रीम বোপাতারই পরিচয় দিয়াছেন। আহার মধ্যে ও প্রকৃতির মধ্যে তাঁহারা স্থানরকে নেখিতে তেটা করিয়াছেন: কিছু মন্বব্যের প্রতিভা হুন্রকে কিরুপে আবার পুনরুংপান্ম করে, দে বিগয়ের কাছ দিয়াও তাঁহার। যান নাই। আমরা একণে এই বৃহং **গ্রেলট** । সংক্ষে বিভূত ভাবে আলোচনা করিব। সৌন্দর্যাও ক্লাদখন্তে এकটা প্রশালীবদ্ধ সর্বাঙ্গনশ্রর মতবাদ তোমাদের নিকট আমি অব্বিক কৈ বিব।

এই অনলোচনায় বে প্রণাণীটি অনুসত হইন্নছে, প্রথমত: সেই প্রণাণীট কতদর সমাচীন, তাহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইব।

ছই প্রকারে স্থানের আলোচনা হইতে পারে। হয়— আমাদের বাহিরে, সাক্ষাং স্থানরের মধ্যে, এবং বে সকল পদার্থে স্থানরের ছারা পতিত হয়, সেই প্রার্থের মধ্যে; নয় বে সকল আমান ও ভাৰ আনাদের অন্তরে হক্ষরকে উদোধিত করে, সেই দক্ষ আন ও ভাবের মধ্যে, কুদরের আলোচনা হইতে পারে। যে জানাবির সহিত ভাষরা এখন ফুশরিনিড—সেই প্রনানীটি এই:—আহম্ম হইতে বাজা হুক করিয়া বাহাতে বহিনিয়ে পর্যায় প্রীছান বায়, এইক্স একটি নিমে আবিহার করা। অতএব মানদিক নিমেলা হইতেই প্রথমে আমরা বারা আরম্ভ করিব; পরে, হুনরের মহুশে অমহিত যে আমা, ভারার অকরা অম্পালন করিব। এইবপ করিব,—হুনর আমতে কিরপ, এক প্লার্থের মধ্যে হুনর কিরপ ভাব হাকা করে, ভারার অম্পালনের বত্ত আমরা প্রস্তুত হইতে পারিব।

क्ष्मरस्य नद्र व क्षात्वित क्षामार इ त क्षायी काशा क कतक श्रीत्व क्षा विकास कम सक्।

ইয় একটি অকিলাছিত মৃত্য কি না যে—কতকভানি পদাৰ্থ আমাজের মৃত্যুৰ পাকিবে (যে কোন অন্তান অন্তিত হউক না) ভাষার কোন-একটিকে প্রেৰণা অমত্যা এইকপ নিভাগের উপনাত বই:—"এই জিনিসটি ফুক্র;" এই কথাটি অন্তান ন সময়ে স্পষ্টবাপ ছাহিরে বাক্ত হয় না। কথন কথন উহা কেকা একটা অন্ট্রট উদ্ধান-মানিতে পর্যাক্ষণিত হয়; কথন বা উহা এক নিংশাক্ষ মনোমান্তে উদিত হয় যে, মন উহা ধরিতে পারে না।

ध्वेत्राण कृष्य विश्व ष्यावादः ध्वविठ ६६८०१, देउत्र माधाकः स्वराजके निक्षे देश अवन्यक्रातः ध्वानः भागः; ध्वः मक्ष्यः छार्गक बाराहे देशत माष्ट्रः ध्वानः करतः।

व्यू त बरायमार्ट्य श्रांतरे व्यसानक त्रोक्नीव्यन केरबरिक का, व्यस् नरहः, त्रोक्टीव ब्रांतर व्यस्त विवृद्धः, देशं मृतासन संवर्धक हाज़हेंग्री गांत। मनव श्राह्मक तम् सामा, त्रीकर्गावक राहे नीचा; चाचाव त्र नीचा, वानव-श्राह्मक त्र नीचा,
रागेन्द्र्गावक राहे नीचा। त्रांन नीवर्ण्य कांच त्रिश्चा, कांश्वक
रकांन चिर्द्र श्रेक्षाविक निर्ध्य प्रवस्त कांक्य त्रिश्चा, कांक्यक मक्त रकांन चिर्द्र श्रेक्षाविक निर्ध्य प्रवस्त कृत्वत्य कांच्य क्रिंग्य क्रिंग्य निर्द्र वर्ष्य क्राह्मक व्यवक प्रवस्त प्रवस्त कृत्वत्य कृत्वत्य वीचा चिर्द्रमा व्यवक व्यवक विक्रां क्राह्मक व्यवद्र त्राहे श्रुक्त कांच्य व्यवक व्यवक मांचावत्य कर्मा चार्द्रम् याहात्र नवद्य चावात्मत्र तृष्ठि त्यांन श्रुक्ता कांच्या क्रिंग्य क्रम्मोक हरेग्र चार्द्रम व्यवक चावात्मत्र तृष्ठि त्यांन श्रुक्ता कांच्या चित्र।

ইপ্রিরবারী দার্শনিকেরা, অকীর শতের সম্বভি রক্ষা করিবার করু সৌন্ধ্যাকে ইপ্রিরপ্রধে পরিণত করিতে বে চেটা পাইবেন, তাহঃ ত ধরা কথা।

অবক্ত, যাহা কিছু স্থানর, তাহা আনাদের ইক্রিরপ্রিরও বটে;
অপ্তত: তাহার হারা আনাদের ইক্রির ব্যথিত হর লা। সৌক্রেরের
অধিকাংশ ধারণাই নের ও প্রোত্তের হার বিরাই আনাদের নিকট
উপনীত হর; এবং মকণ প্রকার কলা-সৌক্র্যা পরীর-যোগেই
আনাদের আ্যার প্রতিভাত হইরা থাকে। বে পদার্থের সংস্রবের
আনাদের কট হয়, তাহা আন্তলে বতই স্থানর হউক লা কেন,
আনাদের নিকট স্থানর হলিয়া বোধ হর লা। ছংগার্ভ আন্থাকে
গৌক্র্যা বড়-একটা অধিকার করিতে গারে লা।

স্থ্যনক্তা অনেক সময়েই সৌক্ষ্য-বোধের সহচর বলিয়া, উহা হইতে এক্লপ সিদ্ধান্ত হয় না বে, উভয়েই এক জিনিস।

ष्यत्नक जिनिम, याहा बत्नावम वा ख्रवनामी, छाहाहे त्व मर्ताः

পেক্ষা- হ্রন্দর, তাহাও ঠিক নহে। হ্রন্দর পদার্থ ও হ্র্থদায়ী পদার্থ বে এক জিনিল্ নহে—ইহাই ডা'র নিদর্শন। আমাদের ভূয়োদর্শনই ইহার সাক্ষী। যদি এই ছই জিনিল একই হইত, তাহা হইকে: উহাদিগকে কথনই বিচ্ছিল্ল করা যাইতে পারিত না;—যে জ্বা যে, পরিমাণে হ্র্থদ, তাহা সেই পরিমাণে হ্রন্দর, এবং যে পরিমাণে হ্রন্দর, সেই পুরিমাণে হ্র্ণদ্দ হইত।

त्म क्षा मृत्य थाक्,— त्य मकन हे आ प्राप्ताः श्वामात्तत्र स्थाताः इत्र, **छत्राक्षा इहे है हि** देखित साज आसामित केंस्रात एकारतक जाव डेरहा-মিত করে। কেহ কথন কি এরপ কথা বলে;—"আহা। কি चनत भाषाम ।" "कास कि जनत ग्रह ।"-प्रथम ७ जनद শদার্থ এক জিনিন হইলে লোকে এরপই বলিত। পক্ষান্তরে, এমন কতক গুণি আণের স্বৰ্থ, বসনার স্বৰ আছে, যাহা উৎকুষ্টতর প্রাকৃতিক ও লৈলিক সৌন্দর্য্যেই মত আমাদের ইক্রিয়-রৃত্তিকে আলোড়িত করিয়া তুলে। তা'হাড়া, আমাদের চাকুষ ও শ্রোত্রিক অমুভতিসম-হের মধ্যে যাহা অধিকতর তীত্র,তাহাই যে আমাদের অন্তরে সৌন্দর্যা-জ্ঞান উলোধিত করে, তাহাও নহে। রে সকল উজ্জলবর্ণের চিক্র ভধু নেত্রকে মুগ্ধ করে, কিন্তু আত্মাকে ম্পর্শ করে না—তাহা অপেকা मुद्र वर्षक हित्व कि जात्नक ममस्य जामना दिनी मुद्र इहे ना १ जात्ना. এই কথা আমি বলি,—আমাদের ইক্রিগ্রুতি হইতে ওধু যে দৌলগা-कान डेप्शब इव ना, खाहा नहर, शबब कथन कथन डेशवाता आमा-स्वत्र रगोन्वग्रङ्कान व्याष्ट्रज्ञ इहेग्रान्यत्र । এक्छन कांक्रनिज्ञी, विवाध-শিভ্ৰমময় বিৰিধ মুর্ভিন্ন অন্তক্ততি রচনা করিয়া সম্ভোষ লাভ করিতে शास्त्रन ; किन्न উश जामास्मद्र :हेक्किस्त्रत ज़्शिकत्र हहेरलङ, जामास्मत्र চিত্তকে উদেশিত করে; আমাদের অন্তরে সুন্দরের যে বিশুদ্ধ অক-

শক্ষ আদর্শ বিদামান আছে, তাহাকে ব্যথিত করে। অতএব প্রথগনকতা স্থলরের পরিমাপক নহে; কেন না, কোন কোন স্থলে, উচা দৌদ্র্শাকে নই করে—স্থলরকে ভ্লাইয়া দেয়। অতএব যাথা কিছু প্রথদ, তাহাই স্থলর নহে; বেহেতু, বেখানে স্থলর বস্তু নাই—দেখানেও স্থপদ কম্বকে দেখিতে পাওয়া যায়—সমধিক পরিমাণেই দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থানর ও স্থান বস্তার মধ্যে যে প্রভেদ — উক্ত তর্টিই তা'র ম্কে বিদামান; অর্থাং, ইক্লিলচেতনা ও জ্ঞানের মধ্যে যে প্রভেদ' উহ্-দের মধ্যেও সেই প্রভেদ।

যথন কোন পদার্থের সংস্রবে তোমার স্থার্ত্তব হয়, তথন যদি কেহ তোমাকে তাহার কারণ জিজাসা করে, তুমি তা'র কিছুই উত্তর দিতে গার না, তুমি শুধু বল'—এইরূপই আমি অন্তব করি। যদি কেহ তোমাকে জানাইরা দেয়, যে, ঐ একই পদার্থ ইইতে অন্ত বক্তিদের ভিন্নপ্রকার অন্ত্তি উৎপন্ন হয়—উহা তাহাদের অপ্রতি উৎপাদন করে; তাহা হইলে তুমি বোধ হয় বিশ্বিত হওলা; কেন না, তুমি জান, বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচি; সেই জন্তা, অন্ত্তি-সম্বন্ধ তুমি কাহাকেও প্রতিবাদ করিতে পার না। কিছু বদি কোন বন্ধ কেবল মাত্র স্থাব না হয়—তাহার উপর আবার যদি তুমি তাহাকে স্কর বিলিয়া বিবেচনা কর—তাহা ইইলে দে স্থলে তুমি কি তাহার প্রতিবাদ কর না ? তাহার দৃগ্যন্ত, মনে কর—এই মহন্ববান্ধক ম্র্তিট স্কলর; স্র্থোনব্যের দৃগ্য, কিংবা স্থান্তের দৃগ্যন্ত স্করে; নি:বার্থতার ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার ভাবন্টি স্কলর; ধর্ম স্কলর; মদি কেহ এই সকল নিদ্ধান্তের স্তাতা-বিশ্বর প্রতিবাদ করে, তথন প্রেলি তুমি সংগ্রে সাগ্র বিন্যা বিন্যাহিলে, এখনে তুমি সেরূপ

সহজে সার দিতে পার না;—তুমি ভাহার দেই প্রতিবাদকে ভিন্ন কৃচির অনিবার্য পরিণাম বলিয়া নিশ্তিত হইতে পার না; তথন তুমি ইক্লিয়চেতনাশক্তির তারতবারে দোহাই দেও না; তুমি তথন এমন একটা প্রমাণের দোহাই দেও, বাহা সকলের পক্ষেই সমান বলবং,—অর্থাৎ তথন তুমি জ্ঞানের দোহাই দেও।

ত্বন তোমার মনে হয়, তোমার প্রতিবাদকারীকে প্রান্ত বৃদ্ধিত তৃমি অধিকারী; কেন না, এছলে তোমার নিছাস্কটি, স্থকর কিংবা কঠকর ইব্রিরাস্তৃতির ভার এমন-কোন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নহে যাহা পরিবর্ত্তনশীল ও ব্যক্তিগত। স্থাস্তৃতি আমাদের নিজের দৈহিক গঠনতার গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ; এই গঠনতার প্রতিম্পৃত্তিই পরিবর্ত্তিত হইতেছে;—বাস্থোর অবস্থা অনুসারে, বাযুর শৈতাতাপ-অনুসারে, আমাদের সায়ুর অবস্থা-অনুসারে, নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু স্থলার অবস্থা-অনুসারে নিয়ত পরিবর্তিত হইরে ছারুর অবস্থা-অনুসারে নিয়ত পরিবর্তিত হইরে আমাদের কাহারও নিজের করা আমাদের কাহারও অধিকারায়জ্জ নহে; এবং যথন আমারা বিনি,—"ইহা স্ক্রের,"—তথন উহা আমাদের ইব্রিরচেতনার অনুতৃত পরিবর্ত্তনশীল ও ব্যক্তিগত ধারণামাত্র নহে, উহা ধ্রুব নিছাস্ত্র - যাহা মসুষ্য মাত্রেরই জ্ঞানে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

ইক্সিরচেতনাকে যদি জ্ঞানের সহিত এক করিসা ক্ষেণ, স্থলব্বকে যদি স্থাত্ত্তিতে পরিণত কর, তাহ। হইলে ক্ষতি-সধকে আর কোন নিরম থাকে না। বেশবেডিয়ারের আগিলো-প্রতিমাকে দেখিয়া কোন বাজি যদি বলে,—মন্ত প্রতিমা দেখিয়া আমাকে মনে যে স্থাত্তব হয়, এই প্রতিমাকে ধেবিয়া তদপেকা কিছুমাত্র অধিক স্থাহত্ব হয় না,

কিংবা এই প্রতিমাটি আমার আদৌ ভাল লাগে না, ইহাতে কোন দৌন্দর্যা আমি দেখিতে পাই না, তাহা হইলে আমি তাহার অমুভূতির প্রতিবাদ করিতে পারি না: কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি তাহা হইতে এইরূপ নিষ্কাল্ক করে বে, আাপলো স্থলর নহে, তথন আমি মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিব, আমি তাহাকে স্পষ্ট বলিব, দে ভ্রমে পতিত হইয়াছে। লোকে স্থক্ত ও কুক্তির মধ্যে প্রভেদ করে; কিন্তু যদি স্থান্দর ওধু স্থাবদ-তেই পরিণত হয়, তাহা হইলে এই প্রভেদের অর্থ কি ? তুমি আমাকে বলিবে, আমার রুচি নাই ; অর্থাং— তোমার ধেরূপ অনুভূতি হইতেছে, আমার দেরূপ অনুভূতি হইতেছে ना-এই ना ? य बिनिम्हित्क जूमि अनामा कत्रिराज्ञ है डेरा ভোমার উপর যে প্রভাব প্রকটিত করিভেছে, আমার উপরেও কি দেই একই প্রভাব প্রকটিত করিতেছে না ? তুমি যাহা অ**ফু**ভব করিতেছ, তাহা যেমন সত্যা, আমি যাহা অত্মন্তব করিতেছি, তাহা কি তেমনই সভ্য নহে ? তবে কি করিয়া ভূমি বলিবে, তোমার অতুভৃতিটিই ঠিক্, এবং আমার অতুভৰ্ট ঠিক্ নহে,—যথন আমরা উভয়েই দেই একই বস্তুর অত্তব করি:তছি। তুমি যাথা অত্তব করিতেছ, তাহাই অধিকাংশ লোক অমুভব করে, এবং আমি যাহা অমুভব করিতেছি, তাহা অধিকাংশ লোক অমুভব করে না—এই জন্তই কি ভূমি এই কথা বলিভেছ ? কিন্তু মতামভের সংখ্যা এন্থলে किछूरे नटर । स्रमारद्वत यथन এरेक्न लक्ष्म कत्रा रुरेग्राटर,---गरा रेखि-ব্যের প্রীতিজ্ञনক, তাহাই স্থন্দর, তথন উহা যদি একজনেরও ইক্সিরকে পরিত্রপ্ত করে, সমস্ত মানবমগুলীর নিক্ট উহা কলাকার ৰলিয়া বিবে-विक स्टेला अ, भारे अकबन बाक्ति याशात देखिय कुछ स्टेख्टाइ. स् উহাকে স্থপর বলিয়া ভাষ্যরূপে আখ্যাত করিতে পারে; কেন না,

দে, স্থলবের যে লক্ষণ করিয়াছে, তাহার সহিত উহার সম্পূর্ণ মিল আছে। তাহা হইলে বলিতে হয়, বাপ্তবিক স্থান্ত বলিয়া কোন জিনিসই নাই; সমন্ত লোন্দর্যাই আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল; সমন্ত দৌল্র্যাই অবস্থারগত, প্রথারগত, বা প্রচলিত সংস্থারের অনুগত; বেনীক্র্যোর মধ্যে যতই ভেদ থাকুক না কেন, যদি উহা কোন ব্লাকের ইন্দ্রিবত্রপ্রিকর হয়, তাহা হইলে উহা সকলেরই সমান পূজা ষ্ট্রে: এবং যথন এই জগতে লোকের প্রকৃতি-বৈন্দার অন্ত নাই, তথন কোন-না-কোন জিনিদ কোন-না-কোন লোকের প্রীতিকর হইবে, তাহাতে আর আন্চর্যা কি ;—তাহা হইলে এমন किङ्करे थारक ना, याश छन्छत नार ; अथवा, आव अ किविबा বলিতে গেলে, হলের বলিয়াও কোন জিনিস থাকে না, কুংগিত বনিমাও কোন জিনিধ থাকে না; তাহা হইলে হটেনটট হ্বান্ধ (Venus) ও মেনিভির स्वीनम-- इट এক-মমান : এই মিদ্ধান্তটি বামন অবঙ্গত, বে মূলত্ত্ত অস্বরণ করিয়া এই বিদ্ধান্তে পৌছান গিরছে, তাহাও দেইরপ অবঙ্গত। এই অবঙ্গতির হাত হইতে এড়াইবার একটি মাত্র উপায় আছে; নে উপায় পুরেষক মুল ভ্রটিকে প্রত্যাধ্যান করা ;—এই কথা স্বীকার কর। যে, স্কুলরের একটি ধ্রুব আদুর্শ আমাদের অন্তরে নিহিত আছে - উহা ইপ্রিয়াফুর্ড ১ হইতে সম্পূৰ্ণক:প বিভিন্ন।

নে চড়ার ঠেকিয়া প্রত্যক্ষবাদের তরীখানি চুর্ণ হইয়া যার দেটি
এই:—অপূর্ণ ও অনীম নৌল্র্যোর একটা ধারনা কি আমাদের
অপ্তরে নাই ? যথন আনরা প্রকৃতির বিচিত্র-শোভাসৌল্র্যো মুগ্র হই, দেই দঙ্গে একটা উক্ততর নৌল্র্যোর, নিকে আমাদের চিত্ত কি উন্নীত হয় না,—যাধাকে প্রেটো 'স্কুল্রের আইডিয়া" বনেন, থানং তাঁহার স্তায় স্ক্মার-ক্রচির লোকমাত্রই—প্রকৃত কলা-গুণী-মাত্রই—যাহাকে সৌলর্ম্যের মূল আদর্শ বলিয়া অভিহিত করেন ? আমরা যখন বিবিধ পদার্থের মধ্যে সৌল্র্যের তারতম্য নির্নারণ করি, তখন অনেক সমরে আমাদের অজ্ঞাতসারেও আমরা কি সেই মূল-আদর্শের সহিত তাহাদের তুলনা করি না—যে আদর্শটি বিশেষ-বিশেষ সৌল্র্যের মানক্ওস্বরূপ ? স্থলরের যে পূর্ণ-আদর্শ আমা-দের সমস্ত সৌল্ব্যাজানকে আচ্ছন করিয়া রহিয়াছে, যে অতীক্রিয় ধ্বর সৌল্র্যার রূপ করনা অসম্ভব, তাহাকে ইক্রিয়বোধ কি করিয়া প্রকাশ করিবে ?

অতএব, যে দর্শনতন্ত্র শুরু ইন্দ্রির হইন্টেই আষাদের সমস্ত জান টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করে, সেই দর্শনতন্ত্র এই আনর্শনান্দর্যের সন্থা আসিয়াই শুন্তিত হয়। ইন্দ্রিয়বোধ হইতে ভিন্ন যে ভাবরস,—সেই ভাব-রসের হারাও ইহার সম্চিত ব্যাখ্যা হয় কি না, দেখা যাক্। জ্মনের অনেকটা কাছাকাছি যায় বলিয়া, কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তি, ক্ষমনের ধারণা ও মকলের ধারণার মূলে এই ভাবরসকে স্থাপন করিয়াছেন। অবশা ইন্দ্রিয়বোধ হইতে ভাবরসে অগ্রসর হওয়া কতকটা উন্নতি বটে। আমাদের মতে, কদিয়াক্ ও হেল্ভেসিয়ান্ ছাড়া, হতিসন্ ও শ্বিথ্ প্রভৃতি আরও কতকগুনি দার্শনিক এই মতাবলয়ী।—কিন্তু আমাদের বিহাস,—আমরা সমাক্রপে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, জ্ঞানের সহিত্ত ভাবকে এক করিয়া ফোনের, ভাবের মূল্টিকে ভাব হইতে অপ্যারিত করা হয়। ভাবের প্রকৃতি পরিবর্জনশীল ও সবিশেষ; যেমন মান্ন্যে মান্ন্যে পার্থক্য, সেইরূপ প্রত্যেক মান্ন্যের ভাবের মধ্যেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়; তাই ভাব কথনই স্বাস্ক্রণ বা অনন্যানিরপক্ষ হইতে পারে না। মূল্তক্ না

ছইলেও, ভাব যে একটি প্রধান তথ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রথমে জ্ঞান হইতে ভাবের পার্থক্য ভালরূপে নির্ণয় করিয়া, তাহার পর ভাবকে আমরাই ইক্রিয়বোধ অপেক্ষা উচ্চ আসনে স্থাপন করিব এবং সৌন্দর্যাগ্রহণে ভাবের কতটা হাত আছে তাহা দেখাইব।

যে প্রকৃতি-রাজ্যে মামুষ দৌন্দর্য্য দেখিতে পায়, দেই প্রাকৃতিক কোন পদার্থের সন্মুথে আপনাকে তুমি স্থাপন কর এবং সেই পদার্থ দর্শনে তোমার অস্তারে কিব্রপ ব্যাপার উপস্থিত হয় তাহা মনোযোগ সহকারে একবার পর্যাবেক্ষণ কর। ইহা কি ঠিক নহে – যথন ভূমি কোন পদার্থকৈ ফুলর বলিয়া স্থির কর, তথন সেই পদার্থের সৌদ্র্যাও ভূমি অনুভব কর,—মধাৎ তদর্শনে ভোমার অওধে একটি মধুর ভাবের দকার হয় এবং তথন তুমি দংগ্রভৃতি ও প্রীতির শাকর্ষণে তাহার প্রতি আরুষ্ট হও? অভত্বে ব্যন তুমি ইহার বিপরীত বলিয়াই স্থির কর, তথন তোমার অস্তরে বিপরীত ভাবেরই আবিভাব হয়। বিচারে যখন ভূমি কোন পদার্থকে কুংসিং বলিয়া দ্বির কর, তথন সেই সঙ্গে তোমার অন্তরেও একটা বিরাগের ভাব উপস্থিত হয়: এবং বিচারে যথন কাহাকে স্ত্রন্দর ব্লিয়া প্রির কব তথন সেই সঙ্গে তোমার অন্তরেও একটা অন্তরাগের ভাব উপস্থিত **इया श्राकृत्रिक भवार्य वर्गानहे त्य ७५ धहेकम छाव छै**रभन्न इया, ভাহা নহে। যে কোন বিষয়ই হোক না কেন, বিচারে ঘাং। কিছু আমরা স্থন্য কিংবা কুংসিং বশিবা ন্তির করি, ভাহারই সম্বন্ধে এই-রূপ ছইটি বিপরীত ভাব আমাদের অন্তরে উপপ্রিত হয়। যত ইচ্ছা অবতা পরিবর্তন করিয়া দেখ,-একটা চমংকার অট্টালিকার শুমুখে কিংবা একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দণ্ডের সন্মুখে আপনাকে স্থাপন কর: দেকটি ও নিউটনের মহং আবিধার, (Conde) কদের মহতী বী র-কীর্ত্তি, Saint Vincent de Paul-এর অফুপম ধর্মভাব মনে ভাবিরা দেব; আরও উর্দ্ধে আপনাকে উত্তোলন কর;—অনস্তপুরু-ধের ধারণাটিকে আপনার অস্তরে জাগাইরা তোল;—যাহাই কর না কেন,—যথনই স্থলরের ভাব ভোমার মনে উদ্দীপিত হইবে, সেই সঙ্গে তোমার চিত্ত এক প্রকার অপূর্ব্ধ মাধ্যার্গে পরিপ্লুত হইবে, এবং সেই রুগোদ্দীপক বিষয়টির প্রতি ভোমার অমুরাগ স্থভাবতই ধাবিত হইবে।

বিষয়টি যে পরিমাণে স্থান্ধর—আয়ার আনন্দও সেই পরিমাণে তীর এবং অনুরাগও দেই পরিমাণে গভীর হইয়া থাকে—অথচ সে অনুরাগের মধ্যে লালসার উদাম আবেগ থাকে না। আমরা যখন কোন বস্তুকে স্থান্ধর বিলিয়া মনে মনে প্রাণ্ডাংসার করি, সেই প্রাণ্ডাংসার মধ্যে আমানের বিলার কির প্রভাব বেশী থাকিলেও উহা ভাবরসে অস্থানরিত। যখন আমানের এই গুণমুম্মতা (admiration) এমন একটা সীমায় আসিয়া পৌছে যে, ভাহাতে চিত্ত চঞ্চণ ও উত্তেজিত হইয়া মানব-প্রকৃতির সীমা ছাড়াইয়া য়ায়, তখন চিত্তের এই অবস্থা,—উয়ও অনুরাগ বা মন্তর্ভা (enthousiasm) নামে অভিহিত হয়।

ইন্দ্রিরবোধের দর্শনতন্ত্র, স্থালরসম্বন্ধীয় ধারণার ব্যাখ্যা করিতে গিলা সৌন্দ্রারসের স্বভাববিরুদ্ধ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন;—সৌন্দর্যার্ক ও স্থান্ত্রভূতি, এই উভয়কে এক করিয়া কেলেন। এই দর্শনতন্ত্রের নিকট সৌন্দর্যা, বাসনা বই আর কিছুই নছে।

কিন্তু প্রত্যক্ষরাপারনমূহ এই মতবাদের বিরুদ্ধে যেরূপ সাক্ষ্য দেয় এমন আর কোন মতবাদের সম্বন্ধে নহে।

বাসনা কাংকে বলে ? প্রকাশা ভাবেই হউক, বা গোপনেই হউক, কোন বস্তুকে পাইবার জন্ম চিত্তের যে আবেগ, তাহাই বাসনা। গুণমুগ্ধতার প্রকৃতি ভক্তিরদায়ক; পক্ষান্তরে বাদনা স্বকীয় কিব্যুক্তে অংগানীত করে।

বাদনা,—অভাবৰোধ হইতে উৎপন্ধ হয়। অভতাৰ বাদনা ৰলিলেই বুঝায়,—যাহার মনে বাদনার উদয় হয়, ভাহায় একটা কিছু অভাৰ আছে, ক্রটি আছে এক তজ্জন্ত সে কতকটা কঠও পাইয়া থাকে; কিন্তু সৌন্দর্যারদের পরিভৃত্তি সৌন্দর্যারদেই; সৌন্দর্যারদ আমপ্রিভৃত্ত।

वामना कालामग्री, व्यादशम्त्री ७ इःबनाग्रिनी। भकाखत्त्र, ভग-वामन। विमुक्त य भीनार्यादम, भारे भीनार्यादम विकृतक डेब्रङ করে, পুলকিত করে, এমন কি কখন কথন মন্ততার দীমা প্র্যাপ্ত লইয়া যায়: অন্থত উদাম বাসনার যে কট তাহা ভোগ করিতে হয় ना । इंक्रियश्रवायन वाकि विधान ७५ इंक्रियाकर्षक जार ६ जीयन ভাব দেখিতে পান, কলা खेंगे সেখানে কেবল সৌন্দৰ্যাই দেখেন। ষ্ট্রকা-তান্তিত জাহাজের উপর যথন আরোহীগণ উদ্ধানতরক দশনে ও মত্তকোপরি ভীষণ ৰজনির্ঘোষ প্রৰণে কম্পিতকলেবর হন, তথন कना ख्री प्राप्ट जीय-कांच मृत्माद ७४ प्रीक्याशास्त्रहे निमय शास्त्र । কড়ের মহান ও ভীৰণ সৌন্দর্য্য অধিকক্ষণ ধ্যান করিতে পারিবেন বলিয়া, কলাগুণী ক্ষেৰ্যে (Vernet) একটা মান্তৰে স্থাপনাকে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন। যথনই তিনি ভয় পাইলেন, মানব-দাধারণ আবেগের ৰশবন্ত্ৰী হইলেন, তথনই তাঁহাতে যে কলাগুণী ছিল, সেই কলা গুলীই যেন মৃক্তিত হইল: তথন সামাক্ত মামুধ ছাড়া তাঁহাতে আর কিছই রহিল না।

গৌলগারস ও বাদনা—এই উভয়ের মধ্যে এইরপ সম্বন্ধ যে, উভয়ই উভয়কে খণ্ডন করে। একটা আমাধরণের দৃষ্টান্ত দিই:— স্থাছ অন্তর্গন ও অমৃত্যর বিবিধ স্থায় সজ্জিত একটা ভোজের প্রান দেখিরা তোমার চিত্তে ভোগবাসনা জাগিরা উঠে; কিন্তু সৌন্দর্যারসবোধ জাগিয়া উঠে না। আবার নেত্রসমক্ষে স্পজ্জিত এই সমস্ত
সামগ্রীর দ্বারা আমার রসনা তৃপ্ত হইবে,—একথা না ভাবিয়া, যদি
তথু আমি ভাবিয়া দেখি, স্থানটি কেনন সাজান হইয়াছে, ভোজের
বাবস্থা কিরুপ পারিপাটী হইয়াছে, তাহা হইলে, সৌন্দর্যারসবোধ
কিরুৎপরিমাণে আমার অস্তরে জাগিয়া উঠিতে পারে; কিন্তু ইহা
নিশ্চয়, ভোজন-স্থানের এই সজ্জা-স্থানা—ভোজের এই বাবস্থাপারিপাটা আয়্রমাং করিবার জন্ত আমার মনে কথনই বাসনার
উদ্রেক হইবে না।

বাদনার উদ্রেক করা—বাদনাকে উদীপিত করা দৌল্র্যার কাজ নহে; বাদনাকে বিশ্বদ্ধ করিয়া তোলা—মহং করিয়া তোলাই তাহার কাজ। যে রমনী যে পরিমাণে স্থলর—(সেরপ সাধারণ-ধরণের,— ফুল-ধরণের দৌল্র্যা নহে, বাহা চিত্রকর Rubans করা অতীব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিতে রথা প্রশাস পাইয়াছেন; পরস্ক সেই আদর্শ-দৌল্র্যা, যাহা প্রাচীন গ্রীদের চিত্রগণ, এবং Raphael ও Leseur প্রমান উৎক্রপ্তভাবে চিত্রিত করিয়াছেন,) সেই পরিমাণে, তাহার সেই দেবীমূর্ত্তি দশনে আমাদের বাদনা, একপ্রকার অতীক্রিয় স্থল স্থক্মার ভাবের দারা উপরব্ভিত হয়,—এমন কি, কথন কথন নিঃমার্থ ভিক্তরদে পরিগত হয়। "ক্যাপিটলের হ্বীনন্", কিংবা Sainte Cecile কিংবা Lambert-এর অট্টানিকায় অধিন্তিত প্রাড়ান্ত মুর্ত্তি দশনে যদি তোমার মনে ইন্দ্রিলালান্য উদ্দীপিত হয়, তাহা হইলে বৃষ্ণিব তৃমি গৌল্র্যাগ্রভৃতির শক্তি লইয়া জ্লাও নাই— দৌল্র্য্য হেসার জন্ত নহে। যিনি প্রকৃত কলাগুণী, তিনি আমাদের

ইক্রির অপেকা আয়াকে অধিক পরিতৃত্ত করিতে চেষ্টা করেন।
গৌলর্যা চিত্রিত করিবার সময় তিনি শুধু আমাদের মনে বিশুদ্ধ
পৌলর্যারসেরই উদ্রেক করিবার প্রায়া পান; যখন তিনি গৌল্যারস
এতটা জাগাইয়া তোলেন যে, উহা মন্ততার সীমায় আসিয়া পৌছে,
তথনই তাঁহার প্রণপন। চরম সিদ্ধি লাভ করে;—শিল্লকলা চরম
প্রংকর্ষে উপনীত হয়।

অতএব, নৌন্দর্যা-রন একটি বিশেষ রদ, এবং সৌন্দর্যোর ধারণাও একটি অমিশ্র ধারণা; কিন্তু এই সৌন্দর্যারদ কোন একটা বিশেষ আকারে কি প্রকটিত হয় না ? কোন-এক বিশেষ ভাতীয় সৌন্দর্যোর প্রতিই কি উহার প্রয়োগ হয় না ? অভ্যান্ত বিষয়ের ভায়, এথানে ও প্রতাক্ষকে দাক্ষী মানিতে হইবে।

যথন আমানের নেত্রসমক্ষে কোন পদার্থ বিদামান থাকে—যাহা স্থাপত্ত ও স্থারিণ্ট্, এবং যাহার সমন্তটাকে এক-নছরে আমরা সহছে ধরিতে পারি,—বেমন কোন স্থানর ফুল, স্থানর প্রতিমৃতি, কিংবা প্রাচীন গ্রীসের কোন অনতি বিরাট্ শোভন মন্দির,—তথন আমানের সমন্ত মনোর্ডিই ঐ পনার্থের প্রতি আসক হয়, এবং এক-প্রকার অবিমিল্ল সন্তোধ-সহকারে তাহার উপর বিশ্রাম করে; আমানের ইন্দ্রিয়গন, উহার সমন্ত গুটনাটি সহছে ধরিতে পারে, এবং আমানের ইন্দ্রিয়গন, উহার সমন্ত গুটনাটি সহছে ধরিতে পারে, এবং আমানের জান উহার সমন্ত প্রতিনাটি সহছে ধরিতে পারে, এবং আমানের জান উহার সমন্ত প্রতিনাটি হইলেও উহার প্রতিরূপ আমানের জান উহার প্রতিরূপ আমারা স্পাইরপে করনা করিতে পারি;—কেননা, উহার অবহর ওনি এতই স্থানিন্দিই ও স্থবিভক্ত। আমানের অন্তর্মায়া তথন উহার প্রতিক প্রানে এক প্রকার মধুর ও প্রশান্ত আনন্দ্র অন্তর্ময়া তথন উহার প্রতি উল্লানে বিকলিত হইয়া উঠে।

भकाञ्चल, आमजा यनि अमन-कान भनार्थ अवलाकन कति, খাহার আকার-প্রকার তেমন স্থপ্ত ও স্থনির্দিষ্ট নহে, অথচ থাহা দেখিতে থবই স্থানর, অবশা তাহা দেখিয়াও আমরা একপ্রকার স্থা অন্তত্ত করি, কিন্তু তাহা ভিন্ন শ্রেণীর স্থা। এই পদার্থটিকে প্রথমটির মত আমাদের সমস্ত ইক্রিয়ের দারা গ্রহণ করিতে পারি না। জ্ঞান তাহার একটা স্থল ধারণা করিতে পারে মাত্র; কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়দকল তাহাকে দমগ্ররূপে উপলব্ধি করিতে পারে না. এবং আমাদের কল্পনাতেও তাহার প্রতিরূপ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পার না: আমাদের ইক্রিরাদি, আমাদের কল্লনা, স্বকীয় অন্তিম দীনায় পৌছিতে বুথা প্রয়াদ পায়: আমাদের মনোবৃত্তিগুলি ঐ পদার্থ টিকে উপলব্ধি করিবার জ্ঞ আপনাদিগকে সাধানত বিবন্ধিত করে, বিভারিত করে: কিন্তু তথাপি ঐ পদার্থটিকে ধরিতে পারে না. পদার্থটি উহা-দিগকে অতিক্রম করে। আমরা এইরূপ পদার্থ হইতে যে স্থথ অত্ন-ভব করি, দে স্থপ উহার বৃহত্ব হইতেই উৎপন্ন হয় ; কিন্তু ঐ বৃহত্বই আমাদের অন্তরে একটা বিধাদের ভাব জন্মাইয়া দেয়; কেন না, ঐ বৃহত্তের মাত্রা আমাদের পক্ষে—আমাদের ধারণার পক্ষে অত্যন্ত বেণী। তারকা থতিত আকাশ, বিশাল সমুদ্র, উত্তন্ত পর্বত—এই সমস্ত দেখিয়া আমরা মগ্ধ হই বটে: কিন্তু তাহার সহিত একটা বিধা-দের ভাবও মিশ্রিত থাকে। তাহার কারণ, সমস্ত জগতের ন্যায় ঐ সকল পদার্থ বা স্তবিক স্মীম হইলেও আমাদের নিকট অসীম বলিয়া মনে হয়; কেন না, উহাদের অপরিমেয়তা আমরা ধারণ করিতে পারি না; এবং যাহা বাস্তবিক অসীম, তাহাকে অমুকরণ করিতে গিগা আমাদের অস্তরে অনস্তের ভাব উদ্বোধিত হয়: এই অনস্তের ভাব থেমন একদিকে আমাদিগকে উদ্ধে উত্তোলন করে, তেমনি অপরদিকে আমাদিগকে নীচে নামাইয়া বিনম্র করিয়া তুলে। ইংগর অন্থরূপ যে ভাবরসটি আমরা অনুভব করি, উহাকে একপ্রকার কঠোর স্থে বলিলেও বলা যায়।

এই প্রভেদটি স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিবার জন্ম, আরও অনেক मृशेख मिल्या गारेष्ठ भारत । याहा এक-नकरत महस्क मिला गांत्र, এইরূপ বৈচিত্ত্যবিশিষ্ট অনতিবিস্তৃত একটা ময়দান দেখিয়া তোমার বে মনোভাব হয়, সাগর-তরঙ্গ-বিক্ষোভিত-পাদ কোন অলুভুদী তর্ধিগমা পর্বত দর্শনেও কি তোমার একই প্রকার মনোভাব হয় গ মধুর দিবাবোক, স্থলনিত কণ্ঠস্বর, ভোমার মনের উপর যে প্রভাব প্রেকটিত করে.—ঘোর অন্ধকার ও মহানিস্তনতাও কি সেই একই প্রকার ভাব ডোমার মনে উত্তেক করে ? আবার জ্ঞান ও দীতির मिक मिया स्वय-यथन कोन धनाहा लोक, छारात धन छाछा अकु-श्रिङ्जार मीनम्बिट्यत निक्रे छेगुङ करब, किःवा यथन कान छेनातcচতা বাক্তি নিজ শক্রর প্রতি আতিগা প্রদর্শন করে, এবং আপনার জীবনকে সম্কটাপর করিরাও দেই শক্রর প্রাণ রক্ষা করে,—এই জিভর স্থাল তোমার মনোভাৰ কি একইরপ হইয়া থাকে ৷ স্থললিত ছ्त्माबम्न ও কোমলকাম্বপদাৰলীতে পূর্ণ একটা লগুণরণের কবিতা मान कतिया (नव, Horace-এর পত-Valtaire এর ক্রান্ত পদা গুলি মনে করিয়া দেখ, - আর তাহার পাশাপাশি 'ইলিয়াড্, কিংবা ভারত-बानीमिराज तरहे नव महाकावा-गाहा व्यान्ध्या पर्वेशाव अधिभूनं, যাহাতে উচ্চাঙ্গ-দর্শনের সহিত ক্লমর ও বিবাদময় বর্ণনা সমিপ্রিত-বাহার লোকসংখ্যা দিসহস্রাধিক, দেবতা ও রূপক-বিষয়ীভূত বাকিগণ वाकात नातक-(महे मब महाकावा मत्न कत्रिवा (मध ; এই উ छ । জাতীয় কাৰা পাঠে তোমার মনে কি একট প্রকার ভাব সম্পিত কণ १ শার একটা দৃষ্টান্ত নিই—ইচাই শেষ দৃষ্টান্ত;—মনে কর একদিকে, একজন সেথক কলমের চই-এক পোঁচার সমন্ত মানব জ্ঞানকে
বিশ্লেষণ করিলেন; কিন্তু সেই বিশ্লেষণটি বেশ প্রীতিজনক হইলেও
ভাষাতে গভীরতা নাই; আর এক দিকে, একজন দার্শনিক, জ্ঞানরব্বিকে তর্মভ্রন্ত্রপে বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশে, দীর্মকাল ব্যাপ্ত
থাকিয়া জ্ঞানের মূলতর ও তথপ্রস্থাত ফলপরশ্বরা তোমার সম্মুখে
ধারণ করিলেন; ভাষার প্রনীত দেই "ইন্দ্রিন-বোধসম্বনীয় স্কর্ভ"
ও "বিশ্লুজ্ব-জ্ঞানের ত্র্বিচার" পাচ করিয়া নেখ,—সভা-মিথাার কথা
না ভাবিয়া ভ্রমু পৌন্দর্যোর দিক্ নিয়াই দেখ,—এবং ভাষার পর তুলনা
করিয়া বল,—এই উভয় প্রেণার লেখা পাচ করিয়া ভোমার মনে
কির্মণ ভাবের উলয় হয়।

অতএব দেখ, এই ছই প্রকার ভাব, সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ; একটিকে বি:শ্বরূপে ''স্থুন্র,'' এবং অপরটিকে ''মহান্' বলা যার।

নৌল্যার্গপ্রথং বে স্কল মনোরতি প্রযুক্ত হয়,—দেই স্কল মনোরতির আলোচন। সম্পূর্গ করিবার জন্ত, জ্ঞান ও ভাবের পর আর একটি মনোরতির উল্লেখ করা আবিগুক; সেরতিটিও কম প্রয়োজনীয় নহে; সেই রতিটি মন্তর্গতিপ্রসিক স্কাব করিয়া ভোলে,— সেটি করনা।

কোন ৰাহ্মপদাথ সন্মাথ বিশ্বমান থাকিলে, আমাদের ইক্সিয়বোধ, বিতারবৃদ্ধি ও ভাবরদ বেরূপ দেই পদার্থের প্রতি প্রবৃক্ত হয়, সেই-ক্ষপ তাহার অবিদ্যমানেও সেইদকল বৃত্তির পুনরাবির্ভাব হইয়া থাকে। দেইস্থলে উহাকে স্মৃতি বলা যায়।

শ্বতি বিবিধ; কোন পদার্থের সম্মুখে আমি ছিলাম বলিরাই যে ভধু সেই পদার্থ আমার মনে পড়ে, তাহা নহে; পরস্ক সেই পদার্থের উপস্থিতিকালে সে যেমনটি ছিল, যেমনটি আমি তা'কে দেখিলাছিলাম, যেমনটি অন্তব করিলাছিলাম, বিচারে তাহাকে যেমনটি ভাবিলাছিলাম, তাহার অবিদ্যমানেও ঠিক্ সেই ভাবেই ভাহাকে আমার মানদ-পটে অফিভ করি। এইরূপ স্থলে, কোন কোন দার্শনিক, এই মৃতিকে করনা মুক স্মৃতি বিলিয়া অভিথিত করেন। উহাই করনার বিজিয় মূল; কিন্তু করনা উহা ইইতে আরও কিছু বেশা।

শৃতিকর্তৃক যে স্কল প্রতিবিধ আনীত হয়, মন সেই স্কল প্রতিবিধকে বিশ্লেষণ করে, উহাদের বিভিন্ন অব্যব-রেথার মধ্য হইতে কতকগুলি নির্মাচন করিয়া লয়, এবং সেই স্কল রেথা লইয়া আবার নৃত্ন প্রতিবিধ রচনা করে। নৃত্ন রচনার এই শক্তিট না থাকিলে করানা, শৃতির গণ্ডির মধ্যেই বন্দী হইয়া থাকিত, সন্দেহ নাই।

পদার্থসমূহের ঘারা উপরক্ষিত হওয়া, ঐ সকল পদার্থ অনুপরিত, কিংবা অন্তহিত ইইলেও উহাদের প্রতিবিধ পুনুকংপাদন করা, এবং নৃতন করিয়া রচনা করিবার জন্ত ঐ দকল প্রতিবিধকে রপান্তরিত করা,—ইহাতেই কি সমন্ত করানা নিংশেষ্তিত হয় দুনা, তাহা নহে। অন্তর্জ ঐশুলি করানার মূল উপাদান; কিন্তু উহাতে আরও কিছু বোগ করা আবস্তক;—দেটি দৌল্বয়রম। এই দৌল্বয়ারমের প্রভায় মহতী করানা পরিপোধিত ও উহাদিত হইয়া থাকে। কোন নাটককার বদি কোন নায়কের চরিত্র ভাল করিয়া অনুশীলন করেন, তংসম্বন্ধে কতকগুলি জীবত্ত দুলা প্রদান করেন, চরিত্রের মুখ্য অব্দেরপ্রতি লাইখা স্থল্পর্কণে গোপাযোগ করেন, তাহা হইলেই কিয়বের হইল দুনা; তা' ছাড়া সৌল্বয়িরম চাই, সৌল্বর্যার প্রতি অন্তর্ন রাগ চাই;—দেই মহং অন্তঃকরণ চাই, যাহা হইতে নাটককারের মহতী রচনা প্রস্তে হইবা থাকে।

কণাটা ভাল করিয়া বুঞ্জিয়া দেখ। আমি বলিতেছি না-এই পৌন্ধারদই কল্পনা; আমি শুধু বলিতেছি, এই দৌন্ধারদের উৎস হইতেই কলনা দৈৰফ্ঠিলাভ করে, কলনা কলবতী হয়। কলনা-বিবরে লোকের মধো যে এত পার্থকা দৃষ্ট হয় তাহার কারণ,— কেহবা পলার্থসমূহ প্রতাক্ষ করিয়াও উত্তেজিত হয় না, বে সকল প্রতিবিধ তাহারা স্বকীয় চিত্তে সংরক্ষিত করে, দেই স্কল প্রতিবিধ দেখিয়াও উত্তেজিত হর না, যোগাযোগ করিয়া যে দক্ল নৃতন প্রতি-বিধ তাহার৷ রচন: করে, দেই দকল নূতন রচনাতেও তাহার৷ উত্তে-জিত হয় না। পক্ষায়রে, আর কতক গুলি লোক,—যাহাদের একটা বিশেব প্রকারের ভার-বোধশক্তি ছাছে: কোন প্রার্থের প্রথম দুর্শনেই যালাদের তীব্রতর গভীরতর একপ্রকার ভিত্তবিকার উপস্থিত হয়,— তাহারাই দেই জনম্ব স্মৃতি গুলিকে সম্বরে রক্ষা করে, এবং তাহাদের সমস্ত মনোবৃত্তির পরিতালনায় একটা প্রবল্ আবেগ পরিল্ফিড হয়। এই ভাব-রদ্টি মুপুনারিত কর-সমস্তই নিজীব হইরা পড়িবে। এই ভাব রদের প্রবাহ ছুটুক,-মাবার সমন্তই জীবন-ক্রি লাভ করিবে-জীবনের রঙ্কেরঞ্জিত হইবে।

কল্পনা ভধু দৃশবিস্ত ও দৃশাবস্তর মাননিক প্রতিবিধেই বন্ধ নহে।
ধ্বনি দৃশাবস্তর প্রতিবিধ না হইলেও, ধ্বনিসমূহ অরণে আনিয়া তাহাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাইবার জন্ত কল্পনার কি আবশ্রক হল না পূ
যে বাজি প্রকৃত সঙ্গীত গুণী, তাহার কল্পনাকি ঠিঅকরের অপেক্ষা
কিছু কম নহে। যথন কোন কবি স্বভাব-বর্ণনা করেন, তথন
তাহার প্রতি শোকে কল্পনাশক্তি আরোপ করে; কিন্তু যথন তিনি
ভাবর্ষের অব্তার্ণা করেন, তথন কি তাহার কল্পনা অস্বীকার
করিবে পূ কিন্তু কবি তাহার কবিভার মধ্যে, দৃশ্যবস্তর প্রতিবিধ

ও ভাবরস ছাড়া,—ভাষ, স্বাধীনতা, ও ধর্ম,—এই সমস্ত নৈতিক-ভ্রেরেও কি প্রয়োগ করেন না ? এই সকল নৈতিক-চিত্রে—আয়ার এই আভান্তরিক জীবন-চিত্রে, কল্পনার আভিত্ব নাই, এ কথা কি কেহ বলিতে পারে ?

রসবোধ যেমন কলনার উপর কাজ করে, তেমনই কলনাও তাহার দেই ঋণ স্থানসমেত পরিশোধ করে।

আমার বক্তৰা কথাটা এই :--এই বিশ্বদ্ধ ও জনস্ত আবেগ, এই रमोक्स्मां खुतारा -- गाझार्ड कतिया रकान वाकि क्या ख्री इंडेर्ड भारत्र, ---ইহা কল্লনা-প্রবণ লোক ছাড়া আর কাহারও মধো দুই হয় না। ফলতঃ, সর্ব্যাকরে প্রত্যক্ষ স্তন্তর প্রাথই আমানের প্রত্যেকের অভুরে সৌন্দর্যার্থ জাগাইয় তলিতে দুমর্থ হয় : কিছু দেই প্রার্থটি আমাদের দৃষ্ট হইতে অস্তৃহিত হইয়া গেলেও, যদি তাহার জলস্ত প্রতিবিধ আমানের অন্তরে থাকিল না বার, তবে মুহুর্তের তরে, যে দৌলগারদ আমাদের অন্তরে উলেধিত হুইয়াছিল, তাহা অল্লে আল্লে অপ্নীত হয়; অন্ত কোন প্ৰাথদশনে সেই রস্বোধ আবার জাগিল উঠিতে পারে, কিন্তু তাহার অনশনে আবার নির্মাণ ছট্রা যায়। দেই পদাধটির প্রতিবিদ, কল্পার দার। ক্রমাণ্ড পরিপোরিত, ও পরিবন্ধিত না হওয়া প্রবৃক্তই উঠা অস্তরে স্থায়ী হয় ना। উহাতে দেই कहानाशिक थाका ठाइँ माटे धावन अधःक वित প্ৰেরণা থাকা চাই, যাহা বাতীত কেঃই কৰি হইতে পারে না---কলান্ত্ৰী হইতে পাৰে না।

আর একটা রক্তি-স্থকেও কিছু বলা আবিশুক। সে রক্তিট একট অমিশ্র রুডি নহে; ভাহা প্রেকাক রুডিগুলিরই সহজ সংমিশ্রণ সমুংপর। ইহাকে কলা-কচি বলে। এই কণা-কটি-স্থকে অনেকেট আব্যালিকে আলোচনা করিয়াছেন। এতংসদক্ষে যে সব মতবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে যদ্ছহাক্রমে কলা-ক্রিকে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

কোন একটি স্থন্দরকাবারচনা, কিংবা সাঙ্গীতিক রচনা শ্রবণ করিবার পর, কোন প্রতিমর্ত্তি কিংবা কোন চিত্রবর্ণনে মুগ্ন হইবার পর, বাহা প্রতাক্ষ দেখিয়াছ, তাহা যদি মানদ-পটে আবার আনিতে পার, যে শক অ'র ধ্বনিত হইতেছে না, সেই শক যদি আবার গুনিতে পার.— এক কণায়, তোমার যদি কলনাশক্তি থাকে, তাহা হইলেই বলিতে পারা যায়, তুমি এমন একটা জিনিদ পাইয়াছ, যাহার অভাবে প্রকৃত কলা-ক্রি জনিতে পারে না। ফলতঃ, কল্প-প্রস্ত ব্রুনার ব্যাসাদ করিতে হইলে, দেইরূপ ব্রুনা করিবার শক্তি কত্রকটা তোমার নিজেরও থাক। অবেশ্যক নহে কি ? কোন গ্রন্থকারের রচনা-রস অভূত্র করিতে জ্পুলে, সেই গ্রন্থকারের সমকক হইতে না পারিলেও অন্ততঃ কিয়ংপরিমাণে তাঁহার সহিত তোমার সাদৃশা থাকা আবশাক নতে কি ? কোন বাক্তি বেশ বন্ধিমান :-- কিন্তু নীর্দ ও কঠোর-প্রকৃতি দেমন মনে করু Le Batteux কিংবা Condillac), তিনি কি প্রতিভার স্ফল দুংসাংসিক্তার মর্যাদা ব্রিতে পারিবেন প তিনি তাঁহার সমালোচনায় একটা সন্ধীণ কঠোর ভাব ধারণ করি-বেন না কি গ – তিনি এমন একটা যক্তির অবতারণা করিবেন না কি, যাহা খুব কমই যুক্তিনঙ্গত ১ -- কেননা, মানব-প্রকৃতির সর্ব্বাংশ তিনি বুঝিতে অসমর্থ); তিনি এমন একটা অসহিষ্ণভাব ধারণ করিবেন না কি.—যাহা কলাকে বিশোধিত করিতে, গিয়া উহাকে স্থারেও বিকলাক ও শুরু করিয়া ফেলে গ

পদান্তরে, দৌলগোর মত্রহেলপকে করনাও পর্যাপ্ত নহে ;—

ষারও কিছু সাবগুক। সেই স্বন্ত জীবন্ত কলনা,—বাহা সুক্তির একট প্রধান সহায়,—উহা যথন মনের উপর একাধিপতা করে. তথন উহা হইতে যে কলা-ক্ষতি প্রস্ত হয়, তাহা অতীব অপূর্ণ: এই কলাফ্রি জ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপিত না হওরায়, তাহার বিচারের উপর নির্ভির করা যাইতে পারে না: তথন সেই কলাক্তি থব উংক্রষ্ট সৌন্ধাকেও ভুল বুঝিতে পারে-অন্ততঃ সে পক্ষে একটা আশক। थाकियां गांग । त्रज्ञात এक इ. मर्खाः (अत्र मात्र माम क्षमा, भम छ খুঁটনাটির মধ্যে একটা যথায়থ অনুপাত, ততুংপল কার্যাফল্সমূতের একটা নিপুণ দশ্মিলন, স্থানির্বাচন, সংঘম, ও স্থপরিমাণ, -এই সমস্ত গুণ, দেই প্রকার করা-ক্রি বড একট। অকুভব করিতে পারেনা, এবং के मकत अगरक डेशान्त्र स्थायात याश्रम कतिराउठ मुमर्थ स्थ नो । कमा-तहना-अमरक जात्नारक अधु कहानारकर ४ वेरवात मरधा আমেন: কিন্তু উহাই দেই সব বচনার সর্বাধ নহে। Polyuete, ও Misantheope এই ছুইখানি প্রমান্চ্যা অভলনীয় নাটক ভূধ কি কল্পনার দ্বারাই রচিত ৪ সাদাসিধা আথ্যান-বন্ধর মধ্যে, নাট্য-কার্যোর স্থবিভক্ত ক্রমবিকাশের মধ্যে, পাত্রদিগের আদেগপান্ত চরিত্র-সঙ্গতির মধ্যে, এমন একটা উৎকৃষ্টতর বৃদ্ধি-বিবেচনার বিকাশ কি নেপা যায় ना, याहा बरफनारन। कज्ञना इहेर्ड जिल्लाम्बर्ग है क्रियर हिना ভইতে ভিন্ন গ

কল্পনা ও বৃদ্ধিবিবেচনা ছাড়া, ফুকচি-বিশিষ্ট বাজির পাকা চাই
—-জ্ঞানোজ্ঞল জলন্ত সৌন্দর্য্যাত্মরাগ। তিনি যাহার অংগ্রণ করিতেছেন---বাহাকে অংহরান করিতেছেন, তাহার স্থিত সাক্ষাংকার ঘটিলে
তিনি পর্মানন্দ অনুভ্র করেন। একটা জিনিস ফুলর নহে---ইং
বৃত্তিতে পারায় ও প্রদর্শন ক্রার দে সুখ, তাহা মধ্যমান্দ্রীর সুখ,

—কাজটাও হীন কাজ; কিন্তু একটা স্থান্দর জিনিসের মর্যগ্রহণ করা, তাহার মধ্যে প্রবেশ করা, প্রমাণের দ্বারা তাহাকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করা, এবং সন্যকে নিজের স্বাস্থানিত ভাবরসের স্বংশী করা—ইহা একটি মধুরতর স্থা,—কাজটিও স্বতীব উদার। সৌন্ধর্যাকে স্বস্থতার প্রবিষয়। গভীরভাবে সৌন্ধ্যাকে স্বস্থতার করাতেই স্থা, এবং সৌন্ধ্যিকে চিনিতে পারাই শ্লামার বিষয়। উদার-ফ্রন্থের দ্বারা পরিসেবিত বৃদ্ধিবিবেচনাই গুণমুক্ষতার (admiration) উৎপাদক। এই প্রকার গুণমুক্ষতা,—স্কুলার সমালোচনা, সন্দিদ্ধ স্মালোচনা, তর্ম্বল সমালোচনার বহুউদ্ধে স্ববিদ্ধে ইহা তাবং মহতী স্মালোচনার—ফলবতী স্মালো, নার প্রাণ বলিলেও হয়; বলিতে গেলেই ইহাই কলা-ক্ষ্তির নিবা-স্থাণ।

যে স্থক্তি, সৌন্দর্যোর মর্মগ্রহণে সমর্থ, দেই স্থক্তির কথা বলিয়া, তাহার পর, সেই প্রতিভার কথা কি বলিব না, যাহা সৌন্দর্যকে পূন্লাবিত করে ? প্রতিভা সার কিছুই নহে,—স্থক্তি কাজে প্রবৃত্ত ইংলেই প্রতিভা হইয়া পাড়ায় ;—মধাং স্থক্তির নিজস্ব তিনটি শক্তি, চ্ছান্তনীমাল উপনাত হইয় যধন স্থার একটি ন্তন ও নিগৃত্ত শক্তির সহিত সন্মিলিত হয়,—প্রকাশিনী শক্তির সহিত—বাজ্পনী শক্তির সহিত মিলিত হয়, তথনই ভাহা প্রতিভারপে প্রকাশ পায়। স্থামরা একণে কলা-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছি। একটু স্পেক্ষা কর, এথনই শাবার কলার সহচরী প্রতিভার সহিত সাক্ষাংকার ঘটিবে।

দ্বিতীয় উপদেশ।

বাহ্য পদার্থের মধ্যে স্থন্দর।

শ্বামানের অন্তরে স্থানর, কি ভাবে প্রকাশ পার, তাহা পুর্পে দেখাইয়াছি। আমাদের যে সকল মনোন্তির স্থানরকে উপলার্কি করে, স্থানরের রনগ্রহণ করে, দেই সকল মনোন্তির মধ্যে, ভাব-রদের মধ্যে, করানার মধ্যে, কলার্কিনির মধ্যে, স্থানর কিরুপ প্রকটিত হয়, তাহা পুর্বের প্রধান করিয়িছি। মদবল্যিত প্রকতির নির্দিষ্ট শৃত্বাা-অফুসারে আমাদের সম্মুপে এক্ষণে আর কতক গুলি প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত;—বাহ্যপদার্থের মধ্যে কোন্গুলি স্থানর প্রস্থানর জিনিস্টা স্বরূপতঃ কি পু স্থানরের গ্রন্তগত লক্ষণ কি পু স্থানরের শ্রেণীভেদ কিরুপ পু এক কথারে, স্থানরের প্রথম ও শেষ মূলতর্থী কি পু এই সকল প্রধার মীমাণ্যে করিতে স্থামি এক্ষণে সাধ্যমত রের্ করিব। দর্শন, এইস্থান ক্রতে প্রয়ন করিব। মনপ্রথম প্রবেশ করে; কিন্তু এই পথের শেব সীমার বৈধরণে উপনীত হইতে হইলে, মান্ত-বক্কে ছাড়িয়া একেবারে পদার্থনিমূহের মধ্যে উপনীত হওয় আবেশকে।

দশনের ইতিহাসে, স্থানরের প্রকৃতিসধ্যে নান। প্রকার সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যার। এই সমান্ত সিদ্ধান্ত গুলির সংখ্যানির্দেশ, কিংবা আলোচনা করিতে আমি ইচ্ছা করি না; উহাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান, শুধ এখানে তাহাদেরই উল্লেখ করিব।

স্থলধরণের এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত আছে যে, গাহা ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে, মনোমধ্যে একটা স্থাজনক ভাবের উদ্রেক করে,ভারাই স্থানর। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধ আমি আর অধিক বাক্যবায় করিব না। আমি এই বিদ্ধান্তটি পূর্ব্বেই খণ্ডন করিয়াছি—আমি দেখাইয়াছি বে, স্থানকে স্থান-তে পরিণত করা অসম্ভব।

ইক্রিমবাদকে আর একটু জ্ঞানালোকে রঞ্জিত করিয়া কেহ কেছ অপদায়িতার স্থানে প্রয়োজনীয়তাকে বসাইবার চেষ্টা করেন:--উভবের মূলতভাট একই. কেবণ উহাদের মধ্যে আকারগত প্রভেদ। এই দিদ্ধান্ত-অহুদারে, কোন স্থব্দর পদার্থ, বর্তমান মুহুর্ত্তে শুধু একটা ক্ষণিক স্থুখজনক ভাব আমাদের^ মনে উৎপন্ন করে না; পরস্ক ঐপ্রকার ভাব আমাদের মনে পরেও **অনেক্বা**র উদ্রেক করে। কিন্তু দৌন্দর্য্য ও প্রয়োজনীয়তা যে এক নহে তাহা দেখাইবার জন্তু স্কুদর্শনশক্তি, কিংবা তীকু বিচারশক্তি আবশুক করে না। যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহা সকল সময়ে স্থন্তর নহে: এবং যাহা কিছু ञ्चत्र, जाश मक्न ममाप्त आग्राक्तीय नाहः , এवः याश किছू स्नात्र छ প্রয়োজনীয় উভয়ই—তাহারও দৌন্দর্য্য, তাহার প্রয়োজনীয়তা ছাডা আর কিছুর উপর নির্ভর করে। তাহার দৃষ্টান্ত, মনে কর, একটা তৌলদও, কিংবা কপিকল; উহাদের মত কাজের জিনিদ্ আর কি भाष्ट ? किंख जारे विनिधा जूमि উरानिशक कथनरे समात विनिध না। তার পর মনে কর, তুমি চমংকার থোদাইকাজ-করা প্রাচীন গ্রীসদেশীর একটি কলম দেখিতে পাইলে; এবং দেখিয়াই তুমি তাহাকে স্থন্দর ৰলিলে; কিনে তোমার কাজে লাগিতে পারে, দে বিষয়ের কোন চিস্তাই তোমার মনে উদ্ব হইল না। সৌসামা ও सम्बनात्क अस्मत्र वना यात्र-- धरा अत्याकनी प्रश्न वर्षे ; त्कन না, উহার ঘারা পরিদরের স্মবাবন্ধা হয়; বে সক্র িনিয় করমভাবে বিশ্বস্ত, উহাদিগকে আবশ্রক্ষত সহজে পাওয়া যায় ; কিও তাই ৰণিয়া ভাছার উপর দৌদাম্যের দৌল্ব্যা নির্ভর করে না; কেন না, এ শ্রেণীর জিনিদ দেখিবামাত্র আমরা স্থানর বলিয়া গ্রহণ করি, এবং উহার প্রয়োজনীয়তা অনেক পরে আমাদের নিকট প্রকাশ পায়। কথন কথন এমনও হয়, কোন স্থানর বস্তুর প্রয়োজনীয়তা দরেও, আমারা তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারি না; কিন্তু তাহার দোল্যা উপলব্ধি করি। অত এব, সৌল্যা প্রয়োজনীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাক্, সৌল্যা প্রয়োজনীয়তা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

আর একটি প্রণিদ্ধ প্রাচীন মত এই যে, উদ্দেশ্যের সহিত উপা-য়ের সম্পূর্ণ সঙ্গতি, সম্পূর্ণ মিল, ও সম্পূর্ণ উপযোগিতার উপরেই কোন ৰস্তর সৌন্দর্য্য নিউর করে। এইতৃগে স্থনরাক আর প্রয়োজনীয় बना यात्र भा, डेशारक डेलारगांगी बना यात्र । अहे छहे हैं डाबरक लगत कत्रा व्यावशाक। मान कद्र, धक्रो कान यथ उद्देख कडक्छीन ञ्चविधाकनक कल उर्भन्न हम : यथा--मभरमञ ञ्चव बङा कार्य : ख्यावना रेजानि: अञ्जव रेश अध्यान्नीय मान्य नारे। अधिक যদি ঐ যন্ত্রটির সমস্ত গঠন পরীক্ষা করিখা জানিতে পারি যে, উহা প্রত্যেক অংশ যথাস্থানে স্থাপিত, এবং উহার সমত অংশ এরং निश्वनजार विश्व एवं, जाहा हरेए के वि: नव कन्नि है रेन्द्र हरें। পাকে, তথন ইহার প্রয়েছনীয়তার প্রতি সাক্ষাং-ভাবে লক্ষান করিয়াও, কতকগুলি উপায়ের ধারা যে উহা একটা বিশেষ উদ্দেশ সাধন করিতেছে—ভবু এই ভাৰটি তথন আমানের মনে স্থান পায় এবং তথনই উহাকে আমর। উপযোগী বলিয়া নিভারণ করি। এ রূপে আমারা স্থলরের আরও একটু নিকটে অগ্রনর হই: কেনন তথন আর উহাকে গুণু প্রয়োজনীয়তার হিচাবে দেখি না.—কেম মধাৰ্থভাৰে, কেমন শোভনভাবে নিগ্ৰস্ত হুইয়াছে, তথ্য এই ভাবে

দেখি; কিন্তু তথনও আমরা স্থলরের প্রকৃত লক্ষণে উপনীত হই না। একটা উদেশ্য সাধনকরে কোন পদার্থ সর্বাংশে স্থবাবিষ্ঠত বলিয়াই উহাকে আমরা স্থলর বলি না। মনে কর, একটা কোদারা অলকারহীন, শোভাহীন,—কিন্তু খুব্ মজবুং, উহার অংশগুলা যথাস্থানে দৃঢ়রূপে সংলগ্ন; এই কেদারায় বেশ নিরাপদে, সচ্ছলে ও আরামে বসা যায়;—উদ্দেশ্যের সহিত উপায়ের কিরূপ সম্পূর্ণ মিন, এই কেদারা তাহারই দৃষ্টাস্তত্বল; কিন্তু তাই বলিয়া উহাকে আমরা স্থলর বলিতে পারি না। যাহাই হউক, এইস্থলে প্রয়োজনীয় ও উপযোগীর মধ্যে প্রভেদ এই,—স্থলর হইতে হইলে প্রয়োজনীয় না হইলেও চলে; কিন্তু কোন পদার্থ স্থলর নহে, যাহার উপযোগিতা নাই —অর্থাং উপায় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যাহার মিল নাই।

কেহ কেহ স্থারিমাণের মধ্যে স্থলরকে দেখিতে পান। উহা গৌলযোর নিরম বটে; কিন্তু উহা অন্তান্ত নিরমের মধ্যে একটি নিরম মাত্র। এ কথা ঠিক,—কোনও বেমানান্ জিনিদ্ কথনই স্থলর হইতে পারে না। তাবং স্থলর প্রাথের মধ্যে জ্যামিতিক আকার অস্ততঃ দূরভাবেও থাকা চাই; কিন্তু আমি জিজ্ঞানা করি, ঐ যে কুক্টি উদ্ধে উঠিয়ছে, যাহার শাধাপ্রশাধ। এমন নমনীয়, এমন স্থানোভন, যাহার শাধাপ্রব এমন নিবীড়, এমন বিচিত্রবর্ণ,— স্থারিমাণই কি ইহার গৌলবোর একমাত্র বিশেষত্ব ?

ঝাটকার ভীষণ সৌন্দর্যা কিসের উপর নির্ভর করে ? একটা উৎকট্ট ছবির সৌন্দর্যা, একটা কবিতা-পদের সৌন্দ্যা, উচ্চভাবের কোন একটা গীতি-সৌন্দর্যা, — এই দকল সৌন্দর্য্য কিসের উপর নির্ভর করে ? — উহা নিরম-পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, উহার উপাদানও নিরম পরিমাণ নহে; বরং অনেক দমরে উহা নিরম- বহিভূতি বলিয়াই চোথে ঠেকে। যে গুণ দেখিরা আমর। জ্ঞামিতিক আকারের তারিফ করি, দেই গুণটি অক্তান্ত স্থলর পদার্থের
মধ্যেও আচে বলিয়াই যে আমরা তাহাদিগকে স্থলর বলি—অর্থাং সকল
আংশের মধ্যে, ঠিক্ঠাক মিল আছে বলিয়াই যে তাহাদিগকে স্থলর
বলি—এ কথা নিতাক্তই অসঙ্গত।

স্পরিমাণসংক্ষে যাহা বলিলাম, স্পৃথ্যাসংক্ষেও ঐরপ বলা যাইতে পারে। স্থপরিমাণের স্থার স্পৃথ্যলার মধ্যে ততটা গাণিতিক তাব নাই বটে; কিন্তু তথাপি উহা সকল প্রকার সৌন্দর্য্যের বাাখ্যা করিতে পারে না;—বে সৌন্দর্য্যের মধ্যে মুক্তভাব, সচলভাব, গা-ঢালা-ভাব দেখিতে পাওরা যায়—উহা সেই সকল সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

যে সকল সিদ্ধান্ত সৌন্ধর্যকে প্রপৃথ্যনার উপর, সৌসাম্প্রদোর উপর প্রপরিমণের উপর দাড় করার, উহা মূলে সেই একই বিদ্ধান্ত, বাল ব্যকল সৌন্ধর্যের মধ্যেই একতাকে সর্বাত্যে অব্যথন করে। অবলা একতা স্করে; উহা সৌন্ধ্যের একটা রহং অংশ; কিন্তু উহাই সৌন্ধ্যের সমস্ত অংশ নহে।

আরও একটি সম্ভবপর নিষাস্ত এই বে, স্থলর বস্তুর ছুইটি পরশ্বরিকন্ধ ও অবণান্তাবী উপাদান আছে; উহা একতা ও বিচিএতা;—সামা ও বৈষমা। মনে কর, একটি স্থলর ফুল। অবশা
উহাতে একতা তাছে, স্থশুঝালা আছে, স্থপরিমাণ আছে, এমন কি
সৌদামা আছে। কেন না, এই সকল গুল না থাকিলে, সৌল্পোর
মূলে যুক্তির ভিত্তি থাকে না; এই সকল পদার্থ চমংকার যুক্তির সহিত
গঠিত। আবার সেই সঙ্গে কতই বিচিত্রতা! রঙের মধ্যে কত
ক্ষাভেদ, প্রত্যেক খুটিনাটির মধ্যে কত কাকগিরি! এমন কি

গণিতের মধ্যেও, গণিতের কোন একটি স্ক্রত পৃথক্রপে স্কর নহে, পরস্ক ঐ তব্বের সঙ্গেসকে ফল-পরম্পরার যে একটা দীর্ঘ শৃষ্থাল আদিয়া পড়ে তাহাতেই ঐ তব্টিকে স্কলর বলিয়া মনে হয়। জীবন ছাড়া কোন সৌনর্ঘই নাই; আর জীবন কি ?— না চাঞ্চল্য;—উহাই বিচিত্রতা।

সকল শ্রেণীর সৌন্দর্য্যের প্রতিই সামা ও বৈধম্যের প্ররোগ হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন শ্রেণীগুলিকে একবার দ্রুতভাবে আলো-চনা করিয়া দেথা যাক্।

প্রথমতঃ চই প্রকার স্থানর বস্তুর দেখা যায়—এক, যাহাকে ধাদ স্থানর বস্তুর বা বায়, সার এক—চিত্তহারী কোন মহান্বস্তুর আমি পুর্কেই বলিয়ছি, দেই জিনিদ স্থানর যাহার একটা শেষ আছে, যাহা গণ্ডিবদ্ধ, যাহা দীমাবদ্ধ, এবং আমাদের দমস্ত মনোকৃত্তি যাহাকে দহছে ধরিতে পারে; কেননা, উহার বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটা যথায়থ নিদিষ্ট পরিমাণ আছে। এবং দেই বস্তুর মহান্ যাহার আকার এত বৃহৎ—(অবশ্য বেমানান্ নহে—বৃহৎ বিলান্ত পুধ্বিতে পারা ক্ষিন) যে দেই বৃহত্ব আমাদের মনে অন্তের ভাব উর্বোধিত করে।

এ-ত গেল সৌন্দর্য্যের ছুইটি স্থম্পষ্ট ভেদ। কিন্তু সৌন্দর্য্য অফুরস্তা।

এক্ষণে অঠাদশ শতানির খুষীর আচার্য্যদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেকা সারবান ও প্রামাণিক লেখক (Bossuet) বস্থুয়ে কি বলেন গুনা যাক্। তিনি তাঁহার ''স্তারপ্রকরণ এবং ঐবরিক জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান'' নামক গ্রন্থে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ৰহুৰে তিন গুৰুৱ মন্ত্ৰে দীক্ষিত, এরূপ ৰনা যাইতে পারে;

দেও অগষ্টিন, দেও টমাদ, ও দেকার্ড। নাভারের মহাবিদ্যালয়ে. দেও টমাদ-প্রভারিত ঈবং রূপান্তরিত আারিইলের মতবাদে প্রথম তিনি দীক্ষিত হন, দেই দঙ্গে দেও অগষ্টিনের রচনানি প্রিয়াও তাঁহার মন পরিপুর হয়; এই সব প্রাচীন টুলো-সম্প্রদায়ের মত-বাদ ছাড়া দে সময়ে দেকা: ত্রি দশনতন্ত্রও থুব প্রদার লাভ করে। তিনি দেকার্ত্তের মতটিই অবলম্বন করেন; এবং দেই সঙ্গে অগৃষ্টিনের স্থিত কতক্টা সম্বয় ও সেণ্ট ট্নাসের মৃত কতক্টা রক্ষা করি-তেও চেষ্টা পাইরাছিলেন। তিনি দশনশান্ত্রে নুতন কিছুই উদ্ভাবন করেন নাই। তিনি সমস্তই অনোর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন. কিন্তু সম্পত্ত মাজিত আকারে—পরিশোধিত আকারে গ্রহণ ক্রিয়াছেন। তাঁহার ভাষার গেমন জোর, তেমনি তাঁহার পেথাতেও স্থবিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁধার বে লেখা গুলি উদ্ধৃত করিয়া তোমাদের সন্মধে অপুণ করিব এবং তোমাদের স্থৃতিপটে অভিত করিবার চেষ্টা করিব, তাহাতে মালত্রীশের লালিতা অথবা কেনেলোর অনুরম্ভ প্রাচুর্যা দেখিতে পাইবে না। কিম্ব তাহা অপেক্ষা একটা ভাল জিনিদ পাইবে। দে কি १ - না;-ऋम्बहेका ९ मकानित्र यथायथ-अत्याग ।

যে প্রকরণের দারা, মূল-ধারণাগুলি হইতে,—ধার্পভৌম ও অবশাস্তাবী তরসমূহ হইতে,—ঈশরতরে উপনাত হওয় যায়, ফেনেলোঁ সেই প্রকরণটি ভাল করিয়া গুলাইয়া ধনিতে পারেন নাই। বস্থায়ে বেশ জোরের সহিত ও পূর্ণমাত্রায় সেই প্রকরণটির প্রারোগ ও ব্যাঝা করিয়াছেন। আমরাও সেই একই মূলতবের দোহাই নিতেছি,—সেই মূলতব যাহা হইতে বিয়য়াঁ-পুরুষের কতক-গুলি উপাধি—সত্তা-বিশেষের কতকগুলি গুণ আছে বলিয়া শিদ্ধ হর; সেই মৃণভর হইতে,—নিয়ন্তার মধ্যে কতক গুলি আদি-নিয়ম স্থিয়াছে,—সনাতন প্রুবের মধ্যে, কতক গুলি নিত্যতত্ব আনন্তকাল ধরিয়া অবস্থিতি করিতেছে,—এইরূপ সিদ্ধ হয়। বস্ত্রে,—সেণ্ট আগস্থিন্ হইতে, এমন কি প্লেটো হইতেও বাক্য সকল প্রমাণ-ক্রুপ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রেটোর "আইডিয়া" বাহা বান্তবপক্ষে ঈশবের মধ্যেই অব-প্রিত—তাহাকে স্বতত্ত্ব সন্তাবান্ বলিয়া পাছে কেহ অভিহিত করে এই জন্ম তিনি গোড়া হইতেই সেই আইডিয়ার ব্যাথ্যা করি-য়াছেন, এবং প্রতিপক্ষকে খণ্ডন করিয়া আয়পক্ষ সমর্থন করি-বার চেন্তা পাইয়াছেন।

ভার-প্রকরণ —প্রথম থণ্ড, ৩৬ পরিচ্ছেদ • বিধন আমরা বিনি, ঋতু ভূছ-ব্রিকোণ এমন-একটা আকার যাহা ভিনটি ঋতু ভূছের ধারা সীমাবন্ধ এবং বাহার তিনটি কোণ উহার এই ঋতু ভূছের সমান—কিছুমাত্র কমণ্ড নহে, বেশীও নহে; ইহার পরেই যথন তিন ভূছাবিশিপ্ত ও তিন সমান কোণ-বিশিপ্ত সমভুজ-ব্রিকোণের আলোচনা করি—তথন উহা হইতে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে উক্ত ব্রিকোণের প্রত্যেক কোণ—একটি ঋতু কোণের কম। আবার যথন একটি ঋতু কোণ আলোচনা করিয়া দেখি, পূর্ব্ববর্তী ধারণাগুলির সহিত সংযুক্ত এই ঋতু কোণের ধারণার মধ্যে ইহাই স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, এই ব্রিকোণের ছই কোণ অগতাা তীক্ষ্মণী এবং এই ছই কোণ ঠিক একটি ঋতু কোণের সমান, — বেশীও নহে, কমণ্ড, নহে; এই ধারণাটির মধ্যে কিছুই আগন্তক নহে, পরিবর্ত্তনশীল নহে; অতএব এই ধারণাগুলি নিতাতম্ব সম্হেবই প্রতিরূপ। এরূপ সমভুজ অথবা ঋতু-কোণ ব্রিকোণ,

শ্রেক্তি-রাজ্যে যদি নাও থাকে, তথাপি আমরা যে সকল তম্ব এইমাত্র আলোচনা করিলাম, তাহা সত্য ও সংশয়-বিরহিত। ফলত, আমি এক টা সমভূল অথবা অক্ কোণ ত্রিকোণ কথন দেখিয়াছি কিনা, নিশ্চর করিয়া বলিতে পারি না। মান্ত্রের হাত ষতই কেন নিপুণ হউক না, কম্পাস কিম্বা কলের বারা এমন কোন রেখা টানা বাইতে পারে না যাহা একেবারে অক্; কিম্বা ভূলগুলি ও কোণগুলি এরুপ হইতে পারে না যাহা সম্পূর্ণরূপে পরস্পরের সহিত সমান। অগুবীক্ষণ যম্মের হারা চোধে দেখিতে পাইবে যে, আমা-দের আঁকা রেখাগুলি ঠিক্ অক্ও নহে, ঠিক্ ধারাবাহিকও নহে— ক্রতরাং ঠিক্ সমান নহে। অতএব আমরা যাহা কিছু দেখিয়াছি তাহা সমভূল ও অক্ কোণবিশিষ্ট ত্রিকোণের অসম্পূর্ণ প্রতিরূপ মাত্র; তাই আমরা নিশ্চর করিয়া বলিতে পারি না যে ঐরুপ ত্রিকোণ প্রাক্তি রাজ্যে আছে কিংবা মান্তবের হাতে রচিত হইতে পারে।

ইহা সবেও, ত্রিকোণের যে প্রকৃতি ও গুণসকল আমরা দেখিতে পাই, তাহা নিরপেকভাবেই সত্য ও সংশরবহিত;—তাহার প্রমাণের জন্ত অগতে-বিশ্বমান কোন বান্তব ত্রিকোণের অপেকা রাথে না। সকল কালেই এই তরগুলি বৃদ্ধিতে প্রতিভাত হর, স্ক্তরাং ইহা নিত্য সত্য। তা ছাড়া, যেহেতু মানব-বৃদ্ধি সতাকে উংপাদন করে না, পরত্ত সতাকে উপশন্ধি করিবার জন্ত তাহার দিকে গুধু মুখ কিরাইরা থাকে;—অভ্রুত্রব সমন্ত স্বস্ত বৃদ্ধিরতি যদি ধ্বংস হইবাও যার, তবু এই সকল সত্য অপরিবর্তিত ভাবেট অবস্থিতি করিবে।"

২৭ পরিচ্ছেদ। "বেহেতু, ঈশর বাতীত কিছুই নিতা নহে, শ্রুৰ নহে, শুতন্ত নহে,—অতএব এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় বে, এই সব সত্য আপনাদের মধ্যে অবস্থিতি করে না, কেবল ঈশ-রেতেই অবস্থিতি করে; সেই সব নিত্য তব চিৎ-সতার মধ্যেই অবস্থিতি করে,—যাহা ঈশ্বর বাতীত আর কিছুই নহে।"

"আমাদের প্রভাবিত এই সকল নিতা সত্য**গুলিকে আরো**প্রাকৃত সতারূপে দাড় করাইবার জনা, কেহ কেহ এইরূপ করনা
করেন যে, ঈখরের বাহিরে কতক গুলি নিতা সারসত্তা আছে। ইহা
একটা নিছক্ লাস্তি। তাঁহারা ইহা ব্বেন না যে ঈখরই সকল
সত্তার মৃল; তাঁহারই জ্ঞানশক্তি হইতে বিবিধ সত্তা উৎপল্ল হয়;
তাঁহারই জ্ঞানের মধ্যে সর্পানিম তিং-কলনাগুলি অবস্থিতি করে—
অথবা সেণ্ট অগ্রন্থীন যেরূপ বলেন,—নিত্য বস্থ-সমূহের হেতৃগুলি
অবস্থিতি করে।"

"এইরূপ, বান্ধ শিরীর মানসপটেও একটা বাড়ীর করনা অর্কত থাকে; সেই বাড়ীট শিরী আপনার অন্তরেই দেখিতে পায়; এই মাভ্যন্তরিক আদশের নকলে নির্মিত বাড়ীগুলা ধ্বংস হই মা গেলেও, তাঁহার সেই মানসী অট্যালিকা ধ্বংস হয় না; এবং যদি এই শিরী নিতাপুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার বাড়ীর করনাও হেতুটিও নিতা হইবে। মর্ত্তা শিরীর কথা ছাড়িয়া দিয়া অমর শিরী বিশ্বক্দার কথা ধর; সেই বিশ্বক্দা ঈশ্বরের অপরিবর্তনীয় ধ্যানের মধ্যে একটা আদিম পরা-শির্কাকনার আদর্শ চির-বিভ্যান;—উহাই সকল পরিমাণের, ক্রুল নিয়মের সকল স্ব্যার, সকল স্কির, সকল স্বত্তার মৃলপ্রস্তরণ। এই সব নিত কালের সত্য যাহা আমাদের চিত্তে প্রতিভাত হয়,—ইহা বিজ্ঞানের প্রকৃত বিষধ; যাহাতে আমরা বাস্তবিক পাণ্ডিতা লাভ করিতে পারি, এইজন্য শ্লেই সেই সব আইডিয়ার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন; সেই

সব আইডিয়া—যাহা গঠিত হয় না, যাহা পূর্ব্ব হইতেই বহিয়াছে; যাহা জন্মায় না, যাহা কলুষিত হয় না, যাহা আপনাকে আপনি প্রকাশ করে, আবার আপনিই লয় হয়—যাহা নিতাকাল বিভ্যান। প্রেটো बरमन, ইহাই দেই মানদ-জগং, याहा স্পৃত্তজগতের পুর্বের বিধাতার চিদাকাশে অবস্থিতি করে, এবং উহাই সেই অপরিবর্তনীয় আদর্শ যাহার নকল এই মহতী বিশ্ব-রচনা। সহা উপলব্ধি করিবার জন্ম, প্লেটো আমাদিগকে এই সব নিতা, অপরিবর্তনীয়, জন্ম-জরার অতীত "আইডিয়ার" নিকট ঘাইতে বলেন। তাই তিনি বলি-য়াছেন এই আইডিয়াগুলি, ঐখরিক আইডিয়ারই প্রতিরূপ,—তাঁহা इटेर्डि माकार डार्व डिस्पन्न, डिहा हे जियात होत निया आहेरम मा ; ইক্সিয় উহানিগকে আমাদিগের চিত্তে প্রকাশ করে মাত্র,—গডিয়া তোলে না। কেন না, আমরা কোন নিতাবস্থ প্রতাক দেখি নাই অণ্ড নিতাবস্তর ধারণা আমাদের মনে স্পৃষ্ট রহিয়াছে-অর্থাহ চিরকাল সমান রহিলাছে: পূর্ণ ত্রিকোণ আমরা কপন দেখি নাই. অমণ্ড স্পষ্টরূপ উহা বৃদ্ধিতে পারি, সংশ্যুর্থিত বিবিধ তারের স্বার্থ্য উহাআমর। দিল্ল করি। এই সকল কিনের নিদ্শনি ? প্লেটো बर्तन, এই गमन कार्टेडिया एवं देखिएयन बात विद्या व्यारेटिन ना-हेश তाहादरे निम्मन ।"

ইন্দ্রিয়গ্রাফ পদার্থের মধ্যে,—বর্ণ, ধ্বনি, আকার, গতি এই সমস্তই দৌন্দর্যারদ উদ্যোধনে সমর্থ। স্কারণেই হউক, অকারণেই হউক—এই জাতীয় দৌন্দর্য্য, ভৌতিক-দৌন্দর্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ইক্সিয়-জগৎ হইতে যদি আমরা আধায়িক জগতে, সভোর জগতে, বিজ্ঞানের জগতে আরোহণ করি, দেখানে অপেক্ষাক্সত একটু কঠোর তাবের সৌন্ধ্য দেখিতে পাইব, যদিও সে সৌন্ধ্য বাস্তবতার কিছুমাত্র নান নহে। যে দকল সার্ক্রেমিক নিয়মে জড়পিওসমূহ নিয়মিত হয়, যে দকল নিয়মে জ্ঞানবৃদ্ধিদপান জীবসমূহ পরিশাসিত হয়, স্থার্থ দিলান্তের মধ্যে যে দকল মূলত্ত্র বিভ্যমান, এবং যে দকল মূলত্ত্র হিছমান, এবং যে দকল মূলত্ত্র হিছমান, এবং যে দকল মূলত্ত্র হাইতে দিলান্তসমূহ উৎপন্ন হয়,—গুণী, কবি, ও দর্শনবেতার যে প্রতিত্র নৃত্ন-জিনিসের স্পত্তী করে,—তৎসমন্তই স্কলর, প্রকৃতির নতই স্কলর। ইহাকে মানসিক সৌন্ধ্য বলে।

পরিশেষে, যদি আমরা নৈতিক-জগং ও উহার নিরমাদির আলোচনা করি,—বাধীনতা, সাধুতা, সেবানিষ্ঠার আলোচনা করি,— আারিস্টাইডিসের স্তায়পরতা, লিওনিডাসের বীরষ, দান-বীর ও ও বাদেশনিষ্ঠ মহায়ালিগের কথা আলোচনা করি—এই সমস্তের মধ্যে আমরা ভৃতীয় জাতীয় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করি; এই সৌন্দর্য্য অপর ছই জাতীয় সৌন্দর্য্যকও অতিক্রম করে; ইহা নৈতিক সৌন্দ্র্যা।

এ কথা যেন আমরা বিস্তৃত না হই, এই সমস্তের মধ্যেও স্থলর ও মহানের ভেদ আছে। অতএব, কি প্রকৃতি-রাজ্যে, কি মনো-রাজ্যে, কি জ্ঞানে, কি ভাবে, কি কাগ্যে, স্থলর ও মহান সকলের মধ্যেই বিদামান। দৌলংগার মধ্যে কি অসীম বৈচিত্য।

এই সমস্ত তেশ নির্ণয় করিবার পর, উহাদের সংখ্যা কি আমরা কমাইরা আনিতে পারি না ? এই সমস্ত বৈষমা অকাট্য হইলেও উহার মধ্যে কি সাম্য নাই, একটি মূল গৌল্ব্যা নাই—এই বিশেষ-বিশেষ সৌল্ব্যা যাহার ছাল্লা, যাহার আভা, যাহার উচ্চনীচ ধাপ মাত্র ?

Plotin তাহার "মুল্ব"-সম্বনীয় সলতে, এই প্রশ্নটিই উপস্থিত ক্রিয়াছেন। তিনি এই কথাটি জিজ্ঞাসা ক্রিয়াছেন:—সুল্র জিনিস্টা স্বরূপত: কি ? এই আকারটি স্থলর, কিংবা ঐ আকারটি স্থলর,—এই কার্যাটি স্থলর, কিংবা ঐ কার্যাটি স্থলর বলিয়া আমরা উপলব্ধি করি; কিন্তু বিভিন্ন হইয়া এই ছই পদার্থই কি করিয়া স্থলর হইল ? এ ছয়ের মধ্যে সাধারণ গুণটি কি যাহার দক্ষণ উভয়ই স্থলর শ্রেণীর অস্তর্ভ কিংইয়াছে ?

এই প্রশ্নের মীমাংসানা হইলে, সৌল্প্যের সমস্তাটি আমাদের নিকট গোলকধাধার মত থাকিলা যান —উহা হইতে বাহির হইবার কোন পথ পাওলা যান না। বিভিন্ন বস্তর একই নাম দেওলা হই-তেছে, অথচ যাহার বলে উহাদিগকে একই নামে অভিহিত করা হয় সেই বাস্তবিক ঐক্যন্থনটি কোথায় তাহা আমরা অবগত নহি।

অথবা, সৌল্থ্যের মধ্যে যে দ্কল বৈষম্য আমর। নিজেশ করি-রাছি সে একপ বৈষম্য যে তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার যোগ-তত্ত্ব আবিকার করা অসম্ভব; অথবা এই সকল বৈষম্য ভুধু বাহিক, উহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জন্তের ভাব—একটা একতার ভাব প্রছের রহিয়াছে।

যদি কেহ বলেন এই একতা আকাশ-কুন্তুমের ভাগ অনীক, তাহা হইবে এ কথাও বলিতে হয় যে, ভৌতিক দৌল্য্য, মানদিক দৌল্যা, ও নৈতিক দৌল্য্য—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধই নাই। তাহা হইবে, কলা-গুণী কিন্ধপে কাজ করিবেন ?° তাঁহার চতুদিকে বিভিন্ন প্রকার দৌল্য্য বিরাজ করিতেছে— কিন্তু তাহার মধ্য হইতে একটিমাত্র রচনার বিষয় তাহাকে বাছিয়া অইতে হইবে; কেন না, ইহাই কলাশান্ত্রের নিগ্ন। এই নিগ্নাট যদি কৃত্রিম হয়, যদি প্রক্রু-তির মধ্যে প্রত্যেক সৌল্য্যই স্বন্ধপত বিভিন্ন হয়, তাহা হইবে কলাশান্ত্র আমাদিগকে ভুল শিক্ষা দিয়া থাকেন, তাহার কথা সর্ক্রেব

মিথা। কিরপে একটা মিথা কথা শিল্পাস্তের নিয়ম হইল, আমি তাহা জানিতে চাই। তাহা হইতেই পারে না। শিল্পকার মধ্যে এই যে একটি একতার ভাব পরিব্যক্ত হয়, ইহার একটু আভাস প্রকৃতির মধ্যে না পাইলে, কলা-গুণীরা কথনই উহা তাঁহাদের রচনার মধ্যে প্রবৃত্তিত করিতেন না।

স্থান ও মহানের ভেদ এবং অন্তান্ত ভেদ যাহা পূর্বে দির্দেশ করিয়াছি, দেই সকল ভেদ আমি প্রত্যাহার করিতেছি না; কিন্তু সেই সকল ভেদের মধ্যে কিন্তুপে একটা নিল গুঁছিল পাওয়া যায়, এক্ষণে তাহাই দেখা আবশাক। এই দকল ভেদ ও অভেদ পরস্পর-বিরোধী নহে। একতা ও বিচিত্রতা যেমন সত্যের তেমনি সৌল্বর্ণার ও একটা প্রধান নিরম। সমস্তই এক ও সমস্তই বিচিত্র। আমরা সৌল্বর্গকে তিনটি রহৎ প্রেণিতে বিভক্ত করিয়াছি। ভৌতিক সৌল্ব্যা, মানসিক সৌল্ব্যা, ও নৈতিক সৌল্ব্যা। এক্ষণে এই সমস্ত সৌল্ব্যার মধ্যে ঐক্যন্তল কোথায় তাহাই অবেষণ করিতে হইবে। আমাদের মনে হয়, এই তিন সৌল্ব্যা আসলে একই এবং নৈতিক সৌল্ব্যা আধাাত্মিক সৌল্ব্যারই অন্তর্গত। এই মতটি দৃষ্টাজ্বের ছারা সপ্রমাণ করা যাউক।

যাহাকে ভেল্ভেডিয়ারের আপেলো বলে, দেই আপেলো-মূর্ত্তির সম্প্রে আদিয়। একবার দাড়াও, এবং দেই উৎক্রপ্ত কলারচনার মধ্যে কোন্ অংশটি বিশেষরূপে তোমার নেত্রকে আবর্ষণ করে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। বিনি দার্শনিক নহেন, যিনি ভুধু একজন পুরাভ্তবিং পণ্ডিত,কোন বিশেষ পদ্ধতির পক্ষপাতী না হইয়াও কলা-সম্বন্ধে বাঁহার স্বন্ধটি ছিল, সেই Winkleman এই প্রদিদ্ধ Apollo মূর্ত্তিকে বিশেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তাঁহার সমালোচনা অতীব কোত্

হলজনক। ঐ স্থলর মূর্তিটিতে অমর যৌবনশ্রী যেন ফুটিয়া রহিয়াছে, সচরাচর মানব-শরীর অপেক্ষা একট অধিক উচ্চ, তাহার সমস্ত অঙ্গভঙ্গীতে রাজ্মহিমা পরিবাক্ত-এই সমস্ত মিলিয়া তাহা হইতে যে দেবত্ত্বর লক্ষণ পরিক্ট হইয়াছে Winkleman সর্ব্বাত্তে তাহাই দেখাইবার 5েষ্টা করিয়াছেন। ঐ ললাট দেবতারই উপযুক্ত, উহাতে অচলা শান্তি বিরাজমান। আর একটু অধোভাগে মান-বত্তের লক্ষণ আবার দেখা দিয়াছে: এবং এইরূপ মানবীয় লক্ষণ থাকা-তেই এই সকল কলা-রচনার প্রতি মানব-চিত্ত আরু ই হইয়া থাকে। मृष्टिटा जुश्चित जाव, नामातक जियः विकातित, नीराज्य होति धकरे coाना ;--- এই मन्छ नकरन विङ्वपन्तं এवः विङ्वमाधानत् आष्ठि প্রকাশ পাইতেছে। এই সমালোচকের প্রত্যেক কণাটি ভাল করিয়া। বুঞ্জিয়। দেখ ; দেখিবে তাহাতে একটা নৈতিক ভাবের ছাপ পড়িয়াছে। এই পুরাতর পণ্ডিত এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে একেবারে মাতিয় উঠিয়ছেন এবং তাঁহার তম্ববিশ্লেষণ ক্রমে আধ্যায়িক সৌল-র্যা-ভক্তের ভক্তি-বন্দনায় পরিণত হইগছে।

প্রতিমৃতির পরিবর্তে, এখন একজন আদল মান্ত্রক—একজন জীবন্ত মান্ত্রকে নির্বাক্তন করে। মনে কর কোনবাজি স্থানম্পদের নিকট কর্ত্তবাকেবলিনান নিবার জন্ত —বলবং প্রলোভন থাকা সন্তেও—বারের নায় সংগ্রাম করিলা নীত স্বাথের উপর জন্মলাভ করিয়াছেন এবংধ্যের জন্ত স্থানম্পদেক বিস্কুল করিয়াছেন। যথন তিনি এই মহৎ সদল্লট হাদ্যে পোনণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে যদি তাহাকে দেখিতে, তাহার মৃত্তিটি ভোমার নিকট নিশুন্তই অতি স্থান্তর বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কেননা, সেই মৃত্তিতে তাহার আত্মার নৌদ্যা পরিব্যক্ত। হয়ত আর কোন অবস্থায় তাহার মৃত্তি সাধারদ্ধ মানব-মৃত্তির মতই মনে

হইত—এমন কি, ভূছ বলিয়া মনে হইত; কিন্তু এইছলে, আয়ার আলোকে আলোকিত হওয়ায় উহা হইতে একটা স্বর্গীয় সৌল্বয়াল্জ্যাতি উদ্বাদিত হইতেছে। এইরপে' সক্রেটসের স্বাভাবিক আরুতির সহিত এটক-সৌল্বয়ার আদর্শ-মৃর্ভির ভূলনা করিয়া দেখ,—উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ; মৃত্যুশবায় শয়ান সক্রেটস্কে দেখ—যখন তিনি বিব পান করিয়া তাঁহার শিব্যদের সহিত আয়ায় অমরত্ব সম্বন্ধে ক্যোপকগন করিতেছিলেন—তাঁহার সেই স্বর্গীয় সৌল্বয়্য দেখিয়া নিশ্রয়ই ভূমি মুগ্ধ হইতে।

মৃত্যকালে স্ফ্রেটিন্, নৈতিক মাহায়োর চরমনীমার উপনীত হইয়াছিলেন। তোমার নেএদমকে শুধু তাহার মৃত কলেবরট রহিয়ছে। যতকণ তাহার মৃতদেহে আয়ার কিছু চিহু ছিল, ততকণ উহাতে দৌল্লাও রফিত ইইয়ছিল; কিছু ক্রমণ যথন সেই ভাবটি চলিয়া গেল, তথন সেই দেহ আবার পূর্ণবিং গ্রামা ও কুংসিং হইয়া পজিল। মৃতবাজির ম্থনওলে হয় বীভংস ভাব, নয় স্থায়ি ভাব প্রশাপায়।

আত্মা যথন ভৌতিক দেহকে আর ধরিষা রাথে না, যথন দেহ হইতে পঞ্চূত বিপ্লিপ্ত হইলা যান, তথনই সেই মৃতদেহ কুংদিং আকার ধারণ করে; যথন উহা আমাদের মনে অনন্তের ভাব উদ্বোদি ধিত করে, তথনই উহা স্বগীয় ভাব ধারণ করে।

মান্থবের মৃত্তি একবার আলোচন। করিয়া দেথ; ইতর প্রাণী অপেক্ষা মান্থবের মৃত্তি স্থানর, আবার সমস্ত নিজীব পদার্থ অপেক্ষা ইতর প্রাণীর মৃত্তি স্থানর। তাহার কারণ, ধর্ম ও প্রতিভার অসম্ভাব হইলেও, মনুষ্য-মৃত্তিতে জ্ঞান ও নীতির ভাব নিয়ত প্রকাশ পায়; ইতর প্রাণীর মৃত্তিতে অস্ততঃ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ পায়;

এবং পূর্ণমাত্রায় না হউক অন্তত: কিয়ৎপরিমাণেও আন্মার ভাব প্র-কাশ পার। যদি আমরা প্রাণীজগং হইতে নিরবচ্ছির ভৌতিক জগতে অবত্রণ করি.—যতক্ষণ তাহাতে আমরা জ্ঞানের লেশমাত্র ছায়া উপলব্ধি করি, যতক্ষণ উহা আমাদের মনে কি-জানি-কেন কোন প্রকার চিন্তা ও ভাবের উদ্রেক করে, ততক্ষণই তাহাতে আমরা দৌন্দর্যা দেখিতে পাই। যদি কোন জড়পদার্থ, কোন প্রকার ভাব কিংবা ভাবার্থ প্রকাশ না করে, তথন আর তাহাতে আমরা কোন সৌনাৰ্য দেখিতে পাই না। কিন্তু সত্তা মাত্ৰই সঞ্জীব। ভৌতিক পদাৰ্থ্য মুক হইলেও অভৌতিক শক্তিসমূহে তাহা ওতপ্ৰোভ; এবং উহা যে जुकुल निव्हासद अधीन उद्धा नुर्जा छ-विनासान छ्वानिद है नाका अनान कविया शारक । यह क्रष्ठ भगार्थ, एक हम तागावनिक विरक्षम कथनहे প্রযুক্ত হইতে পারে না ; কিন্তু যাহারই কোন প্রকার নেহযন্ত্র আছে, এবং বে-কোন পদার্থ শক্তি হইতে বঞ্চিত নহে, তাহাতেই ঐকপ বিশ্রেবনক্রিয়া সম্ভব। কি গভার দাগর-গতে, কি উচ্চ আকাল-তলে, কি বালকণার মধ্যে, কি প্রকাও পর্মত-শিখরে,—উহাদের স্থা আবরণ ভেদ করিয়া, ভুমা-আগ্রার অমৃত কিরণ সর্প্রতই বিকীর্ণ হইতেছে। চর্ম্ম-চকুর ন্যায় আগ্রার চকু দিয়া প্রকৃতি-রাজ্যকে দশন কর,---শর্ম-অই নৈতিক ভাব তোমার চোখে পড়িবে, এবং প্রত্যেক পদার্থের রূপ व्यामारमञ्ज विद्याद्ववे প্রতিরূপ বলিয়া উপলব্ধি হইবে। পর্বেই বলি-রাছি, কি মনুব্য-মূর্ত্তি, কি ইতর প্রাণার মূর্ত্তি, ভাবের প্রকাশেই উহাকে ञ्चलत (नथात्र। किन्न गर्यन जूमि উत्तृत्र हिमालत-लिशस्त्र व्यास्तारण क्त, यथन कृषि स्र्रांत जेमग्रास, बालाक्द क्य मुका नित्रीक्ष क्र -এই সমস্ত আশ্চর্যা গড়ীর দৃশ্য তোমার উপর কি কোন নৈতিক প্রভাব প্রকটিত করে না ? এই সকল মহান দৃশ্য অবশাই কোন এক

শরাশক্তির অভিব্যক্তি, পরমাশ্র্ব্য পরম জ্ঞানের অভিব্যক্তি—এইরূপ কি তোমার মনে হয় না ? এবং তখন মান্ত্রের মুখের মত, প্রকৃতির মুখেও কি তুমি এক প্রকার ভাবের প্রকাশ দেখিতে পাও না ?

কোন আকৃতিই একক থাকিতে পারে না, উহা কোন-না-কোন পদার্থেরই আকৃতি। অভএব ভৌতিক সৌন্দর্য্য কোন এক আত্যস্ত-রিক সৌন্দর্য্যেরই নিদর্শন। উহাই আধ্যাগ্রিক ও নৈতিক সৌন্দর্য্য; এবং উহাই সৌন্দর্য্যের ভিত্তি, সৌন্দর্য্যের মূল-তব্, সৌন্দর্য্যের ঐক্য-শুফা।

আমরা দৌলর্ঘ্যের যত প্রকার ভেদের উল্লেখ করিয়াছি, তৎসম-ন্তই বাস্তব দৌন্দর্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই বাস্তব দৌলর্ঘ্যের উপরে আর এক শ্রেণীর দৌলর্ঘ্য আছে—সেটি মনোগত चामर्न-(मोक्सर्य। এই चामर्न-(मोक्सर्य), कान वास्ति विरन्दर किःवा ৰাক্তিসমহের মধ্যে অবস্থিতি করে না। এইরূপ সৌন্দর্য্যের ধারণা মনে আনিবার জন্ম, বাহ্যপ্রকৃতি কিংবা আমাদের বছদর্শিতা ওধু व्यक-व्यक्ती जेशनक योगारेश त्मत्र माख : किंद्र जामरन वरे मोन्मर्या স্বভন্ন শ্রেণীর। এই প্রকার সৌন্দর্যোর ধারণা মনে একবার প্রকাশ পাইলে, কোন প্রাকৃতিক মূর্ত্তি যতই স্থলর হউক না কেন,—উহা ঐ পরম সৌন্দর্যারই একটা নকল বলিয়া মনে হয়; উহা কিছতেই ঐ সৌন্দর্য্যের সমান হইতে পারে না। কোন একটা স্থন্দর কাজের কথা আমার নিকট বল-মামি উহা অপেকাও স্থলরতর কাজ মনে করনা করিতে পারি। এমন যে অ্যাপলো মূর্ত্তি তাহারও অনেক দোষদর্শী সমালোচক আছে। আদর্শের দিকে যতই অগ্রসর হও. আদশটি ততই যেন পিছাইয়া যায়। আদর্শ-দোন্দর্য্যের চরম অংশটি অনত্তের মধ্যে—অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত; কিংবা আরও ভাল করিয়া বলিতে গেলে – দেই ধ্রুব আদর্শটি, পূর্ণ আদর্শটি, স্বয়ং ঈশব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

যেহেতু ঈশ্বর সকল পদার্থেরই মূলতব, অতএব সেই অধিকারক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ সৌন্দর্য্যেরও মূলতব; স্কতরাং ন্যাধিক অপূর্ণভাবে যে কোন পদার্থেই সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, সেই সমস্ত প্রাকৃতিক
সৌন্দর্য্যেরও তিনি মূলতব; তিনি যেমন ভৌতিক জগতের প্রষ্টা,
মানিধিক-জগৎ ও নৈতিক-জগতের পিতা, তেমনি তিনি সকল
সৌন্দর্য্যের মূলাধার।

গতি, আকার, ধ্বনি, বর্ণ প্রভৃতির বিভিত্ত সমিলন ও স্থানিশনে এই দৃশামান জগতে যে সৌন্দর্যা কৃটিয়া উঠিগছে, তাহা দেখিয়াই আমরা এত মুগ্ন হই ;—আর এই স্থবাবহিত বিরাট দৃশোর পশ্চাতে, যে নিয়ন্তা, যে বিধাতা, যে বিহুক্ত্মা মহাশিলী রহিলাছেন, তাহাকে কি আমরা উপলব্ধি ক্রিব না ?

ভৌতিক সৌলগাঁ নৈতিক গৌলগাঁ রই এক প্রকার আছোদন। এই স্তা-জোতি, এই মানসিক সৌলগাঁ,—ইহার মূলত্রটি কি গুসকল সতোর যে মূলত্র, ইহারও সেই মূলত্র।

নৈতিক গৌন্দর্যোর মধ্যে, ছাইটি অতথ উপাদান বিচমান,— উভরই অুক্র, কিছু বিভিন্নভাবে অুক্র। যথা:—ভাষপরতা ও উদারতা, প্রেম ও ভক্তি। যে ব্যক্তি অকীয় আচরণে ভাষপরতা ও উদারতা প্রকাশ করে, তাহার সম্পাদিত কার্যা যার পর নাই অুক্র। কিছু যিনি ভারের মৃশাধার, প্রেমের অফুরন্থ উৎস, তাহার গৌন্দ্যা কি বলিয়া বর্ণনা করিবে ? আমাদের নৈতিক প্রকৃতি যদি অুক্র হয়, যিনি এই নৈতিক প্রকৃতির প্রাঠা তিনি কতানা সুক্রের। ভাহার নাায়, ভাঁহার ক্রুণা, আমাদের অভরে, আমাদের াহিরে.—সর্প্রতই বিদ্যমান। তাঁহার ন্যায়ব্যবস্থাই স্কগতের এই নৈতিক ব্যবস্থা; কোন মানব-বিধি তাহা রচনা করে নাই; প্রত্যুত্ত पन्नया-क्रिक विधि-वावज्ञामि विक्रकान माह्य नाग्रासक्ट वास्क क्रिक्ट চেষ্টা পাইয়াছে: এবং দেই ন্যায় নিজ-বলেই এতাবংকাল এই মগতে সংর্কিত হইয়াছে, স্থানিত লাভ করিয়াছে। নিজের **অন্তরে** াদি অবতরণ করি, আমাদের অন্তরায়াই সাক্ষ্য দিবে বে, ধর্মের নহচর যে শারি ও সম্ভোব—ভাহার মধ্যে ঐশ্বরিক ন্যায়ই বিরাজ-দান: হৃদয়ের তাত্র যন্ত্রণার মধ্যে, পাপের অপরিহার্য্য কঠোর শাণ্ডিই প্রকাশ পায়। আমাদের প্রতি মঙ্গলময় বিধাতার কত করণা, কত স্নেহ্যত্ব তাহার পরিচয় আমরা প্রতিপদে প্রাপ্ত হই-তেছি, প্রতি মুহূর্তই তাহা অভিনব অনস্ত বাক্যে ঘোষণা করি-তেছে। তাহার মঙ্গলভাব,-কি কুদ্র, কি বৃহৎ,-প্রকৃতির সকল घটनात्र मर्थाहे राष्ट्रीयामान । के नकत घটना आमारतत्र निकर्ष অতিপরিচিত বলিয়াই আমরা ভূলিয়া যাই; কিন্তু একটু চিস্তা করিলেই টেহা আমাদের বিময়মিল ক্রজতার উল্লেক করে. এবং জীবেব প্রতি বাহার অসীম প্রেম দেই প্রেমময় পরম मिरवेत महिमा (योवन) करते।

এইরপে, আমরা যে তিন শ্রেণী নিদ্ধারণ করিয়াছি, ঈশ্বর সেই তিনি শ্রেণীয় সৌন্দর্যের,—অথাং ভৌতিক, মানসিক ও নৈতিক সৌন্দর্যের মূলভব।

শাবার এই তিন খেণীর প্রত্যেক শ্রেণীতেই সৌন্দর্য্যের যে ছই প্রকার রূপ বিভ্যান—শ্রথাৎ স্থলর ও মহান্—তাহা তাঁহা-তেই আনির। পর্যাবদিত হইরাছে। ঈশ্বরই পরম স্থলর; কেননা, আমাদের সমন্ত মনোর্ত্তিকে - জ্ঞান, ক্রনা ও হৃদয়কে তিনি ভিন্ন

আর কে পরিত্রপ্ত করিতে পারে ? তিনিই আমাদের জ্ঞানের উচ্চতম ধারণা-- যাহার পর আর কিছুই অম্বেষণ করিবার নাই। जिनिहे जामात्मत्र कन्ननात्र जाशहात्रा धान, जिनिहे जामात्मत्र कन-দ্বের পরম প্রেমাম্পদ। অতএব তিনিই পূর্ণরূপে স্কলর। তিনি रिक्र अन्तर, रमहेक्र कि जिनि महान् नरहन् । अकीय अमीब মহিমার ছারা তিনি যেমন একদিকে আমাদের চিন্তার দিগল্পকে প্রদারিত করিতেছেন, তেমনি আবার তাঁহার অতলম্পর্ণ মহি-মার মধ্যে আমাদিগকে নিমজ্জিত করিতেছেন। তাঁহার করুণা-রশ্মি যেমন আমাদের জ্নয়পন্নকে প্রকৃটিত করে, তেমনি তাঁর कर्छात्र ज्ञान कि जामामित्यत भरन छीछित्र मकात्र करत ना ? नेचरत्रत चक्राण लामन ७ क्रमाना छेन्यरे विमामान। क्रेयन एक-नित्क मधुत्र, टामिन जावात्र जिनि जीवन। अकनित्क रामन जिनि এই দুশামান সদীম জগতের জীবন, আলোক, গতি ও অক্ষয় শোভা, তেমনি আবার তিনি অনাদি, অদুশা, অদীম অনম্ব, পরিপূর্ণ অবৈত ও সতার সন্তা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ঈশবের এই ভীষণ উপাধিত্তলি যাহা পূর্কোল্লিখিত উপাধিরই মত স্থানিভিড--উচা কি আমাদের কল্পনায় একপ্রকার বিধাদের ভাব উৎপাদন করে না—যাহা ভীষণ-গন্ধীর দুশ্য দর্শনে আমাদের মনে নিয়ত উত্তেজিত हहेबा शांक ? क्रेबब, व्यामात्मव निक्रे बन्मव ७ महान ; এই इहे তেমনি আবার সকল প্রহেলিকার তিনিই স্থাপন্থ সম্ভা। আমরা সীমাবদ্ধ জীব,—আমরা অসীমকে বেমন ব্রিতে পারি না. তেমনি আবার অগ্নীমকে ছাড়িয়াও কিছুরই স্মীচীন ব্যাখ্যা করিতে পারি না। আমাদের যে সতা আছে. সেই সন্তার ঘারাই আমরা ঈশবের সেই অসীম সন্তার কতকটা আভাস পাই; আমাদের মধ্যে যে অসন্তা বিদ্যমান, সেই অসন্তার ঘারাই আমরা ঈশবের সন্তার মধ্যে বিলীন হই। এইরুপে, কোন কিছুর বাাথাা করিতে হইলেই নিয়ত তাঁহারই শরণাপর হইতে হয়; এবং তাঁহার অনস্ততার ভারে প্রপীড়িত হইয়া যথন আবার আপনার মধ্যে ফিরিয়া আদি, তখন—যিনি আমাদিগকে উদ্ধে উল্লোশন করিতেছেন, যিনি আমাদিগকে অভিভূত করিতেছেন, সেই ঈশবের প্রতি আমরা পর্য্যায়ক্রমে, অথবা যুগপং, একটা অদম্য আকর্ষণের ভাব, বিশ্ববের ভাব, ছরতিক্রম্য ভীতির ভাব অমুভব করি, যাহা একমাত্র তিনিই উংপাদন করেন এবং যাহা তিনিই প্রশামিত করিতে পারেন; কেন না একমাত্র তিনিই ভীষণ ও স্থানরের ঐক্যন্থল।

এইরূপে দেই পূর্ণ পুরুষ ঈশরই,—পূর্ণ একৰ ও অসীম বৈচি-ত্যের সমবার; প্রতরাং তিনিই সমন্ত সৌন্দর্য্যের চরম হেতু, চরম ভিত্তি, চরম আদর্শ। Diotime এই চিরন্তন সৌন্দর্য্যেরই একটু আভাস পাইরাছিলেন এবং তাঁহার "Le Banquet" নামক সন্দর্ভে সক্রেটিসের নিকট দেই সৌন্দর্য্যের এইরূপ বর্ণণা করিয়াছেন:—

"দেই অনাদি অনন্ত দৌল্ব্যা, অজাত অবিনশ্বর দৌল্ব্যা, যাহার ক্ষ নাই, বৃদ্ধি নাই; যাহার এক অংশ স্থানর ও অপরাংশ কুংসিং— এরূপ নহে; শুধু অমুক সময়ে স্থানর, অমুক স্থানে স্থানর, অমুক সমরে স্থানর কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহাররূপ নাই, —মুথ নাই, হন্ত নাই, শারীরিক কিছুই নাই; অথবা যাহা অমুক চিস্তাও নহে, অমুক বিশেষ বিজ্ঞানও নহে, আপনা হইতে ভিন্ন অন্ত কোন সন্তার মধ্যেও যাহা অবৃহিতি করে না; যাহা কোন জীব,

কিংবা পৃথিবী, কিংবা আকাশ কিংবা অন্ত কোন ৰস্ত নহে; যাহ।
সম্পূৰ্ণকপে তাদায়াবিশিষ্ট, যাহা আত্মবিকারশৃত্ত, অন্ত সকল দৌল্য্য্য যাহার অংশ মাত্র; যাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, ক্ষয় নাই, বৃদ্ধি নাই,
কোন পরিবর্তন নাই।

এই পূর্ণ সৌন্দর্য্যে উপনীত হইতে হইলে, এই মর্ন্তালোকের সৌন্দর্য্য হইতে আরম্ভ করিতে হয়; এবং সেই পরম সৌন্দর্যার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ক্রমাগত আরোহণ করিতে হয়, যাত্রাকালে সোপানের সমস্ত ধাপগুলা মাড়াইয়া ঘাইতে হয়;—একটা স্থানর দেহ হইতে গুইটি স্থানর দেহে, গুইটি স্থানর দেহ হইতে, অয় সমস্তম্থানর দেহে; স্থানর দেহে, গুইটি স্থানর দেহ হইতে, অয় সমস্তম্থানর দেহে; স্থানর লেহ হইতে, স্থানর ভাবে হইতে স্থানর জ্ঞানে, এইরূপ জ্ঞান হইতে জ্ঞানান্তরে আসিয়া, পরে সেই পরম্ব জ্ঞানে আমরা উপনীত হই,—যে জ্ঞানের বিষয়,—স্থানর স্থার স্থান হিব সমর্থ হই।"

"মাতিনের বিদেশী আরও এইরূপ বনিতে লাগিলেন:—প্রিয় দশা সক্রেটিস, সেই অনাদি সৌলগ্যের দশনেই জীবন সাথক হয়
যে বাক্তি অবিনিপ্র সৌল্ম্যকে দেবিতে পাইয়াছে,বিশুদ্ধ সৌল্ম্যকে,
সরল সৌল্ম্যকে দেখিতে পাইয়াছে—যে সৌল্ম্য নর-মাংসে, নরবর্গে
আচ্চাদিত নহে, যাহা নগ্র উপাদানে গঠিত নহে,—সেই অবৈত্ত
সৌল্ম্যার, সেই ঐশ্বরিক সৌল্ম্যার যে সাক্ষাৎ দশন পাইয়াছে,
ভাহার কি সৌল্গ্য !—সেই ধন্য ! সেই ধন্য !"

তৃতীয় উপদেশ।

শিপ্লকলা।

পারতিক পদার্থের মধ্যে স্থলরকে গুধু জানা ও তালবাসাই মাল্যের একমাত্র কাজ নহে; মালুব উহাকে প্রকংপাদন করিতেও পারে। ভৌতিক কিংবা নৈতিক বৈ প্রকারেরই হউক না কেন, কোন প্রাকৃতিক সৌল্যা দেখিবামাত্র মালুব তাহা কল্পত্র করে, তাহাকে মুগ্ধ হয়, সৌল্যারেসে আগ্লুত ও অভিচূত হইলা পঢ়ে। এই সৌল্যাের অলুভূতি প্রবল হইলে, উহা বেনীক্ষণ নিক্ষল থাকে না। যাহা হইতে আমরা একটা তারতর স্থব অলুভব করি তাহাকে প্রকার দেখিতে আমানের ইছা হয়, প্রকার কল্পত্র করিতে ইছা হয়; যে সৌল্যাের আমরা মুগ্ধ হইলাছি তাহাকে পুনজ্যাবিত করিতে আমাদের প্রবল আকাছা হয়; সে কেনাট ঠিক্ তাহাই নহে, পরস্ক আমাদের কল্পনা তাহাকে বে ভাবে গ্রহণ করিলছে সেইভাবেই তাহাকে আমরা প্রভাবিত করিতে ইছা করি। তাহা হইতেই মালুবের নিজস্ব মৌলিক রচনার উৎপত্তি—শিল্পকলার উৎপত্তি। সৌল্যাকে আধীনভাবে পুনরুৎপাদন করাই শিল্পকলার উৎপত্তি। সৌল্যাকে আধীনভাবে পুনরুৎপাদন করাই শিল্পকলা এবং এই পুরন্ধৎপাদনের শক্তিকেই প্রতিভাবলে।

সৌন্দর্য্যের এই পুনরুৎপাদনের জন্ম কোন্কোন্ মনোরুত্তির প্রয়োজন ? সৌন্ধাকে চিনিবার জন্য, অমূভব করিবার জন্য ষে যে মনোরুত্তির প্রয়োজন ইহাতেও সেই সব মনোরুত্তির প্রয়োজন। কলাকচি চূড়াস্ক সীমায় উপনীত হইলেই প্রতিভা হইয়া দাঁড়ায়,— ভধু ঘদি তাহাতে আৰু একটি উপাদান সংযোগিত হয়। সে উপাদানটি কি ?

মনের সেই মিশ্র বৃত্তি—যাহাকে ক্ষতি বলে—ভাহাতে তিনটি মনোবৃত্তির সমাবেশ স্থাছে:—কলনা, রদবোধ, বৃদ্ধি-বিবেচনা।

প্রতিভার ক্রবির পক্ষে এই তিনটি মনোর্ডি নিতাম্ভ আবশ্রক; কিছ ইহাও যথেষ্ট নহে। প্রতিভা, एकनी-শক্তিরই উপাধি; উহাই প্রতিভার বিশেষ লক্ষণ। কলা-ফুচি অফুভব করে, বিচার করে, তর্ক বিতর্ক করে, বিল্লেষণ করে, কিন্তু উদ্ধাবন করে না। প্রতিভা উদ্ভাবক, ও শ্রষ্টা। প্রতিভাবান পুরুষের মধ্যে যে শক্তি অবস্থিত। প্রতিভাষান পুরুষ দেই শক্তির প্রভুনহেন। তিনি যাহা অন্তরে অফুভব করেন, তাহা বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহার বে তুর্দম-নীয় জলম্ব আগ্রহ ও আকাম। উপন্তিত হয় তাহাই তাঁহাকে প্রতি-ভাবান করিয়া তোলে। যে সকল ভাব, যে সকল করনা, যে সকল চিম্বা তাঁহার চিত্তকে আলোড়িত করে, তাহার দরুণ তিনি কট্ট অফু-ভব করেন। লোকে বলে গুণীলোক মাতেরই একটু ছিটু আছে। কিন্তু এ 'ছিট' জ্ঞানেরই একটি দিব্য অংশ। সক্রেটিস, এই রহন্ত-ষয়ী শক্তিকেই, তাঁহার "দানব" (দানা Demon) বলিতেন। ভল্-টেয়ার ইহার নাম দিয়াছিলেন.—মূর্তিমান সমতান; প্রতিভাবান নাটককার হইতে হইলে, মল্লের খারা এই সমতানকৈ আহ্বান করিতে নাম যাহাই দেও না কেন, একটা কিছু নিশ্চয়ই আছে— জানিনা দে জিনিণটা কি—যাহা প্রতিভাকে জাগাইয়া তোলে। এবং প্রতিভাষান পুরুষ যতক্ষণ অন্তরের ভাব বাহিরে ব্যক্ত করিতে না পারেন, স্বকীয় স্থুখ ছ:খ, স্বকীয় মনোভাব, স্বকীয় কলনাকে মুর্ত্তি-শান করিয়া প্রকাশ করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহার মনে সাম্বনা

দাই—আরাম নাই। অতএব প্রতিভাতে ছুইট জিনিস্ বিশেষ-দ্ধপে থাকা চাই। প্রথমত উৎপাদন করিবার জন্য একটা জলত্ত আগ্রহ; বিতীয়ত উৎপাদন করিবার শক্তি। কেননা, শক্তি বিনা শুধু আগ্রহ—দে একটা ব্যাবি বিশেষ।

কার্যা-সম্পাদনী শক্তি, উত্তাবনী শক্তি, স্থলনীশক্তি—স্থারূপে ইহাই প্রতিভা। সৌন্দর্যা নিরীক্ষণ করিয়া সৌন্দর্য্যে মৃথ্য হইয়াই কলাক্ষতি সম্ভই। মিথা। প্রতিভা, জ্বলম্ভ অথচ জ্বকর্মণা করনা, —নিক্ষণ স্থপ্রেই আপনাকে নিংশেষিত করে; সে এমন কিছুই উৎ-পাদন করে না যাহা বৃহৎ কিংবা মহৎ। করনাকে স্টিতে পরিশত করাই প্রতিভার ধর্ম।

প্রতিভা স্থাষ্টি করে — নকল করে না। কেই কেই বলেন, প্রতিভা প্রকৃতি অংশকাও শ্রেষ্ঠ; কেনে না প্রতিভা প্রকৃতিকে নকল করে না। প্রকৃতি ঈশরের রচনা; অতএব মাফ্র ঈশরের প্রতি-দ্বী।

ইহার উত্তর থ্ব সোজা। না, প্রতিভাবান প্রুষ ঈখরের প্রতি-ছন্দী নহে। তিনি এশী রচনার গুধু ব্যাখ্যাকর্তা। প্রকৃতি তাঁহার নিজের ধরণে ব্যাখ্যা করেন, মানধ-প্রতিভাও তাহার নিজের ধরণে ব্যাখ্যা করে।

শিল্লকলা প্রকৃতির অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে—এই কথা লইয়া পূর্ব্বে অনেক আপোচনা হইয়া গিয়াছে। এই কথাটি আমরাও একটু বিচার করিয়া দেখিব। অবশ্য একভাবে দেখিতে গেলে, শিল্লকলা অনুকরণই বটে; কেন না, নিরবলম্ব নিরাধার স্থাষ্ট এক-মাত্র ঈশরেতেই সম্ভবে। যাহা প্রকৃতিরই অংশ সেই সব মূল-উপা-দান ভিন্ন প্রতিভা আর কি লইয়া কাক করিবে? কিন্তু প্রাকৃতির অমুকরণ ভিন্ন তাহার কি আর কোন কাজ নাই ?—এ গণ্ডির মধ্যেই কি দে বন্ধ ? প্রতিভা কি বাস্তবের গুধুনকল-নবীশ ? অবিকল নকল করাতেই কি তাহার একমাত্র গুণপন। ? যে জীবস্টে আগলে অমুনকরণীয় তাহার অবিকল নকল করা অপেক্ষা নিক্ষল উদাম আর কি হইতে পারে ? যদি শিল্লকলা প্রকৃতির দাসবং শিব্য হয়, ভাবে দে শিব্য নিতান্তই অক্ষম বলিতে হইবে।

বে প্রকৃত কলাগুণী দে প্রকৃতিকে মর্মে-মর্মে অফুভব করে. দে প্রকৃতির দৌল্যো মুগ্ধ হয়। কিন্তু প্রকৃতির দকল প্রদার্থই শমান চিত্ত-বিমোহন নহে। আমি প্রক্ষই বলিয়াছি, প্রকৃতিতে এমন একটা জিনিদ আছে, ঘাংছে-করিলা প্রকৃতি শিল্প কলাকে অনওওণে অতিক্রম করে—বে জিনিদটা কি ৮—না জীবন। এই জীবনকে ছাড়িয়া দিলে, শিল্পকলা প্রকৃতিকেও অতিক্রম করে —কেবল যদি সে অবিকল অঞ্কর এর প্রহাণী নঃ হয়। যতই স্থানর ইউক না কেন, কোনও প্রাকৃতিক প্লার্থই স্ক্রাংশে নির্থানহে। যাহা কিছু ৰান্তৰ ভাহাই অপূৰ্ণ। কোন-কোন হ'ল দেখা যায়, লাণিভা ও শোভনতা,—মহান ভাব হই:ত, শক্তির ভাব হই:ত বিচ্ছিল। দৌল-ব্যের অব্যবগুলি বিক্ষিপ্তভাবে, বিভক্তভাবে সর্মত্র পরিশক্ষিত হয়। বদুচ্ছাক্রমে ভাংলিগকে একর মিণিত করিলে,—কোন একটা নিয়মের মধীন না হইয়া, এ-মুখ হইতে একটা ঠোঁট, ও-মুখ হইতে একটা চোপ্ৰাছিয়া লইলে—একটা অস্বাভাৱিক কিন্তুত-কিমাকার মূর্তি গড়ির। তোলা হর মাত্র। এই নির্বাচনে যদি কোন একটা নিরম অনুসরণ কর। হয়, তাহা ২ইলেই একটা আনুর্শ স্বীকার ৰুৱা হইল—যাহা বাজিবিশেষ হইতে ভিন্ন। যে বাজি প্ৰকৃত কলা গুণী সে প্রকৃতির অনুশীলন করিয়া এইরূপ একটা আদর্শ খাড়া করিয়া তোলে। অবশ্য প্রাকৃতিকে ছাড়িরা এরূপ আদর্শ সে কথন কল্পনা করিতেও পারিত না; কিন্তু এই আদর্শটি পাইরাই সে তাহার দার স্বরু প্রকৃতিকেও বিচার করে—সংশোধন করে; এমন কি প্রকৃতির সমক্ষে ইইতেও স্পৃথি করে।

কল্লনার আদশই ও^{ীজনের জলম্ভ অভুরাগ ও ধানের বিষয়।} চিস্তার দার৷ বিশোধিত, ভাব-রদের দার৷ দঞ্চীবিত যে আনুর্শ দেই আদর্শটিকে নীরবে ও একাত্বমনে গান করিতে করিতে গুণীজনের প্রতিভা প্রজ্বনিত হট্যা উঠে। কিরুপে দেই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করা যায় —জীবস্থ করিয়া তোলা যায়, তংপ্রতি গুণীজনের একটা গ্রন্থনীর আকাষা জনো। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ যাহা কিছু তাঁহার কাজে লাগিতে পারে দেই সমস্ত উপাদান তিনি প্রকৃতি হইতে দংগ্রহ করেন এবং মাইকেল আনজেলো বেরূপ স্থানমা মার্কেলের উপর তাঁহার খনিত্রের ছাপ বিল্লিটিলেন, সেইরূপ তিনি নিজ হত্তের প্রবল শক্তি প্রয়েগ্র করি বা দেই উপ্লোন হইতে এরপ রচনা বাহির করেন বাহার অকুরূপ আদশ প্রকৃতির মধ্যে কোপাও দেখিতে পাওয়া যায় ন:। তিনি তাঁহোর বেই মানদ-আদৰ্শেরই অলুকরণ करतम याश এक श्रकात निजीत सृष्टि विनात इत। वाक्तिय अ জীবনের হিমাবে উহা প্রাকৃতিক স্কৃত্তী অপেকা। নিকৃত্তী, কিন্তু এ কথা নিঃশন্ধতিকে বলা যায় যে, মান্সিক ও নৈতিক মৌলংগ্রের হিচাবে উহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি অপেক্ষাও উংক্রই। তাঁহার সেই রচনার উপর মানবিক ও নৈতিক দৌন যাঁ মুদ্রিত থাকে।

নৈতিক দৌলগ্যই সমস্ত প্রকৃত সৌলগ্যের মূল। প্রকৃতি-রাজ্যে এই মূলটি একটু আছের ভাবে একটু প্রছের ভাবে থাকে। ঐ আবরণ হইতে শির্কলাই উহাকে বিনির্মূক করে এবং উহাকে স্বছ্ক করিয়া তোলে। শিল্পকলা, নিজের শক্তি-সম্বশ্ন যদি ঠিক বুঝে, তাহা হইকে ঐ দিক্ হইতেই প্রকৃতির সঙ্গে দে টক্কর দিতে পারে এবং তাহাতে কতকটা সফল হইতেও পারে।

শিল্পকলার চরম উদ্দেশ্য কি প্রথমে তাহাই নির্দারণ করা থাক। শিল্পকলার নিজস্ব শক্তি যেথানে, উহার চরম ইন্দেশাও সেইখানে। (छोडिक मोनर्पात मार्शाया किकाल निर्वे कि मोनर्गा श्रकाच करा যায় ইহাই শিল্পকরার চর্ম উল্লেখ্য। ভৌতিক সৌন্দর্যা নৈতিক সৌন্ধ্যেরই সাঙ্কেতিক স্কুপ। আনক দুময়ে এই সাঙ্কেতিক রূপট প্রকৃতির মধ্যে তম্যাক্তর হইয়া থাকে। শিল্পকা উহাকে আলোকে আমানিয়া উহার উপর এরপ প্রভাব প্রকটিত করে যাহা প্রকতিও সব সময়ে দেরুপ করিয়া উঠিতে পারে না। প্রাকৃতি চিত্ররপ্রনে অধিক-তর সমর্থ: কেন না, প্রকৃতির রচনায় জীবন আছে-জীবন থাকায় কলনা ও নেত্র উভয়ই মুগ্ধ হয়। পক্ষায়ুরে শিল্পকলা মানুষের মুগ্মপর্শ করে, কেন না উহা প্রধানতঃ নৈতিক গৌন্দর্যা প্রকাশ করিয়া, মনের গভীর আবেগ-সমুহের যে স্ত্রন্তান একেবারে সেইখানে গিয়া আঘাত करतः এवः এই मर्ग्न अभिने ठारे छे १ करे त्यां नर्यात्र निमर्नन ९ व्यमान । ছুই সীম-প্রান্তই সমান বিপদজনক; এক, মৃত মানস-আদর্শ, আবু এক, মানদ-আদৰ্শের অভাব। বাস্তব আদশের (model) ब्ठहे (क्रम नक्त क्रव मा, ह्यूड (महे ब्रज्नाय अक्रब (मोनर्साव अजार ছটবে: আবার নিচক স্বৰূপোলকল্লিত কোন রচন। করিলেও হয়ত এমন একটা অনিৰ্দেশ্য কামনিকতা আদিয়া পড়িৰে যাহাতে কোন क्कित वित्मवत मार्डे ।

কি পরিমাণে মানসের সহিত বাস্তবের—রপের সহিত ভাবের বিলন হওয়া উচিত, প্রতিভা তাহা চটু করিবা ধরিতে পারে—ঠিক্ ধরিতে পারে। এই সন্মিলনই শিল্পকার চরম উৎকর্ষ। এবং ইহাই উংক্রপ্তরচনা-সমূহের প্রাক্ত মৃল্য।

আমার মতে, শিল্পশিকাতেও এই নিয়মের অনুসরণ করা কর্তবা r লোকে জিজাদা করে, ছাতোরা মানক আদর্শের অমুশীলনের ছারা. না বাস্তবের অতুকরণের হারা শিক্ষা আরম্ভ করিবে ? আমি কোন দ্বিধানা করিয়া এইরূপ উত্তর করি:—শিক্ষার আরম্ভে উভয়েরই অনুশীনন আবশ্যক। স্বরং প্রকৃতিদেবী, বিশেষকে ছাভিয়া দামান্তকে. কিংবা সামান্তকে ছাড়িয়া বিশেষকে আমাদের সম্মত্থে কথনই অর্পণ করেন না। প্রত্যেক মানব-মূর্ত্তিতেই কতকগুলি ব্যক্তিগত বিশেষ লক্ষণ আছে—যাহা অন্য সমস্ত হইতে ভিন্ন; এবং তাছাড়া সাধারণ লকণ্ড আছে যাহাতে-করিয়া উহা মানবমূর্ত্তি বলিয়া চেনা যায়। যাহারা চিত্রবিদ্যা শিথিতে প্রথম আরম্ভ করে, তাহাদিগের পক্ষে কোন মূর্ত্তির বাজিগত বিশেষ-গক্ষণ ও আদর্শ-লক্ষণ উভয়ই অনুশীলন করা আবশাক। আমার বোধ হয়, ৩ জ ও সুন্দ্র নির্বিশেষতা হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্ত, প্রথম হইতেই কোন স্বাভাবিক পদার্থের —বিশেষত: কোন জীবন্ধ মর্ত্তির নকল করা ভাল। এইরূপ করিলে, **ছাত্রের। প্রকৃতির বিনালয়েই শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। তাহা হইলে.** সৌলর্বোর যে ছইটি প্রধান উপাদান, শিল্পকলার যে ছইটি অপরিহার্য্য নিয়ম তাহা কখনই তাহারা বিদর্জন করিবে না: উহাতে তাহারা গোড়া হইতেই অভান্ত হইবে।

কিন্তু এই হুই ট উপাদান সন্মিলিত করিবার সময় উহাদের প্রত্যে-ককে ঠিক্ c5না আবশাক এবং কোন স্থানে কিরুপ প্রয়োগ করিতে, হুইবে তাহাও বুঝা আবশ্যক।

এমন কোন মানস-মূর্ত্তি কলিত হইতে পারে না বাহার

একটা নির্দিষ্ট আকার নাই; এমন কোন একতা হইতে পারে না, যাহাতে বিচিত্রতা নাই; এমন কোন জাতি থাকিতে পারে না, যাহাতে বাজি নাই; কিন্তু যাই থোক্, মানস-মানশই স্কলারের ভিত্তবর্গর জিনিস; এই মানস-মানশকে বাস্তবতার পরিগত করাই প্রকৃত শিল্লকান,—অমুক অমুক বিশেষ-মাকারের মন্তকরণে প্রকৃত শিল্লকার পরিচয় পারেয় যায় না।

আমাদের শতাদির প্রার্থে ফ্রাম্পের বির্ভনপ্রিয়ং নিম্লিথিত প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রতিযোগিত। উল্বাটিত করিয়াভিবেন: — 'প্রাচীন গ্রীদ-দেশীয় ভাষত-শিলের চরম উংকর্ষের করেণ্ডলি কি এবং কি खेलारब के श्राकात 5तम डिस्कार्स छेलमी छ इत्या गाईएक लाख ?" कई প্রেল্ডীর স্থার্থ দিল। যিনি জ্যুমালা লভে করিগাছিলেন টাহার নাম এমেরিক ডেভিড। দেই সমরে যে মতারী প্রবল ছিল দেই মতেরই পোষকতা করিল তিনি বলিলাছেন, ভুরু প্রাকৃতিক মৌল্যোত্র উকা-থিক অপুশীলনেই প্রাচীন ভাষের-কলা চরম উংকর্ম লাভ করিলাছিল, এবং প্রকৃতির অভকরণই ঐ প্রকার উংক্র লাভের একমার প্রা কাৰেরনেলার সেকল্রি নামক এক বর্গিন এই মূর প্রথম কবিল মান-সিক অনেশ-নেলিয়োর পক্ষ সমর্থন করেন। সমস্ব গ্রীক ভাস্কর কলার है िश्राम तकः ज्यानकात वाग्रासाः विश्व-समारलाऽक निर्णय मण्या আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপর হয় যে, প্রাকৃতির অতকরণের উপর ত্রীকনিগের শিল্প-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত তিল না। বাতব-মানশ্যতই সুক্র इंडेक मा (कम, उत् उ.श शुबरे अपूर्व ध्वः आस्मक छनि वाछव अप-পের অভকরণেও একটি অনিন্যু স্তন্দর মৃত্তি কথনই গঠিত হইতে পারে না। প্রাচীন গ্রীকেরা দেই মান্য সাল্লেরই অনুসর্গ করিত যাংরি প্রতিরূপ বাস্তব জগতে তথনও দেখা ঘাইত না, এখনও দেখা যায় না।

শিল্পকলা সম্বন্ধে আরু একটি মতবাদ প্রচলিত আছে যাহা প্রকা-রান্তরে অনুকরণ-মতেরই পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকে। এই মতবাদীরা বলেন, বিল্লম-মোট উংপাদন করাই শিল্পকলার উদ্দেশ্য। যে চিত্র-সৌন্দর্যা চোথে ধানা লাগাইয়া নেয়, তাহাই আদর্শ সৌন্দর্যা। যেমন পিউক্সিদ নামক চিত্রকারের আঙ্গুর ফালর উংক্ট চিত্র। উহা এতটা প্রকৃতির অন্তর্মণ যে, সভাকার আঙ্গুর মনে করিল পাথীরা আনিলা ফোক্রাইত। কোন নাট্যাভিনয়ে যথন কোন দুশ্য বাস্তব বলিয়া ভ্রম হয় তথনই তাহা কলানৈপুণোর প্রাক্টো বলিয়া পরি-গণিত হয়। এই মতবাদের মধ্যে বেটুকু সতা তাহা এই :- কোন কলারতনা স্থলর ২ইতে ২ইলে তাহাতে জীবত্ত ভাব থাকা চাই। তাহার দুঠান্ত,—নাটাকনার নিয়ম এই বে, অতাত কালের অপরি-শুট ছালা-মৃতিণকল নাটামাঞ্চ প্রধানিত হইবে না, পরন্ত কালনিক কিংবা ঐতিহানিক পাত্রগণ জাবন্ত ধরনের হইবে, আবেগময় হহবে; माञ्चरत्त्र हावात् महन नर्श--- পत्र व कीव प्रमाज्ञ सह मह कथा कहिरव, কাজকরিবে। অভিনয়ের ইল্রজাল, মানব-প্রকৃতিকে বিকৃতরূপে প্রদ-শন না করিয়া বর: ভাহাকে আরও উন্নত আকারে প্রদর্শন করিবে। **এমন कि, এই ইন্দ্রজানই নাট্যকলার মূলমন্ত্র। এই ইন্দ্রজানই আমা-**एनत इ:थ-कहेरक अनुभाति करत, आभानिगरक स्मर्टे वित्र-आकाष्या চির আশার দেশে লইয়া যায়,—যেথানে বাস্তব জগতের অসম্পূর্ণতা সকল তিরোহিত হইয়া কতকটা পূর্ণতার আবিভাব হয়, য়েখানকার ক্ষতিত ভাষা আরও উন্নত, যেথানকার ব্যক্তিগণ স্থারও স্থলার, যে-খানে কন্য্যতার আন্তর্হ স্বীকৃত হয় না; —অথচ সেই অভিনয়ের ইন্দ্রজাল ইতিহাসের মর্য্যাদা অতিক্রম করে না, এবং মানব-প্রকৃতির य मकन अकांग्रे नियम जाशात्र वाशित्र यात्र ना। निज्ञकना यनि মাধ্বকে অতিমাত্র বিশ্বৃত হয় তাহা হইলে দে তাহার উদ্দেশকে অতিক্রম করে—তাহার গম্য-প্রে কথনই উপনীত হয় না; দে এমন কতক গুলা অলীক বস্তু করে যাহার প্রতি আমালের চিত্ত কিছু-তেই আফেট হয় না। অবের যদি শিল্লকলা বেশীমাত্রায় মাধ্য-র্বেগ হয়, বেশীমাত্রায় বাস্তব হইল পড়ে, বেশীমাত্রায় নগতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে দে তাহার গ্ম্য-স্থানের এগারেই থাকির। যায়—তাহার গদিকে ছার অগ্রহর হইতে পারে না।

विजय डेरशानन विज्ञकशांत्र श्रव्यक डिल्मा नरह, क्निना क्लान জনা-রচনা সম্পূর্ণরূপে বিভ্রম উংপাদন করিতে পারিনেও তাহা চিত্তাকর্ষণ না কারতেও পারে। আঞ্কাল বিভ্রম উংপাদন করিবার উদেশে, নাটামাঞ্পরিজ্ঞানি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সভাত বক্ষার জন্ত প্রভূত ১৯ ইবা থাকে : কিন্তু আদলে উহাতে কিছুই যায় আদে না। নাট্যাভিনয়ে, যে ক্রটাসের ভূমিকা এখন ক্রিয়াছে, সে যদিও প্রাতীন রোমক বাঁরের প্রিচ্ছদ পরিবান করে, এমন কি, যে ডোরা দিয়া সীজারকে বধ করা হইয়াছিল ঠিক পেই ছোরাখানা অভিনত্ত কালে ব্যবহার করে—তথাপি, উহা প্রকৃত সমস্পারের মন্দ্রপশ ক্রিতে পারে না। আরও এক কথা;—বিভ্রমানাঃ বেশীমাত্রায় উৎপাদন করিলে, শিল্লকলার রদ্ট মরিল যায়, এবং প্রাকৃতিক ৰাম্ভৰতা আদিয়া ভাগার স্থান অধিকার করে। এইরূপ বাস্তবতা কথন কথন অনুহা হইলা উঠে। যদি আমার বিশ্বাস হয়, আমার অন্তিদ্বে, এফিজেনির পিতা এফিজেনিকে স্তাস্তাই বলি মিতেছে, তাহা হইলে আমি ভয় মাতকে কাঁপিতে কাঁপিতে নাট্যশালা হইতে বাহির হইয়া পড়ি।

किंद्र এरेक्न थावर क्रिकामा कता रव, -क्रमा ও ज्यानक

ম্বদ উদ্ৰেক করাই কি কবির উদ্দেশ্য নহে 🕈 হাঁ, গোড়ায় কতকটা তাহাই উদ্দেশ্য বটে ; किন্তু তাহার পর, উহাতে আর একটা রস মিশ্রিত করিয়া উহার তীব্রতা কমান হইয়া থাকে। চূড়ান্ত-পরি-মাণে করুণা ও ভয়ানক রুদ উদ্রেক করাই যদি নাট্যকলার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির নিক্ট শিল্লকলাকে হার মানিতে हर- এই विवास निज्ञकना, अकृठित चक्रम अठिवन्ती। चामना বাস্তব-জীবনে প্রতিদিন যে সকল শোচনীয় দৃশ্য সচরাচর দেথিয়া थांकि, जारात्र निकठ नाष्टें। मार्क अनुर्मित इःथ कट्टे निजास नपु वर्तन-ষাই মনে হয়। কোন একটা প্রধান হাসপাতালে যে-সব করুণ ও ভীষণ দুশ্য দেখা যায়, সমস্ত নাট্যশালা মিলিয়া তাহা দেখাইতে পারে না। যে মতটি আমরা খণ্ডন করিবার চেষ্ঠা করিতেছি দেই মতের অনুসরণ করিতে হইলে, কবি কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবেন ? তিনি যতদূর পারেন রঙ্গমঞ্চে বাস্তবতার অবতারণা করিবেন, এবং ভীষণ তুঃথ কষ্টের দুশ্য আনিয়া আমাদের হৃদঃকে ব্যথিত ও কম্পিত করিয়া তুলিবেন। করুণারদ উদ্রেক করিবার প্রধান উপায়-মৃত্যু -দুশোর অবতারণা। পক্ষান্তরে হৃদয় বেশীমাত্রায় উত্তেজিত হইলে, শিল্পকলার রদভঙ্গ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত;—ঝটকা-দুশ্যের কিংবা ভগতরী-দৃশ্যের যে সৌন্দর্য্য সে পৌন্দর্য্যটি কি ? প্রকৃতির এই সকল মহান দৃখ্যের প্রতি আমরা কিসে এত আরুষ্ট হই ? ইহা নি-শ্তিত, করুণা কিংবা ভয়ে আরুপ্ত হই না। এই হুই তীব্র ও মর্ম্মভেদী ভাব বরং ঐরপ দৃশু হইতে অমোদিগকে পরাজুথ করে। করুণা কিংবা ভয় ছাড়া আর একটি রদের বশবর্তী হইয়াই আমরা এরূপ দৃশ্য দেখিবার জন্ম তীরে দাঁড়াইয়া থাকি। উহা নিছক সৌন্দর্য্য-রদ ও গাস্তীর্য্যরদ। সমুথের গন্তীর দৃশ্য, সমুদ্রের বিশাল্তা, ফেনমন্ত্র উত্তাল তরঙ্গ-তঙ্গ, বজ্রের গন্তীর নির্যোধ,—এই ভাবকে উদ্দীপ্ত করে। তথন কি আমরা মুহুর্ত্তের জন্ম ভাবি যে কতকগুনি হত-ভাগ্য লোক কই পাইতেছে, কিংবা :তাহাদের মৃত্যু আসন্ত্র গুতাহা যদি ভাবিতাম তাহা হইলে ঐরপ দৃশ্য আমাদের অসহা হইয়া উঠিত। শিল্লকলা সম্বন্ধেও এইরপ। যে কোন ভাবেই আমরা উত্তেজিত হই মা কেন, সেই ভাবটিকে সৌন্দর্যারসের দ্বারা একটু আলু করা চাই, উহাকে সৌন্দর্যারসের অধীনে রাধা চাই। যদি কোন কলা রচনা, একটা নিদ্মিই সীমা ছাড়াইয়া কেবল কঞ্ছাও ভ্যানক রসের উল্লেক করে, বিশেষত শারীরিক করণা ও শারীরিক ভয়ের উল্লেক করে, তাহা হইলে আমরা উহার প্রতি বিম্প হই—উহার প্রতি আর আক্রই হই না।

আর একনল আছেন, তাঁহারা সৌল্যাকে ধল্মভাব ও নৈতিক ভাবের সংহত এক করিয়া কেলেন, শিল্পকলাকে ধল্ম ও নীতির মেবার নিযুক্ত করেন। তাঁহারা বলেন, আমানিগকে ভাল করিয়া ভোলা, —আমানিগকে ঈংরের দিকে উল্লাত করাই শিল্পকলার প্রকৃত উদ্দেশ্য। কিন্তু এই ছয়ের মধ্যে একটা মুখ্য প্রভেদ আছে। ধনি সকল সৌল্যাের মধ্যেই নৈতিক সৌল্যা নিহিত থাকে, যদি সৌল্যাের আন্লা ক্রমাণত অনস্তের অভিমুখেই উথিত হয়, তবে যে শিল্পকলা সেই আদশ-সৌল্যাকে পরিবাক্ত করে, সেই শিল্পকলাও মানব আহাকে অনস্তের দিকে—অথাং ঈথরের দিকে উল্লাত করিয়া ভাহাকে বিমল করিয়া ভোলে সন্দেহ নাই। অভএব শিল্পকলা মানব-আহাার উংকর্যাধন করে বটে, কিন্তু পরােকভাবে। যে ওরদ্ধী কায়াকারণের ভরাত্রসন্ধান করেন, তিনিই জানেন যে, শিল্পকলা সৌল্যােরই চরমত্ব এবং শিল্পকলার প্রভাব পরোক্ষ ও দুর্ব-

বর্ত্তী চুইলেও উহা জবনিশ্চিত। কিন্তু কলাগুণীর নিকট সর্বাগ্রে শিল্পকলাই অমুশীলনের বিষয়। যে ভাবরসে তাঁর চিত্ত ভরপূর দেই ভাববদ তিনি অন্ত দর্শকের মনেও উদ্দেক করিতে চেষ্টা পান। তিনি বিশ্বদ্ধ দৌল্যারসের নিকটেই আত্মসমর্পণ করেন, তিনি সেই সৌন্ধাকে সমন্ত বিভৃতির দারা, মানস-আদর্শের সমন্ত 'মোহিনী'র দারা আরত করিয়া তাহাকে সংরক্ষিত করেন। তাহার পর সেই শোল্যাই তাঁহার রচনাকে গড়িয়া তোলে: কতকগুলি বাছা-বাছা লোকের মনে সৌন্দর্যারদের উদ্রেক করিতে পারিলেই তাঁহায় কার্যা পিদ্ধ হয়। এই বিমল ও নিস্বার্থ সৌন্দর্য্যের ভাবই ধর্মভাবের ও নৈতিকভাবের পরম সহায়; এই সোন্দর্যোর ভাবই ধর্ম ও নীতির ভাবকে উদ্লোধিত করে, পরিপুষ্ট করে, বিক্ষিত করে, কিন্তু তথাপি এই নৌন্দর্যের ভাব একটি পুথক ভাব-একটি বিশেষ ভাব। এমন কি, যে শিল্লক গা এই দৌন্দর্যাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, সৌন্দর্য্যের ছারা উদ্দীপিত, দৌন্দর্যোর দ্বারা পরিব্যাপ্ত-দেই শিল্পকলারও একটা স্বতম্ন শক্তি আছে। যদিও শিল্পকলা ধর্মের সহচর, নীতির সহচর, যাহা কিছু মানব-আত্মাকে উন্নত করে তাহারই সহচর, ত-থাপি শিল্পলা আপনার নিজম শক্তি হইতেই সমুদুত।

শিল্লকলার জন্য স্বাধীনতার দাবী, নিজস্ব মর্য্যাদার দাবী, বিশেষ উদ্দেশ্যের দাবী করিতেছি বলিলা, কেহ না ব্যেন,—আমরা উহাকে ধর্ম ইইতে, নীতি হইতে, দেশানুরাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছি। শিল্লকলা যেরূপ স্বকীয় গভীর উৎস হইতে—সেইরূপ 6ির-উদ্ঘাটিত প্রকৃতির নিকট হইতেও ভাবরস আকর্ষণ করে। কিন্তু একথাও সত্য,—কি শিল্লকলা, কি রাষ্ট্র, কি ধর্ম—ইহাদের প্রত্যেকের্বই বিভিন্ন অধিকার আছে, বিশেষ-বিশেষ কার্য্যশক্তিক আছে; ইহারা

পরম্পর পরম্পরকে সাহায্য করে, কিন্তু কেই কাহারও অধীন নছে; উহাদের মধ্যে কেই যদি স্থকীয় উদ্দেশ্য ইইতে বিচলিত হয়,—
অমনি সে পণত্রই ইইয়া অধােগতি প্রাপ্ত হয়; যদি শিল্লকলা অকভাবে, ধর্ম্মের সেবায়—মাভূভ্মির সেবায় নিরক্ত হয়, তাহা ইইলে
ভাহার স্বাভন্তা নই হয়—সে ভাহার মােহিনীশক্তি হারায়—ভাহার
প্রভূব হারায়।

তৃতীয় উপদেশ।

শিল্পকলার ভেদ নির্ণয়।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে শিল্পকলার লক্ষণ, উদ্দেশ্য ও নিয়ম সম্বন্ধে বলা হইগাছে। ওধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যা নহে, প্রকৃতি ও প্রতিভার माशासा मानव-िन्न स्य जामर्ग-त्मान्पर्यात्र कन्नना करत्, त्मरे त्मोन-र्याटक वाधीन जारव পूनक्र शानन कदारे निवक्ता। व्यानर्न रिमोन्तर्या অগীমকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। যাহাতে প্রাকৃতিক স্বষ্টির ন্যায় মানব-বচনার মধ্যেও---বরং আরো বেশীমাত্রায়-অসীমের মোহন সৌন্দর্যা প্রকটিত হয় তাহাই শিল্পকলার উদ্দেশ্য। কিন্তু কি করিয়া —কোন নায়া-মন্ত্রের ছারা, অসীমকে স্থাম হইতে বাহির করা যাইতে পারে ৫ ইহাই শিল্পকলার বাধা এবং ইহাই শিল্পকলার গৌরব। প্রাকৃতিক দৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন কি আছে যাহা আমা-দিগকে অদীমের দিকে লইয় ঘাইতে পারে ? এ দৌন্দর্য্যের ঘেটি मानिक निक (मर्टे मानिक जानर्ग-(मोन्ध्यं) जामानिश्रक जमीत्मत्र निक नहेश गाहेर्ड प्रिता स्मोनस्मित এই गानम-आनर्गहे आमा-দিগকে স্থীম ২ইতে অধীমে উন্নীত করে। অতএব, স্বকীয় **মানদ**-আদশকে বাহিরে প্রকাশ করার দিকেই যেন কলা-গুণীর নিয়ত Cbg। हय। यानम आनर्गरे कलाखगीत मर्सव। कलाखगी आद ৰাহাই করুন,—তাঁহার রচনার বিষয়ের মধ্যে যে মানস-আদর্শ প্রচ্ছন্ত্র রহিয়াছে, তিনি সেই মানদ-আদর্শটিকে প্রথমে ধরিবার চেষ্টা কক্ষি বেন; কেননা, তাঁহার বিষয়ের মধ্যে একটি মানস-আদর্শ অবশ্যই আছে। আদর্শটি একবার ধরিতে পারিলে তাহার পর কিসে এই আদর্শটি ইক্সিয়ের গ্রাহ্য হয়—মানব-চিত্তের গ্রাহ্য হয়, তাহার উপায় তিনি অবলয়ন করিবেন। তাঁহার মানস-আদর্শকে বাহিরে প্রকটিত করিবার জন্য তিনি অবস্থান্দারে, প্রস্তর, বর্ণ, ধ্বনি, কিংবা শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

এইরপে, মানস-আদশকে ও অসীমকে কোন-না-কোন প্রকারে প্রকাশ করা—ইহাই শিল্পকলার নিয়ম; শিল্পরচনার বেটি প্রধান গুণ দেই ভাববাঞ্কতার সাহাযোই মানবচিত্তে স্কলর ও অসীমের ভাব উদ্বোধিত হর; এবং স্কলর ও অসীম—এই চই ভাবের সংশ্র-বেই শিল্পকলা শিল্পকলানামের যোগা বলিয়া বিবেচিত হয়।

এই ভাববাঞ্কতা ওণ্টি আদলে মানধ্যাদশ্যটিত। যাহা চকুন্দান করে ও হত্ত স্পূৰ্ণ করে, তাহা ছড়ো এই ভাববাঞ্কতা এমন একটা জিনিস অন্তরে অনুভব করাইবার জনা প্রয়াস পার যাহা অনুশা ও অস্পূৰ্ণা।

শরীরের পথ দিয়া কিকলে মন পর্যান্ত পৌছান যায়—ইংই শিল্লকলার সমস্যা। বহিরিপ্রিয়ের অন্তরালে যে অন্তঃকরন প্রাফর রছিয়াছে সেই অন্তঃকরনে, সৌলটোর ছরপনেয় ভাবরন্টকে উপাপ্ত করিবার জনাই শিল্লকলা বহিরিপ্রিয়ের সম্মুখে,—মাহাত, বর্ণ, ধ্বনি, বাক্য প্রাভৃতি আনিয়া উপস্থিত করে।

বহিরিক্সিয়ের স্থিত থেরপ আকৃতির সংশ্রব, অস্থাকরণের সহিত্র সেইরূপ ভাবের সংশ্রব। ভিতরকার ভাব প্রকাশের পক্ষে অকরে থেরপ একমাত্র অন্মাঘ উপার, সেইরূপ, আকারই আবার ভাব-প্রকাশের অন্থরায়। কগাগুলী, আকারের উপর সমস্ত রচনা-চের্র প্রয়োগ করিয়া, স্বকীয় ধৈর্যা ও প্রতিভার বলে, ঐ অন্তরাথকেই উপায়ে পরিণত করেন। উদ্যোশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে সকল শিল্পকলাই একরূপ।

যতক্ষণ কোন শিল্পকলা অদৃশ্যকে প্রকাশ না করে ততক্ষণ সে শিল্পকলাই নহে। একথা বারংবার আর্ত্তি করিলেও অত্যুক্তি হয় না

যে, ভাববাঞ্জকতাই শিল্পকলার সর্বপ্রেষ্ঠ নিয়ম। যাহা প্রকাশ
করিতে হইবে তাহা একই জিনিস;—উহাই ভিতরকার ভাব, উহাই
মন, উহাই আয়া; উহা অদৃশ্য, উহা অদীম। প্রকাশ করিতের হইবে

সেই ইন্দ্রিয়গুলি বিভিন্ন। স্কুডরাং ইন্দ্রিয়ের বিভিন্নতা প্রযুক্তই
শিল্পকলা বিভিন্ন শ্রেণাতে বিভক্ত হইয়ছে।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব পরিছেদে এইরপ প্রতিপর ইইয়ছে: —মান্থরের পঞ্চ ইক্রিয়ের মধ্যে তিনাট ইক্রিয়—রস গন্ধ ও স্পর্শের ইক্রিয়—ইহারা আমানের অস্তরে সৌন্দর্যারস উৎপাদন করিতে, অসমর্থ। অস্ত ছই ইক্রিয়ের সহিত মিলিত ইইয়া উহারা সৌন্দর্যারস উৎপাদনে সাহায্য করিতে পারে কিন্তু উহারা অয়ং উৎপাদন করিতে পারে না। যাহা কিছু মূঝরোচক, রসনা শুর্ধু তাহারই বিচার করিতে সমর্থ, কিন্তু স্থলরের বিচার করিতে রসনা সমর্থ নহে। যে ইক্রিয় শরীরের্ সেবায় অতিমাত্র নিযুক্ত, আগ্রার সহিত তাহার যোগ তেমন ঘনিষ্ঠ নহে। উদরই রসনার প্রধান মনিব। রসনা উহারই তৃষ্টিসাধনে—উহারই পেবায় নিয়ত নিযুক্ত। কথন কথন মনে হয় যেন আগেক্রিয় সৌন্দর্যারস গ্রহণে সমর্থ; তাহার কারণ, যে পনার্থ ইইতে সৌরভ নিঃস্ক হয়, সে পদার্থটি হয়ত নিজেই স্কর্মর এবং অন্য কারণে স্কর্মর। স্কর্মর গঠন ও উজ্জ্বল বর্ণ-বৈচিত্রের দক্ষণই গোলাপ ক্রম্মর । উহার গন্ধ স্থবদ কিন্তু স্কর্মর নহে। দৃষ্টির সাহায্য ব্যুতীত স্পর্শ একাকী আকার-সেট্টবের বিচার করিতে সমর্থ হয় না।

পঞ্চ-ইন্দ্রিরের মধ্যে অবশিষ্ঠ ছুই ইন্দ্রিয়ই আমাদের অন্তরে সৌলযাঁ ভাব উলীপনে সমর্থ। এই ছুই ইন্দ্রিয়ই বেন বিশেষরূপে আয়ার
সেবার নিযুক্ত। এই ছুই ইন্দ্রিয়ই বেন বিশেষরূপে আয়ার
সেবার নিযুক্ত। এই ছুই ইন্দ্রিয়ের অন্তৃতি হইতে এমন কিছু
জিনির আমরা প্রাপ্ত হই যাহা অপেকাকত বিজ্ঞ-সংগক্ষাক্ত
মানসিক। আমাদের শরীর রক্ষার জন্য এই ছুই ইন্দ্রিয় নিভান্ত
প্ররোজনীর নহে। আমাদের ভবনপোধনের সাহায্য করা অপেক্ষা
আমাদের জীবনের শোভা সম্পাননেই উহারা অনিক সাহায্য করিয়া
থাকে। উহারা আমাদিশকে যে প্রকার স্থব বিধান করে, শরীরের
সহিত ভাহার ভত্তী সংস্রব নাই। এই ছুই ইন্দ্রিয়েরই সহিত শিন্দ্রকার যোগ নিবদ্ধ করা বিধেয়; এবং শিল্লকনা কার্যাভঃ ভাহাই
করিয়া থাকে; এই ছুই ইন্দ্রিয়ের পথ দিল্লই শিল্লকনা মানব-তিতে
প্রবেশ লাভ করে। এইজন্তই শিল্লকনা ছুইট রুঞ্গ শ্রেণীতে বিভক্ত
ছুইয়াছে; শ্রবণেন্দ্রিয়ের শিল্লকনা ও দশনন্দ্রিয়ের শিল্পকনা; একদিকে সঙ্গীত ও কবিভা; অপর দিকে, তিন্ত্র-কনা, ভায়র-কনা, বাস্ত্র-কনা, উদ্যান-কনা।

আমরা শিল্পকলার মধ্যে বাগ্মিতা, ইতিহাস, ও দশনকে ধরিলাম না বলিয়া হয়ত কেচ কেচ বিশ্বিত হইবেন।

শিল্পকলা ললিতকলা নামেও অভিহিত হইয়া পাকে। কেন না, দুৰ্লক কিংবা শিল্পার সংগোরিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষা না করিয়া, কেবল নিংসার্থ সৌল্রাের ভাব উৎপাদন করাই শিল্পকলার একমার উদ্দেশ্য। ইহাকে স্থানীন শিল্পার বলে। কেন না, ইহা স্থানীন শোকের শিল্পা, দাদের শিল্প নাহে। এই শিল্পকলা স্থায়ার মুক্তিশাংন করে, জাবনকে স্থান্থর করিয়া তোলে, মহৎ করিয়া তোলে। এই কারণেই প্রাচীন গ্রীকেরা ইহাকে স্থানীন শিল্পা ব্লিত। এমনও

কতক গুলি শিল্প আছে যাহার মহব নাই, আর্থিক প্রয়োজন—সাংসাল রিক প্রয়োজনই যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইরূপ শিল্পকে ব্যবসার-শিল্প বা যার। বেমন কুমোরের শিল্প, কামারের শিল্প। উহাতে প্রকৃত শিল্পকলা সংযোজিত হইতে পারে, শিল্পকলার ঘারা উহার চাক-চিকা সাধিত হইতে পারে, কিন্তু সে কেবল একটা আমুব্দিক কার্যা।

বাগ্যিতা, ইতিহান, দর্শন—অবশ্য এই সমস্ত বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানব্দির প্রোগ্গন; উহাদের যে গৌরব, উহাদের যে শ্রেষ্ঠতা, সে গৌরব ও শ্রেষ্ঠতাকে আরে কিছুই অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু পুর ঠিক্ করিয়া বলিতে গেলে, উহারা শিল্পকলা নহে।

শ্রোত্বর্গের অন্তরে নিংস্বার্থ সৌন্দর্য্যের ভাব সঞ্চারিত করা বাগ্যিতার উদ্দেশ্য নহে। ফদি কথন উহার দ্বারা কার্যাত ঐ কল উংপর হয়,—দে উহার স্বেক্ছাকৃত চেষ্টার নহে। কোন বিষয়ে বিধান উংপাদন করা, কোন বিষয়ে প্ররোচনা করা—ইহাই বাগ্যিতার মুখ্য উদ্দেশ্য। স্বকীয় নাকেলকে রক্ষা করা কিংবা ভাহার জরলাভে সাহাব্য করাই বাগ্যিভার কাজ; সে মকেল যেই হউক না কেন—হওক সে মন্থা, হউক সে কোন মতামত, ভাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ভাগাবান সেই বাগ্যী যে লোকের মুখ হইতে এই কথা বাহিম্ন করিতে পারে—''উহার বক্তৃভাটি বড়ই স্থলর!'' ইহা যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু হভাগ্য সেই বাগ্যী যে উহা ভিন্ন আর কিছুই লোকের মুখ হইতে বাহির করিতে পারে না; কেননা, কেবল সৌন্দর্যের নিক্ দিয়া গেলে ভাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। ডেমন্থিনিদ্ রাষ্ট্রনৈতিক বাগ্যিভার ও বন্ধয়ে ধর্মবিষয়ক বাগ্মিভার মহং আদর্শ; ইহাদের প্রতি দেশরকা ও ধর্মরকার বে প্রিত্ত ভাত্ব

অপিত হইবাছিল, কিনে সেই ভার তাঁহারা সম্যক্রপে বহন করি-বেন তাহাই তাঁহাদের একমাত্র চিন্তা ছিল; পক্ষান্তরে, ফিডিয়াস ও র্যাকেল কেবল ক্ষর বস্তর উৎপাদনেই তাঁহাদের সমন্ত চেটা নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকৃত বাগ্যিতা ও আলম্বারিক বাগ্যিতা—এই উভরের মধ্যে বহল প্রভেদ। প্রকৃত বাগ্যিতা কার্যাসিদ্ধির কতকঞ্জনি উপায়কে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। অবশ্য লোকরম্বনে তাহার আপত্তি নাই—কিন্তু এমন কোন উপায়ে নহে বাহা তাহার অবেগ্যা। যাহা তাহার অধিকার-বহিত্তি—এরপ অন্ধার প্রয়োগে তাহার হীনতা হয়। প্রকৃত বাগ্যিতার আসল লক্ষণ—সর্বতা ও আম্বরিকতা; যাহা গুধু আম্বরিকতার ভাব ধারণ করে, আম্বরিকতার ভাব করে, সেরপ আম্বরিকতার কথা আমি বলিতেছি না;—সেত স্কপ্রকার প্রতারণার মধ্যে অধন প্রতারণা। যাহা অকপট হদ্যের গভীর বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন, সেই আম্বরিকতার কথাই আমি বনিতেছি। সক্রেটিস প্রভৃতি মহোদয়গণ বাগ্যিতাকে এই ভাবেই ব্রিতেন।

বাগ্যিতার সহকে যাথা বলিলাম, ইতিহাস ও দশন সহকে সেই
একই কথা বলা যাইতে পারে। দশনকার বলেন ও লেখেন।
দার্শনিকও কি বাগ্যীর নাগ্য নানা রং ফলাইয়া দক্ষপার্শী জলস্ক ভাষায়
এমন করিল সত্যের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না যাথাতে উাহার
প্রতিপাদিত সহা মানব-চিত্তে সহকে প্রবেশ লাভ করে ? বে সকল
উপারে তাঁহার কার্য্য স্থাসিদ্ধ হইতে পারে সেই সকল উপায় যদি
তিনি অবলঘন না করেন, তাহা হইলে তিনি আপনিই আপনার
কাজের হস্তা হরেন। এই হলে, কলানৈপুণ্য একটা উপার মাত্র, কিন্তু
দশনের উদ্দেশ্য অক্সরপ। অতএব ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে,
দশনের উদ্দেশ্য অক্সরপ। অতএব ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে,
দশন—শিরকলা নহে। অবশ্য সেটো। একজন কলাগুণী ছিলেন;

প্যাদ্কান যেমন কোন-কোন হলে ভেমদখিনিদ ও বস্থুয়ের প্রতি-ছন্দী, দেইরূপ প্লেটো ও দোফোক্লিদ্ও ফিডিয়াদের দমকক্ষ ছিলেন। কিন্তু আদলে উভ্যে সভ্য ও ধর্মেরই ঐকাস্তিক দেবক।

বর্ণনা করিবার জন্মই বর্ণনা করা কিংবা চিত্র করিবার জন্মই চিত্রকরা ইতিহাদের উদ্দেশ্য নহে।

ইতিহাস এই জন্মই অতীতের বর্ণনা করে, অতীতের চিত্র অন্ধিত করে যে তাহার ধারা ভাবীবংশের লোক জীবস্ত ভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। অতীত যুগের প্রধান প্রধান ঘটনার অবিকল চিত্র প্রদর্শন করিয়া, মানব ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত ক্রটি, যে সমস্ত গুণ, যে সমস্ত অপরাধ জড়িত রহিয়াছে তাহা বিরত করিয়া, নবাবংশীয়দিগকে উপদেশ দে ওয়াই ইতিহাসের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্রদৃষ্টি ও সাহস সম্বন্ধে ইতিহাস আমাদিগকে শিক্ষা দেয়। যে সকল মত গভার চিন্তা হইতে প্রস্তুত হইয়া নিয়ত অন্ধ্রত হইয়া আমিতেছে,—দৃঢ়ভাবে ও সংমতভাবে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, ইতিহাস সেই সকল মতের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। অসংযত অতিমাত্র উদ্যুদ্ধে নিক্ষলতা, জ্ঞান-ধন্মের প্রচণ্ড শক্তি, বাতুলতা ও বদ্মাইসির অক্মতা—এই সমস্ত, ইতিহাসে অসম্ভাবে প্রদর্শত হইয়া থাকে।

থুনিভিডিন, পনিবন ও ট্যানিটন প্রভৃতি ইতিহান-নেথক গুধু আমাদের অলম কোঁতুহল ও বিক্তু কল্পনা চরিতার্থ করিবার জ্বন্ত বাস্ত নহেন,—তা ছাড়াও তাঁহাদের আর কিছু করিবার আছে। অবশ্য নোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে তাঁহারা অনিচ্ছুক নহেন; কিন্তু শিক্ষাদানই তাঁহাদের মুখা উদ্দেশ্য। তাঁহারা রাষ্ট্রপরিচালক-দিগের উপদেষ্টা ও মানবমগুলীর শিক্ষাগুক।

স্কুলর বস্তুই শিল্পলার একমাত্র বিষয়। তাহা হইতে বিচ্যুত

ছইলেই, শিল্পকণা আত্মবিনাশ সাধন করে। অনেক সময় বাধ্য হইয়া শিল্পকণাকে বাহা অবস্থার ঋধীনতা স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহার মধ্যেও শিল্পকরা একট স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলে। বাস্ত-শিল ও উদ্যান-শিল্পই সর্বাপেকা কম স্বাধীন: উহারা কতক ওলি অনিবার্য্য বাধার অধীন। যেরূপ কবি, ছন্দ ও পদ্যের দাসবকেই অভাবনীয় একটি সৌন্দর্য্যের উৎদে পরিণত করেন, দেইরূপ বাস্তু-শিল্লীও কতকঞ্জনি অপবিভাষ্য বাধা সত্ত্বেও প্রতিভা-বলে তাহার উপর স্বকীয় প্রভাব প্রকটিত করেন। শৃত্ধলের অতিমাত্র ভারে শিল্পকলা দেমন চূর্ণ হহয়। যায়, দেইকপ অতিমাত সাধীনতাতেও শিল্পকলা খামখেয়ালি ভাব ধারণ করিয়। স্পবনতি প্রাপ্ত হয়। স্তথ-স্থবিধার বেশী খাতির রাখিতে গোলে—তাহার অধীন হইয়া চলিতে গোলে—স্থাপতাক নাকে বধ কর। হয়। কোন বিশেষ প্রায়োজনের খাতিরে, বাস্ত্রশিল্পী আনেক সময়ে তাহার ইমারতের সাধারণ গ্রন-কল্পনার সৌত্তর ও স্থপরিমাণ রক্ষা করিতে পারেন না। তথন বাগ্য অব্ভারের গুটনাটিতেই টাহার সমস্ত শিলনৈপুনা প্রাব্দিত হয়; ্তিনি ভুধু ইমারতের অপ্রয়োজনীয় অংশেই তাঁহার ভাগদা দেখাইবার অব্দ্র পান। ভাষর কণা ও চিত্র-কণা, বিশেষতঃ সঞ্চাত ও कविका-हेशवा वात्रकः। ६ डेमानकः। व्यापका यशिम। डेश-দিগকেও শৃত্তিক করা বাহতে পারে, কিন্তু ঐ শৃত্তাল হইতে মাজ লাভ করা উহাদের পঞ্চে অপেকারত সহজ।

স্কল শিল্পকলারই উদ্দেশ্য এক, কিন্তু কার্যাফল ও কার্যা প্রাণী বিভিন্ন। পরপ্রের স্থিত কার্যাপ্রণালী বিনিম্য করিয়া, পরপ্রের নিন্দিই সীমা-বাবধান লঙ্গন করিয়া কোন লাভ নাই। এবিষ্যে কামি প্রাচীন গ্রীকের মন্তকেই প্রমাণ বলিয়া শিরোধার্য করি কিন্তু অভ্যাদের অভাব বশ্তই হউক, কিন্তা অন্ধদংলার বশ্তই হউক, বিভিন্ন ধাতুময় মূর্ত্তি কিংবা রং-করা মূর্ত্তি আমার তেমন ভাল লাগে না। অমিশ্র উপাদানে গঠিত, অচিত্রিত মৃতিই আমার ভাল লাগে। মার্কেলের মূর্ত্তি ভিত্রিত করিয়া তাহাতে যে একটা কৃত্রিম মাংসের পেলবতা বিধান করিবার চেঠা করা হয় সেটা আমার ক্রচির সহিত মেলে না। ভাম্ব-সর্পতী একটু কঠোর-প্রকৃতির দেবতা; কিন্তু তবু তাঁহাতে এমন কতক গুলি বিশেষ সৌন্দর্যা আছে যাহা অন্য শিল্পকলায় নাই। ভাস্করকলার সহিত বর্ণের কোন সম্বন্ধ ন। রাথাই ভাল। ভারর-শিল্লে যদি চিত্রকর্ম আনিরা ফেল, তাহা হইলে বল না কেন, তাহাতে কবিতার ছন্দ ও সন্ধাতের অনির্দিষ্ট অপ্পষ্ট ভাবও আনা যাইতে পারে। যে দৃদ্দীতকলা অনুভূতি মূলক, তাহাকে যদি bिळवर मृर्डिमान कित्रतांत्र cbहे। केत्र—cम कि तृथा cbहे। नटह ? स्वीतिकारणात्रि স্মীত গুণী সমবেত-যন্ত্রস্মীতে স্থানিপুণ, তাহাকে একটা কড়ের অত্তকরণে সঙ্গীত রচনা করিতে বল দেখি। অবশ্য, বাতাদের র্দো সোঁ শব্দের অনুকরণ ও বজুধ্বনির অনুকরণ কর। খুবই সহজ। কিন্তু যে বিহাছটো যামিনীর তিনিরাব গুঠনকে সহসা বিধার্ণ করিয়া ফেলে, কিংবা প্রচণ্ড ঝটিকার সময়, পর্বতি সমান উত্তর যে সাগর-তর্প একবার গগন স্পর্শ করিয়া আবার পর্কণে অতল র্যাতলে নামিরা বার—এই সমস্ত দৃশ্য কি কোন প্রকার স্বর-সন্মিলনে প্রকা-শিত হইতে পারে ? যদি পূর্ব্ব ইইতে শ্রোতাকে জানাইয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে দঙ্গীত-প্রকাটত এই দৃশ্য—রড়ের দৃশ্য, কি যুদ্ধের দৃশ্য, তাহা কি কেহ নির্ণয় করিতে পারে १—কখনই পারে না। বিজ্ঞান ও প্রতিভার যতই শক্তি থাকুক না, শন্দের দ্বারা ক্থনই রূপ চিত্রিত হইতে পারে না। যাহা সঙ্গীতের অসাধ্য তাহা চেষ্টা না করাই সঙ্গীতের পক্ষে অপরামর্ল। সঙ্গীত, তরঙ্গের উথান পতন অক্ষরণ করিতে না পারুক, তাহা অপেকা আরও ভাল কাম্ম করিতে পারে। ঝটকার বিভিন্ন দৃশ্যে, আমাদের মনে পরস্পরাক্রমে যে সকল ভাবের উদয় হয়, সঙ্গীত দেই ভাব সকল আমাদের মনে উলোধিক করিতে পারে। এইরুপেই সঙ্গীত গুণী হেড্নের নিকট চিত্রকরও পরাস্ত হয়; কেন না, চিত্রকর্ম অপেকাও সঙ্গীত আমানের অস্তর্গাকে গতীররুপে আলোড়িত করিয়া ভোলে। কবিত। এক শ্রকার চিত্র —এই কথাটি সাধারণের মধ্যে গৃব্ প্রচলিত। কিন্তু ইয়া নিশ্চিত, কবিতার বারা যে সব কাম্ম সাধিত হয়, চিত্রের বারা কথনই ভাহা সমাক্রপে সাধিত হইতে পারে না।

কবিবর ভাজিল, যশের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, —সকলেই তাহার প্রশংসা করে। কিন্তু যদি কোন চিত্রকর এই রূপক-কল্পনাটকে চিত্রের বারা মূর্তিমান করিবার চেটা করেন, যদি ইহাকে এইরূপ একটা অতিকার দৈতারূপে চিত্রিত করেন —যাহার শত মূব, শত কর্ণ, যাহার প্রন্থর ঘাই ইয়া আছে এবং যাহার মৃত আকাশের মধ্যে প্রেছর,—এইরূপ মৃত্তি কি নিতান্ত হাসাকর হর না ?

অতএব দক্ল শিল্পকলারই উদ্দেশ্য সমান, কিন্তু উপায় ওবি সম্পূর্গনপে ৰিভিন্ন। এই কারণেই দক্ল শিল্পকলার একই সাধারণ নিয়ম এবং বিশেষ বিশেষ শিল্প-কলার বিশেষ বিশেষ নিয়ম। এই বিব্যের সমস্ত পুঁটিনাট ধরিয়া আলোচনা করিবার আমাদের সম্বত্ত নাই, অবিকারও নাই। আমরা গুধু এই কথাটি পুনর্কার স্বব্ধ করাইয়া নিব যে, দক্ল শিল্পকলারই উপর ভাবের পূর্ণ আদিপতা। ও শিল্পজন। কোন একটা বিশেষ ভাব প্রকাশ না করে, সে শিল্পজন। কোন অবই নাই। যে শিল্পজননা কোন একটা বিশেষ ইপ্রিয় শিল্প

অন্তঃকরণ পর্যান্ত প্রবেশ করিতে পারে, কোন প্রকার উন্নত চিন্তা,
মর্ম্মপর্শী ভাব, মনোমধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারে, সেই শিল্পকলাই সার্থক। এই মূল নিয়মটি ইইতেই আর সকল নিয়ম প্রস্তত
ইইয়াছে। যেমন মনে কর—কলা-রচনার নিয়ম। রচনাকার্য্যে
সামা ও বৈষম্য বিষয়ক উপদেশটি বিশেষরূপে প্রযুক্তা। কিন্তু
সাম্যের প্রকৃতি যতক্ষণ না নির্ণীত হয়, ততক্ষণ ইহা শুধু কথামাত্রেই
থাকিয়া যায়। ভাবের একতাই প্রকৃত একতা। যে ভাবটি প্রকাশ
করিতে ইইবে সেই ভাবটি যাহাতে সমস্ত রচনার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়,
সেই জনাই বৈচিত্রোর প্রয়োজন। বলা বাহলা, এই রূপ রচনা এবং
কৃত্রিম সামারক্ষা ও অংশবিভাগের স্থব্যবহা—এই উভয়ের মধ্যে
আকাশপাতাল প্রভেদ। ভাব-বাঞ্জক হাই প্রকৃত রচনার মুধ্য
উপাদান।

ভাবৰাঞ্জকতা হইতে শিল্লকলার ওধু যে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পাওয়া যায়, তাহা নহে, উহা হইতে এরূপ একটি মূলস্ত্র পাওয়া যায় যাহার বারা শিল্লকলাকে বিবিধ শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে।

ফলত: শ্রেণীবিভাগ বলিতে গেলেই তাহার মধ্যে একটা সাধা-রণ মূলতত্ব আছে এইরূপ ব্ঝায়—এবং সেই মূলতত্বটিই সাধারণ মানদণ্ডের কাজ করে।

কেহ-কেহ আমাদের স্থের মধ্যেও এইরপ একটি মূলতত্ব আবেষণ করিয়া থাকেন এবং ডাঁহাদের মতে, সেই শিল্পই সর্বশ্রেষ্ঠ যাহার বারা আমরা স্থাহতব করি। কিন্তু আমরা পুর্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি যে শিল্পের উদ্দেশ্য স্থাব নছে। শিল্পকলা হইতে আমরা ন্যুল্লাধিক পরিমাণে যে স্থাহতব করি তাহা উহার প্রকৃত মূল্যের পরিমাণক নছে।

শিলের প্রকৃত পরিমাপক ভাববাঞ্জতা ভিন্ন সার কিছুই নহে, যেহেছু ভাব প্রকাশ করাই শিলের পরম উদ্দেশ। স্বতএব যাহার দ্বারা বেশী ভাব প্রকাশ হল, শিলের মধ্যে সেই শিল্লই স্থেগ্য।

প্রকৃত শিল্লকলামারেই ভাববাঞ্ক, কিব প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভাব প্রকাশ করে। ধর, সন্ধাত : এই সন্ধাতকলাটি যে मर्खात्यक। मर्ग्नेप्यमी, मर्खात्यकः गर्रीत, मर्यात्यकः चार्यदेकः ভাগতে কাহারও বিজ্ঞালি নাই। কি ভৌতিক হিলাবে, কি নৈতিক হিষাবে, মানব-আগ্রার সহিত ধর্বনির একটা আশুর্যা যোগ আছে। মনে হয়, অনেতের অলে যেন একটা প্রতিপ্রনি, ধ্রনি ঘছরে দ্বারা একটা দুখন শক্তি গাভ করে। পুরকোনের স্থাতিস্থার কডই অবভ কর্তিন খন যাত। এই সমাতের প্রত্র প্রত্রেপ প্রকটিত कविर्ध बर्गत, अर्थाव आध्यक्षा अभैत प्रेशाव आध्यक्ष कवा ८४ कार्यसाक जिल्ला मान वस मा । । ददा दर गया व यह करिक संस्कारा দেই পরিমাণে যে তত কম মত্মপ্রা। একজন কর্ম গ্রেক মহস্বরে সঞ্চীতের অংগপে করিচাও আন্তরিগ্রক যেন স্থম স্বর্গে উত্তোলন করেন, অকোশের মধীম শুন্তে লইল লান, আমানের চিত্রক স্বল্লগ্রে নিম্ফিত করেন। ক্রনার দ্বাহ্থ একটা স্থাম বিচরণভূমি উল্লুক করা +শুব সাল-ধিধা জারের ছারা জামানের আমার জন্য-ভারত্তিকে উচ্ছজিত করা, আলাদের ভালবাধার क्रिनियं बिलाक कालाईया (काला-इंग्रेड) मुद्रीएउस विस्थानिक। এই হিয়াবে, সন্ধীত অপ্রতিষ্কান। তথাপি শিল্পকলার মধ্যে সন্ধীত ও मार्थ अभाग गण्ड ।

নলাতের অপরিমেয় প্রভাব। অন্যাসকল কলা অপেক্ষা সর্লাতই বেশী অন্তরে ভাব ভাগোহ্যা তোলে; কেন না উহার কার্যাকল সম্পষ্ট, তিমিরাজুর ও সনির্দিষ্ট। এই সঙ্গীতকলা, বাস্তকলার ঠিক্ বিপরীত। বাস্ত্রকলা আমাদিগকে ততটা অনন্তের দিকে লইয়া याय ना, रून ना उँशांत ममछ्ये स्वनिर्किष्ठे, भीमावक- এक स्थान গিয়া উহা থানিতা যাব। অপ্পেইতাই সঙ্গীতের বল ও তর্মলতা— উভয়ই। দম্বীত সমস্তই প্রকাশ করে, অধচ বিশেষ কিছুই প্রকাশ করে না। প্রফান্তরে বাস্ত্রকলা অনির্দিষ্ট কল্পনার হাতে কিছুই ছাডিয়া দেয় না; এটি অমুক জিনিস কিংবা অমুক জিনিস নছে-বাস্তকলা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়। সঙ্গীত চিত্র করে না. সঙ্গীত মধ্যপর্শ করে: যে কল্পনা কতকগুলি মানস-প্রতিবিদ্ধমাত,— দলীত সেরপ কল্লনার উদ্রেক করে না, পরস্তু দেইরূপ কল্লনার উদ্রেক করে বাহার দ্বারা হৃদয় স্পন্দিত হয়। সূদ্য একবার বিচ-লিত হইলে. আর সমস্তই বিচলিত হইয়া উঠে; এইরূপ পরোক্ষ-ভাবে সঙ্গীতও কতকগুলি মানস-প্রতিবিদ্বকে,—কতকগুলি মন:-ক্ষিত রূপকে কিয়ংপরিমাণে জাগাইয়া তোলে: কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ও স্বাভাবিকভাবে ইয়ার শক্তি করনার উপর কিংবা বৃদ্ধির উপর প্রকটিত হয় না; -প্রকটিত হয় গুরু হৃদয়ের উপর। সঙ্গীতের পক্ষে ইহাও একটা কম স্থবিধার কথা নহে।

সঙ্গীতের রান্না—ভাব-নাসের রাজ্য। কিন্তু ইহাতেও বিস্তাপ্প অপেক্ষা গভীরতাই বেশী। সঙ্গীত কতকগুলি ভাবকে খুব সজোরে প্রকাশ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা খুবই কম। সঙ্গীত স্থাতির পথ দিয়া আখুসঙ্গিকভাবে সকল প্রকার ভাবকেই এবং প্রত্যক্ষভাবে অতি অন্নসংখ্যক ভাবকেই প্রকাশ করিতে পারে—তাও আবার যে ভাবগুলি খুব সাদাসিধা—বেমন হর্ষ ও বিষাদের স্থা ভেদ-সম্হ—বেই সকল ভাবকেই প্রকাশ করিতে পারে।

মহামুভাবতা, কোন সাধু প্রতিজ্ঞা, কিংবা এই জাতীয় অন্য কোন ভাব সঙ্গীতকে প্রকাশ করিতে বল দেখি,—হদ কিংবা পর্কাত চিত্রিত করিতে যেমন সে পারিবে না, এই প্রকার ভাব প্রকাশ করি-তেও সে তেমনি অসমর্থ হইবে।

দলীতে, দ্রুত, বিলম্ব, মৃত্র, তীব্র এই সকল বিবিধ প্রকারের ধ্বনি প্রযুক্ত হয়-কিন্তু বাকী আর সমস্তই কল্লনার কাজ; কল্লনার যেটি ভাল লাগে কল্লনা দেইটিই গ্রহণ করে। সঙ্গীত একই ছলে. একই তালে পর্বতেরও ভাব প্রকাশ করে—সমুদ্রের ভাবও প্রকাশ করে; কোন যোদ্ধু পুরুষ উহার ছারা বীর-রদে মাতিয়া উঠেন— এবং কোন ভগবন্ধক সাধুপুরুষ উহার দার। ধর্মভাবে অহুপ্রাণিত হয়েন। অবশ্য সঙ্গীতের ভাব অনেক সময়ে বাকোর ধার। নিদ্ধারিত हम : किन्नु तम खन्यान वारकात-मन्नीरत्व नरह। कथन कथन বাক্যের দ্বারা সঙ্গীতে এমন একটা বদ্ধভাব আসিয়া পড়ে, যে তাংার ছারা দলীতের "জান্" টুকু মরিয়া যায়—দলীতের দেই অস্ট অনির্ফেশা কি-জানি-ভাবটি চলিয়া যায়—তাহার বিস্তার, তাহার গভীরতা, তাহার অনস্তত্ব বিনষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, গান কি १—না, স্বরায়ক বাক্য ; কিন্তু দলীতের এই প্রদিদ্ধ লক্ষণট আমি কিছুতেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কোন সাদানিধা স্থপঠিত বাক্য,—কর্ণবধিরকর সঙ্গীত-সহকৃত বাক্য অপেঞ্চা নিশ্চয়ই ভাল। সঙ্গীতের নিজ প্রকৃতিকে অকুপ্প রাথা আবশাক; ভাহার নিজস্ব দোষগুণ কিছুই তাহা হইতে অপদারিত করা বিধেয় নছে। বিশেষত তাথার অকীয় উদ্দেশ্য হইতে তাহাকে বিচাত করিয়া, এমন কিছু তাহার নিকট হইতে চাওয়া উচিত নহে যাং प्त पिएक भावित्य ना । कठिन धत्र एतत्र इ. जिम कांच किस्वा हेलत्र ६

প্রাম্য ভাব প্রকাশ করা সঙ্গীতের কাল নহে। অনস্তের দিকে আয়াকে উন্নত করাতেই তাহার বিশেষ মনোহারিব। অতএব সঙ্গীত স্থভাবতই ধর্মের সহচর, বিশেষতঃ সেই প্রকার ধর্মের সহচর, বে ধর্ম অনস্তের ধর্ম ও হৃদয়ের ধর্ম—উভয়ই। সঙ্গীত আয়াকে অয়তাপের প্রস্রবণে নইরা গিরা বিমল করিয়া তোলে, আশা ও প্রেমের দারা হৃদয়কে পূর্ণ করে। যাহারা রোমে গিরা পোপতবনে ক্যাথলিক খৃইধর্মের স্থগম্ভীর ধর্মসঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারা ভাগাবান। তংশ্রবণ ক্ষণেকের জন্য আয়া বেন স্বর্ণের আভাব প্রাপ্ত হয়; দেশভেদ, জাতিভেদ, ধর্মভেদ বিচার না করিয়া, সহজ স্বাভাবিক, বিশ্বজনীন ভাবের একটি অদৃশ্য রহয়াময় সোপান দিয়া সেই সঙ্গীত প্রত্যেক মানব-আয়াকে উর্জেলইয়া যায়। তথন সংসারের পরণারে সেই শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য মানবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে।

বাস্তকলা ও সঙ্গীতকলা—এই ছই বিপরীত ভাবাপদ্দ শিল্পকলার মাঝামাঝি স্থানে চিত্রকলা অবস্থিত। চিত্রকলা বাস্তকলারই মত অনিষ্ঠি এবং সঙ্গীতকলারই মত মর্মুস্পর্শী। চিত্রকলা পদার্থসমূহের দৃশামান রূপ নির্দেশ করে এবং তাহার সঙ্গে-সঙ্গে একটু জীবনের ভাবও প্রকাশ করে; সঙ্গীতের ন্যায়, চিত্রকলাও আঝার গভীর ভাবগুলি বাক্ত করে—বলিতে গেলে, সকল ভাবই প্রকটিত করে। বল দেখি এমন কোন্ ভাব আছে যাহা চিত্রকরের পটে চিত্রিত নাহ্য ? সমন্ত বিশ্বপ্রকৃতিই চিত্রকরের কার্যক্ষেত্র; ভৌতিক জগৎ, নৈতিক জগৎ, কোন বহিদ্শা, স্থাান্ত, সমৃত্র, রাষ্ট্রজীবনের ও ধর্ম-জীবনের বৃহৎ দৃশা, স্টের সমন্ত জীবজন্ত্ব, সর্কোপরি মান্থবের মুখ্ত্রী, সেই মানব-দৃষ্টি যাহা মানব-চিত্তের দর্পণ—সমন্তই তাঁহার চিত্রকর্মের

বিষয়। বাস্তকলা অপেকা অধিকতর মর্ম্মপর্লী, দঙ্গীতকলা অপেকা অধিকতর পরিক্টু এই যে চিত্রকলা, -ইহা আমাদের মতে, উক্ত কলাদ্য অপেকা শ্রেষ্ঠ; কেননা উহা সর্ব্ধপ্রকার দৌল্গ্য, ও মানং-আয়ার বিচিত্র ভাবসম্পদ প্রকাশ করিয়া থাকে।

কিন্তু সমস্ত কলার মধ্যে কবিতাই শ্রেষ্ঠ; ইহা সকলকেই ছাড়া ইয়া উঠে; কেননা ইহা সর্বাপেক্ষা ভাববাঞ্চক।

বাকাই কৰিতার সাধন-যন্ত্র, কৰিতা, বাকাকে আপনার উপ যোগী করিয়া গড়িয়া লয়, এবং আদর্শ-দৌন্দব্য প্রকাশ করিবতে জনা তাহাকে মনোবস্ততে পরিণত করে। কবিতা, বাকাকে ছকে। ছারা স্থলর করিয়া তোলে: বাকাকে, সামানা কণ্ঠসর ও স্থাঁত —এই উভয়ের মধ্যবর্তী করিল। দাঁত করাল; উল্লেক এমন কিং করিল তোলে বাহা মই ও অম্ত—উভয়ই, বাহা আঞ্চি ও লেং-शंक्रामत नाम नीमावक, পরিक है, छनिकिछे; याश वर्गक्रहोत मह ভীবন্ত-ভাবাপত্র, হাত। ধ্বনির নাম মন্ত্রপানী ও অন্তর। 🕬 স্বাং—বিশেষতঃ কবিভার নিমাণ্ডিত ও রূপাস্থরিত শুক—একঃ প্রবল বিশ্বজনীন দ্বেতে। এই শাদ মধ্যের সাহালো, কবিতা প্রতাহ জগাতের সমাম বিচিত্র প্রতিবিশ্বক প্রতিভাত করিছে পারে—াও সঞ্চীতের অনাধা:—এবং একটার পর একটা এরূপ ছাতভাবে প্রকাশ করিতে পারে যে, ডিরকলা দেরপ করিয়া উঠিতে পারে না : স্বার্থ বাস্ত্ৰকণাৰ নাায় উহাদিলকে ক্ষিত্ৰ ও আলে কৰিয়াও রাখি: পারে। কবিতা যে ৬৪ এই সমন্তর প্রকাশ করে তার্হা নংহ, উ আরও কিছ প্রকাশ করে যাহা অন্যা সমস্ত কলার অন্যাধ্য व्यथार डेंझ b शाव शतक व्यवन करता याचा डिच्चिएस तित्य दर्गा अमन कि अमरहर एरद अहेर अन्यानकार रिस्स - एम्स फिरां

যাহার কোন রূপ নাই, দেই চিন্তাবন্ত যাহার কোন বর্ণ নাই, দেই চিন্তাবন্ত যাহা হইতে কোন শব্দ নিঃস্তত হয় না, দেই চিন্তাবন্ত যাহা কাহারও দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না, দেই চিন্তাবন্ত যাহা ক্লগং ছাড়াইয়া কোথায় যেন উধাও হইয়া উর্দ্ধে গমন করে—দেই চিন্তাবন্ত যাহা স্ক্ষে হইতেও স্ক্ষাত্র।

ভাবিয়া দেখ,—"স্বদেশ" এই শব্দটির দ্বারা কত মানস-ছবি, কত হৃদয় তাব, পরিক্ষুট হয়, কত চিস্তাই আমাদের মনে উদ্রিক্ত হয়; "ঈশ্বর"—এই শব্দটি বেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি বৃহৎ, ইহা অপেক্ষা স্বপ্পেষ্ট অথচ গভীর ও ব্যাপক শব্দ আর কি আছে ?

বাস্ত্রশিলীকে, ভাঙ্গরকে, চিত্রকরকে, এমন কি সন্ধীত গুণীকে—
প্রাকৃতি ও মায়ার সমন্ত শক্তিকে একাধারে প্রকাশ করিতে বল
দেখি;—তাহার। কথনই পারিবে না; এবং ইহাতে করিয়াই প্রকালস্তরে কবিতার শ্রেহতা তাহাদের স্বীকার করা হয়। এই প্রেহতা
উহার। আপনা হইতেই ঘোষণা করে, কেননা কবিতাকেই উহারা
নিজ নিজ রচনার সৌন্দর্যা-পরিমাপক রূপে এহণ করিয়া থাকে;
তাহাদের রচনা, কবিহ-আদর্শের যতটা কাছাকাছি যায় ততই তাহাদের নিকট আদর্শীয় হইয়া থাকে। কলাগুশীদিগের ত্যায় জনসাধারণও এইতাকে কার্যা করে। কোন স্কলর চিত্র দেখিয়া, জীবস্তুবং ভাববাঞ্জক কোন মৃত্তি দেখিয়া, একটা মহং ভাবের স্কর গুনিয়া,
তাহারা বলিয়া উঠে, ঃ "আহা কি কবিদ্বা"। ইহা কেবল একটা
খামথেয়ালি তুলনা মাত্র নহে; কিন্তু কবিতাই বে কলার পূর্ণ আদশ,
সকলের শ্রেষ্ঠ, সকল কলাই যে ইহার অন্তর্গত, সকল কলাই যে
উহার নিকটে উপনীত হইতে আকাঞা করে কিন্তু কেহই উপনীত
হইতে সমর্থ হয় না—ইহা স্বাভাবিক বিচাব্যক্তিরই কথা।

কবিতা, মানব-বাক্যকে ভাবের আকারে পরিণত করিলে, উহাই সঙ্গীতের ভার গভীরতা ও উজ্জ্লতা প্রাপ্ত হয়। কবিতা যেমন দীপ্রিমান তেমনি মর্ম্মশর্লী; ইহা যেমন মনের সঙ্গে—তেমনি হৃদরের সঙ্গে কথে। কহে। সকল প্রকার হল্ডাবের সাদৃশ্য —বিপরীত ভাবের সাদৃশ্য কবিতার মধ্যে উপলব্ধি হয়। অথচ এই পরন্পর বিকন্ধ ভাবের মধ্যে একটি স্কল্পর মধ্যে সর্প্রপ্রকার হবি, সর্প্রপ্রকার ভাবের মধ্যে একটি স্কল্পর মধ্যে সর্প্রপ্রকার হবি, সর্প্রপ্রকার ভাবেরদ, সর্প্রপ্রকার মনোর্ভি, মনের সকল দিক্, পদার্থের সর্প্রাংশ, সমস্ত দ্শামান্ জগং, সমস্ত অদৃশ্য জগং—সমস্তই পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় ও পরিক্ষ্ট হইয়া উঠে। তাই কবিতার সহিত আর কোন কণার ভুলনা হয় না। উহা অফুকর্ণীয়।

তৃতীয় খণ্ড।

মঙ্গল

প্রথম উপদেশ।

আমাদের সতাসক্ষীর জ্ঞান ক্রমশ: পরিক্ট ও পরিপুট হইরা একণে যেরূপ আকার ধারণ করিয়াছে, অধ্যাদ্মবিদ্যা, তার, তত্ত্বিদ্যা দেই জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। স্থলবের ধারণা হইতে রদ-শাস্ত্রের উৎপত্তি এবং মঙ্গলের ধারণা হইতে সমগ্র নীতি-শাস্ত্রের উৎপত্তি।

ব্যক্তিগত ধর্মবৃদ্ধির গণ্ডির মধ্যে যে নৈতিক ধারণা বদ্ধ জাহা মিথা। ও দংকীর্ণ। যেরূপ ব্যক্তিগত নীতি আছে, সেইরূপ দার্ক্ত-জনিক নীতিও আছে। মামুষে মামুষে যে সাধারণ সম্বন্ধ, সে ত আছেই, তা ছাড়া এক নগরের লোক—এক রাষ্ট্রের লোক বলিয়া পत्रप्लादत्रत्र मर्पा रय मश्रक्ष रमष्टे मक्न मश्रक्ष मार्खक्रिक मीजित्र অন্তর্ত। মঙ্গলের ভাব বেখানে লেশমাত্র আছে, দেইখানেই নীতির অধিকার। রাষ্ট্রিক জীবনের রঙ্গভূমিতে, এই মঙ্গলের ধারণা, ন্থায় অন্তায়ের ধারণা, স্কৃতি ছম্কৃতির ধারণা, বীরত্ব হর্ম্মলতার ধারণা, যেরপ অনাবৃত ভাবে ও বলবংরূপে প্রকাশ পায়, এমন আর কোথায় ? নীতির উপর—এমন কি, ব্যক্তিগত নীতির উপর,— লৌকিক আচার-অন্নষ্ঠান, ও রাষ্ট্রপ্রবর্ত্তিত বিধিব্যবস্থার যে প্রভাব সেরপ প্রভাব আর কোথায় লক্ষিত হয় ? যদি মঙ্গলের সীমা অতদ্র পর্যান্ত প্রদারিত হয়, তবে মঙ্গলকে ততদূর পর্যান্তই অমুসরণ क्तिरछ श्रेरव। स्मारतत्र भात्रना रयक्रण स्नामिन्नरक कना-तारकात्र मत्या चानियां रफ्लियां है, मन्नरलय थाया। रम्हेक्न ध्यामानिश्रक রাষ্ট্রিক জীবনের কার্য্যক্ষেত্রেও আনিয়া ফেলিবে। দর্শনশাস্ত্র কোন জপরিচিত নৃতন শক্তিকে জাের করিয়া দখল করিবার চেষ্টা করে না, পরস্তু মানব-প্রকৃতির যে সকল মহতী অভিবাক্তি—দর্শনশাস্ত্র সেই সকল অভিবাক্তি পরীক্ষা করিবার অধিকার পরিত্যাগ করে না। যে দর্শনশাস্ত্র নীতিত্বে পর্যাবসিত না হয় তাহা দর্শন নামের যোগ্য কি না সন্দেহ; এবং যে নীতি অন্ততঃ সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ম সম্বর্জীয় কতকগুলি সাধারণ তবে উপনীত না হয়, সে নীতি নিতান্তই শক্তিন, মানবের তঃখ-কষ্ট বিপদ-মাণদে সে নীতি কোন স্ক্পরামণ দিতে পারে না, কোন নির্মের ব্যবস্থা করিতে পারে না।

একথা মনে ১ইতে পারে—ইতিপুর্বের আমরা যে সিদ্ধান্তে উপ-নীত ১ইরাছি, যে তর্বিভার ও যে রসতব্বের উপদেশ দিয়াছি তাহা হইতেই নীতি-সম্ভার মামাংসা আপনা-আপনি ১ইরা বাইবে— কোন্ট নীতি, কোন্ট নীতি নহে, সহজেই নিদ্ধারিত হইবে।

এরপ মনে হই তে পারে—আমর। যাহ। কিছু আলোচনা করিয়াছি, তাহার হারা মকলের এই দূর-পরিণাম-শানী ও বৃহৎ সম্ভাটি পূর্বে ইতেই এক প্রকার মীমাংসা হইরা রহিয়াছে, এবং মামাদের সভাস্বন্ধীর সিদ্ধান্ত ও জলর্বপ্রকার সিদ্ধান্ত হইতেই, সাভাবিক ফ্রিলিপরাজ্বমেই মামরা নীতিসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব ; হয় ও পারিব কিন্তু আমরা তাহা করিব না। তাহা হইলে, আমরা এ পর্যান্ত যে প্রণানী অনুসরণ করিয়া মাসিয়াছি ভাহা পরিভাগে করিতে হয়। এই প্রণানী প্রভাক্ষ পর্যবেক্ষণের উপর তাপিত, কোন স্বভাবিধান ক্রিলির উপর তাপিত নহে। প্রভাক্ষ পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার পরামান অনুসারে ইহার নিয়ম নিদ্ধারিত হয়। পরীক্ষাক্ষার্যে যেন আমরা ক্রান্তি বোধ না করি; অধ্যান্ত্রিখার প্রণানী

থেন আমরা যথাযথক্তপে অনুসরণ করি। উহাতে অনেক বিদ্ন ঘটে, অনেক পুনরাবৃত্তি হয়, এ সমস্তই স্ত্য; কিন্তু উহা আমাদিগকে সমস্ত বাস্তব্যার—সমস্ত জ্ঞানালোকের মূলে লইয়া যায়।

অধ্যাত্মবিভার অন্নাদিত প্রণানীর মৃলস্ত্রটি এই: প্রকৃত দর্শনশাস্ত্র, নৃতন কিছুই উদ্ভাবন করে না, উহা তর্বসকল নির্দারণ করে মাত্র; —থে জিনিসটি বাহা, তাহারই বর্ণনা করে মাত্র। এত্বলে জিনিসটিকি,—না, মাত্রবের স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাস। অতএব মঙ্গল-স্বাহ্ম, মাত্রবের সাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাসটি কি—সামাদের নিকট ইহাই প্রধান সমস্তা।

এক দিক্ দিরা মানবজাতি এবং অপর দিক্ দিরা দর্শনশাস্ত্র যাত্রা আরম্ভ করে—এ কণা আমরা বলি না। দর্শনশাস্ত্র মানবজাতির ব্যাবাকের্ত্রা। মানবজাতি যাহা কিছু বিশ্বাস করে ও চিস্তা করে (অনেক সমরে আপনার অপ্তাতসারে) দর্শনশাস্ত্র তাহাই সঙ্কলন করে, ব্যাথ্যা করে, স্থাপনা করে। উহা সমগ্র মানব-প্রকৃতির ব্যাথ্যা করে, স্থাপনা করে। উহা সমগ্র মানব-প্রকৃতির ব্যাথ্যা করে, তাহা প্রভিত্যকেরই অহংজ্ঞানে উপলব্ধি হয়; এবং যে মানব-প্রকৃতি অন্তের মধ্যে বিভ্যমান, তাহা অন্তের বাক্য ও কার্য্যের ব্যার্থা প্রকাশ পায়। উভয়কেই জিজ্ঞাসা করা যাক্, বিশেষতঃ আমানদের অস্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করা যাক্; সমস্ত্র মানবজাতি কি চিস্তা করে,-অম্প্রমান করিয়া জানা যাক্; তাহার পর আমরা দেখিব দর্শনের প্রকৃত কাজ কি।

এমন কোন জাতি কি আমাদের জানা আছে যাহাদের মধ্যে ভাল মন্দ, মঙ্গল অমঙ্গল, গ্রায় অগ্রায়—এই সকলের প্রতিশব্দ নাই ?
এমন কোন ভাষা কি আছে, যাহাতে, স্থ, স্বার্থ, প্রান্ধেন, হিত —

এই সকল শব্দের পাশাপাশি—স্বার্থবিদর্জন, নিঃস্বার্থভাব, আয়োৎ-দর্গ—এই সকল শব্দ লক্ষিত হয় না। প্রত্যেক ভাষার স্তায় প্রত্যেক জাতিও কি স্বাধীনতা, কর্ত্তব্য ও স্বহাধিকারের কথা বলে না ?

এইথানে বোধ হয়, কঁনিয়াক ও হেলভেন্তদের কোন শিষ্য আমাকে জিজাসা করিবেন,—পর্যাটকেরা সামুদ্রিক দ্বীপপুঞে যে সকল অসভা জাতি দেখিয়াছেন, তাহাদের ভাষার কোন প্রামাণিক **অ**ভিধান **बा**मात्र निक्षे बाएक कि ना १—ना, बामात्र निक्षे नाई: কিন্তু আমর। কোন সম্প্রদায়-বিলেবের উপধর্ম ও কুসংস্থার লইটা আমাদের দার্শনিক ধর্মত গঠন করি নাই: কোন দ্বীপ্রামী অসভা-জাতির মানব-প্রকৃতি অফুনীলন করা আবশুক, ইহা আমরা একেবা-রেই অস্থীকার করি। অসভাদিগের অবস্থা-মানবভাছির শৈশবাবস্থা, মানবজাতির বীজাবলা : উহা মানবজাতির পরিণত অবলা নচে। मानवकाठिक मध्या (य मध्या पूर्वका आप इहेग्राइ, साहे अवह মুদুর। বেমন, যে মানবসমাজ পুর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই প্রত্ত মানব-স্মাজ, সেইরূপ যে মান্য-প্রকৃতি পরিণত অবস্থায় উপনীত হুইরাছে, তাহাই প্রকৃত মানব-প্রকৃতি। অ্যাপলো বেল্ভিডিয়ার সম্বন্ধে কোন অস্ত্য মন্ত্র্যের মতামত কি, তাহা আমরা জানিবার क्छ नानाविष्ठ इहे ना। कि कि मन्द्र नहेवा मानर्वत्र निद्य প্রকৃতি গঠিত তাহাও আমরা অসভা মহুনাকে জিল্লানা করি ন।। কেন না, অসভা মনুষ্যের নৈতিক প্রকৃতির স্বেমাত্র রেথাপাত हरेग्राह्, जारात भूर्ग विकास रग्न नारे। आभारतत मधनस स्वास्ति विश्वन पूर्णनाञ्च व्यानकञ्चाल विविध शिकारखन व्यवजानगान अक्ट्रे জটিল হইবা পড়িরাছে: তাহাতে ঈশর্ট কর্ম-রক্তুমির প্রধান

নায়ক, তাহাতে মহুষ্যের স্বাধীনতা একেবারে বিদলিত হইয়াছে। আবার অঠানশ শতান্দির দর্শনশাস্ত্র ঠিক তাহার বিপরীত - সীমায় উপনীত। উহা অন্ত ধরণের সিদ্ধান্তসকল অবলম্বন, করিয়াছে: তাহার মধ্যে একটি দিদ্ধান্ত এই:--আদিম মানবের স্বাভাবিক অবস্থা হইতেই এখনকার সমস্ত মনুষ্যসমাজ উৎপন্ন হইয়াছে। স্বাধী-নতা ও সামোর আদর্শ গ্রহণ করিবার জন্ম ক্রেণা অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিরাছেন। কিন্তু একটু অপেকা কর—দেখিবে, এই স্বাভা-বিক অবস্থার মতপ্রচারক, একদিকের আতিশ্যোর অভিমুখে ধাবিত হইয়া বিপরীত দিকের আতিশয়ো উপনীত হইয়াছেন: বহু স্বাধী-নতার মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে, তিনি ল্যাসিডেমোনিয়া-প্রচলিত সামাজিক চুক্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। আবার কঁডিয়াক একটি প্রতিমূর্ত্তিতে কি করিয়া পঞ্চ ইন্দ্রিয় ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিল তাহাই কল্পনা করিয়া দেখাইয়াছেন। প্রতিমূর্ভিটি, আমাদের পঞ্ইক্রিয় পরে পরে লাভ করিল, কিন্তু একটা জিনিদ লাভ করিল না—দে জিনিদটা মন্ত্রের মন-মন্ত্রের আত্মা। ইহাই তথনকার পরীক্ষা-প্রতি! এই দক্র আনুমানিক দিদ্ধান্ত ছাড়িয়া দেও। সত্যকে জানিবার জন্ম সত্যের অনুশীলন আবশ্রক—শুধু কল্পনা করিলে চলিবে না। পরিণত মন্ময়ের বাস্তবিক লক্ষণ ও অবস্থা এখন যাহা প্রত্যক্ষ (मथा गांत्र जाहां है शहन कतिराज हहेरत। वज्र अवशात—आमिम অবস্থার মনুযোর কিরূপ প্রকৃতি ও লক্ষণ ছিল, তাহা ভুধু অনুমানের দারা সিদ্ধান্ত করিলে চলিবে না। অবশু বস্তুদিগের মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যের নিদর্শন ও স্মৃতিচিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই শৈশব-অন্ধ-কারের মধ্যেও হুই একটা বিহাচ্ছটা প্রকাশ পায়, এখনকার স্থার উচ্চতর ধর্মরত্তির নিদর্শন উপলব্ধি হয়-পর্যাটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত

হইতে ইহা আমরা দেখাইতে পারিতাম, কিন্তু তাহার এ স্থান নহে।
কিন্তু বাহাতে আমরা প্রকৃত বিশ্লেবন-পক্তি যথাযথকপে অত্পর্ব করিতে পারি, এই জন্ম শিশু ও বন্ধ মহন্য হইতে চোথ ক্লিরাইয় লইয়া একটি বিষয়ের উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিব—সেট বিষয়েট বর্তনানকালের মহন্য, প্রকৃত মনুষা, পুর্বিক্শিত মনুষা।

এমন কোন ভাষা কিংবা জাতি কি দেখাইতে পার মাহার মধ্যে "নিঃস্বার্থভার" এই কথাট নাই ? লোকে কাহাকে দাধ বাজি বলে १ যে বিষয়কর্ষে পুর দক্ষ ও হিসাবী ভাষাকে, না যে আপনার স্বার্থের বিজক্তেও ভাষধর্ম পালন করিতে সতত ইচ্ছক—ভাষাকে 🔻 নিজ স্বার্থের আকর্ষণ অতিক্রম করিতে গোক-মত ও স্বর্থ-স্থবিধার বিরুদ্ধেও কতকট। তাগেস্থাকার করিতে সমর্থ-এই ভারটি হান **काम माधु वास्त्रित हित्रव इट्टेंट डिश्राहिया न ७, डाह्य इट्टेंन डाह्य** সাধুতার মূলোচ্ছেদ করা হয়। যাহাতে আমার নিজের স্থা হয়, যাহ্য কিছু আমার নিজের কাজে লাগে। তাহাই আমার বরণীয় —এই-ক্লপ মনের প্রবৃত্তি যে পরিমাণে কম কিংবা বেশা হয়, ক্ষীণ কিংবা প্রবল হয়, অল্ল কিংবা অধিক স্থায়ী হয়, সেই অনুসারে সাধভার পরিমাণ নিদ্ধারিত ইইয়া পাকে। যুব দামান্য অবস্থার লোকই ২উক, কিংবা রশ্বমঞ্চে কোন অভিনয়ের পাত্রহ হউক, যদি কোন বাজিব নিঃস্বার্থভাব, আত্মোৎসর্গের সীমার উপনাত হয় তবেই তাহাক আমরা বীরপুরুষ বলিয়া পাকি। তুই প্রকার আভ্যোৎসর্গের দুধার দেখা হায়— এক প্রকার আয়োহসর্থ লোক ব্যান্ডনের অগোচৰ, আব এক প্রকার আয়োহদর্গ অল্পু-ভাবে গুগছনের দৃষ্টি আক্ষন করে। রুণকোতে কিংবা রাষ্ট্রীয় মন্ত্রণাসভায় সাহস ও দেশপ্রীতির পরাকার্ছা প্রদর্শন করিয়া কোন ব্যক্তি হেমন বীরপুরুষ নামে অভিহিত হ^{য়},

দামান্ত জীবন-ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি, অদাধারণ ঋজ্তা, আয়ুসমান ও বিশ্বস্তুতার পরিচয় দের, তাহাকেও আমরা বীর নামে আখ্যাত করি। নকল ভাষাতেই এই সকল শব্দের তাৎপর্য্যার্থ স্থাপরিচিত; এবং ইহা হইতেই এই তথাের সার্ম্যাক্তিমতা স্থানিন্চিতরূপে প্রতিপাদিত য়ে। এই তথাের ব্যাখ্যা করিতে হইলে এক বিষয়ে আমাদের বিশেবরূপে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক;—ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যেন আমরা ইহার মূলাচ্ছেদ না করি। স্বার্থপরতাই নিঃস্বার্থপরতার মূল—এই বিলিয়া কি আমরা এই নিঃস্বার্থভাবের ব্যাখ্যা করিব ? লোকের বিজ্ঞান একথায় কথনই সাম্ব দিবে না।

কবিদিগের কোন বিশেষ দশন-তন্ত্র নাই। মান্ত্রের মনে ভাবোং
শাদন করিবার জন্ত্র, মান্ত্রর এখন যেরপে—সেই মান্ত্রের প্রতিই লক্ষ্য

চরিয়া তাঁহারা কবিতা রচনা করেন। কবিগণ, স্থনিপুণ স্বার্থপরতার

না, নিঃস্বার্থ সাধুভাবের গুণ কীর্ত্তন করেন? মর্দ্যম্পানী বক্তৃতার

ফলতার জন্ত—ন। সাধুতার স্বতঃপ্রকুত্ত স্বার্থত্যাগের জন্ত তাহারা

মামাদের নিকট হইতে প্রশংসা চাহেন? মানব আত্মার স্বস্তঃস্তরে

নঃস্বার্থতাবের ও আত্মোংসর্গের কি এক আশ্চর্যা প্রভাব

মাছে—কবি তাহা জানেন। তিনি নিশ্চয় জানেন, ফ্রন্থের এই

রাভাবিক প্রস্তিটি উত্তেজিত করিলেই মানব-ফ্রন্থে একটা গন্তীর

প্রতিধানি জাগিয়া উঠিবে—কর্ষণরসের সমস্ত উৎস উৎসারিত

ইবৈ।

মানব-জাতির ইতিহাস অধায়ন কর, সর্ব্বত্রই দেখিবে, লোকেরা বশী বেশী স্বাধীনতার জন্ম ক্রমাগত দাবী করিতেছে। এমন কি প্রধা শক্ষটি যত দিনকার, এই স্বাধীনতা শক্ষটিও তত দিনকার ব্রাতন। কি আশ্চর্যা! লোকেরা স্বাধীনতা লাভের দাবী করি- मरम्ब मर्या वाजिविक । अक्षण्य कान पार्थका नाहे, डेशहे र्षाशांतत्र में 5 डाशांत्रत्र शांत जुमि यालनांत्र विकवात्र शालन कत्, এবং এই মানৰ-বিচার-নিকারিত দভের মধ্যে যে মৃচ নৃশংসতা বিগ্ল-মান তাহাও ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখ। অপরাধী কি ক-বিবাছিল ? সে যে কাছ করিয়াছিল ভাগতে আগলে ভাল মল किइटे नारे। कावन, यनि जान मदन्त्व मदन, स्वथं छः खंब वार्थका छाण আৰু কোন স্বাভাৱিক পাৰ্থকা না থাকে, ডাহা হইলে মান্তবের কোন কর্মকেই কি আৰৱা অপরাধের কোটায় ফেলিতে পারি গ--খনি ফেলি, ভাগ হটলে কি ভাগ নিভাও অন্প্রভাগ না গ কিল আমান याहा जाला माह, मना बाह्य-वावषा धाला का का वाला महारा ভারতেই অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের এই ঘোষণা নিতাম্বই একটা ধামবেগালা ব্যাপার—মুভরা: সেই দুভাই ব্যক্তির कल्ट्य क्लान अधिभवनि इनेल ना। एन नेनात नगरान। अन्यन করিছে পারিল না। কারণ দে যে কাঞ্চ করিয়াছে আসলে ভাগর मर्था छात्र बजाय किन्नहें नाहे। छाड़े रा काम यम्फाकृत्म बल्दाव বৰিয়া পরিঘোরিত হইয়াছে, দেই কাছ করিয়া তাথার অত্তাপ্ত इडेन मा। क्यान इक এইটक छात्राव निक्छ मध्यान करिए ए. रम छाहात कार्या मकन बन नाहे. किन्नु रम रच अलाव काल करि ছাছে একথা জন্নাৰ কথনই সপ্রমাণ করিতে পারিবে না। কেননা ভাষার কাজের মধ্যে আয় অভায় কিছট নাই। জল্লান ভাষাকে এব कत्रित, कि बना :डाहारक विध कत्रित, वधा बाकि । डाहा वृक्ति পারিল না। মৃত্যুদণ্ডই ইউক, আর যে কোন দণ্ডই গোক, पनि শুপু আঘাতকে দমন করাই তাহার উকেশা না হয়—যদি ভাহার উদ্দেশ্য তাহা ছাড়া আর কিছু হয়, তাহা হইলে তাহার মূলে নিম্ন নিখিত কয়েকটি তত্ত নিহিত দেখিতে পাওয়া যথাঃ—>ম—ভাল ও भारतक मार्था. नाम ও अनारिकेत मार्था. এकটा खन्नभ-गंड शार्थका বিদ্যমান, এবং এই পার্থক্য থাকাতেই, বৃদ্ধিজ্ঞানবিশিষ্ট স্বাধীন জীব মাত্রই মঞ্চলের পথে ও নাামের পথ চলিতে বাধ্য। ২য়—এই মহুষ্য ব্দ্ধিজ্ঞানবিশিষ্ট স্বাধীন জীব, মনুষ্য এই পার্থকা ও এই দায়িব উপ-শক্তি করিতে,—এবং কৃত্রিম আইন কাত্তনের অপেক্ষানা করিয়া শাপন ইজায় স্বাভাবিকভাবে উহাতে অন্তব্যক্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে ममर्थ: लोकांजा. (य नकन अलांजानत अंत्राहनात्र मस्या, मरेमंत्र পথে, অন্যায়ের পথে নীত হয়, দেই সকল প্রলোভন অতিক্রম করি-বার শক্তি-এবং পবিত্র ও স্বাভাবিক ধর্মপথ অনুসরণ করিবার শক্তিও মনুষ্যের আছে। ৩য়—যে কোন আচরণ ন্যায়ের বিরোধী ভাহ। বলের দারা দমন-যোগ্য, এবং প্রতিবিধানকল্লে তাহা দওনীয়, তজ্ঞ কৃত্রিম কোন আইন কান্তুনের অপেক্ষা রাথে না। ৪র্থ— মনুষ্য, ভার অভারের মত পাপ পুণোরও পার্থকা বুঝে, এবং ইহাও ৰুৱে যে, কোন অন্তায় কর্মের জন্য দণ্ডবিধান করাও সম্পূর্ণরূপে ছায়ানুগত কার্যা।

বিচার করিবার শক্তি, দণ্ড বিধানের শক্তি—ইহাই সমাজেম ভিত্তি-মূল; ইহাই প্রকৃত সমাজ। সমাজ, স্বকীয় ব্যবহারের জন্য এই সকল নিয়ম, এই সকল মূলস্থ রচনা করে নাই। এই সকল নিয়ম সমাজ-গঠনের পূর্ববর্তী; মন ও আত্মার প্রথম স্ত্ত্ত্বপাত হইতেই উহারা রহিয়াছে, সমাজের সমস্ত নিয়ম ও বাবস্থা উহাদেরই উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল সনাতন মূলতত্ত্বের সহিত সকল থাকাতেই সামাজিক নিয়মের বৈধতা সম্পাদিত ইইয়াছে। বিকাশ এই সকল নীতিস্ত্রকে পরিপৃষ্ট করে,—স্বষ্ট করে না।

ব্যবস্থাকর্তা যিনি আইন প্রস্তুত করেন, বিচারকর্তা যিনি এই আইনের প্রয়োগ করেন,-ইহারা এই সকল নৈতিক মূলস্তের ছারাই পরিচালিত হয়েন। যে অপরাধী বিচারের জন্য বিচারালয়ে আনীত হয়, তাহার সমুখেও এই সকল মূলস্থ বিষ্ণমান, বিচার-কর্ত্তাও এই মূলস্ত্র অনুসারেই দণ্ড বিধান করেন। এই মূল ञ्चलका किंग्रोहेश लश-ममन्त्र जांग-विहाद विश्वत्र हहेरव. এह বিচারকার্য্য কতকগুলা কৃত্রিম নিয়মে পরিণত হইবে: সেট নিয়ম লজ্মন করিয়া কাহারও অমুতাপ হইবে না: কেবল দণ্ডের ভয়েই লোকে এই সকল নিয়ম লভ্যন করিতে বিরুত্ত হটবে। এই সকল নিয়ম-অনুসারে যে বিচার হটবে, তাঃ: বিচার নতে.—ভাগ অভাচার। কর্তবা ও লার হইতে ভই হইছ ममाम विवान-विमन्नारमञ्ज क्या रहेग्रा পड़ित्व: हरन बरन कोमान त्य यक अर्थ मह्यांन कवित्क शादा, छांबाइबे ८५हा बहेरव--- ६४१ সমস্তের উপর ছাটনের একটা কপট ছাবরণ মাত্র থাকিবে মাত্র। व्यवक्र मुमाब । मानूरवद विहादकार्या अथन । व्यवक व्यवक्रान्त्रवं । चाहि, कानक्राय जाहा धाकान भारेबा मः(नाधिक हरेता कि व कथा, माधात्रपञ बना याहेर्ड भारत रव, ममाक 9 মন্তব্যের বিচার-কার্য্য সত্যের উপর ও স্বাভাবিক স্কারধর্মের উপর खिक्किं। छाहाद खामान, नर्सवहे नमान गठिल हहेगार अ সমাজের ক্রমোন্নতি হইতেছে। তাছাড়া, পাাস্কাল কিংবা ক্রে जबात्कव वर्त्तमान व्यवशा एउटे विशापमध वार्ग व्यक्ति करून ना, व অবন্ধ চিৰুদ্বাৰী নহে। প্ৰতাক্ষই সৰ নহে; প্ৰতাক্ষ ব্যাপার ছাড चात्र कि चार्छ,-- এको नावश्यंत्र चाहर्न चार्छ। नावश्यं यमि धकी। वाखविक जामर्ग शांक, छोह। इहेरन रमहे जामन हे पूरि

ममाज-अनानीरक উन्टोरेश निरव-मञ्चारखन्न मर्यामा नका कन्निर । এই ন্যায়ধর্ম্মের আদর্শ কি আকাশকুস্থমের ন্যায় অলীক ? প্রত্যেক দেশের ভাষাকে, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকবৃদ্ধিকে, সমস্ত মানব-জাতিকে আমি সান্দী মানিতেছি, প্রতাক ব্যাপার ও ন্যায়ের আদর্শ-এই উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে বলিয়া দকলেই কি चौकांत्र करत्र ना ? कथन कथन वर्छमान व्यवश्वा. नारायत्र विकरक দণ্ডায়মান হয়, এবং ন্যায়ের আদর্শও বর্তমান অবস্থাকে শাসন करत,--वर्छमान व्यवशामश्रद्ध श्रीठवान करत । सञ्चानमास्त्र कान কথাটি সর্ব্বাপেকা বেশী গুনা যায় ? ন্যায়ের কথাই কি বেশী গুনাযায় না ? এমন কোন ভাষা আছে যাহাতে ন্যায়শস্টি মাই ? এমন কি. কেহ কেহ ন্যায়কে ছই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—এক আইন-ষ্টিত কুত্রিম ন্যায়, আর একটি স্বাভাবিক ন্যায়। ন্যায় কখনই बरलद भागन हरेए भारत ना, रलहे नगारात्र रमवाय नियुक्त हरेरत. ইহাই দৰ্মত্র পরিঘোষিত হইয়া থাকে। যথনই অতীতের ইতিহাসে গাঠ করা যায়, কিংবা কোন দেশে প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ন্যায়ের উপর বলের জয় হইয়াছে, তথনই নিঃস্বার্থ পাঠক কিংবা দর্শকের মনে ভীত্র ধিকার উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে, যে পতাকার গায়ে ন্যায় এই শব্দটি অন্ধিত থাকে, আমাদের অনুরাগ স্বভাবতই সেই প্তাকার शित्करे शांविज रुष ; मिरे पाछाज शक्कत नाांश व्यक्षिकांत्र मुमर्थन করিবার জনাই আমরা দুঢ়সঙ্কর হই, ন্যায়ের পক্ষকেই আমরা সমস্ত মানবমণ্ডলীর পক্ষ বলিয়া গ্রহণ করি। আমরা মনে করি, যভোধর্ম স্ততোজয়। অভএব যাহা প্রতাক্ষ দেখা যার তাহাই সব নহে,— ন্যায়ের ভাব, ন্যায়ের বিশ্বজনীন আদর্শ,—প্রত্যক্ষ জগতে না হউক. 🍦---চিন্তা কল্লনার জগতে জ্বলম্ভ অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে। এই

ন্যায়ের আদর্শই প্রতাক্ষ জগংকে সংশোধিত করে —পরিশাদিত করে।

এই ব্যক্তিগত ধর্মবৃদ্ধিকে যথন আমরা সমন্ত মানবজাতির ধর্মবৃদ্ধি विनया कन्नना कवि, जथनहे छैहा महक ब्लान किरवा माधावण वृद्धि নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সাধারণ সহজবৃদ্ধিই সমস্ত দেশের ভাষাকে, স্বাভাবিক ও চিরস্থায়ী বিশ্বাসগুলিকে, সমাজকে ও সমাজের मुशा वावशाक्षितिक शिक्षा जुलियाहि, धावन कविया विश्वाहि, क्रमन পরিকৃট ও পরিপুর করিতেছে। ভারাসমূহকে বৈদাকরণেরা, সমাজকে ৰাবস্তাকৰ্ত্তারা, কিংবা সাধারণ বিখাদগুলিকে দার্শনিকেরা গড়িয়া তলে नाहै। উहानिशक क्रिक्ट शिक्षा ज्ञा नाहै -- प्रथं अक हिमार्व मक লেই গড়িয়া তুলিয়াছে ; দাধারণ মন্থাম ওলীর স্বাভাবিক প্রতিভাই উহাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সাধারণ ধর্মবৃদ্ধির নিদর্শন,মান্ত্রারে তাবং কার্যোই প্রকাশ পায়। ভাল ও মন্দ্র, নাায় ও অনাায়, স্থান ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, কর্তব্য ও স্বার্থ, শ্রেম ও প্রেম্ব-এই সমন্ত পার্থকা भग्न मानव-जावात भर्षा, भग्न मानव-वावष्टात भर्षाहे वक्ष्मा। ধর্মের পুরস্কার স্থুৰ, পাপের দণ্ড ছ:খভোগ—ইহাও স্কুল ভাগতে, মাতুষের সকল ব্যবস্থাতেই মুদ্রিত হইয়া রঙিয়াছে।

কিন্ত এই সমস্ত ধারণা, মাহুযের ভাষায় ও মামুষের কাজে এক? বিশুম্বকাৰে ও একটু স্বভাবে প্রকাশ পায়।

এইখানেই দর্শনিশান্তের কাজ আরম্ভ ২য়। দ্রশনিশান্তের সন্থা ছুইটি পথ প্রসারিত। দর্শনিশান্তকে এই ছুই পথের মধ্যে একটি পথ অবলম্বন করিতে হুইবে; হয়—সাধারণ ধর্মাবৃদ্ধির ধারণাগুলিকে গ্রহণ করা, এবং মঞ্যাসাধারণের বিধাসগুলিকে গণাযণকপে বির্জ করিয়া উহাদিগকে পরিশুট ও জদ্ভ করা; নয়,— কোন একটা স্থা তব গোড়ায় মানিয়া লইয়া, তাহারই অন্তর্মণ এক টা মতবাদ গঠন করা ;—যে সকল সাধারণ বিধাস সেই মূলতত্ত্বর অন্থায়ী হইবে তাহাদিগকে স্বীকার করা এবং তাহার বিপরীতগুলিকে অস্বীকার করা—এইরূপে একটা দর্শনতন্ত্র কিংবা দর্শনের পদ্ধতিবিশেষ গড়িয়া তোলা।

কিন্তু আসলে, কোন দার্শনিক পদ্ধতিই দুর্শন নহে: যেমন রাজ্যসংক্রাস্ত ব্যবস্থাসমূহ, ন্যায়ের আদর্শকে প্রত্যক্ষে পরিণত করি-वात्र ८०%। करत, रामन भिन्नकनाममूर, अभीम भीनरपात यथामाधा ব্যাখ্যা করিয়া থাকে, যেমন বিজ্ঞানসমূহ, বিশ্বজনীন বিজ্ঞানের অন্ত-সরণ করে, সেইরূপ প্রত্যেক দার্শনিক পদ্ধতি কোন আদর্শবিশেষকে প্রত্যক্ষে পরিণত করিবার জন্য প্রয়াস পায়। স্থতরাং দার্শনিক পদ্ধতি গুলার অসম্পূর্ণতা অবশ্রস্থাবী; এই অসম্পূর্ণতা না থাকিলে, জগতে একটি বই ছইটি দুৰ্শনশাস্ত্ৰ থাকিত না। তাহারাই ভাগাবান যাহারা দর্শনের কোন বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া এবং তংপ্রযুক্ত কতকগুলি নিরীহ-ধরণের ভ্রমে পতিত হইয়াও, প্রত্যেক মানবের অন্তরে সত্য স্থলর ও মঙ্গলের পবিত্র রনাস্বাদনের একটা রুচি জন্মাইয়া দিতে পারে! কিন্তু দার্শনিক পদ্ধতিগুলা প্রায়ই নিজ নিজ कालबरे अञ्चव हे रहे शा थाक, - कानक नुजन পथि नरेश यात्र ना । বে দর্শনতন্ত্র যে শতান্দিতে উংপন্ন হয়, সেই দর্শনতন্ত্র সেই শতান্দির ভাব গ্রহণ করে। এই কালধন্মের প্রভাবেই আমাদের দেশে স্বার্থমূলক নীতিতন্ত্রের আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা একণে সেই নীতিতল্পের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিতীয় উপদেশ।

স্বার্থের নীতি।

ঐক্সিফি দর্শনশার, স্থ-ছ:খের অস্থৃত্তি হইতে যাত্রা আরও করিয়া, এমন-একটা নীতিত্তরে অগত্যা উপনীত হইয়াছে যে নীতির সুদত্ত স্বার্থ।

মাহ্য হথ ও ছ:ব অহুতব করে; মাহ্য হথের অধ্যেশ করে ও ছ:ব হইতে প্রদান করে। ইহাই তাহার গোড়ার খাতাবিক প্রবিত্তী; এই প্রবৃত্তি কথনই তাহাকে পরিত্যাগ করে না। হথের বিবন্ধ পরিবর্তন হইতে পারে, নানাপ্রকারে হথের বৈচিত্রা সম্পাদিত হইতে পারে; কিন্তু কি শারীরিক, কি মানসিক, কি নৈতিক,—হথ যে আকারই ধারণ করুক না কেন—মাহ্য সভত সেই হথেনেরই অহুসরণ করিয়া থাকে।

বিশেষ বিশেষ স্থলনক অনুভৃতিসমূহ যথন সামান্তে পরিণত হয়, তথন উহা "উপযোগী" এই নাম ধারণ করে; যে স্থা ওধু অমুক অমুক কণে বন্ধ নহে, পরন্ধ কালের অনেকটা জংশ অধিকার করিয়া থাকে,—সে যে প্রকার স্থাই হউক না কেন—তাহারই বিপুল সমষ্টিকে আনন্দ বলে।

কুপ ও আনন্দ যে ব্যক্তি অন্থ ত করে, সেই অনুভবকারী ব্যক্তির স্থান্ধ এই সুখা ও আনন্দ আপেক্ষিক; ইংা আগণে ব্যক্তিগত। সুখা ও আনন্দকে ভাগৰাসিরা আমরা নিজেকেই ভাগবাসি।

সকল জিনিদের মধ্যেই এই ত্রখ ও আনন্দ অবেষণ করিবার উদ্দেশে আমরা ঘাহার ছার। পরিচালিত হই তাহাই বার্থ। জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যেরূপ আনন্দ, আমাদের সমস্ত কাজের একমাত্র প্রবর্তক সেইরূপ স্বার্থ।

নিজের স্বার্থ ছাড়া মানুষ আর কিছুই অন্থতন করে না, কিন্তু প্রেক্ত স্বার্থ মানুষ কবন ঠিক বুঝে, কধন :ঠিক বুঝে না। স্থপী হইবার একটা বিশেষ কলাকোশল আছে। স্থপের মধ্যে কোন ছঃখ প্রছের আছে কি না তাহা পরীক্ষা না করিয়া, জীবন-পথে কোন স্থথ আদিলেই যেন আমরা তাহাকে আদিলন না করি। বর্তমান স্থই সব নহে। তবিষাৎ চিস্তাও আবশ্যক; যে তোগস্থ্য পরিতাপ আনমন করিতে পারে, তাহা ত্যাগ করিতে হইবে; আনন্দের জন্ত—অর্থাৎ যে স্থথ অধিকতর স্থামী ও ততটা উন্মাদক নহে সেই উচ্চতর স্থাধের জন্ত—এই নীচ স্থাকে বিস্ক্রেন করিতে হইবে। শারীরিক স্থাই একমাত্র স্থা নহে; ইহা ছাড়া অন্য স্থাও আছে—যথা, মনের স্থা, মতের স্থা। জ্ঞানী ব্যক্তি, একজাতীয় স্থাবের হারা অন্ত জাতীয় স্থাবের তীব্রতা নাই করেন।

উচ্চতর স্থথের নীতিই স্থার্থের নীতি, তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। এই নীতি—স্থথের স্থানে আনন্দকে, মনোজ্ঞের স্থানে উপযোগীকে, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড আবেগের স্থানে, পরিণামদর্শিতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই নীতি—ভাল মন্দ, ধর্ম অধর্ম, পাপ পুণ্য, দণ্ড পুরস্কার প্রভৃতি শব্দ অধীকার করে না, পরস্ক নিজের ধরণে উহাদিগের ব্যাখা করে। বিবেকদৃষ্টিতে যাহা আমাদের প্রকৃত্ত স্থার্থ তাহাই মঙ্গল, তাহার বিপরীতই অমঙ্গল। যে জ্ঞানীর জ্ঞান, প্রবৃত্তির আবেগকে প্রতিরোধ করিতে পারে, বাস্তবিক যাহা উপযোগী তাহা উপলব্ধি করিতে পারে, এবং আনন্দের প্রকৃত্ত অসুসরণ করিতে পারে, সেই উচ্চতর জ্ঞানই ধর্ম। ভ্রান্তিত্ত ও

চরিঅরাই হইয় যথন বিশেশসূল ক্ষণস্থায়ী ক্ষণের নিকট আমরা আনলকে বলিদান নিই তগনই তাহা অথবা নামে অভিহিত হয়। ধর্ম অধ্যের পরিণামই পাপ প্রা, দও প্রস্থার। বিবেকের পথ দিয়া যদি আমরা ক্ষথকে অধ্যেশ না করি, তাহা হইলে, তাহার দওস্কল আমরা ক্ষথইতে বঞ্চিত হই। সাধারণের মতে যাহা কর্তবা বলিয়া নিজারিত হইয়াছে, স্বার্থনীতি সেই ফকল কর্তবার একটিকেও ধ্বংস করিতে চাহে না; প্রভূতি স্বর্থনীতি বলে বে, এ সমস্ত আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থেরই অঞ্কল, এবং সেই জ্ঞাই উহা আমাদের কর্তবা। লোকের উপকার করা, নিজেরই তিত্রাধন ক্রিবার ক্ষর উপায়; এইজপেই আমরা লোকের সমাদর, লোকের দয়া, লোকের সাধান্র, তেমনি উপযোগা। নিংসার্থভাবেছও একটা গুড় মর্থ আছে।

সাধারণত লোকে এই শক্টির দেরপ অর্থ করে — অর্থাং প্রত্ত আয়বিদর্জন — মবশানে অর্থ নি: স্বার্থপরত। নিতাপ্তই একটা অন্দলত অম্পক করে; তবে কি না, ভবিষাং স্বার্থের জন্ত বর্তমান স্বার্থকে — উচ্চতর স্ক্রেডর স্থাপর জন্ত, স্থাতর হীমতর স্থাকে বিদক্ষন করা ঘাইতে পারে। অনেক সময়ে আমরা ব্রিতেই পারি না বে আমরা স্থাপর এইবাদ করিতেছি, এবং এইরূপ বৃদ্ধিবার দোরেই আমরা নি: পার্থপরতারপ এমন একটা আকাশকুর্মকে আমাদের মনোমধাে স্বাই করি বাহা মানব প্রকৃতির অতীত ও একেবারেই তর্কোধা।

আমরা উপরে যে স্বার্থনীতির ব্যাধ্যা করিলাম, ভর্মা করি তাং। অতির্ভিত হয় নাই। আমরা বরং আরে একটু বেণী দুর অগুদ্র ছইব। আমরা স্বীকার করি যে, এই নীতি অন্থ নীতিতন্ত্রের আতিশ্যা-প্রস্ত একটা প্রতিক্রিয়া মাত্র। একবার দেই অত্যন্ত কঠোর
টোনিক নীতির কথা কিংবা দেই তাপদ-নীতির কথা ভাবিয়া দেব —
যে নীতি চৈতন্তকৈ নিয়মিত না করিয়া চৈতন্তকে একেবারেই ধ্বংস
করিতে বলে এবং রিপুর আবেগ হইতে মান্ত্র্যকে রক্ষা করিবার
জন্ত, সমন্ত স্বাতাবিক প্রবৃত্তিকেই বিদর্জন করিতে বলে—একপ্রকার আত্মহত্যা করিতে বলে। এই ছই নীতির প্রতিবাদস্করপ এই স্বার্থনীতির বৈধতা কতকটা স্বীকার করা যাইতে
পারে।

এপিক্টেটাসের উচ্চতর দাসত্বের জন্য—হঃর হর্দশা অতিক্রম করিবার চেপ্তা না করিয়া উহা অকাতরে দহু করিবার জনা মান্তব্য হুই হম নাই। অথবা মঠ-নিবাদী দেবপ্রকৃতি প্যাদ্কাল ও তাঁহার ভাগনী যেরপ হঃথ হইতে মুক্তিলাভের জন্য মৃত্যুকে আহ্বান করিতনে এবং কঠোর তপশ্চারণ ও মৃক্ত আরাধনার দ্বারা মৃত্যুকে অকালে ডাকিয়া আনিতেন, তাহাও যুক্তিদঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মান্ত্রের প্রবৃত্তি-দঙ্গল অকারণে হয় নাই, তাহাদেরও প্রয়েজন আছে। বায়ুর অভাবে তরী চলিতে পারে না, উহা শীঘই রসাতলগর্ভে নিমজ্জিত হয়। এমন কোন ব্যক্তিকে কল্পনা কর যাহার আয়্মপ্রীতি নাই, যাহার আয়্মপ্রীতি নাই, যাহার আয়ম্বার্থকে বাভাবিক প্রবৃত্তি নাই, যাহার কপ্তের ভয় নাই, বিশেষতঃ যাহার মৃত্যুভয় নাই, স্বথ কিংবা আনন্দ-রসাম্বাদনের যাহার ক্রচি নাই, এক কথায়, ব্যক্তিগত সমস্ত স্বার্থ হইতে যে বঞ্চিত। এরূপ ব্যক্তি, তাহার চারিদিকে যে দক্তল অসংখ্য ধ্বংসের কারণ রহিয়াছে—তাহার দহিত দীর্ঘকাল যুঝায়্ঝি করিতে পারে না—তাহাদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারে না; দে ব্যক্তি একদিনপ্র

পৃথিবীতে টিকিয়া থাকিতে পারেনা। এইরূপ অবস্থায়, কোন একটি পরিবার, কিংবা কোন একটি ক্লু সমান্ধ সংগঠিত কিংবা সংরক্ষিত হইতে পারেনা। যিনি মানুষের স্থাই করিয়াছেন, তিনি দেই মানুষকে শুধু ধর্মের হাতে, দ্যার হাতে, মহরের হাতে সমপ্রক্ষিত হাই নিশ্চিম্ব হন নাই, তিনি মানবজাতির বিকাশ ও স্থায়িহকে অপেক্ষাকৃত একটা সামানা অথচ প্রব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই জনাই তিনি মনুষকে আয়েপ্রতি দিয়াছেন, আয়ারকণের প্রবৃত্তি নিয়াছেন, স্থাও আনন্দ রুমায়ান্দনের প্রাচ দিয়াছেন, অলম্ব প্রবৃত্তি নিয়াছেন, আশা ও ভন্ন দিয়াছেন, প্রেম্ব দিয়াছেন, উত্তাভিলার দিয়াছেন, অবশেষে দেই ব্যক্তিগত স্থাবৃত্তি দিয়াছেন যাহা সক্র করেয়ার প্রবৃত্তি, যাহা স্থায়া, যাহা বিগ্রহনান, যাহা, সাংসারিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিবার জনা নিয়তই আন্দিশকে উত্তেজিত করিতেছে।

অতএব, স্বাধনীতির মধ্যে বে মূলতবটুকু আছে তাহোর সততা সম্বন্ধে আমরা প্রতিবাদ করি না; এই মূলতবটি গুবুই সতা, উথার বিশেষ প্রয়েজনও আছে। আমরা ভধু এই প্রাট জিজাসা করি: স্বাকার করি, স্বাধনীতির অন্তনেহিত মূলতবটি আসলে সতা, কিন্তু উহা ছাড়া আর কি কোন মূলতব নাই যাহ। উহারই মত সতা, উহারই মত বৈধ ? সতাবটে মাহ্য প্রেমের অবেষণ করে, স্থায়ে আবেষণ করে, কিন্তু মাহ্যের অন্তরে কি আর কোন অভাববোধ নাই—আর কোন হুদ্যভাব নাই যাহ। উহাদেরই মত প্রবল, উহালেরই মত অবল, উহালেরই মত অবল, উহালেরই মত অবল, উহালেরই মত অবলত ?

আমাদের দেহও আয়া থেমন একএই অবস্থিতি করি^{তেছে}, শেইরূপ এই মানবলাতির মধ্যে, বিশ্বিধাতার এই গভীর রহ^{ত্তমর} স্ষ্টিকল্পনার মধ্যে, এমন কতকগুলি বিভিন্ন মূলতৰ একত্র অব-স্থিত—যাহারা প্রস্পরকে কথনই বহিন্ধত করে না।

ঐতিত্রিক দর্শনশাস্ত্র অবিরত প্রত্যক্ষ পরীক্ষারই দোহাই দিয়া থাকে। প্রত্যক্ষকে আমরাও সাক্ষী মানিয়া থাকি; আমরা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে যে সকল তথ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা প্রত্যক্ষ-পরীক্ষা হইতেই গৃহাত—দেইগুলি সহজ জ্ঞানের গোড়ার ধারণা। যে সকল তথ্যের উপর স্বার্থনীতি প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল তথ্য আমরা স্বীকার করি, কিন্তু স্বার্থনীতির প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল তথ্য আমরা স্বীকার করি না। যথা-পরিমাণে দেখিলে, তথ্যগুলিকে সত্য বলিয়াই মনে হয়; কিন্তু ঐ নীতিপর্কতি, ঐ তথাগুলির প্রভাব-পরিসর অযথা বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাই উহা মিথ্যা; উহাদেরই মত অবিদ্যাদিত আরও যে অন্যান্য তথ্য আছে তাহা ঐ নীতিতন্ত্র অস্বীকার করে ৰলিয়াই উহাকে আমরা মিথা। বলি।

প্রকৃত তথাসমূহ সংগ্রহ করা এবং তাহাদের মধ্যে যদি কোন বাস্তবিক পার্থকা থাকে তাহা স্থাকার করা—ইহাই প্রকৃতিস্থ দশনশাস্ত্রের গোড়ার নিয়ম। এই দর্শন-শাস্ত্র, সর্ব্বাপ্তের পাড়ার নিয়ম। এই দর্শন-শাস্ত্র, সর্ব্বাপ্তের অনুসরণ করে না। সত্যকে অনুসরণ করা দ্রে থাক্, স্থার্থনীতি সত্যকে অনুসরণ করিয়া কেলে; উহা তথাসমূহের মধ্য হইতে সেই সকল তথাকেই নির্বাচন করে যাহা স্থার্থনীতির উপযোগী, এবং যে সকল তথা আসলে ধর্মনীতির মূল-উপাদান, ঠিক সেই সব তথাকেই উহা অগ্রাহ্য করে। এই একদেশদর্শী পর-মত-অসহিষ্ণু নীতি,—যাহা-কিছুর হেতু নির্দেশ করিতে পারে না, ব্যাথা। করিতে পারে না, তাহারই অন্তিজ্ব মধ্যে অধীকার করে। রচনার হিসাবে দেখিলে, এই নীতিত্রের মধ্যে

বেশ একটি বাধুনি আছে, কিন্তু মানবপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির বিচিত্র শক্তির সহিত যথন ইহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তথনই ইং। চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায়।

আমরা নেধাইব, এক্রিন্নিক দর্শনশাস্ত্র-প্রস্ত এই স্বার্থনীতি, মানব-প্রাকৃতির অস্তর্ভক কতকগুলি ব্যাপারের সম্পর্ণ বিরোধী।

প্রথমত আমর্ প্রতিপন্ন করিয়াছি,—প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হইছেই প্রতিপন্ন করিয়াছি,—বাজিগত সাধীনতার শক্তিকে, করুহ শক্তিকে সমন্ত মানবজাতিই স্থাকার করে। বাজিগত সাধীনতার উপর বিবাস আছে বলিয়াই সকলে চাহে, এই স্থাধীনতা লোকসমাণ্ডেও স্থানিত ও সংরক্ষিত হয়। স্থাধীন ইচ্ছা বলিয়া যে একটা জিনির আছে ইহা প্রত্যেকেরই অন্তরাহ্বা সাক্ষ্য দেয়। নৈতিক অন্তর্মাণনের মধ্যে, সম্পার অবজ্ঞার মধ্যে, প্রশংসা ধিকারের মধ্যে, পাপ পুণোর মধ্যে, দও পুরস্কারের মধ্যে – স্ক্ষণ্ডার নৈতিক বাপারের মধ্যে, এই স্বাধীনতার ভাব ভঙ্তিত রহিয়াছে।

আমি জিল্লাদা করি, এই যে বিধক্তনীন তথা যাহা মনেও জাতির সমস্ত বিধাসের মূলে অবজিত—গাহা, -কি গাহতা কি সম-জিক—মানবের সমস্ত জীবনকে পরিশাসিত করে, এই তথাটিনগরে উক্তিয়িক দর্শন শাস্ত ও সার্থনীতি কি বলে ?

বে কোন প্রকার নীতিত্ব হউক না, ভাগতে আচরণসংকংথ নির্মের কথাই পাক্ বা কেবলমার সাদানিধা উপদেশের কথাই থাক্, প্রকারায়রে সকল নীতিত্বই স্বাধীনতাকে স্বীকার করে? যথন স্বার্থের নীতি, উপযোগীর নিকট মনোজকে বলিদান করিছে উপদেশ দেয়, তথন মনে হয়, যেন একথাটাও মানিয়া লওয়া হয় যে, ভাগর সেই উপদেশ অধ্যরণ করার কিংবা না করায় মানুদ্রের স্বাধী

নতা আছে। কিন্তু দর্শনশান্ত্রে কোন একটা তথ্য স্বীকার কবিলেই হয় না, সেই তথ্য স্বীকার করিবার অধিকার থাকাও চাই। দেখা যায়, স্বার্থনীতির পক্ষপাতী অধিকাংশ লোকই স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে; যে নীতিতন্ত্র, সমস্ত মানব চিত্তকে—মানবের সমন্ত প্রস্তুত্তি প্রধারণাকে, কেবল ইন্দ্রিরবোধ ও ইন্দ্রিরবোধের ব্যাপার-সকল হইতে চানিয়া বাহির করে, স্বাধীনতাকে স্বীকার করা দে নীতিতন্ত্রের অধিকারায়ত্ত নহে।

কোন একটা মনোজ ইন্দ্রিয়বোধ যথন আমাদের চিন্তকে মুগ্ধ করে, এবং মুগ্ধ করিয়া তাহার পর চিন্ত হইতে অন্তহিত হয়, তথন আমাদের চিন্ত—একটা কয়, একটা অভাব, একটা প্রয়োজন অমুভক করে, তথন চিন্ত বিচলিত হয়, বাাকুল হইয়া উঠে। এই বাাক্ল হা প্রথম অপার ও অনির্দিষ্টভাবে থাকে, একটু পরেই একটা নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে; যে বিষয়কে পাইয়া একটু পূর্বের আমরা মথামুভব করিয়াছিলাম, এবং যাহার অভাবে এখন কয় পাইতেছি, আমাদের বাাক্লতা সেই বিবয়ের প্রতি তথন ধাবিত হয়। তীব্রতার মাত্রা কিছু কমই হোক্, বেশীই হোক্—চিত্তের এই চাঞ্চলাই বাসনা।

এই বাসনাতে স্বাধীনতার কি কোন লক্ষণ আছে ? স্বাধীনতার কর্তা; কাহাকে বলে ? যথন আমি জানি, আমি আমার কার্য্যের কর্তা; জামার ইচ্ছামত কোন কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি, রহিত করিতে পারি, কিংবা সেই কার্যেই প্রবৃত্ত থাকিতে পারি, তথনই আপনাকে স্বাধীন বলিয়া অন্নভব করি। কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্কে যথন সেই কার্য্য করিব বলিয়া সঙ্কল করি, তথন ইহাও বেশ জানি, উহার বিপরীত সঙ্কল করিতেও আমি সমর্থ; এবং তথনই আমর্ম্ম স্বাধীনতা অনুভব করি।

যথন আমার আয়-হৈত্র অবার্থ রূপে সাক্ষা দেয়,—স্থামিই এই কাজের কর্ত্তা, তথনই সেই কাজ স্থানীন কাজ এবং তথনই সেই কাজের জন্ত অবার্থন করে। অন্যাতে অসংখ্য প্রকার ক্রিয়া উৎপদ্ম হইতে পারে, এবং এই সকল ক্রিয়া বহিদশিকের চক্ষে আমার স্বেচ্ছাক্রত কাজ বলিয়া ভূল হইতেও পারে; কির আমার নিচ্ছের কথনই ভূল হইতে পারে না;—সাক্ষী-হৈতনার নিক্ট ভূল হওয়া অসম্ভব। যে কোন কাজই হউক না, কোন কাজটা স্বেচ্ছাক্রত এবং কোন কাজটা স্বেচ্ছাক্রত নহে, আমানের সাক্ষীহৈতন্ত ভাষার পার্থকা বেশ উপশক্ষি করিতে পারে।

যে 5েঠা সেফাকত ও সাধীন ভাষাই প্রকৃত কর্ম। বাননা ইয়ার ঠিক বিপরীত। বাসনা যথন চুড়ার সীমায় আরোচণ করে ভগনই উহা প্রবৃত্তি হয়; আমাদের ভারত ও আরু-তৈতনা উভয়ই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রবৃত্তির অধীনে মানুষ অকও।; প্রকৃতি যতই প্রবশ হয়, উচার বেগ যতই চুক্মনীয় হয়, তেইট আয়োর যে নিজ্য কর্যোপ্রিক আছে—আয়ুপ্রস্থানী শ্রিক আছে—সেই আদেশ হইতে মানুব দুরে প্রিয়া যায়।

বে ইন্দ্রিবনাধ বাসনার পূর্ম্বর্তী এবং বাসনাকে একটা নিদ্প আকার প্রধান করে, বাসনার নায় সেই ইন্দ্রিবোধেরও বলে, আমরা পরাধীন। যদি কোন প্রীতিজনক বন্ধ আমার সন্ধ্রুগ ভাগিত হয়, আমার কি স্থাবোধ হইবে না গুয়দি কোন কঠকর জিনিধ আমার সন্ধ্রে আদে,—আমার কি ক্ট হইবে না গু ই স্থাকর প্রতাক্ষ মণ্ড ই অস্তর্বিত হইলেও, স্মৃতি ও করানার পথে যথন উহা আবার উদয় হয়, তথন উহা পূর্ম্ববং সাক্ষাংভাবে অন্ভব করিতে পারিভেছি না বনিগ্রাক্ষ কট হয় না গু ইহার অভাব ও প্রয়োজন কি আমি অন্তর্গক

ফরি না ? যে বস্তকে পাইলেই আমার ব্যাকুলতার শাস্তি হয়, আমার মনের কট দূর হয়, সেই বস্তর প্রতি আমার বাসনা কি ধাৰিত হয় না ?

বাসনার উদয়ে মনোমধ্যে কিরপ ব্যাপার উপস্থিত হয়,
একবার প্রাণিধান করিয়া দেখ:—তুমি দেখিতে পাইবে, তোমার
চিন্তার অপেকা না রাখিয়া, তোমার ইচ্ছার অপেকা না রাখিয়া,
দেই বাদনা উঠিতেছে পড়িতেছে, বাড়িতেছে কমিতেছে। তোমার
ইচ্ছায়, বাদনার উদয়ও হইতেছে না, নির্ভিও হইতেছে না।

অনেক সময় আমাদের ইচ্ছা বাসনার সহিত যুদ্ধ করে এবং অনেক সময় বৃদ্ধে পরাভূত হইয়া তাহার বশীভূত হয়। যে সকল বহিবিষয় হইতে আমাদের ইক্রিয়বোধ জয়ে, সেই বহিবিয়য়েক আমরা দোন দিই না, এবং ঐ ইদ্রিয়বোধ হইতে যে বাসনা উৎপন্ন হয় সেবাসনাকেও দোষ নিই না, অমরা গুধুদোষ দিই সেই ইচ্ছাকে,— যার সম্মতিতে বাসনার উদয় হইয়াছে, এবং দোষ দিই সেই সকল কার্য্যকে যাহা, বাসনা হইতে প্রস্ত হইয়াছে; কেন না ঐ সকল কার্য আমাদের নিজ আয়ত্তর মধ্য।

ইচ্ছা ও বাসনা এক নহে; অনেক সময় বাসনা, ইচ্ছাশক্তির বিলোপ করে, এবং মাতুষের দারা এমন সকল কাজ করাইয়া লয় যাহা মাতুষ সে সমস্ত আপনার কাজ বলিয়া মনে করিতে পারেনা, কারণ সে কাজ তাহার স্বেচ্ছাক্ত নহে। এমন কি, আদালতে অনেক অপরাধের আসামা এই ওজরের আশ্র গ্রহণ করে। প্রচণ্ড বাসনা ও ছার্নবার প্রবৃত্তির বশে তাহারা কাজ করিয়াছে, এই কাজে তাহাদের কোন কর্ত্ত্ব ছিল না—এই বলিয়া তাহারা নিজ্প দোব কালন করিবার চেটা করে।

যদি বাসনাই ইচ্ছার ম্ল-ভিত্তি হইড, তাহা হইলে বাসনা যতই প্রবল হইড আমরা ততই খাধীন হইডাম। স্পর্টই দেখা যাইতেছে, ইহার বিপরীতটাই সভা। যে পরিমাণে বাসনার প্রচণ্ডভা লুদ্ধি হল, দেই পরিমাণে, মানুবের আয়প্রভুত্ব কমিলা যাল, এবং যে পরিমাণে, মানুনা হীনবল হয় ও প্রবৃত্তি-অনল নির্মাণিত হয়, দেই পরিমাণে, মানুষ আবার আপুনার উপর প্রভুত্ব লাভ করে।

আমি এ কথা বলিভেচি না যে, বাসনার উপর আমাদের কোন প্ৰভুৱই নাই। কোন চুই ৰশ্ব ভিন্ন হুইতে পাৰে, ভাই ব্লিয়: তাহাদের প্রস্পারের মধ্যে, সেই হেড যে কোন সম্বন্ধ পাকিবে নং এ কথা বলা যায় না। কতক এলি পদার্থ আমাদের চইতে দাব রাধিয়া, কিংৰা দেই সকল প্লার্থ আমানিগ্রক যে শ্রম্ব প্রদান করে সেই স্থাকে আমাদের চিন্তা ক্টতে দুরে রাখিলা, আমরা কিলংপরি-মাণে, ঐ দকল পদার্থের ঐক্রিয়িক ক্রিয়াকে অপুনারিত করিতে পারি, এবং ঐ সকল পদার্থ আমাদের মনে যে বাদনার উদ্রেক করে সেই বাসনাকে এডাইতে পারি। কতক্ত্রলি প্রাথকে আমা-নের চতপার্থে স্থাপন করিয়া, জামাদের জন্তরে কতকগুলি ইপ্রিয়-ৰোধ ও কতক গুলি বাসনার উদ্রেক করিতে পারি: তাই বলিয়া উহাদিগকে বেচ্ছাকত বলা যায় না: আপুনার উপর আপুনি পাণ্র निःटक्र कृषिया दय आयाज-त्याम इय त्महे आयाज-त्याम्हे एमन বেক্সাকুত নতে, ইহাও তেম্বি। এই সকল বাসনার নিকট নতশির रहेता, फेशामब ब्याब ९ वनत्कि इत्र. এवः উठामिशाक প্রতিরোধ कतिरत. डेशान्त्र ८७७ कमिश्र गाग्र । डेल्यक नियम अवत्रश्न कवित्व सामारमव महीरवव सम्राज्यकामात्क कारको। सामाभव वार শানিতে পার। যায়, এমন কি উহাপের স্বাভাবিক ক্রিয়াতেও কতক্টা ক্ষণান্তর ঘটাইতে পারা যায়। ইহাতে করিয়া স্প্রমাণ হয় যে, আমাদের মধ্যে এমন একটা শক্তি আছে যাহা ইক্সিয় ও বাসনা হইতে ভিন্ন; বাসনাদির উপর ঐ শক্তির সর্ব্বময় প্রভূত্ব না থাকিলেও, কথন-কথন ঐ শক্তি উহাদের উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব প্রকৃতিত করিয়া থাকে।

रेष्कां ଓ रुक्ति এक नां ररेरन उ रेष्का रुक्तिरक পরিচালিত करता। ইচ্ছা করা ও জানা—এই ছুইটি ব্যাপার স্বরূপত: ভিন্ন। আমরা আমাদের ইচ্ছামত বিচার করি না, পরস্ত বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষতকগুলি অবশ্বস্থাবী নিয়ম-অনুসারে আমরা বিচার করি। সভ্যের छान ও हेक्हांत्र मक्क अक नरह। समन मरन कन,--हेक्हा अ कवा বলে না যে, পিণ্ডের বিস্তৃতি আছে, পিণ্ড আকাশে অবস্থিত, কার্য্য শাত্রেরই কারণ আছে ইত্যাদি। তথাপি, আমাদের বৃদ্ধির উপর আমাদের ইচ্ছার অনেকটা প্রভূত আছে সন্দেহ নাই। আমল। খেচ্ছাপুৰ্বক, স্বাধীনভাৰেই কাৰ্য্য সম্পাদন কৰি, কতকগুলি বিষয়েব প্রতি, আমরা অর কিংবা অধিকক্ষণ, অর পরিমাণে কিংবা অধিক পরিমাণে মনোয়োগ দিই; স্মৃতরাং ইচ্ছাশক্তি, বৃদ্ধিকে বেমন বৰ্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতে পারে, তেমনি মন্দীভূত ও নির্বাপিত করিতেও পারে। অতএব এ কথা স্বীকার করিতেই হয় বে, আমাদের অস্তরে এমন একট পরাশক্তি ৰিভমান আছে যাহাকি বৃদ্ধি, কি ইঞিয়ে চেতনা-আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তির উপর কর্তৃত্ব করে, উহাদের সহিত মিশ্রিত হয়, উহাদিগকে পরিশানিত করে, উহাদিগকে স্বাভা-বিকভাবে পরিপুট হইতে দেয়; ইচ্ছাশব্দির সহিত বিচ্ছেদ হ**ইলো** উহাদের আদল প্রকৃতি প্রকাশ হইরা পড়ে। কেন না, যে মৃত্যু ইচ্ছাশক্তি হইতে ৰঞ্চিত হইয়াছে, সে স্বীকার করে যে, সে ভার আপনার প্রভু নছে, সে বেন সে-মামুষ্ট নছে। আসদ কথা, সেই মহতী ইচ্ছা-শক্তির মধ্যেই প্রকৃত মমুদ্যত।

কিছ আশ্চার্য্যের বিষয়, এই ইচ্ছা-শক্তি এমন স্থাপষ্টরূপে অভি-वाक इटेरन ७ এই শক্তিকে লোকে भरतक ममम् जून বোঝে। टेप्हा ३ বাদনাকে এক করিয়া ফেলিয়া একটা অম্ভত খিচুবী করিয়া তোনে। योशका এইक्रम विवृत्ती भाकादेशाहन, छाहाद मार्था, मश्रमण ७ वरी-बन नजिन्द्र दिभदीठ-मन्त्रभात्यद्र मानिक-लिमाका, मानदीन, কঁদিয়াক প্রভাতকেও দেখিতে পাওয়া বায়। এক সম্প্রদায় মতিমাত্র ধর্মভাব ও প্রাঞ্ক ধর্মভাবের বশবর্তা হইয়া, মনুষ্য হইতে মনুয়ের निक्य कर्ड्ड-मंकि जिठाहेश गरेश, ममछ कड्डमंकि श्रेयत्याहरे কেব্রীভূত করে; এবং অপর সম্প্রদায়, সেই শক্তি প্রকৃতির উপর আরোপ করে। এক সভাদায়ের মতে, মামুদ ঈশ্বরেরই একট প্রকার-ভেদমার: অপর সম্প্রদায়ের মতে, মাত্রুর প্রক্লাতপ্রস্ত একট ষ্ণুল মাত্র। বাসনাকে যদি একবার কঠভাবের আদশ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে স্বাধীনতা বলিয়া আর কিছুই পাকে ना, याधीनठा विनुष इया अकृषि मर्गनउद्ग, उपन अनानावक न হুইলেও, কৃতকণ্ডলি তথ্যের অনুসরণ করিয়া, সহজ জ্ঞানের হার উद्यादि वालका उरदृष्टे निष्ठात्व उपनील स्टेबाहि। वार्वीन मार्व কর্ম করিবার শক্তি হইতে কর্মহীন বাসনাকে পৃথক্ করিয়া, এ ৰৰ্শনতম্ব, যাহা মান্ধবের বিশেষ লক্ষণ, সেই প্রাকৃত কর্তৃত্বলিজ্ঞ পুন:প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইচ্ছাশক্তিই কর্তৃপুরুষের প্রধান ধর্ম ^ও অবার্ধ লক্ষণ। যে পুরুষ ইচ্ছা করিতে পারে, নিজ ইচ্ছার ^{হারা} কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে, আপনাকে সেই সকল কার্যার काइन बनिया अञ्चल करत, धवः स्निहे मकन कार्यात्र बाग्निव डेन्निक

করে, সে কেমন করিয়া অন্ত এক পুক্ষের প্রকার-ভেদ মাত্র হইবে ? ঐ শক্তি সে অন্য এক সন্তা হইতে ধার করিয়াছে এ কথা কেমন করিয়া বলিবে ?

এक छ। कर्जु क्रीन मत्नावाा शांत्र क्रेटिंग यांचा आत्र क्रिशी, ঐক্রিমিক দর্শনতম্ব যদি প্রকৃত কর্তৃশক্তির ব্যাখ্যা,—স্বেচ্ছাসাপেক স্বাধীন কর্ত্তপক্তির ব্যাধ্যা করিতে না পারে, তাহা হুইাল আমরা বলিব যে, ইহা এক প্রকার সপ্রমাণ হইরাছে যে, ঐ দর্শনতম্ব হইতে প্রকৃত নীতিতত্ব : কিছুই পাওয়া যাইতে পারে না; কেন না, নীতি ৰলিলেই তাহার মূলে স্বাধীনতা আছে এইরূপ বুঝায়। কোন ব্যক্তির উপর আচরণের নিয়ম চাপাইতে হইলে দেখা আবশ্যক. দেই নিয়ম পালন কিংবা লজ্মন করিবার তাহার সামর্থা আছে কি मा। कान कार्यात्र जान-मन मिट कार्यात्र উপत्र निर्जत करत्र ना-পরম্ভ যে উদ্দেশে দেই কার্য্য সম্পাদিত হয় তাহার উপরেই নির্ভর করে। স্থবিচারপরায়ণ আদালতের নিকট, অপরাধ উদ্দেশ্যেতেই ৰর্জে, এবং সেই উদ্দেশ্যেরই সহিত দণ্ড সংযুক্ত। অতএব যেখানে श्वाधीन जा नारे, राशान वामना ७ প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই नारे, সেখানে নীতিতত্ত্বর ছারাও থাকিতে পারে না। কিন্তু এস**ে কথা** পাড়িয়া, আমরা ইন্দ্রিয়মূলক নীতিকে একেবারে অপসারিত করিতে চাহি না। ঐক্রিস্বিক নীতির যেটি মূলস্ত্র, সেই মূলস্ত্র**ট আমরা** পরীক্ষা করিয়া দেখাইব যে দে মৃলস্থক হইতে ভালমন্দের ধারণা কিংবা তৎসংযুক্ত অন্য কোন নৈতিক ধারণা নিঃস্ত হইতে পাঙ্কে **a**1 1

ক্রিন্তিরিক দর্শনের মতে,—উপযোগী কিংবা আবশ্যক ছাড়া মঙ্কল আর কিছুই নহে। মূলস্ত্রের কোন পরিবর্তন না করিয়া, মনো- জ্ঞের স্থানে শুধ্ উপযোগীকে বসাইরা, ঐক্রিরিকদর্শন অনেকগুণি আপত্তি বণ্ডন করিবার স্থবিধা পাইরাছে; কেননা, ঐ সম্প্রদার এই কথা সর্বদাই বনে, স্থবিবেচিত স্থার্থ, আরে আপাত-প্রতীয়মান ইতর স্থার্থের মধ্যে একটা পার্থকা আছে; কিন্তু আমরা দেখাইন,—এই মতবাদ, অপেক্ষাকৃত একটু মার্জিত আকার ধারণ করিলেও ভাক্মানের পার্থকা অকুন রাখিতে পারে নাই।

ষদি উপযোগিতা, কিংবা স্থবিধাই তাল কাজের একমাজ মানদঙ হয়, তাহা হইলে কোন কাজ করিবার সময় সেই কাজে আমার কি লাভ হইতে পারে, শুধু এই বিষয়টির প্রতিই আমার দৃষ্টি রাখিতে হয়।

মনে কর, আমার একজন ৰজু, বাহাকে আমি নিরপরাধী বলিঃ জানি, সে হঠাৎ রাজার, কিংবা পোকের কোপদৃষ্টিতে পতিত হটন—
(লোক মতের উৎপীড়ন এক এক সময় রাজার উৎপীড়ন অপেকঃও বেলী); এই অবহার আমার বজুর বজুহ রক্ষা করা আমার পাক্ষ হয়ত বিপদ্দক্ষক, কিংবা বজুকে পরিত্যাপ করাই আমার পাক্ষ বাভদ্দক। এক দিকে নিশ্চিত বিপদ, আর একদিকে অবার্থ লাভ। স্পাইই দেখা যাইতেছে, এই হলে, হয় আমার ছভাগা বজুদিকে পরিত্যাপ করিতে হইবে, নয় স্বাথের নীতিকে— স্থাবার্ড স্বাথের নীতিকে বিশক্ষন করিতে হইবে।

কিন্তু উহার। উত্তরে এই কথা বলিতে পারে, মানব বাগারের জানিভিততা ভাবিয়া দেখ ; ভাবিয়া দেখ ভূমিও একাদন এই প্রথমে পড়িতে পার ; যদি তোমার বন্ধকে ভূমি এখন পরিভাগিকর, তাহা হইলে তোমার বিপংকালেও ভোমার বন্ধু তোমাকে পরিভাগ করিতে পারেন।

আমি এই উত্তর দিই:—প্রথমত: ভবিষাংটা অনিশ্চিত, বর্ত্ত্বনানই স্থানিশ্চিত। যদি কোন কার্য্যে আমার এথনি নিশ্চিত লাভ হয়, তবে ভাবী বিপদের শুধু সম্ভাবনা মনে করিয়া, বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ লাভকে বিসর্জন করা নিতান্ত অসক্ষত। তা'ছাড়া আমার বিবেচনায়, ভবিষ্যতের সকল সম্ভাবনাগুলিই আমার অনুকূলে।

লোকমতের কথা আমার নিকট বলিও না। যদি ব্যক্তিগত. স্বার্থই একমাত্র যুক্তিশঙ্গত নীতিস্ত্র হয়, তবে লোকমতও আমার অনুকূলে হওয়া উচিত। যদি লোকমত আমার বিদ্ধে হয়, তাহাহইলে উক্ত নীতিস্ত্রের সভ্যভার সহক্ষে উহাই ত একটা আপত্তির
কথা; কারণ, বে নীতিস্ত্রটি সভ্য, যাহা ন্যাযারপে মানব-কার্য্যে
প্রযুক্ত হয়, তাহা কেমন করিয়া লোকদাধারণের বিবেকবৃদ্ধির বিক্ষম
হইবে ৪

অম্তাপের আগত্তিও উত্থাপন করিও না। যদি স্থার্থ-নীতি, সত্য হয়, তবে সেই সভ্যের অমুসরণ করিয়া আমার কি কথন অমু-তাপ হইতে পারে? বরং তাহাতে আমি আয়ুপ্রসাদই অমুভব্দ করিব।

এখন ৰাকী রহিল পার্জিক দঙ্গ-পুরস্বারের কথা। কিন্তু য়ে: দুর্শনতন্ত্রে, মানব-জ্ঞান শুধু রূপান্তরিত ইন্দ্রিরোধের সীমার মধ্যেই: বন্ধ, সে দুর্শনতন্ত্রে প্রলোকের বিশ্বাস কিরূপে স্থান পাইবে ?

অতএব দেখা যাইতেছে, আমার বন্ধুত্ব রক্ষা করিবার পক্ষে আমার কোন প্রয়োজনই নাই—কোন কার্য্যপ্রবর্ত্তক হেতৃই নাই। অথচ, সমস্ত মানব-মণ্ডলই এই বন্ধুত্ব রক্ষা করিবার দায়িত্ব আমার স্কল্পে চাপাইতেছে; আমি যদি ঐ বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে না পারি, আমি লোকের নিকট অবমানিত হইব। যদি স্থই আমাদের চরম উদ্দেশ্য হর, ভাহা হইলে ওছ্ কাজে ভাল-মল বর্তার না, উহার ভালমল পরিণামে; উহার স্থবজনক, কিংবা হংবজনক পরিণামের উপর ভালমল নির্ভর করে।

কোন এক বাজি বংগ্রুমিতে নীত হইতেছে দেখিয়া ফুঁটেনেল্ বিনিয়ছিলেন:—"ঐ লোকটার গণনার ভূল হইবা গিলাছে।" এই বুক্তি অমুসরণ করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হর—ঐ বাজি ঐ কাজ করিলাও যদি কোন প্রকারে মৃত্যুক্তকে এড়াইতে পারিত, তাহা হইলে উহার গণনা ঠিকই হইলাছে বলা যাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহার আচরণও প্রশংসনীয় হইত। তবেই গাড়া-ইতেছে, ঘটনা অমুসারেই কোন কাজ ভাল, কিংবা মক; আগদে কোন কাজ ভাল, কিংবা মক নহে।

সততা যদি উপথোগিতা ভিন্ন আর কিছুই না ছব, ডারা হইলে ফলাফল গণনার প্রতিভাই বিজ্ঞতার পরাকান্তা; ওধু বিজ্ঞতা কেন—উহাই ধন্ম! কিন্তু এই প্রতিভা সকলের আয়রের মধ্যে নহে। প্রতিভার জন্তু—দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা চাই, পর্যাবেক্ষণের এমন একটা এব শক্তি চাই, যাহাতে করিয়া কার্য্যের সমস্ত ফলাফল এক নজরেই উপলব্ধি হইতে পারে; এমন সভেক্ষ ও বিশাল মন্তিক থাকা চাই, যাহাতে করিয়া সমন্ত সভাবনা গুলি গণনার মধ্যে আনিখ্যা, তাহা ঠিকমত ওজন করা যাইতে পারে। ক্ষুদ্রবৃদ্ধি কোন অজ্ঞ বুক, ভাল-মন্দের পার্থকা, সং-অসতের পার্থকা বৃদ্ধিতে পারিবে না। মানবব্যাপারদমূহ এরপ তম্যাচ্ছন্ন যে, খুব দ্রদৃষ্টি থাকিলেও, অনপ্রক্তি অনুতপুন্দ খটনার হাত হইতে এড়ান চকর! বস্তুতা, "প্রবিবেচিত" পার্থের নীতিত্রের মধ্যে, সত্তার শিক্ষার জন্ত, একটা বিরাট্ বিজ্ঞানশান্তের আবত্তক; কিন্তু সচ্রাচর সংকার্যের জন্ত একণ

বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। এইরপ সংকার্য্যের বীজমন্ত :—
"উচিত কাজ ত করি, তার পর যা হ'বার তা' হবে।" কিন্তু এই
ৰীজমন্ত্রট, স্বার্থনীতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। একমাত্র স্বার্থই যদি যুক্তির
ক্ষন্থমোদিত হয়, তাহা হইলে নিঃস্বার্থপরতা একটা মিথাা কথা,
একটা প্রলাপবাক্য, মানব-প্রকৃতিবিরুদ্ধ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার,
সন্দেহ নাই।

তথাপি সমস্ত মানবমগুলী নি:স্বার্থপরতার কথা বলিয়া থাকে. এবং নিম্বার্থপরতার অর্থ তাহারা এরূপ বুঝে না যে,—স্থায়ী স্বথের জন্মই, ধ্রুব স্থাধর জন্মই, কোন স্থুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে হইবে। একেই বিখাদ করে না যে, কোন উৎকৃষ্ট বিশেষ প্রকা-রের স্থাপর আকাজ্ঞাই নিঃস্বার্থপরতা। যে কোন প্রকার স্বার্থই হউক, স্বার্থ-বিবৰ্জ্জিত কোন মহৎ উদ্দেশ্রের নিকট স্বার্থকে বলিদান করাকেই নি:ম্বার্থপরতা বলে; সমস্ত মানবমণ্ডলী এইরূপ ভাবকেই নি:স্বার্থপরতা বলিয়া ভধু বুঝে তাহা নহে, এইরূপ নিস্বার্থ-পরতা মানবদমাজে বাস্তবিকই আছে বলিয়া বিখাদ করে: আরও বিখাদ করে যে, এইরূপ নিঃস্বার্থভাবের কাজ করিতে মানব-আত্মা সমর্থ। মহাত্মা Regulus আপনার দেশ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ঠর শত্রুদের দেশে গিয়া স্বেচ্ছাপুর্বক ভীষণ মৃত্যুকে বরণ করিয়া-ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, স্বদেশীয় লোকদের মধ্যে থাকিয়া— আপনার পরিবারের মধ্যে থাকিয়া, বেশ মানমর্য্যাদার সহিত স্থপস্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিতেন। ইহার মধ্যে কোন স্বার্থের ভাব দেখা যায় না; তাই লোকে. তাঁর এই আন্মোৎসর্গের জন্ত তাঁহাকে এত ভক্তি করে।

কিছ কেহ কেহ বলিবেন, তা' কেন-প্রচণ্ড যশো-লিপুসাই

ত্তর ওলাগ্কে ঐরপ কাল্কে উভেজিত করিরাছিল; অতএব ঐ প্রাতন রোমকের কাল্কে যাহা বীরত্ব বলিরা আপাতত প্রতীর্মান হর, তাহা আগন এক প্রকার স্বার্থপরতা। যদি দনে কর, উরূপ ভাবের স্বার্থপরি যার-পর নাই অগলত ও হাস্তজনক — যদি দনে কর, বীরেরা নিতান্তই স্বার্থপর এবং তাহাদের এই স্বার্থপরতা অবিবেচনামূলক, ও ফলাক্ষল-জ্ঞানশূল্প, তাহা হইলে Regulus-এর, Assas কিংবা Saint Vincent De Paul-এর প্রস্তক্ত প্রতিমা নির্মাণ না করিরা উহানিগকে বাত্লাশ্রমে পাঠানোই শ্রের! দেখানকার কঠোর নিয়মের মধ্যে থাকিলে, উহাদের উলারতা, বনান্যতা, মহাক্তবতা প্রভৃতি সমন্ত রোগ সারিরা যাইবে, উহাদের স্বাভাবিক ক্ষরতা ক্ষিরিয়া আনিবে— উহারা আবার প্রকৃতিত্ব হইবে; — উহারা শেই সব লোকের মত হইবে, যাহারা গুধু আপনার কথাই ভাবে, যাহারা স্বার্থ ছাড়া আর কোন নাতি বুকেনা!

যদি নিজের কোন বাধীনতা না থাকে, ভাল-মন্দের বধা যদি
শক্ষপত কোনো পার্থকা না থাকে, বার্থই যদি শামাদের জীবনের
লর্মেস্কা হয়, ভাহা হইলে আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া কিছুই
থাকে না।

প্রথমত: স্পষ্টই দেখা ঘাইডেছে, কর্জবাতা খনিলেই বৃথায়— প্রমন কোন বাবি আছে যে কর্জবা সাধনে সমর্থ; যাধীন জীব ছাড়া কর্জবা-লন্দ আর কাহারও সহক্ষে প্রয়োগ করা ঘাইতে পারে লা। তাহার পর, কর্জবাতার প্রকৃতিই এইরূপ, যদি আমাদের কর্জবাকার্যো ক্রটি হয়,—আমরা আপনাকে অপরাধী বনিয়া অন্ত-ভব করি; পক্ষাস্তরে, যদি আমাদের যার্থ ঠিকুনা বৃধি—যবি ভূপ করিয়া বৃধি,—তাহার ক্ষপ তথু এই রাজ হয়—আমরা চুদ্পাগ্রন্থ ছই। তবে কি, চ্ৰ্দণাগ্ৰস্ত হওয়া, ও অপরাধী হওয়া একই জিনিস । এই ছইটি ধারণা ম্লত: বিভিন্ন। ত্নি আমাকে পরামৰ্শচ্ছলে বলিতে পার "ভোমার স্বার্থ যদি ত্মি ঠিক্ না বোঝো, তাহা হইলে ত্মি ছৰ্দণাগ্ৰস্থ হইবে; কিন্তু ত্মি এরপ উপদেশ দিতে পার না—"তোমার স্বার্থ ঠিক্ না ব্যিলে ত্মি অপরাধী হইবে।"

অপরিণানদর্শিতাকে কেহ কখন অপরাধ বলিয়া বিবেচনা করে না। নৈতিক হিসাবে যথন উহার কেহ দোষ দেয়, তখন হন্দ এই কথা বলে, উহাতে মনের হর্মগাতা প্রকাশ পায়, চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, ধুইতা প্রকাশ পায়।

অতএব, প্রকৃত স্বার্থ নির্ণয় করা অনেক সময় অতীব ছক্ষ ।
কিন্তু যাহা অবশা-কর্ত্তবা, তাহা সকল সমনেই প্রত্যক্ষ ও স্থাপাই।
প্রবৃত্তি ও ৰাসনা উহার সহিত যতই যুদ্ধ কদক না কেন, মিখাযুক্তি যতই কৃতর্ক আত্মক না কেন, বিবেকবৃদ্ধির স্থাভাবিক সংখার,
অন্তর্মায়ার গৃষ্ট বাণী, স্বতঃকৃত্ত প্রজ্ঞার উপদেশ— প্রী সমত্ত
কৃতর্ক্ষাশ্রকে বিদ্বিত করিয়া, কর্ত্তবাতাকে প্রকাশ করে।

শ্বার্থের উদ্বেশনা বতই প্রবল হউক না কেন,—উহার প্রতিপাদ করা বাইতে পারে—উহার সহিত একটা বোঝাপড়া করা বাইতে পারে।—অসংখ্য প্রকারে স্থবী হওয়৷ বাইতে পারে। তৃমি আমাকে নিশ্চর করিরা বনিতেছ, এইরপ পছা অবলঘন করিলে আমি ধনশালী হইব। তাছা সত্য; কিন্তু আমি ধন-ঐমর্থ্য অপেকা। লান্তি ভালবাদি। তুর্দু স্থবের হিসাবে দেখিতে গেলে, আলস্য অপেকা। কর্মচেষ্টা যে প্রেষ্ঠ, তাহা বলা যার না। কাহাকেও প্রার্থকার্মে উপদেশ দেওয়৷ বেমন কঠিন, এমন আরু কিছুই না;— পক্ষান্তরে সত্তা সহদ্ধে উপদেশ দেওয়৷ ব্যর্থনা বৃত্তী বিশ্বা বিশ্বা বৃত্তী বৃত্তী বৃত্তী বিশ্বা বিশ্বা

यारे वन ना त्कन, व्यवस्था, डेशरपाशिका, कार्याक: मत्ना-জ্ঞতাতেই পরিণত হইতেছে, অর্থাৎ স্থপেচ্ছাতেই পরিণত হইতেছে। এখন, প্রথের কথা যদি ধর,—উহা মনের ক্ষণিক ভাবের উপর, লোকবিশেষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যদি ভালমন্দের মধ্যে স্বরূপত: কোন প্রভেদ না থাকে, তবে উচ্চতর স্থপ ও নিম্নতর স্থপ বলিয়া স্থাপের মধ্যেও কোন তারতমা থাকিতে পারে না; এমন कान ऋरथेत्र मामश्री नाहे, याहा बामानिशक अब-विखत ऋथी ना করে। আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃতিই এইরূপ। এইজনাই স্বার্থ-বৃদ্ধি এরপ ধামবেয়ারী। বেটা যা'র ভাগ লাগে, তাই তা'র স্বার্থ: **टकन** मा, रहेंगे या'त्र लान नार्शि, छा'त विरवहमाय प्रहेंग्डेंहें छा'त श्वार्थ दिनशा मान इस । अकल्लन हेन्द्रिय-श्वार्थ दिनी मुद्र इस, ज्याद একজন মনের স্থান-জনরের স্থাব বেশী দুর্ঘ হয়। ইঞ্জিয়-স্থাবর স্থানে হশ:ম্পুটা মাণিয়া কাহারও চিত্ত মধিকার করে: কাটারও निक्ठे প্রভূষশুহা, रশःশুহা অপেকা প্রেট বলিয়া মনে হয়। প্রভাক বাজিই এক একটা বিশেষ প্রকৃতির অধীন; মত এব खाराक्ट वकी। वित्वय भद्रांग वाभनाव चार्थ वृक्षिण भारक; छ।' हाडा, आमात्र आधिकात ए यार्थ, उद्देश कालकात वार्थ मा इहेट उ भारत ।

স্বাচ্যের তারতমো, ব্যসের প্রভাবে, ঘটনার পরিবর্ত্তনে, আমা-দের কচি ও মেজাজেরও অনেক পরিবর্ত্তন হয়। আমরা ক্রমাণ্ড পরিবর্ত্তিত হইতেছি, এবং সেই সঙ্গে আমাদের বাসনা ও স্বার্থ্ড পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

কিন্তু কণ্ঠাবোর অবশাতা সহজে একপ বলা যায় না। অবশা-কণ্ঠবা বলিলে, এমন একটা কিছু বুঝায়, যাহার নড্ডড্ ইই^{তে}

পারে না। কর্তাব্যের বন্ধন কোন বাপদেশেই শিথিল হয় না. এवः नकरलत्र शक्करे नमान वनवः। देश अमन अकरे। क्रिनिन, যাহার নিকটে, আমার মনের ধেয়াল, আমার কল্পনা, আমার সন্ম-বোধণীলতা, সমস্তই অন্তর্হিত হইবার কথা; ইহা একপ্রকার মঙ্গল-ভাব, যাহার সহিত বাধাতার ভাব জড়িত। আমার মেজাজ ধে প্রকার হোক না কেন, আমার অবস্থা যাহাই হোক না কেন, যে কোন বাগাই থাক না কেন, কর্ত্তবোর আদেশ আমি পালন করিতে बाधा। ইहात्र निकडे टेन्शिना हत्न ना, आप्नारम वाकान्य हत्न না, ওজর-আপত্তি পাটেনা। তোনার প্রতিই হউক, আমার প্রতিই হউক্ যে কোন স্থানে হউক্, যে কোন অবস্থায় হউকা আমাদের মনের ভাব বে-রকমই হউক্,—কর্তব্যের আদেশ হইবা-মাত্রই তাহা পালন করিতে হইবে। কর্তবের আনেশ আমরা না মানিতেও পারি. কেন না আমরা স্বাধীন; কিন্তু এই আদেশ লুজ্যন করিবামাত্রই আমাদের মনে হইবে, আমরা দেষি করিতেছি আমরা আমাদের স্বাধীনতার অপবাবহার করিতেছি, এবং ভাহার দণ্ডস্বরূপ তথনই আমাদের মনে অমুতাপ উপস্থিত হইবে।

স্বার্থের উপদেশ, বিষয়বৃদ্ধির উপদেশ শুনিলে আমরা সোভাগ লাভ করিতে পারি, না শুনিলে ছুর্ভাগাগ্রস্ত হইতে পারি। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি স্থুবী হইতে বাধা ? যে জিনিস, ছুর্লভ, যাহা আমি ইচ্ছা করিলেই পাই না, সেই স্থুখনৌভাগ্যের সহিত কি বাধ্যতা সংযুক্ত হইতে পারে ? যদি আমি কোন বিষয়ে বাধ্য হই, তবে যে বিষয়ে আমি বাধ্য, তাহা করিবার শক্তিও আমার থাকা চাই; কিন্তু স্থুখনৌভাগ্যের উপর স্বাধীনতার বড় একটা হাত নাই; কেননা, স্থুখনৌভাগ্য এমন অসংখা জিনিশের উপর নির্ভর করে, বাহা আমার আয়রের বাহিরে; কিন্ত ধর্ম্মান পার্জ্ঞন সমস্কে সে কথা বলা বার না। ধর্ম্মোপার্জ্ঞনে আমাদের সাধীনতা আছে। নীতিতকের হিদাবে—সৌতারা, ছর্তাগা অপেকা উম্কৃতিও নহে, নিকৃতিও নহে। বদি আমার স্মার্থ আমি ঠিক ব্বিতে না পারি, তাহার দওস্বরপ আমি হঃপত্র্পণা তোগ করিব। কিন্তু অমৃতাপ অমৃতব করিব না। বে হঃব-ছর্দণা ওধু বৈব্যিক, বাহা কোম মানসিক পাপের ফল নহে, তাহা আমাকে অভিভূত করিতে পারে, কিন্তু তাহা আমার হীনতা ঘটাইতে পারে না।

আমরা প্রাতন টোবিক ধর্ম পুন: প্রতিষ্ঠিত করিতে চাছিতেছি
না। আমরা চাথের প্রতি এই কথা বলি না:—"ছংখ! তুমি
অমকল নও"। আমরা বরং বলি, যত দ্র পার, দৃথের হাত হইতে
এড়াইতে চেটা কর, আপনার স্বার্থ ভাল করিলা বুরিরা দেব, ছংথ
বর্জন কর, স্থা অংঘণ কর। আমরা দুরদৃষ্টি ও পরিণামদলিওার
খুবই পক্ষপাতী। আমরা ওখু এইটি প্রতিপর করিতে চাই বে,—
মুখ এক জিনিস, ধর্ম আর এক জিনিস; স্থাধর শুদা মাধ্যের
স্বাতাবিক হইলেও কর্মবার রাধাতা ওখু ধর্মেরই সহিত জড়িত;
স্বতরাং আমাদের স্থাধের পাশাপালি একটা ধর্মনীতির নিয়ম রহিন
রাছে। ইহার অভিন্য সম্বন্ধ আমাদের অন্তর্গায়া সাক্ষা দেব, সমন্ত
মানব মণ্ডলী ইহার অভিন্য বীকার করে। এই ধর্মনীতির ক্ষম্পাদন অকাট্য, উহা লক্ষ্যন করিবে আমার অধর্ম হর, আমার ক্ষ্যান

কৰ্তবা-বৃদ্ধির স্তায় অধিকার-বৃদ্ধি সহচ্ছেও, আর্থনীতি কোন সংযোগ-জনক হিসাব দিতে পারে না। কেন না, কণ্ডব্য ও অধি-কার —পরস্পরের সহিত অঞ্জাত। শক্তি ও অধিকারকে একজ নিশাইয়া কেলিলে চলিবে না।
কোন সভা ঝাটকার স্তায়, বজ্জের স্তায়, কিংবা অস্ত কোন প্রাকৃতিক
শক্তির স্তায় শক্তিমান্ হইতে পারে; কিন্তু যদি ভাহার স্বাধীনতা
না থাকে, ভবে সে একটা ভীষণ জিনিস মাত্র, ব্যক্তি নহে:—উহা
অরাধিক পরিমাণে আমাদের ভয় ও আশার উদ্রেক করিতে পারে;
কিন্তু সে আমাদের ভক্তির অধিকারী নহে; তাহার প্রতি আমাদের
কোন কর্ত্তবা নাই।

কর্ত্তব্য-বৃদ্ধি ও অধিকার বৃদ্ধি—ইহারা ছই ভাই। স্বানীনতাই উহাদের সাধারণ জননী। একই দিনে উহাদের জন্ম, একদঙ্গে উহাদের বৃদ্ধি, এক সঙ্গে উহাদের মরণ। এমন কি, এরূপও বলা যাইতে পারে, অন্তের প্রতি কর্ত্তব্য ও আমার নিজের অধিকার একই জিনিস,—কেবল উহাদের মূখ, ছই বিভিন্ন দিকে। আমি বৃদ্ধি তোমার নিকট হইতে ভক্তিলাভের অধিকারী হই—প্রকারান্তরে কি এই কথাই বলা হইতেছে না যে, আমার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা তোমারকর্তব্য, কেননা, আমি এক জন স্বানীন বিক্তি? কিন্তু প্রিপ্ত একজন স্বাধীন ব্যক্তি; অতএব আমার অধিকারের ও তোমার কর্তব্যের ভিত্তি একই ভিত্তি হইয়া গাড়াইতেছে।

একমাত্র স্বাধীনতার সম্বন্ধেই সকল মন্ত্র্যা সমান, আর সকল বিবরেই মান্ন্বের মধ্যে বৈচিত্র্যালক্ষিত হয়। যেমন বৃক্ষের তুইটি পত্র সমান নহে, সেইরূপ কি শরীর, কি ইক্সিয়াদি, কি মন, কি জ্বদর,—এই সকল বিষরে কোন ছইটি মন্ত্র্যা সম্পূর্ণরূপে সমান নহে। কিন্তু এক ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার সহিত জ্বন্য ব্যক্তির ইচ্ছার স্বাধীনতার যে কোন পার্থ্যকা আছে—এ কথা মনে ধারণা করাও যায় না। হয় আমি স্বাধীন, নয় আমি স্বাধীন নই। যদি আমি স্বাধীন হই, স্মানি তোমারই মতন সমান স্বাধীন, এবং তৃমিও স্মামারই মতন সমান বাধীন। উহার কিছুমাত্র কম বেশী নহে।

এই স্বাধীনতার অধিকার সূত্রেই এক ব্যক্তি অন্ত ব্যক্তির সহিত ममान नीजिमान। साधीनजात अजिल्हाज्ञि (र हेक्का, जाहा नकन আধায়িক-এরপ বিভিন্ন উপায় থাকিতে পারে, এরপ বিভিন্ন শক্তি থাকিতে পারে—যাহা অসমান: কিন্তু যে সকল শক্তির সাহায়ঃ লইয়া ইজা কাজ করে, সে দকল শক্তি স্বয়ং ইজা নচে: কেন না. সে मकल मक्ति इंग्रहात मन्त्रार्ग आयुक्ताम नाइ। अक्षमात इंग्रहात मिक्टि याधान मक्ति, এवः अक्षण्ठः आधीन ठाइ हेकाव धर्म । हेका प्रति कान निवय मात्न. उ तम निवय-अटाव-मणक किंग्बा डीस्टाव উত্তেজনা-মণ্ড নিয়ম নতে:--সে নিয়ম মান্সিড নিয়ম.--সেমন यान कर, जार धार्यात निष्य : यामाप्तत शार्धान हेका, उहे निष्याहित्व मार्ग, जुबर दम्हे भरत्र हैशाव छात्म दर, अहे निहमारे भागम, कि ता अख्यम कवा छा'व मानास्य । हेटाई जार्भामहात बानने এदा मिटे मान खक्र आसाव व वानने : यस वानने ककी यतीक क्ला मार्च। क क्ला मुठा नहरू (य. समान धनदान, समान वलवान ३ समान ग्रन्थ इहेराज অধিকার-এক কথার, সমানত্রপে স্থপভোগ করিবার অধিকার, রূপী इंडेबाइ अधिकाद मकानदूर आहा: (कम मा. स्थ (मोधागा, किपी ধন ট্রন্থর্যা অঞ্চন করিবার উপবোগিতা সম্বন্ধে, বিভিন্ন গোকের শক্তি शामश्री ७ अकृष्टित माना रहन ठाउँछमा नक्षित हम। भेचत्र, प्रका विवरवरे अभ्यान मुक्ति-विनिष्ठे कविद्या आभाभिभरक एष्ठि कविद्यारहरे । अव्हाल, मम्छा आकृष्टिय विक्या.--क्शट्य विवस्त मुख्यलात विक्या रहक्ष भोतामक्षमा । क्रकला--- महेक्ष देवसमा । विविज्ञा अ स्थित

নিয়ম। এইরূপ স্বাত্যস্তিক সমতার কল্পনা করা নিতান্তই বাতৃণতা। যাহাদের হৃদ্য ও মন প্রকৃতিত্ত নহে, যাহারা আত্মন্তরী, যাহারা অত্যাকাজ্ঞা,-মিথা দামা, তাহাদেরই আরাধ্য পুত্রী। প্রকৃত শামা, ঈশররত সমস্ত বাহ্য অসমতার অন্তিত্ব স্থীকার করিতে লজ্জাবোধ করে না.—সে সকল সমতা অপনীত করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। গর্ব্ধ ও দ্বর্ঘার প্রচণ্ড চন্চেষ্টার সহিত সংগ্রাম করা— উদার স্বাধীনতার আবশুক হয় না। কেন না, প্রকৃত স্বাধীনতা প্রভূত্বের আকাজ্জী নহে, এবং স্থখ-সোভাগ্য, রূপ-লাবণ্য, বিদ্যা-বৃদ্ধি সম্বন্ধে কাল্লনিক সমতা লাভেরও প্রত্যাশী নহে। তা'ছাড়া, এইরপ সমতা মামুষের পক্ষে সম্ভব হইলেও, প্রকৃত স্বাধীনতার চক্ষে উহার মূলা যৎ-সামান্ত: প্রকৃত স্বাধীনতা এমন কিছু চাহে--- বাহা সুথ অপেকা, গৌভাগা অপেকা, পদম্যাদা অপেকা বড়-তাহ! मचानमा-वृक्ति; याश किन्नु वहेश मासूरवत्र वाक्तिय, त्राहे वाकिएवत পবিত্র অধিকারের প্রতিই স্বাধীনতা সন্মান প্রদর্শন করিতে চাহে: কেন না, কোন বাক্তির বাক্তিছই তাহার প্রস্তুত মনুষ্যন্ত। স্বাধীনতা ও দেই দলে দামা,—ইহা ভিন্ন আর সে কিছুই চাহে না, কিছুরই দাবী করে না। সম্মাননা ও ভক্তিকে যেন আমরা এক্সামিল করিয়া না ফেলি। প্রতিভাও থৌলর্ঘার চরণেই আমরা ভক্তি-অঞ্চলি প্রদান করি। আমি কেবল মনুয়াত্তকেই সন্মান করি: অর্থাৎ স্বাধীন-প্রকৃতি মন্ত্র্যমাত্রকেই সম্মান করি; কেন না, মাতুষের মধ্যে যাহা কিছু স্বাধীন নহে, তাহার সহিত মহুয়াত্মের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা মনুগাত্বের বিপরীত ধর্ম। অতএব বাহা কিছু মনুষ্যের মনুষাত্ত विधान करत्र, ठिक् मारे विषय्यदे मार्च मार्चित्र ममान । अङ्गू मास्रु এমন জিনিদের প্রতি সন্মান করিতে বলে, যাহা আমাদের প্রত্যেকের यरबारे विश्वयान : कि युवा कि वृक्ष, कि कुश्मिछ कि समाब, कि वनी কি দরিদ্র, কি প্রতিভাশানী খাজি, কি সাধারণ মমুখা, কি স্ত্রী, কি পুরুর-ধে-কেই আপনাকে জিনিস বলিয়া জানে না-পরস্থ বাজি বৰিয়া লানে,-প্ৰকৃত সামা তাহাকেই সন্মান করিতে আদেশ করে। गाधात्र वाधोन ठात्र अठि मयान मचान धावर्गन-इश. कि कर्वरा-वृद्धि कि व्यक्षिकात-वृद्धि উভরেরই নিয়ম: ইছা প্রভোকেরই ধর্ম & नकरवर निवालन चालव जान: मनुवाशालव मार्था हेटाई चाय-संगान।, ९ ध्वा-मात्य हेशहे नाक्षिकरण विवासमान: अहे विवास একটা আভ্যা ঐকামত দেখিতে পাওর। বার। এই মহান ও পবিত্র স্বাধীনতার উদ্দেশ্য আমানের প্রস্তপুক্ষদের হৃদ্য, সমস্ত ধর্মপ্রাণ ও कानी वाक्तिमन क्षत्र, मग्रहात প्रदः ६ ठकामी वाक्तिमानव अनव, क्षक ममत्त्र विक्लान्तिक इंडेडाडिया। (अ:डीड्राइ डेक्स कहना इंडेट्स खावच করিলা, মন্ট্রকুরে সার্থনে চিলা স্মৃত্ প্রার, এীদের ক্লেডম नगरवन डेभाव वावजावनी बहेरठ बावज कविन, फदानी विश्ववित श्वविनवंत्र "मक्टतात्र सथिकात्र" (एतिन। भगात्र-मश्वानाव्यकात्व यथा विशा.-- अक्र वनंतनाष्ट्र अहे यावनंत्रहे विव्रकान यस्त्रवर्ग कदिशा मानिहार्छ।

ইঞ্জিরবাধের দর্শনশাস্ত্র যে মূলতক হইতে বাজা আরম্ভ করিরাছে, তাহার পরিণাম ধেমন অনিইজনক, স্বাধীনভার মূণভবের
পরিণাম তেমনই হিতকর। ইচ্ছা ও বাসনাকে এক-সামিল করিয়া
ক্ষেলিয়া, উক্ত দর্শনভন্ন প্রকারাক্তরে—ডিক্ যেটি স্বাধীনভার বিপরীত
সেই উদ্দাম প্রস্তুত্তির সমর্থন করিয়াছে; ঐ বর্ণনশাস্ত্র, সমস্ত বাসনা
ও সমস্ত প্রস্তুত্তির বহন-শৃত্তা প্রিয়াছে; করানা হইতে, ভ্রম্ব
ইইতে, রাশ্রক্ত উঠাইয়া লইরাছে; ইহারই শিক্ষাপ্রভাবে, মান্ত্র

অভিবেশীর প্রতি ঈর্ব্যা ও অবজ্ঞার দৃষ্টি নি:ক্ষেপ করিতেছে, জন-দমালকে অরাজকতার দিকে, কিংবা অত্যাচার-উৎপীড়নের দিকে क्रमागठ ८० निशा नहेबा साहेट ठटह। वहुछ:, वामना क्रमाहेवात शब, वार्थ-वृद्धि आमानिशतक (काश्राव नहेवा वाव १ अवना, मन्त्रशत्वा स्वी हरे, रेहारे जामारमव मरनद वामना। छाहाद शद, चार्थवृद्धि আনিয়া বলে, যে কোন উপায়েই হউক, স্থবী হুইবার চেষ্টা করিতে रुटेर्ट ; यमि आमि मालूरवत भाषा नर्सा अधान रुटेश सन्माश्रह कतिता थाकि, यनि आमि मर्स्सारभका धनी, मर्सारभका अभवान मर्सारभका শক্তিমানু হইলা থাকি, তাহা হইলে উহার দ্বারা আমার যে স্থবিধা इरेग्राइ, ठारा नर्स्य वरङ्ग दका कदिए इरेटा। यनि अन्हेक्ट्स আমি নিরংশ্রীতে জরাগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি আমার তেমন স্থ-দম্পদ না থাকে, যদি আমার কোন বিষয়ে তেমন কোন স্বাভাবিক যোগাতা না পাকে, অধ্য যদি আমার বাসনা ও আকাজ্জা অধীম হয়—(কেন না, বাগনার অন্ত নাই) তথন আমি আপনাকে চ্রভাগ্য-ान् मत्न क्रिया व्यामात्र मःमात्रिक व्यवहारक भृतिवर्धन क्रिवाब ८०%। हित्र, उथन आमात्र मरन नाना अकात्र कज्ञनात्र खक्ष काशिया উঠে: मामि हारे, ममल मः मात्र अनदेशानदे रहेश यात्र : तुथा गर्व अ फेका-চাক্রম আমাকে উত্তেজিত করিয়া তোলে; অবশ্য আমি প্রচ**ও** াষ্ট নৈতিক বিপ্লব চাহি না; কেন না, তাহা আমার স্বার্থের অনু-ान नरह। यरन कत्र, चर्मित (bही कतिया खतरनरव खासि ख्रथ-দীভাগ্য ও খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করিলাম। পূর্বে স্বার্থবৃদ্ধি ামন আমাকে নানাবিধ চেষ্টা-আন্দোলনে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, এক্ষণে াবার বাহাতে আমি নিরাপদে থাকিতে পারি, আমার স্বার্থবৃদ্ধি ाशहे চাহিতে गांत्रिन। এकरन निवानम इहेवांव चाकाच्या.--

আমাকে অরাজকতার পক্ষ হইতে সুশাসনের পক্ষ আনর্থন করিল; অবশ্য, আমি সুশুঝ্রা ও সুশাসনের পক্ষ বে অবল্যন করি,—নেওধু আমার আর্থের অন্তক্ত্র বিলয়ই; এই আর্থ বৃদ্ধির কথাতেই— আমার সাধ্য হইলে—আমি অত্যাচারী প্রভূ হহতেও পারি, কোন অত্যাচারী প্রভূর ফর্বাল্যারবিভূবিত লাগ হইতেও পারি। অরাজকতাও অত্যাচার, আধীনতা-পথের এই যে ছই মহাবিষ, উহার প্রভিরোধের এক মাত্র ছর্গ—অহাবিকারের বিশ্বজনীন ভাব;—উহা ভাল মন্দের প্রভেদের উপর, নাার ও উপযোগিতার প্রভেদের উপর, হিতকাবিতা ও মনোহারিতার প্রভেদের উপর, ধ্যা ও আ্বার্থের প্রভেদের উপর, ইচ্ছা ও বাসনার প্রভেদের উপর, এবং ইন্দ্রিয়-বোধ ও আ্বার্থ্যতনার প্রভেদের উপর, ইচ্ছা ও বাসনার প্রভেদের উপর, এবং ইন্দ্রিয়-বোধ

স্বাধনীতিবাদের আরে একট পরিনাম এইবানে নিজেশ করিব।

কোন খাধীন জীব,—যে, ভাষের নিষম প্রাপ্ত হইগছে, বে আনে,—সেই নিষম সে পালন করিতেও পারে, গুজন করিতেও পারে । ক্রম গুজন করিতেও পারে । ক্রম গুজন করিতেও পারে । করি নিষম গুজন করিতে প্রস্তুর হয়, তথন সে চহাও জানে যে, ঐ নিষম গুজন করিবার জ্ঞানে দেওনীর। দণ্ডের ধারণ একটা ক্রমি ধারণা নহে , বাবভাপকনিগের গভীর ফলাজন-গণনা হইতে উহা গৃহীত নহে;
বয়ং বাবভাপকের। দণ্ডের খাচাবিক ধারণার উপরেই নিউর
করিয়া থাকেন। খাধীনতা ও ভারের সংক্রই এই ধারণার খনিই
ব্যাগ; স্বতরাং বেধানে খাধীনতা ও ভারের অসন্তান, সেধানে
ক্রসম্বন্ধীর ধারণারও অসম্ভাব। যে বাক্তি প্রথম আকর্ষণে আকর্ষ
হইয়া, ক্রম্ব্র প্রবাহনিলার অনর্পকরী কোন বাসনার বশবরী

হর, অপচ যদি সেই সঙ্গে অন্ততঃ স্থায়ের বাহ্য নিরম সে রক্ষা করিরা हरन, जाहा इहेरन, जाहांत्र क्षेत्रन काम्बद्ध कि प्रानःमा कता वाहेरज পারে १ - কখনই না। ঐ কাজকে তাহার অন্তরাত্মা কখনই ভাগ बिगरि ना : (महे कांस्त्रित कना (म कांश्रेष्ठ धनावास्त्र शांख हहेर्ब না, পুরস্কারের পাত্রও হইবে না :--কেন না, ঐ কাজ করিবার সময় দে ৩ ধ আপনার কথাই ভাবিয়াছিল। তা'ছাডা, আয়ুদেবা করিতে গিয়া সে যদি পরের অনিষ্ট করিয়া থাকে, এবং তজ্জনা সে যদি चाननारक अनुतारी विजया मान ना करत, छाटा इटेल एन (व দভাই, একথা সে নিজেও বলিতে পারে না, অন্য কেইও বলিতে পারে না। কোন স্বাধীন জীব,—বে আপনার ইচ্ছা-অমুবারে কাজ करत, तम এक है। निवरभद्र अधीन । तम निवम तम भागन कविराहि भारत. नां 9 পারে। এই রূপ জীবই ৩ । আপনার কাজের জনা দারী: কিন্তু এই স্বাধীনতা ও নাায়-বোধের অসম্ভাবে, তাহার দায়িত কো-থার > যেমন কোন পাথর,মাধ্যাকর্ষণের নির্মে পৃথিবীর কেক্সের দিকেই নীত হয়, যেমন চম্বক-শ্লাকা উত্তরাভিমুখেই মুখ ফিরাইয়া পাকে. সেইরূপ প্রবৃত্তির বশবভী ইক্রিয়পরায়ণ লোক, স্বার্থের নিয়মে, গুধু আয়াস্থের দিকেই ধাবিত হয়। স্বার্থের অনুসরণে, মানুষ যথন বিপথগামী হয়, তখন উপায় কি ? তখন অবশ্য তাহাকে ভাল পথে ফিরাইরা আনা আবশাক। কিন্তু তথন আরু কোন উপান্ধ অবলম্বন না করিয়া, তাহাকে শান্তি দেওয়া হয়। শান্তি দেওয়া হয় কেন !—না, সে ভূল করিয়াছে বলিয়া; কিন্তু ভ্রাস্ত ব্যক্তি অপরামর্শেরই পাত্র-দভের পাত্র নহে। স্বার্থতভামুদারে, দ্র-প্রকার ধর্মনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; ব্যক্তিগত হিসাবে সমা-জের আত্মরকণই দখের উদ্দেশ্য; একটা হিতকর ভীতি উৎপাদন कतिवात बनारे मुहोखबक्रण मध प्रविद्या हरेता थाटक। यहे जेत्कनाहि कान-विन डेहाएक क्वन वह कथांकि त्यां कवित्रा मिल्या हव त्व, वह मछ प्यांत्राल छावा. वह मछ प्रभावारभवह छावा कत, कान এकটা अभकर्ष कहा उहे वह मण दिश्करण अहरू इहेबाहा। এह कथां ि छें। हेता नहेल, अलाल छेत्मत्नात्र आमाना विनष्ठे हय ; छथन উহা নীতিবিবৃহিত হট্যা কেবল পাশ্ব বলেতেই প্র্যাব্সিত হয়। ज्यन चात चन्द्राधीरक चन्द्राधी-मञ्जूरवात लाव मण (म 9वा) हव ना : বে সকল পত্ত আমাদের কোন কাজে না আদির৷ আমাদের অনিষ্ঠ করে, তথন সেই স্কল পশুর ন্যায় তাহাকে আঘাত, কিংবা হতা। कता हत । ज्यन (महे ज्ञानाधी, नावि-माय-माय निकृत ज्ञानन। इहेर्डहे নতলির হয় না-নতলির হয়, কেবল লোহ বেড়ার ভারে, কিংবা প্রচ্যার আঘাতে। সেরপ দণ্ডের কোন বৈধ সার্থকত। নাই, সে ৮ ও व्यवदार्थय आ मन्द्रिक नाह :- हेरा दमक्रम मुख नाह, याशाक व्यवदानी च ७ वनिया दक्षिण्ड भारत.—द्विश्य भारत रण, এই मुख नियमण्डा-त्वबरे डेडिक कत्। जाशब निक्ते यहे पत्त, व्यनिवारी। अठत ४डि-কার মত:--এই দও বজের মত তাহার মাধার উপর আদির৷ পড়ে, ভাষার मक्ति অপেका এই » कि अधिक धावन दनियार मि ভाराद च्याचारक ध्वानाची इब । बासन्य व ध्वाना व्याप्तव व्यवना । त्यायक क्यमाब उभव काब करत : किन्न डेहा शास्त्र खानरक डेरशिंश्ड করে না, কিংবা গোকের বিবেক-বৃদ্ধি হইতে সার পার না। 🕹 রপ মত উহানিগকে ভীত করিয়া তোলে,—কিন্তু প্রশাস্ত করিতে পারে না। স্বার্থনীতির প্রস্কারত কেবল একটা আকর্ষণ-কেবল একটা প্রলোভন মাত্র। এই পুরস্কারের মধ্যে কোন ধর্মনীতির ভাব बाहे-जामबाब खुविधा हहेरव विनदाहे लाएक এहेब्रम भूबकारवर

প্রার্থী হর। এইরূপে, ধর্মের ফল স্থা, ও পাপের প্রার্থিক ও লৌকিক ভিত্তি, এই মহতী ভিত্তিটি বিন্ত হয়।

অতএব, আমরা নির্ভরে এই দিছাত্তে উপনীত হইতে পারি:—
বার্যবাদ, প্রতাক্ষ-তথা-সম্হের বিরোধী, বিশ্বমানবের যাহা প্রশ্বিশ্বাদ—দেই দকল প্রশ্-বিশ্বাদের বিরোধী। ইহলোক অপেক্ষা
পরণোকে নাায়ের নিয়ম অবিকতর বাস্তবতার পরিণত হইবে—
এই যে পারলোকিক আশা, ইহার সহিতও বার্যবাদের মিল
হয়না।

বিধলগতের ও বিধমানবের একজন স্রান্তা অনন্তম্বরূপ ঈশর আছেন,—ঐশ্রিফি দর্শন এই সিলান্তে উপনীত হইতে পারে কিনা, দে বিষয়ের অচ্পলানে আমরা প্রসূত্ত হইব না। আমাদের ধ্রুব-বিধাস, ঐশ্যিকৈ দর্শন ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; কেন না, ইশ্রিফ-বোধ, মানব-মনের যে সকল র্ভর ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ, সেই সব রৃত্তি হইতেই ঈশরের অন্তিত্ব সপ্রমাণ হয়; ভাহার দৃঠান্ত,—কারণের সার্জভৌমিক ও অবশাদ্যানী মূলতন্ত্ব,—
যাহার অবিদ্যমানে, কোন কিছুবই কারণ অন্তমনানে আমরা প্রয়োজন অন্তত্ত্ব করি না, কিংবা অন্তসন্ধান করিতে সমর্থ হই না। আমরা এক্ষণে শুধু এই কথা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হই না। আমরা এক্ষণে শুধু এই কথা প্রতিপাদন করিতে চাই যে, মান্থবের মিন বাত্তবিকই কোন নৈতিক শুণ না থাকে, তাহা হইলে সেই সকল শুণ ঈশরের প্রতি আরোপ করার মান্থবের কোন অধিকার থাকে না; কেন না, মান্থব, সেই সকল শুণের কোন চিক্ জগতের মধ্যে দেখিতে পার না—আপনার মধ্যেও দেখিতে পার না। স্বার্থ-নীতির ঈশ্বর, ঐ স্বার্থনীতিপরারণ মান্থবের অন্তর্জনই হইবে।

কেমন করিয়া তৃমি ঈশরকে ন্যারবান্ ও প্রেম্মর বলিবে—(এই প্রেম নিংমার্থ প্রেম বলিয়াই ব্রিতে হইবে) যখন স্থার্থনীতি, এইরূপ ন্যার ও প্রেমের কোন ধারণাই করিতে পারে ন:। যে ঈশর আপেনাকেই ভাল বাসেন, আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও ভাল বাসেন না—মার্থনীতি ভুধু এইরূপ ঈশরের অভিহই স্থাকার করিতে পারে। আমরা যদি ঈশরকে দ্রাও নাগের ম্লাধার বলিয়া না ভাবি, তাহা হইবে আমরা তাহাকে প্রাতি করিতেও পারি না, ভক্তিকর উত্তেও পারি না। ঈশরের স্কাশক্তিমতা আমাদের মনে বে ভবের উত্তেক করে, আমরা ওধু সেই ভয়ের ঘারাই পরিচালিত হইয়া তাহাকে পূজা করিতে প্রেরত হই;—এ পূজা প্রীতি, কিংবা ভক্তির পূজা নহে—ইহা ভরম্ণক পূজা।

এইরপ, ঈর্বরের উপর আমরা কি কোন প্রিয় আশা লাপন করিতে পারি । আমরা বলি কেবল হাঁন হবেরই অবেষণ কার. কেবল স্বার্থনাধনেই বাপৃত থাকি, আমরা বলি নাারকে স্মর্থন করিবার জন্য করন কইলীকার করিবা না থাকি, আমাদের আধারে লহরকা। ও পরিপুষ্টি করিবার জন্য কোন চেটা করিবা না থাকি, ভাষা হইলে জ্বং-পিতার দ্বামিল্ল নাতের ভাব আমরা কি করিবা মনে ধারণ। করিব । যে নির্মটি হইতে, লেই মন্তব্যর্থা, আমার আমরবের বিবাসে উপনীত হতেন—সে নির্মটিও অপরিহার্গ্য পাশ-পূপোর নিরম। এই নাবের নির্মটি এ লোকে সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিশত হয় না ব্রিরাই আমরা ঈর্থরের পোহাই নিই; আমরা মনে করি, জীরর আমাদের অপ্রের নাবের নিরম ভাপন করিবা, আমাকের স্বর্গর আমাদের অপ্রের নাবের নিরম ভাপন করিবা, আমাক্র স্বর্গর আমাদের অপ্রের নাবের নিরম ভাপন করিবা, আমাক্র স্বর্গর এই নির্মট কি তিনি নির্মেই ক্রমন করিবেন । আম্ব্রা

অই পাপ-পুণোর নিরমটিকে ধ্বংস করিয়াছে। এই পৃথিবীর পর-পারে স্বার্থনীতির দৃষ্টি মোটেই চলে না। অসম্পূর্ণ স্বার্থনীতি,—অসম্পূর্ণ মানব-বিতারের বিরুদ্ধে, অদৃষ্টের যদৃছ্ছ অভ্যাচারের বিরুদ্ধে,—
স্প্পাক্তিমান্ পূর্ণভার পূর্ণমঙ্গল বিতারকের নিকট পুনর্বিতারের প্রোর্থনা করে না। স্বার্থনীতির মতে,—অস্তঃকরণের স্বাভাবিক সংস্কার যাহাই হউক নাকেন, অস্তরায়ার মধ্যে ভবিষ্যতের পূর্বা-ভাগ যাহাই অস্ভূত হউক নাকেন, এমন কি, প্রকার মৃগ-নিয়ম্ম যাহাই হউক নাকেন, জ্রু হইতে মৃত্তকাল পর্যান্ত মানুধের যাহা কিছু ঘটে, ভাহাই মানুধের স্ব—ভাহাতেই মানুধ্রের সমস্ত কাজের প্রিস্মাধ্যি হয়।

যে সকল ভর ও আশা, প্রকৃত স্বার্থ ইইতে মান্থবকে বিমুধ করে, সেই সকল ভর ও আশা হইতে মান্থবকে বিমৃক্ত করিতে পারিষাছেল বলির। Helvetius- এর শিবংগণ হয় ত গৌরব অহভব করিবেন। মানবজাতি অবশা তাঁহাদের এই কাছের মূলা ও মগানের যাথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাঁহারা যে আমাদের সমস্ত কদৃষ্টকে এই পৃথিবীর মবে।ই কৃদ্ধ করিবা রাথিয়াছেন—আমি তাঁহাদিগকে জিল্লাসাকরি, এমন কি গৌভাগা তাঁহারা আমাদের জন্য স্কিত করিবা রাথিয়াছেন, বাহা সকলেরই ঈর্বারে যোগা ?—আমাদের স্থেবর জন্য তাঁহারা কিন্তুপ সামাজিক বাবহা নিন্নারিত করিবাছেন ? তাঁহাদের ধর্মনীতি হইতে কিন্তুপ রাষ্ট্রনীতি প্রস্ত ইইয়াছে ?

ইহার যা' উত্তর, তাহা তোমরা পূর্কেই জানিয়াছ। আমন্ত্রা দেখাইয়াছি,—ঐক্তিমিক দর্শনতম, প্রকৃত সাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকারকে স্বীকার করে না। এই দর্শনতম্ভের নিকট ইচ্ছাশক্তি আসলে কি ?—না, মনের বাসনা চরিতার্থ করিবার শক্তি। এই হিসাবে, মানুষ স্বাধীন নহে, এবং অধিকার বলেরই নামান্তর মাত্র।

আমরা বলি:--স্বার্থনীতির মতে, বাদনা ছাডা মানুবের নিজস্ব कि इरे नारे । अजाव-त्वाध इरेटजरे वामनात उर्शित :-- मानूव धरे श्राव-वार्थव कर्का नहा-(जाका। हेकारक वामनाव পविशव করাও যা' স্বাধীনতার বিনাশ সাধন করাও তা': তা' অপেকা আরও বেশী—ইহাতে করিয়া বাসনাকে এমন একটা আসনে বসানো इब, (य ज्यामना वे वामनाव निश्व नहर ; छेशाल कविया এकहा मिथा। वारीन ठाव म है कवा वब ९ (महे वार्षान ठा. (कवन वनमाहेति ও দৈনাবেতার একটা অর ১ইছা লাডায়। এইরপ স্বাধীনভাকে প্রপ্রের নিলে, কত কত বাদনা মনে উদয় ১য়, যাহা পূর্ণ করা অসম্ভব। ৰাসন। অভাৰতই অনীম, অবচ আমাদের পজি নিতাগ্ৰই সীমাংছ। পথিবঁতে আমারা যদি একা থাকিডাম, ডা' হটলেও আমাদের भमछ वामना भूग कविष्ठ कठ कहे भारे ए इरेट। এখন उ खानाव गश्चि व्यामात्मत्र जीवन मध्यर्व ;--व्यमन्था त्नात्कत्र व्यमन्था वामना, এবং তাহাদের শক্তি সামাবন্ধ, বিভিত্র ও অধ্যান। ধর্মই আ্যা-দের ব্যক্তিগত ব্য-ব্যক্তিগত অধিকার হট্যা পাড়ায়, তথ্নট অধিকারদামা অব্ভব অকাশ-কৃত্রমে প্রিণ্ড হয় : সকলেরই অধিকার অব্যান, -- স্কলের শক্তিবামর্থা অস্থান, এবং এই অব্যতা ক্ষিন কালেও ঘুচিবার নহে ; স্কুতরাং স্বাধীনভার নাায় সামাকেও বিসক্ষন করিতে হয়; যদি মিখা৷ স্বাধীনতার ন্যায় একটা মিখা৷ সামোর স্ষ্টি করা হর, সে গুধু একটা মুগড়ফিকার অভুগরণ মাত্র।

পার্থনাতি, এই সক্ষ রাজনিক উপকরণকে রাজনীতির কেন্ডে আনিয়া কেলেঃ আমি স্পর্ভার সূত্তি জিলাসা করি, বার্থ শীতি-সম্প্রনার ও ইক্সিরবাদসম্প্রনারের রাষ্ট্রনীতিজ্ঞেরা এই সকন উপকরণ হইতে এক দিনের জন্মও কি মানবজাতির স্থব ও স্বাধা-নতার ব্যবস্থা করিতে পারেন ?

যেহেতু বলই অধিকার—সতএব, মাহুষের পরপারের মধ্যে যুক্তবিগ্রহই স্বাভাবিক অবস্থা। একই জিনিস সকলেই চাহে; স্কুতরাং ভাহারা সকলেই পরপারের শক্র; যাহারা ত্র্মণ,—শারীরিক বিষয়ে ত্র্মণ, মানদিক বিষয়ে ত্র্মণ,—এই বুদ্ধে ভাহাদেরই সর্মনাশ ! যাহারা সর্মাপেক। বলবান—ভাহারাই পূর্ণ অধিকারের অধিকারী। দেহেতু বলই অধিকার,—প্রকৃতি সবল করিয়া স্থান্ত করে নাই বলিয়া তর্মল ব্যক্তি প্রকৃতির নিকটেই নালিস করিতে পারে; কিন্তু বে বল্বান্ ব্যক্তি বল-প্রয়োগ করিয়া ভাহাকে উৎপীচন করে, ভাহার নিকটে সে ক্থনই নালিস করিতে পারে না। ত্র্মণ ব্যক্তি তথন ক্রিক্তি স্বাহায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়; তথনই ছলের সহিত্ত বলের যুঝায়ন্তি আরম্ভ হয়।

যদি মান্নথের মধ্যে,—প্রয়েজন, বাসনা, প্রবৃত্তি, মার্থ ছাড়া আর কিছুই না থাকে, তবে রক্সাবী যুদ্ধ-বিগ্রহ অবস্তম্ভাবী; কোন প্রকার সামাজিক ব্যবহা তাহা নিবারণ করিতে পারেবে না। যুদ্ধবিগ্রহকে কিছুকালের জন্ত চাপা দিয়া রাখা যাইতে পারে; কিন্তু আইন-কান্থন যতই চাপিবার চেষ্টা করুক না কেন, আইন-কান্থনের অবস্তুত্তন ভেদ করিয়া উহা এক-একবার বাহির হইবেই হইবে। যাহারা আসকে স্বাধীন নহে, তাহাদের কন্ত স্বাধীনতার, ক্রনা করা,—বাহারা আসকে বিভিন্ন, তাহাদের মধ্যে সমতার ক্রনা করা,—বাহাদের মধ্যে অধিকারর্দ্ধি নাই, তাহাদের মিক্টে অবিকারের সন্মাননা প্রত্যাশা করা, এবং অবিনধর ছপ্রাবৃত্তির উপর—অন্তরের রিপুস্মুহ্র উপর—

ক্লায়কে স্থাপন করা কি বিষয় মূচতা। এই বিষম চক্র হইতে বাহির হওয়া কি কষ্টকর ব্যাপার।

এই সাংঘাতিক চক্র হইতে বাহির হইতে হইলে এমন কতকগুলি মূল স্বৰের আন্তর লইতে হয়, যাহা কোন প্রকার ইন্তিয়-বাদ হইতে উৎপন্ন ইইতে পারে না—ঐক্সিম্বিক দর্শনতম্র যাহার কোন ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হয় না, অথচ বাহা মানুষের অন্তরেই নিহিত আছে। গুরোপে এই সকল নীতি-সূত্র, প্রথম হইতে ক্রমশ: গৃহীত হইয়া যুরোপের আধু-নিক সমাজকে পরিচালিত করিতেছে। ফরাসী রাই-বিপ্লবের যে প্রথাত "অধিকার-ঘোষণা"-পত্র মান্তবের স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার প্রতি-পাদিত করিয়া, চিরতরে অনিয়ন্তিত রাজতপ্তকে ভারিয়া বিয়া, ভাগার স্থানে নিমন্ত্রিত রাজভন্তকে স্থাপন করিয়াছে, ভাগতে এই সকল मन स्टाबंब कवारे निविष्ठ इरेग्नाहिन : এখনও এই मकन मनस्य. আমাদের শাসনপথতির মধ্যে, আমাদের বিধিব্যবস্থার মধ্যে, আমা-**टम**त विविध काणी अञ्चेशास्त्र भाषा, आभारमत आठ ति-वावशास्त्रत भाषा, এমন কি, যে বায়ু আমর। নিংবাদের সহিত গ্রহণ করি, সেই বাযুর मध्य व्यविष्ठ । এই भवन मृत्युवर व्यामात्मव ममात्मव छिन्दिस् এবং যে वर्षमञ्जा व्यामाप्तव धरे व्यक्तिय ममाम्बद बज व्यायणक সেই দর্শনতদ্বেরও ভিত্তিভূমি।

আমাকে কেই বিজ্ঞানা করিতে পারেন, তবে অটাদশ শতাখীর এই সকল প্রসিদ্ধ বাক্তি—এই সকল সাধু-প্রকৃতির লোকেরা, কি করিরা ঐ ঐক্রিরিক দশনের দারা বিম্ম ইইয়াছিলেন,—বে দশন তব্ন তীহাদের কৃদ্ধত ভাবের বিরোধী ? আমি কেবল তোমাদিগকে শ্বরণ করাইরা দিব বে, ঐ যুগ উল্টা-স্রোতের যুগ। পুর্শ্ববর্তী যুগে সংকীর্ণ ধশানিকা, প্রধর্ম-অনহিক্তা ও তাহার নিতা সহচর ভাঙামির

অতিমাত্র প্রাত্তাব ইইরাছিল। দেই অন্ধ অতিভক্তিই সেচ্ছাচারিতাকে ডাকিয়া আনিল, এবং এই স্বেচ্ছাচারিতার দারা সমস্তই আক্রাস্ত ২ইন। রাজকুল ও অভিজাতবর্গের মধ্যে, পাদ্রিদের মধ্যে, লোক-সাধারণের মধো উহা ক্রমশঃ সংক্রামিত হইল। ভাল ভাল লোক। এমনকি, ছই একজন প্রতিভাশালী বাক্তিও ঐ স্বাবর্ত্তের মধ্যে আসিরা পড়িল: আমাদের উল্লভ উনার জাতীয় দর্শনের স্থান, একটা হীনতর দর্শন আসিয়া অধিকার করিল, -লকের শিব্য কাদিয়াক, দেকার্তের ন্তান অধিকার করিল। স্থাপের নীতি, স্বার্থের নীতি ঐ ধ্যে অব-শ্রম্বারী: কিন্তু তাই বলিয়া এ কণা বিধাস করিও না যে, সেই সময়-কার সকল লোকই প্রনীতিন্ত হইয়াছিল। বইয়ে-কলার বলেন.-কোন মত ঘতই থারাপ হোক না কেন, সেই মতাবলম্বী লোকেরা তত থারাপ নহে। টোয়িক-মতবাদ হতটা কঠোর, টোয়িক-মতাবলম্বী লোকেরা তত্তা কঠোর নহে: এপিকিউরীয় মতবাদ যতটা চিক্ত-भोजनाबनक, ८१३ मठावनचा ब्लाक्क्या उठते। प्रसंबध्धि नहा। ভবাৰতাপ্ৰযুক্ত মাতৃৰ, ধণ্মের উপদেশ যেমন সম্পূৰ্ণরূপে কাজে প্রয়োগ করিতে পারে না, দেইরূপ কোন দূবিত মত মানুবকে অপথে লইয়া গেলেও,—ঈগরের কুপায়, তাহার অন্তরাত্মা দেই মতকে মনে মনে ধিকার করে। এই কারণে, অষ্টানশ শতার্দাতে, স্থনীতিধ্বংসী ঐদ্বিক দর্শনভন্ত ও স্বার্থনীতির প্রাত্তাব হইলেও, খুর উদার निःयार्थ ভাবেরও উজ্জ্ব দৃষ্টান্ত কথন-কথন দেখা যায়।

আমার এই উপদেশটি একটু দীর্ঘ হইরা পড়িয়াছে, ওচ্ছন্ত আমাকে মার্জনা করিবে; তোমাদের মনে যে সব তক্ত আমি দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিতে চাই, তাহার সহিত স্বার্থনীতির ঐক্য হয় না বলিয়াই এত কথা আমার বলিতে হইল। এই স্বার্থনীতি যে একটা মিথাঃ উদার তাবের তাপ করে, সেই তাণটা আমার তালিরা দেওরা আক তাক ইইরাছিল। আমার মতে, এই নীতি দাসদিগের নীতি; এ নীতি এই স্বাধীনতা-বৃগের নীতি নহে। স্বার্থনীতি-বাদকে পশুন করিলান; একংশ, আর যে মকল নীতিবাদ,—সংকীণতা ও অসম্পূর্ণতা দোবে দ্বিত, সেই সকল নীতিবাদের আলোচনার প্রস্তুত ইইব। সেই সকল নীতিবাদ পশুন করিয়া, এমন একটি নৈতিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিব, যাহার ছারা বিশ্বমানবের সহল জ্ঞান ও বিবেক-বৃদ্ধি ব্ধাবধ্বপ্রশে ব্যাখ্যাত ইইতে পারে।

তৃতীয় উপদেশ।

অন্যান্য অসম্পূর্ণ নীতিবাদ।

উদার-65তা মনুষামাত্রই স্বার্থনীতিকে পরিহার করিয়া, ভাবেক্ক নীতিকে আশ্রয় করে। নিমে কতকগুলি তথ্যের উল্লেখ করিতেছি —যাহার উপর ভাবের নীতি প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাতে করিয়া ঐ নীতি প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

যথন আমরা কোন ভাল কাজ করি, তখন কি আমরা ঐ কাজের পুরস্বার স্বরূপ মন্তরে এক প্রকার সূথ অমূভব করি না ? এই সূথ व्यवना हे शिव-सूथ नरह । व्यामारमञ हे शिवाब के पत्र रव नकन विवस्त्रक প্রতিবিদ্ব পড়ে, সেই সকল ইন্দ্রিয়-প্রতি-বিশ্বিত বিষয়ের মধ্যে ইহার কোন মূলস্ত্র কিংবা ইহার কোন মানদণ্ড নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিভার্থ হইলে যে স্থামুভব হয়, সে স্থারে সহিত ইহার ঐক্য নাই। আমি কোন কাজে সফল হুইয়াছি এই মনে করিয়া আমার মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, এবং স্থামি বরাবর সংপথে চলিয়াছি এই মনে করিয়া আমার মনে যে ভাব হয়—এই চুই ভাব এক প্রকার নছে। ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আমাদের অন্তরাত্মা যে সাক্ষ্য দেয়, সেই সাক্ষ্যের সহিত যে স্থথ জড়িত তাহা বিশুদ্ধ; আর যত প্রকার স্থুপ সমস্তই অতীব মিশ্র। এই সুধই স্থায়ী, আরু সমস্ত সুধ্ব শীন্তই চলিয়া যায়। হুঃখ হর্দশার মধ্যেও মানুষ আপনার অন্তরে একটা স্থায়ী স্থথের উৎস দেখিতে পায়। কারণ, ভাল কাজ করিবার দামর্থা মারুষের দকল দময়েই থাকে; পক্ষাস্তরে একুপ অদংখ্য অবতা আছে যাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই, দেই সকল অবতা হইতে আমরা যে স্বৰ পাই তাহা অতি বিরণ ও অনিন্চিত।

যেমন ধ্যের কতক ওলি হ্বৰ আছে, সেইরূপ পাপেরও কতক-শুলি হাব আছে। কোন অপকল্প কার্যা আমাদের ক্ষতিক প্রথ ইইতে পারে, কিন্তু পরিনামে আমরা যে কট পাই উহা দেই প্রথের প্রোয়ল্ডিন্ত-প্রস্তুর্গ এইরূপ স্থের নিতা সহচর হাব। ছবে আসিয়া এইরূপ কম্মের কলুষিত হ্বপ ও অবৈধ সঞ্চলতাকে বিষম্ম করিয়া ভোলে; এই হাবে মান্থায়র হন্যকে বিনাণ করে, জ্জুরিত করে, দংশন করে। ইহাই অনুতাপের যথনা।

আরও কতক ওলি তথা, উহারই মত জনিভিড:—আমি একটি লোককে দেখিতে পাইলাম, তাহার মুখে ওংগওদশার চিত্র স্পষ্টরূপে প্রকৃতিত। উহাতে এমন কিছুই নাই যাহা অ মার গাঞ্জপে করিছে পারে—আমার কোন অনিষ্ঠ করিছে পারে; তথাপি কোন চিদ্ধা না করিয়াই, কোন কলাম্বল গ্রন্থান। করিয়াই, উহার কট দেখিবা মাত্র আমার কট হইল। ইহাই অন্তব্দা বা সহাগ্রন্থতির ভাব।

মান্থবের ভাগ কট দেবিয়া আমাদের মনে তাপে উপস্থিত ১য়, মান্থবের প্রাকৃত্ত-মুব দেবিয়া আমাদের মনও প্রাকৃত্ত ১য়, এবং আন্তর আনলে আমাদের অপ্তরে তাহার প্রতিধানি হয়, এবং অত্তর ভাগকট,—এমন কি, শারারিক বেদনাও আমাদের শেরীরে সংক্রমিত হয়। মাদাম সেভিতে তাহার পীড়িত কভ্যাকে যাহা নিবিয়াছিলেন ভাহা একটুও অভ্যাকি নহে:—"ভোষার বুকের ব্যাবায় আমিও বুকের ব্যাবায় কট পাইতেছি।"

আমাদের জ্বয়কে, আমরা অক্টের স্থিত একজরে বাধিতে চাহি! এই কারণেই বড়-বড় সভায়, স্বন্ধ হইতে স্বন্ধাপ্তরে বিহাৎ ছুটিতে থাকে। যেমন গুণমুগ্ধতা ও জনস্ত উৎসাহ সংক্রামক, সেইরপ আমোদ-কৌতুক ও বিজ্ঞপ-পারহাসও সংক্রামক। কোন সংকার্য্যের অনুষ্ঠানেও আমাদের মনে এইরপ ভাবের উদ্রেক হইরা থাকে। সেই কাথ্যের অনুষ্ঠানেও আমাদের মনে যে ভাব অনুভূত হয় তাহারই অনুরূপ ভাব আমারাও অন্তর্গের অনুভূত করিয়া থাকে। কিন্তু যদি আমারা কোন অসং কার্য্য প্রত্যক্ষ করি, তথন সেই অপকর্মকারীর মনে যে ভাব উদ্রেজিত হয়, আমাদের মন সেই ভাবের অংশভাগী হইতে কথনই চাহেনা; আমারা তাহার প্রতি বিমুধ হই; ইহা সহান্ত্রিও অনুরাদের বিপরাত ভাব—ইহা বিক্রাম্ভ্তি; ইহাকে বলে বিরাগ।

আর কতকগুলি তথা পুর্বোক তথোর আনুষ্দিক হইলেও, তাহার মধ্যে একটু প্রভেদ আছে।

কোন সংকাষোর অনুভাতার সহিত আমার যে ওরু সহারুত্তি করি তাহা নহে, আমরা ওাহার ৬৬ কামনা করি, আমরা ফেন্ডাপ্রন্ত হইয়া তাহার হিত্যাখন করি, আমরা কিয়ংপারমানে তাহাকে
ভালও বাসি। যদি কোন মহং কাষা, এই অনুরাগের বিষয় হয়,
কিংবা কোন বীরপুক্ষ এই অনুরাগের পাএ হন, তবে এই অনুরাগ কথন কথন মন্ততার সীমা পর্যান্ত পৌছে। ইহাকেই পুজারুদ্ধি বলে। ইহাই সেই পুজাঞ্জনি, যাহা বিশ্বমানব মহাপুক্ষদের চরণে
অপ্প করে।

পকান্তরে, যদি আমরা কোন মলকার্য্য প্রতাক্ষ করি, তবে সেই মলকার্য্যের অনুষ্ঠাতার প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মে; এবং আরও অধিক—আমরা তাহার অনিট কামনা করি; আমরা ইচ্ছা করি, দে তাহার অপকর্ষের জন্য কট ভোগ করে। এই জন্ত মহাশরাণীরা আমানের নিকট এত ছণিত। এই ভাবটি ভুধু বিরাপ নহে; ইহাতে বাজিগত থার্থের ভাবও আছে। এই সকল মহাপরাণীরা আমানের পথের কণ্টক বলিয়া আমরা তাহানের অনিট ইক্সা করি। কোন বাজি সং না অসং—এ বিষয় সহয়ে বিধেবর্ছে কিছুই জানিতে চাহেনা, ভুধু ইগাই জানিতে চাহে, সে বাজি আমানের পথের অস্তরার কি না, সে আমানিগকে অভিক্রম করে কি না, সে আমানের অনিট করে কি না। কিছু আমরা যে ভারতির কর্পা বালতে ছি তাহা এক-প্রকার বিছেব বাহার মধ্যে একটু উন্রেভা আন্তে, যাহা প্রার্থইতে জন্ম না, যাহা ভুধু বাগিত ধ্যুব্দি হত্তে উংপ্র হয়। অজ্যের প্রতি আমানের যেকপ বিরাগ জন্ম, মামরা নিহে যনি কোন নক কাজ করি, আমানের নিজের উপরেও সেন্ত্রপ বিরাগ জন্মিয়া বাকে।

পুৰ ক্লেরপে বলিতে গোল, সহাধান্তি বেমন চিতিখনা নাং, নৈতিক আগ্রন্থতি সেইগ্রপ সহাধান্তি নহে। কিলু সহাধান্তি, আগ্রন্থতি ও হিতিবনা —এই তিন্তি ব্যাপার, মঞ্চলভাবেরই সাধারত লক্ষণ। এই তিন্তি ব্যাপার হইতে তেন্টি বিভিন্ন অগত অনুকণ নীতিবাদ উৎপন্ন হইলছে।

কোন কোন দার্শনিকের মতে, তাহাই সংকার্যা যাহা করিবে আয়তুটি বা আয়প্রসাদ হয়, এবং তাহাই অসং কার্যা বাহা কারবি অনু গ্রাপ উপন্থিত হয়। কোন কার্যার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ব্যক্ষ মনোভাব হয়, সেই অনুসারে সেই কার্যার গুল মন্দ প্রথমেই নিজারিত হইয়া পাকে। পরে, ঐ ভাবতি আমরা অন্তের প্রতিও অব্রোগ ক্রি। কোন কার্যা করিয়া আমাদের মনে কিরুপ ভাব হয়, ভাহা

আমর। নিজের ভাব হইতেই বিচার করিয়া থাকি। আবার কতকগুলি দার্শনিক, সংায়ভূতি ও হিতৈষণার একই কাষ্য বলিয়া নির্দেশ করেন।

ইংদের মতে, মান্থ্যর প্রতি আমর। যে স্নেই ও দয়দির ভাব মন্ত্রে মন্ত্র করি, দেই দক্ল ভাবের মধ্যেই মন্ত্রের নিদর্শন ও মাদর্শ অবস্থিত। যথন কেই এমন কোন কাজ করে, যাহা দেবিয়া ভাহার শুভ কামনা করিতে,—ভাহাকে স্থা করিতে স্বভাবতই আমাদের প্রবৃত্তি হয়, তথন ভাহার দেই কাজকে আমরা ভাল ধলিয়া থাকি। ঐ প্রকারের কায়্যপরক্ষারা দেখিয়া, যথন আমাদের শ্রুরা পারিক। ঐ প্রান্তির কার্যপরক্ষারা দেখিয়া, যথন আমাদের শ্রুরা বিচার করে। কাহারও কাজ দেখিয়া যথন অন্ত প্রকার শ্রুরা, অপ্র প্রকার মনোভাব আমাদের মনে উন্তেজিত হয়, তথন আমারা ভাহাকে অস্থ কিংব। অসাধু বলিয়া মনে করি।

কাংগরও কাংগরও মতে, স্থাবতই যে কাজ আমাদের সহাস্থিতি উদ্রেক করে, সেই কাজই ভাল। যথন দেখি, দেশের জন্য কোন বাক্তি প্রাণ পর্যান্ত বিসক্ষন করিতে উদ্যাত, তথন তাংগর সেই বীর্থ আমাদের মনেও কিন্তংপরিমাণে বীর্থের উদ্রেক করে। কিন্তু প্রস্তিম্ণক কোন কাজ,—নিতান্ত কোন স্বার্থের সংস্থাব না বাঁকিলে—আমাদের অন্তর্গর এরূপ নংগ্রুত্ব উদ্রেক করিতে প্রাণের না। অত্যন্ত হুইস্বভাব লোকেরও অন্তর্গ্র ভালর প্রতি অমুরাগ প্রত্বিক্তিকরে।

ু এই সকল বিভিন্ন নীতিবাদকে, একটি নীতিবাদে পরিণত করা ক্লাইতে পারে ;—তাহা ভাবের নীতিবাদ।

এই নীতিবাদের সহিত অহং-নিষ্ঠ নীতিবাদের যে প্রভেদ আছে

তাহা সহজেই প্রদর্শিত হইতে পারে। অহং-নিষ্ঠা আপনাকে ভাল বাসা বই আর কিছুই নহে। কিনে আপনার স্থব হয়, আপনার ভাল হয়, অহংপরতা ওয়ু তাহারই অবেষণ করে।

হিতৈষণা যেমন স্বার্থের বিরোধী এমন আর কিছুই নহে।
এছলে আমরা শুধু যে অস্তোর শুভ ইচ্ছা করি তাহা নহে—
আমরা অংশুর জন্ম আপনাকে বিপন্ন করিতেও কুঠিত হই না; যে
আমানের ধনর আকর্ষণ করিবাছে, দেই দার্বাক্তির জন্ম সেইছা প্রকৃত্ত ইইরা কতকটা ত্যাগ খীকার করিতেও আমরা উন্মত হই। এই
আম্বিদর্জনে যদি কিছু স্থু অন্তন্ত হয়, তবে দে স্থু ঐ ভাবাটরই
ইঞানিরপেক্ষ আন্তুস্থিক ব্যাপার.—উহা তাহার লক্ষা নহে।

সে স্থ আমরা বিনা-চেষ্টায় ও বিনা অধেবণেই প্রাপ্ত ইই। এই প্রকার স্থাধর আবাদনে আমাদের অধিকার আছে, কেননা স্বয়ং প্রকৃতিদেবী হিতৈবণার সহিত ঐ স্থাধক সংযুক্ত করিয়া নিরাছেন।

হিতৈষণার স্থায় সহাত্ত্ত্তিরও অনোর সহিত গোগ। উহাতে অহংএর কোন সংস্থাব নাই। আনাদের অস্তঃকরণ এমন ভাবে গঠিত বে আমরা এক জন শক্রর ছংপেও ছংখ অনুভব করিতে পারি। কোন ব্যক্তি একটা মহৎ কাল করিলে, তাহা আনাদের স্বার্থের বিরুদ্ধ ইংলেও সেই কাজের প্রতি এবং সেই কার্যকারী ব্যক্তির প্রতি আমাদের কতকটা সহায়ভূতি হইরা থাকে।

অন্যের যে ছংথে আমাদের সহাত্মভৃতি হয় সে ছংথ আমাদেরও
কথন না কথন ঘটিতে পারে —এই আশকা হইতেই সহাত্মভৃতির উৎপত্তি—কেহ কেহ সহাত্মভৃতির এইরূপ ব্যাথ্যা করিয়া থাকেন। কিন্ত
অনেক সময়, যে ছংথের জন্য আমরা সহাত্মভৃতি করি, দে ছংথ
আমাদিগের হইতে এডদ্রে অবস্থিত এবং দে ছংথ আমাদের উপর

গতিত হইবার সন্তাবনা এত কম যে, তাহা হইতে আমাদের ভয়ের উদ্রেক হওরা নিতান্তই অসপত। এ কথা সতা, হুংব কটের অভিজ্ঞতা না থাকিলে, দহাস্তৃতির উদ্রেক হয় না। কারণ, যে হুংব সম্বদ্ধে আমাদের কোন ধারণা নাই, তাহা আমরা অন্তব করিব কি করিয়া ? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সহাস্তৃতির মুখা নিয়ম নহে। উহা হইতে এইরূপ দিদ্ধান্ত করা বায় না যে, আমাদের নিজের হুংব পরণ করিয়া কিংবা নিছ হুংবের সন্তাবনা আশক্ষা করিয়া ভবে আমরাঃ অন্যের হুংবে সহার্য্য কংবে সহার্য্য ক্রিয়া ভবে আমরাঃ

কোন প্রকার স্বার্থের ভাব দিয়া সহামুভূতির বাঝা। করা যায় না। প্রথমত, বিরাগের নাায়, সহামুভূতিও ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। তাহার পর, একপাও কেই মনে করিতে পারে না, কোন ব্যক্তির হিতৈষণা আকর্ষণ করিবার জন্ত আমরা তাহার চ্যুবে সহামুভূতি করি। কারণ, অনেক সময়েই, যাহাদের জনা আমরা সহামুভূতি করি, তাহারা আমাদের সহামুভূতি জানিতেও পারে না। যাহাদিগকে আমরা কথন দেখি নাই, যাহাদিগকে দেখিবার সন্তাবনা পর্যন্ত নাই, যাহারা জীবিত নাই—এইরপ লোকের জনাও যথন আমর। সহামুভূতি করি, তথন কি তাহাদিগের নিকট ইইতে আমরা কোন উপকার প্রত্যাশা করি ৪

অহংপরতা সকল প্রকার স্থাকেই প্রশ্রম দেয়; কোন স্থাকেই বহিঙ্কত করে না; তবে কিনা, এমন কতকগুলি ভাবের স্থা আছে যাহাইতর স্থা অপেক্ষা অধিকতর হায়ী,ও ততটা মিশ্র বা অবিশুদ্ধ নহে; আমাদের মাজিত আয়ালুরাগ ভাহাকে দেবনীয় বলিয়া মনে করে। ভাবের নীতিবাদ যদি শুধু হীন স্থাবের জনাই ভাবের পক্ষণাতী হয় তবে অহংনিষ্ঠাম্লক নীতিবাদের মহিত ভাবের নীতিবাদের কোন পার্থকা থাকে না—ভাবের নীতিবাদের মধ্যে কোন প্রকার

নিং স্বার্থ ভাব থাকে না। তাহা হইলে, "আমিই" আমাদের দকন কার্যার কেন্দ্র ও একমাত্র লক্ষ্য হইরা পড়ে! কিন্তু আসলে তাহা নহে। আপনাকে ভূলিয়া পরের জন্য কোন কাজ করিলে যে স্থ্য অমূতৃত হয়, ঠিক সেই আত্মবিশ্বতিটুকু হইতেই সেই স্থাবের যাহা কিছু মনোহারিছ। প্রকৃতিদেবী সহায়ভূতি ও হিতৈষণার সহিত যদি কোন প্রকৃত স্থাব সংযোজিত করিয়া থাকেন, তবে সে এইজনা যে ঐ তুই বৃত্তির বিশুদ্ধতা ও নিং স্বার্থপরতা যাহাতে সংরক্ষিত হয়—উহাদের আসল ভাবটি অবিকৃত থাকে। তোমার সহায়ভূতি ও হিতৈষণার প্রস্কারস্বরূপ কোন স্থাবের কথাই তোমার ভাবা উচিত; নচেৎ, সেই স্থাবের ম্বাত্তিক হইবে। যে স্থা নিং স্বার্থভাবের সহিত চিরসংগ্রাক্ত স্থাই অস্তর্হিত হইবে। যে স্থা নিং স্বার্থভাবের সহিত চিরসংগ্রাক্ত স্বার্থপরতা, যে-কোন আকারেই আস্ক্র না, সে স্থাকে কথনই ফুটাইয়া ভলিতে পারিবে না।

অহংনিষ্ঠ নীতিবাদ কিংবা অহমিকার নীতিবাদটা নিতান্তই অলীক
— উহা একটা মিথা৷ কথা। উহা নীতির অন্থনোদিত পবিত্র নামগুলি
প্রহণ করিয়া স্বয়ং নীতিকেই অপদারিত করিয়াছে; বিশ্বমানবের
ভাষা প্রয়োগ করিয়া বিশ্বমানবকে প্রতারিত করিয়াছে; এই ধারকরা ভাষার আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া, সমগ্র মানবজাতির যাহা
রক্বভাগ্তার—সেইসব স্বাভাবিক সংঝার ও স্বাভাবিক ধারণার স্ম্পূর্ণ
প্রতিকৃত্বে স্বকীয় মত প্রচার করিয়াছে।

পক্ষাস্তরে, ভাব স্বয়ং মঙ্গল না হইলেও উহা মঙ্গলের বিশন্ত সহচর ও নিভান্ত প্রয়োজনীর সহকারী। উহা মঙ্গলের বিদামানতার নিদ-র্শন এবং উত্তারদারা সহজেই মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে, এবং মিগ্যা তর্ক ও জরনা হইতে মনকে রক্ষা করে। অত এব মনোমাণ্য কতক গুলি মহংভাব উত্তেজিত ও সংরক্ষিত করা মনের পক্ষে যেরূপ স্বাধ্যাকর এমন আর কিছুই নহে; এইসকল মহংভাব বাক্তিগত সাথের দাসর হইতে আমাদিগকে বিমৃত্য করে। সাধু বাক্তিগনের ভাবে অরুপ্রাণিত হহলে, তাঁহাদের মত' কাজ করিতে আমাদের প্রেরুত্তি জন্মে। আমাদের অন্তরে হিতৈবণা ও সুহাত্ত্তির সাধনা করিলে, বদালাতা ও প্রেনের উৎস আপনা হইতেই শতধারে উৎসাবিত হয় এবং উদারতা ও আয়োহসর্গের বীজ অঞ্বিত হয়।

তাই, ভাবের নীতির প্রতি সামাদের আন্তরিক প্রকা সাছে। ইহা প্রকৃত নীতি; কেবল, ইহা স্থাপনতে সাপনি প্র্যাপ নতে, উহার এমন একটি মূলতত্ব চাই, যাহার দারা উহার প্রামাণিকতা স্থাপিত হইতে পারে।

ভাল কাজ করিলে, অন্তরে একটা সন্তোষ অন্তভ্ব করা যায়, এবং মন্দ কাজ করিলে অনুভাপ উপস্থিত হয়। ভাল মন্দ শে কাজই করি, প্রাপ্তক তৃইটি ভাব তাহাদের গুণ নহে; কারণ, ঐ ছুইটি ভাব, কাজ করিবার পরে অনুভৃত হয়। ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়ানা বৃদ্ধিলে কি আমরা অন্তরে সন্তোষ অনুভব করিতে পারি ? সেই-রূপ, মন্দ কাজ করিয়াছি বলিয়া না বৃদ্ধিলে কি আমাদের অনুভব করিবার সন্তেশস্থাভাবিক সংস্কার-অনুসারে আমাদের মনের মধ্যে একটা বিচার-ক্রিয়াও হইয়া থাকে; এই বিচার-ক্রিয়ার পরে আমাদের হৃদ্ধের কাজ আরম্ভ হয়। উত্তরবতী সদ্ধের ভাবতি গোড়ার বিচার-ক্রিয়া করে গ্রামাদের স্ক্রিয়াও হার বিচার-ক্রিয়াও বিচার-ক্রিয়াও বিচার-ক্রিয়াও ক্রিয়াও বিচার-ক্রিয়াও ক্রিয়াও ক্রিয়াবার বিচার ক্রিয়াও ক্রিয়াও ক্রিয়াও ক্রিয়াও ক্রিয়াও ক্রিয়া ক্রিয়াও ক্রিয়াও

ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা মঞ্চল ভাব হইতে উৎপন্ন— এইরূপ বলিলে 'চক্র-নায়ের' ভ্রমে পতিত হইতে হয়।

কোন কাজ ভাল বলিয়াই কি আমরা সেই কাজের সহিত সহাত্বভূতি করি না ? কোন ব্যক্তির প্রবৃত্তি নাায়-বৃদ্ধির অন্ধণত বলিয়াই
কি আমরা সেই প্রবৃত্তির অনুমোদন করি না ? তাছাড়া, সহাত্মভূতি যদি মঙ্গলের প্রশ্নত মানদণ্ড হয়, তবে বাহা কিছুর জনা আমরা
সহাত্মভূতি করি তাহাই কি ভাল নহে ? কিছু শুধু নৈতিক বিবরেরই সহিত আমাদের সহাত্মভূতির সহন্ধ নহে। আমরা এরূপ
আনন্দের সহিত্র সহাত্মভূতির করি, বাহার সহিত ধর্ম অধর্মের কোন
বোগ নাই। এমন কি, আমরা শারীরিক তঃখ যত্মগরেও সহিত
সহাত্মভূতি করিয়া থাকি। নৈতিক সহাত্মভূতি, সাধারণ সহাত্মভূতিরই
একটা বিশেষ অবস্থা। কোন্ সহাত্মভূতি নৈতিক তাহা
জ্ঞানের দারা নির্ধয় করিতে হয়; সকল সময়ে আমাদের জ্ঞানের সহিত
সহাত্মভূতির মিল হয় না। কখন কখন, বে সকল ভাবকে আমরা ভাল
বলি না তাহাদিগের সহিত্ত আমরা সহাত্মভূতি করি।

হিতৈবণা সকল সময়ে, একমাত্র মন্ধলভাবের হারা নিদ্ধারিত হয় না। তাহাড়া, যথন কোন সাধুবাক্তির প্রতি আমরা এই র ওর প্রয়োগ করি, তথনও তাহা বিচারবৃদ্ধির অপেকা করে এইরূপ বৃষায়; কারণ, কোন বাক্তি সাধু কি না, তাহা বিচার-বৃদ্ধির দারাই আমরা নিদ্ধারিত করি। কোন কার্যাকারী ব্যক্তির শুভ কামনা করি বলিয়াই যে তাহার সেই কাজকেও আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি—এরূপ নহে; পর্র সেই কাজটা ভাল বলিয়াই সেই কাজের কর্তাকে আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি। আর এক কথা, হিতৈবণার পোড়ায় একটা বিচারক্রিয়া আছে, ধাহা সহায়ভূতির

মধ্যে দৃষ্ট হয় না। বিচার ক্রিয়াট। এইরূপ;—ভাল কাজের কর্ত্তা হইবার যোগ্য; এবং মন্দ কাজের কর্ত্তা দেই কাজের প্রায়ন্তিত্ত সরূপ কপ্ত ভোগ করিবে—ইহাই সমুচিত। এই জন্মই আমরা গুভ-কারীর স্বথ কামনা করি এবং অগুভকারীর সংশোধন করে দণ্ডভোগ প্রার্থনীয় মনে করি। হিতৈষণা এই বিচারক্রিয়ারই একটা শান্দিক রূপ মাত্র।

অতএব, এই দকল ভাবক চির গোড়ায় একটা বিচার-ক্রিয়া হইরা থাকে এইরূপ বুঝায়। এই বিষয়ে চক্র-নায়ের ভ্রম প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। এই ভাবগুলি নৈতিক লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত বনিয়া আমরা দিদ্ধান্ত করি,—উহাই আমাদের মঙ্গল সহস্ধীয় ধারণা; কিন্তু আমদল আমাদের মঙ্গলের ধারণা হইতেই ভাবগুলি ঐ দকল লক্ষণ প্রাপ্ত হর্রাছে।

আর একটা কথা;—গ্রন্থের ভবিগুলা অনুভব-শক্তির উপর আনেকটা নিজর করে, এবং উহারা অনুভবশক্তির আপেক্ষিক ও পরিবর্জনশীল প্রকৃতিও কতকটা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভাব উপজেগের শক্তি সকল লোকের সমান নহে; কাহারওবা সূল প্রকৃতি, কাহারওবা স্থল প্রকৃতি। তোমার কামনাগুলা যদি উগ্র ও প্রচণ্ড হয়, তাহা হইলে তোমার ধর্মজনিত বিশুদ্ধ স্থের উপর তোমার প্রকৃতি চরিভার্থ করিবার স্থবই সহজে জয়ী হইবে। তোমার প্রকৃতি যদি কোমল হয়, তাহা হইলে সেরপ কথনই হইবে না। বায়ুর অবস্থা, স্বাস্থ্য, ক্রম্বতা,—আমাদের নৈতিক বোধশক্তিকে হয় নিস্তেজ নয় সতের করিয়া তোলে। বিজন বাদে যথন মায়্র্য আপনাকে লইয়াই থাকে, তথন অনুতাপের বল পূর্ণমাত্রায় বন্ধিত হয়; —য়ৄয়ূয় সমিনান বিশ্বণিত হয়। কিয় জনতা, সংসারের কোলাহল, বিষয়াকর্ষণ,

অভাস, উহাকে একেবারে নির্বাসিত করিতে না পারিলেও কতকটা নিস্তেজ করিয়া রাথে। সময় বিশেষে মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কোন বিবরে উৎসাহ সকলিন সমান থাকে না। সাহসেরও ক্ষণিক বিরমে আছে। "অমুক দিন সে সাহস দেখাইয়াছিল"—একথা ত সর্বানাই শুনা যায়। আমাদের অভরতম হৃদয়ের ভাবও অনেক সময়ে আমাদের নেজাজের উপর নিভর করে। আমাদের যে ভাব পরম বিশুদ্ধ, অতীব উচ্চ আদেশের—তাহাও কতকটা আমাদের দৈহিক অবস্থার উপর নিভর করে। কবির ভাবক্তিতে, প্রোমকের অভ্রাগে, ধর্মবীরের জলও উৎসাহতেও মধ্যে মধ্যে অবসাদ উপ্তিত হয়;—এই সমস্ত অনেক সময়ে নিভান্ত হেয় ভৌতিক কারণের উপর নিভর করে। যথন ভাবের প্রোতে এরপ জোলার ভাটা নিতা উপত্তিত হয়, তথন এই ভাবকে আদেশ করিয়া সকল মাহাধের গল্য কি একই বিবিব্যবস্থা নির্বারণ করা যাইতে পারে প্

সহাত্ত্তি ও হিতৈষণাও এই ঐক্তিষিক অন্তৰশীলতার হাত এড়াইতে পারে না। অত্যের জঃথ অনুতৰ করিবার শক্তিসকলের সমান নহে। যাহারা অতিশ্র ছঃথ কঠ ভোগ করিবাছে—অত্যের জঃথ কঠ তাহারাই বেশী বৃষিতে পারে; স্তরাং অন্যের ছঃথকঠে তাহাদেরই বেশী অনুকল্পা উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহাদের কয়নাশক্তি বেশী, তাহারা অন্যের অনুভূত মনোভাব আপনার নানদ-পটে অন্ধিত করিয়া, অন্যের জঃথ বেশী অনুভব করিতে পারে। কেই বা নৈহিক স্থভঃপের জন্য, কেইবা মানদিক স্থভঃপের জন্য সহাত্ত্তি করিতে পারে। এই প্রকার সহাত্ত্তির মবোও আবার অনেক প্রকার-ভেদ আছে। গুরু প্রকার ভেদ নহে—তাহাদের পরপ্রের মধ্যে বিরোধও উপস্থিত হইলা থাকে। ধর্মানুক্তি ব্যাগত হইলে আমান

দের অন্তরে যে বিকার উপস্থিত হর, গুণীর প্রণপনার উপরে অত্যবিক সহার্ভৃতি পাকিলে, সেই বিকারের ভাব অনেকটা ক্ষিরা
আসে। এই জন্যই ওলটেয়ার ক্ষােও মিরাবাের দােষ আমরা
দেখিয়াও দেখি না, তাঁহাদের শতাকীর কল্যরাশিকে আময়া ক্ষার
চক্ষে দর্শন করি। কোন দণ্ডার্হ ব্যক্তির মহাপরাধে আমাদের অন্তরে
যতটা দ্বাা উৎপর হওয়া উচিত, তাহার কঠে সহায়ভূতির উদ্রেক
হওয়ায়, সে দ্বা কতকটা মন্দীভূত হইয়া আদে। যাহাকে মঙ্গলের
সর্ব্বোংকই মানদণ্ডরূপে থাড়া করা হয়, সেই সহায়ভূতির ত এইরূপ
চক্ষণ ও টলমান্ অবস্থা। সহায়ভূতির নাায় হিতৈব্বাতেও এইরূপ
তারতম্য উপস্থিত হইয়া থাকে। বেহ ও প্রেমের ভাব কাহারও ক্ম,
কাহারও বেশী। তাহার পর, সহামুভূতির নাায়, হিতেব্বাতেও নানা
প্রার্থি মিশ্রিত হইয়া তাহাকে বাধা দেয়। বন্ধ্বার স্থলে, আময়া
নায়কে অতিক্রম করিয়াও, একটু বেশী দয়া প্রদর্শন করিয়া থাকি।

ভাবের ধামধেয়াণী উচ্ছ্বাসের প্রতি বেশী কর্ণপাত না করাই কি মর্ক্রির কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না ? বৃদ্ধির ধারা পরিচালিত ও পরিশাসিত হইলে, এই হলয়ের ভাবই বৃদ্ধির বেশ একটি সহায় হইতে পারে; কিন্তু আপনার হাতে উহাকে একেবারে ছাড়িয়া দিলে, উহা অচিয়াৎ উচ্ছ্ব্রুল ধামধেয়াণী আবেগে পরিণত হয়। ইহাতে করিয়া মন, কার্য্য করিবার একটা উত্তেজনা ও শক্তি লাভ করে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে বিকৃত্ধ ও অবাবস্থিত হইয়া উঠে; গোড়ায় উদার বিলয়া প্রতীয়মান হইলেও, অবশেষে অহংপরতার কাছাকাছি অথবা একেবারেই অহংপরতায় আদিয়া উপনীত হয়; মললের ধ্রুব আদর্শ হইতে বিচৃতে হইয়া, অহ্ভবশীলতার অদৃচ ভূমিতে কথনই স্থিরভাবে বীড়াইতে পারে না; ভাবের প্রোতে ভাসিতে ভাসিতে আবিজে আবেগের

আবর্ত্তে আসিরা পড়ে; উদারতা হইতে অহংপরতার আসিরা উপনীত হর; আৰু হরত আত্মহারা ঔদার্য্যের নিধরে আরোহণ করিবে; কান আবার বার্ধপর ব্যক্তিখের হীনতার মধ্যে নিপতিত হইবে।

এইরপে ভাবের নীতি, স্বার্থের নীতি অপেকা শ্রেষ্ঠ হইলেও অনন্দর্শঃ—১ম উহা মঙ্গনের ধারণাকে এমন একটা ভিত্তির উপর দাড় করার, যে ভিত্তিটি স্বরং এই ধারণার উপরেই প্রভিষ্ঠিত; ২য় উহা এমন নিরমের নির্দেশ করে বাহা অঞ্চব—বাহা বিশ্বজনের অবশ্য-গালনীর নহে।

পূর্ব্বোক্ত নীতিবাদের ন্যার আমরা আর একটি নীতিবাদের উরেধ করিব যাহা মিথা নহে কিন্তু অসম্পূর্ণ। প্রয়োজনবাদ ও স্থধ-বাদের পক্ষপাতিগণ তাঁহাদের দিদ্ধান্তকে একটু ব্যাপক করিয়া স্বপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা পাইরাছেন। তাঁহাদের মতে স্থই মঙ্গল,—মঙ্গল, স্থধ তির আর কিছু হইতে পারে না; তাঁহারা বলেন, আত্ম-স্থধাদীরা ব্যক্তিগত স্থকে স্থথ মনে করিয়া ভ্রমে প্রিয়াছেন; আসলে সাধা-স্থবের স্থাবকই স্থথ বলিয়া ব্রথিতে হইবে।

একথা আমরা স্বীকার করি বে, এই নৃতন দিছাস্তটি, ব্যক্তিগত
শার্থবাদের বিরোধী; কেন না, এই নীতিবাদের বশবর্তী হইয়া কোন
ব্যক্তি গুধু যে একটা ক্ষণিকভাবের ত্যাগ শীকার করিতে পারে তাহা
নহে, পরস্ক অবস্থা বিশেষে জীবন পর্যান্ত বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ
ইয়।

তথাপি, এই দিছাস্তটি, প্ৰাক্তত নীতি হইতে—সমগ্ৰ নীতি হইতে দূরে অবস্থিত।

शैकात कति, नार्सविनक-वार्थनान, निःवार्थनत्रजात नहेत्रा यात्र ;—
विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व

ৰাত্ৰ (Condition) শ্বরং মকল নহে। সম্পূর্ণ নিঃশার্থভাবেও কোন একটা ন্যার্থিক্দ্ধ কাল করা যাইতে পারে। কোন এক কার্য্যে, কার্য্য-कात्री बाक्तित्र कान गांछ नाहे विवाहे य त्रहे कादी अनात हहेरद ना, একথা बना यात्र ना। मर्सात्य माधाद्रत्वद्र चार्थित व्याष्ठ मृष्टि द्रावित्रा কোন কাল করিলে, যাহাকে বলে অহংপরতা—দেই অহংপরতা-পাপে कान कान बाकि निश्र ना इरेटन अञ्चान वह विध भारभ निश्र হইতে পারে। ইহা প্রমাণ করা আবক্তক যে, সাধারণের স্বার্থ সকল ममरबरे नाव-धर्यंत्र अञ्चलानिक ; आगरन माधात्ररात्र वार्थ ७ नाव-थर्य- এই इहें बिनिय এक नरह। यहिं प्रातक नमरत এই इहें हैं এক সঙ্গে যায়, তবু কখন-কখন উহারা পৃথকভাবেও কাল করে। च्यार्थनरमञ्ज श्रीधाना ज्ञांभरनत चना रथिममहेक्रिम् च्यार्थन्म-वन्नद्रित्र रेमजीवक अल्म-नमुरहत्र त्नी-वहत्र व्यक्षिमाए कत्रिवात अलाव করেন :- কিন্তু আারিদটাইডিদ বলেন, প্রস্তাবটি স্থবিধালনক वर्ष, किंद्र नाग्रविक्ष ; এই क्थान, आर्थनीयना এই अनान স্থবিধাট পরিত্যাগ করে। তবেই দেখ, এ বিষয়ে থেমিস্টক্লিসের কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না ; দেলের স্বার্থের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য हिन। यनि जिनि वनश्रम्भक এই সমন্ত काक এথোনীয়नিগের बाরा कवाठेवा नहेवाद हिहा कदिएजन এवा मिहे बना निष्मत थान भर्यास বিদর্জন করিতেন, তাহা হইলে, যে কাল আদলে অন্যায় তাহার बना चडीव भाषा चारबारमर्गद मृहीस रम्थान हरेख।

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন বে, এই দৃষ্টান্তে বলি স্বার্থ ও ন্যান্নধর্ম পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, তাহার কারণ, এইজ্বলে স্বার্থ যথেষ্ট রূপে সাধারণের স্বার্থ হর নাই বলিয়া; এইরূপ স্থলে,— ''পরিবারের জন্য আপনাকে বিসর্জন করিবে, নগরের জন্য শরিবারকে বিদর্জন করিবে, দেশের জন্য নগরকে বিদর্জন করিবে, বিশ্বমানবের জন্য দেশকে বিদর্জন করিবে—এই প্রদিদ্ধ বাক্যটির অঞ্সরণ করা কর্তব্য।

জুনি যদি অভদ্র পর্যান্তও যাও, তবু দেখিবে ন্যারধর্ম্মের ধারণার উপনীত হইতে পার নাই। বিশ্বমানবের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ, ন্যারধর্মের সহিত যে মিল হইতে পারে না এক্সপ নহে; কারণ ইহা নিশ্চিত যে উহাদের মধ্যে কোন অসমতি নাই; কিন্তু তাই বলিরা, ঐ হুই জিনিষ এক নহে; তাই এক্সপ নিশ্চিত-ক্রপে বলা যায় না যে, বিশ্বমানবের স্বার্থ ন্যারধর্মের উপর সংস্থানিত। যদি তথু এক্টেমাত্রও দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হর যে, স্থল-বিশেষে জনসাধারণের স্বার্থের সহিত প্রকৃত মন্সলের ঐক্য হয় নাই, তাহা হইলেই এই সিলান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, সাধারণের স্বার্থ ও প্রকৃত মন্সল এক জিনিস নহে।

তৃমি উপদেশ দিতেছ বে, সাধারণ স্বার্থের উদ্দেশে ব্যক্তিগত স্থার্থকে বিসর্জ্জন করিবে। কিন্তু কাহার দোহাই দিয়া তৃমি এইরূপ উপদেশ দেও ? শুধু কি স্থার্থের দোহাই দিয়া ? যদি স্থার্থ বিদ্যাই স্থার্থের কথা শুনিতে আমি বাধ্য হই, তবে আমার নিজের স্থার্থের কথা আমি কেন না শুনিব ? অন্যের স্থার্থের জন্য আমার নিজের স্থার্থকে কেন বিস্ক্জন করিব তাহার ত কোন স্থান্দত হেতু দেখিতে পাই না ।

তুমি বলিতেছ, অথই মানব-জীবনের পরম লক্ষা। ইহা হইতে ন্যায্যক্রপে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, আমার অথই আমার জীবনের পরম লক্ষা।

া বদি তুমি আমাকে আমার স্থুথ বিস্ক্রন করিতে উপদেশ দেও,

ভাহা হইলে স্থথ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যের দোহাই দিয়া ভোমার এই উপদেশ দিতে হইবে।

व्यक्षिकाः गतात्कत वार्थरे भन्न वार्थ, - এই প্রদিদ্ধ মূলকু । অফুদারে চলিলে, কি বিপদেই পড়িতে হয় একবার বিবেচনা করিয়া দেথ। প্রথমত ভবিষাতের অন্ধকারের মধ্যে আমার প্রকৃত স্বার্থ निर्वत्र कतारे कठिन ; তात्रशत राव्य, नाग्रधस्यत अञास आमारत স্থানে, বাক্তিগত স্বার্থের অনিশ্চিত গণনাকে দাড় করাইয়া তুমি এই কঠিনতার কিছুমাত্র লাঘব করিলে না। কোন কার্যো প্রবৃত্ত হই-বার পূর্বের, যদি আমার নিজের স্বার্থ নির্ণয় করিতে হয়—ভধু নিজের चार्थ नग्न, পরিবারের স্বার্থ,-- ७५ পরিবারের ভার্থ নগ্ন, দেশের श्वार्थ, ७४ (मरभंत्र श्वार्थ नम्-विश्वमानरवत्र श्वार्थ निर्गत्र कत्रिरङ হয়, তাহা হইলে দেই কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। কি । আমার দুরদৃষ্টিকে সমস্ত জগতের উপর প্রসা-রিত করিতে হইবে ? এইরূপ কঠিন পণে আমাকে ধর্ম অর্জন ক্রিতে হইবে ? তাহা হইলে এমন একটা জ্ঞান তুমি আমার উপর আরোপ করিতেছ যাহ। ৩ ধু ঈররেতেই সম্ভবে। প্রকৃত স্বার্থ নির্ণ-(युत्र উत्मर्ट ठिक् १८९ व्यापनारक पत्रिज्ञानन कतिरछ स्ट्रेल, দর্শনের ইতিহাস কিংবা কুট নীতি-শাস্ত্রও যথেষ্ট নহে। মনে ব্লাখিও, মানব-জাবনের কোন গণিত-দিদ্ধ বিজ্ঞান নাই। ভোমার গণনা যতই গভীর হউক না, তোমার ভাগা যতই স্প্রতিষ্ঠিত হউক ना. देवव-घটना ও ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বাসিয়া, তাহা বিপর্যান্ত করিয়া पित्व,—coामात्र इ:थ रठहे देनत्रागायनक रुपेक ना, जाहा हहे**र** তোমাকে উদ্ধার করিবে, স্থুও ছঃথকে একত্র মিশাইয়া ফেলিবে— ্তামার দুরদৃষ্টির সমস্ত সিদ্ধান্তকে বার্থ করিয়া দিবে।

এইরূপ চঞ্চল ভিত্তির উপর তুমি ধর্মনিতীকে স্থাপন করিতে চাহ ? मिथ. এই প্রহেলিকাবং সাধারণ-স্বার্থকে সমর্থন করিবার জন্য আমরা কতই কুতর্ক অবলম্বন করিয়া থাকি। আমার কোন বন্ধুর দৈনাদশা উপস্থিত হইলে, আমি সহজেই সাধরণ স্বার্থঘটিত এমন একটা দুর-সম্পর্কের হেতু বাহির করিতে পারি যাহার দোহাই দিয়া আমি আমার বন্ধর সাহায়ে হয়-ত বিরত হইব। এই ব্যক্তি ছর্দ-শাগ্রন্ত হইরা আমার নিকটে অর্থ যাচ ঞা করিতেছে; কিন্তু ঐ অর্থ यनि व्यामि विश्वमानत्वत्र कात्म श्राद्याश कति, छाहा इहेरन व्यामात्र वे অর্থবার কি আরও সার্থক হইবে না ? কলা ঐ অর্থ কি আমার দেশের জন্য আবশুক হইবে না ? অতএব উহা আপাতত ব্যব না করাই ভাগ। ভাছাড়া এই স্থলে সাধারণের স্বার্থ স্থাপাইরূপে উপ-निक इरेलि रेशाल ज्या मुखावना चाहा:- এरेक्स नाना প্রকার মিথা। জল্লনা আসিরা আমার মনকে অধিকার করিবে। কোন ভাল काक कतिवात शृत्स्त, अथरम यनि देशहे मिथिए इत, **উ**रा अधिकलम लात्कित भन्नम चार्थ कि ना, लार। स्टेरन এक्रभ काव्य ছঃসাহসী ও উন্মাদগ্রন্থ লোক ভিন্ন আর কেই করিতে সাহস शाहेरव ना। चौकांत्र कति, नाशात्रग-चार्थत्र शात्रग हहेरे छेनात्र আত্মোৎদর্গ প্রস্তুত হইতে পারে. কিন্তু দেই সঙ্গে অনেক মহাপ-রাধও প্রভার পাইতে পারে। ঐ সাধারণ-স্বার্থের দোহাই দিরা. সর্বপ্রকার উত্মন্ত ব্যক্তিরা-ধর্ম্মোন্মন্ত, স্বাধীনতা-উন্মন্ত, দর্শনশাস্ত্র-উন্মন্ত ব্যক্তিরা-বিশ্বমানবের পরম স্বার্থের উদ্দেশে, অনেক জ্বন্য कांक कि करत नाहे ? चवना चानक नमत्र, त्नहे नकन कारकत সহিত উচ্চতর নি:স্বার্থভাবও মিশ্রিত ছিল।

এই नौठिवारित आत धक्षि जून-चत्रः महन धवः महरनत

একটি প্রয়োগ-ম্বল-এই উভরকে উহা এক করিয়া ফেলে। যদি অধিকতম লোকের প্রম আর্থিই মঙ্গল হয়, তাহা হইলে, ইহার পরিণাম স্পষ্টই দেখা যাইতেছে;—তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, ৩ধু একটা সাৰ্বজনিক ও সামাজিক ধৰ্মনীতিই আছে, নৈজিক কিংবা ব্যক্তিগত ধন্মনীতির কোন অন্তিত্ব মাই; ওধু এক শ্রেণীরই কর্ত্তব্য আছে.--অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য: নিজের প্রতি আমাদের কোন কর্ত্তব্য নাই। কিছ এই দিছাত অমুসারে, আমরা ঠিক সেই সকল কর্ত্তবাকে ছাঁটিয়া ফেলিভেছি ঘাহার বিদ্যামানে অন্ত সমস্ত কর্ত্তবা गाधन कदा जामारान्द्र शक्क मछव इहा। मुक्ताराक्का स्महे वाक्तिवहे সহিত আমাদের নিত্য সম্বন্ধ থাহাকে আমরা "আমি" বলি। এক हिनाद आयि । आया न्यां । त्र न्यां आया नर्सालका অভান্ত। প্লেটো একটা কথা বেশ বলিয়াছেন :--আমি আমার অন্তরে একটা সমগ্র নগরকে বহন করিতেছি.—ভাব, ধারণা, বাসনা প্রবৃত্তি, चार्त्तग, रुष्टी প্রভৃতির दात्रा উহা অধ্যুদিত; এই সকলের জন্য বিধিবাৰত্বা ত্বাপন করা নিতান্তই আবশাক। কিন্তু প্রাপ্তক্ত নীতিবাদ অনুসারে, এই নিতান্ত-মাবশ্যক আত্মশাসন-ব্যবস্থাকেই রহিত করা इहेर्डाइ: वर्शर निक्षिक धर्मनीडिरक-माधानिष्ठं कर्द्धवारक विम-ৰ্জন করা হইতেছে।

আর একটি নীতিবাদের কথা বণিব যাহার বাহিরটা দেখিতে বেশ উন্নত কিন্তু যাহার ভিতরে একটা দ্বিত নীতি প্রাক্তর রহিয়াছে। কেহ কেহ এইরূপ বিশাস করেন যে, কেবল ঈশবের ইচ্ছার উপরেই চারিত্র-নীতির ভিত্তি স্থাপিত। সেই ইচ্ছার অনুসরণ ও লব্দনের সহিতই ঈশব দও-পুরস্কার জুড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই দও-পুরস্কারের শারা চালিত হইয়াই মৃত্বয় কার্য্যে প্রস্তুত্ত হর। এই বিষয়ট একটু সংকোচের সহিত আলোচনা করিতে হইবে।
এ কথা সত্য,—বিবিধ যুক্তির দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপদ্ন
হর বে ঈশ্বই নীতির চরম ও পরম মূলতর;—এমন কি ইহা
বেশ বলা যাইতে পারে যে, ঐশ্বিক ইচ্ছার বহি:প্রকাশই
মঙ্গল; কেন না, ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই সনাতন স্পায়ধর্মেরই অভিবাক্তি যাহা তাঁহার মধ্যে নিতাকাল অবস্থিত। অবশ্য ঈশ্বের এই
ইচ্ছা—তিনি যে নারের নিয়ম আমাদের বৃদ্ধির্বিও ও হৃদরের মধ্যে
নিহিত করিয়াছেন, দেই নিয়ম অফ্লারে আমরা কান্ত করি;
কিন্ত ভাই বলিয়া তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না,—তাঁহার
শামধেয়ালি ইচ্ছা-অফ্লারে তিনি এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন।
পরত্ব,—স্থানের নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেই রহিয়াছে; কেন না,
সেই নিয়মের মূল তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে, তাঁহার অপ্তর্তম স্থরণের
মধ্যেই চিয়বিল্যমান।

ৰে নীতিবাদ ঈখরের ইজ্ছার উপর স্থাপিত, দেই নীতিবাদের
মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহা বাদ দিয়া তাহার মধ্যে যাহা মিখ্যা,
যাহা অসঙ্গত, যাহা নীতিবিক্ষ তাহাই আমরা দেখাইতে চেট্রা
করিব।

প্রথমত, যে কোন ইচ্ছাই হউক না কেন, —ইচ্ছার দ্বারা যেমন সত্য স্থলরকে প্রতিষ্ঠিত করা যার না, সেইরূপ ইচ্ছার দ্বারা মঙ্গলকেও প্রতিষ্ঠিত করা যার না। ঐথরিক ইচ্ছা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা আমাদের নিজের ইচ্ছা হইতেই উংপর। ভাল করিয়া বৃঝিয়া লেখিলে, এই ছই ইচ্ছার মধ্যে অদীম ও স্পীমের প্রভেদ ভিন্ন আর কোন প্রভেদ নাই। এখন দেখ, আমার ইচ্ছার দারা কোন সত্যকে আমি লেশমাত্রও স্থাপন করিতে

भावि ना। आसाव हेक्टा ननीस विवाह कि भावि ना ना. তাহা নহে : অদীমলক্তিদম্বিত হইলেও ইচ্ছা এই বিষয়ে সমান অশক্ত। আমার ইচ্ছার প্রকৃতিই এই,—কোন কাজ করিবান্ন मभग्न এই জान है शास्त्र,—आमि देखा कतिरत देशन छैन्होंहा छ ক্রিতে পারি: আর ইহা ইচ্ছার একটা আগন্তক লক্ষণ নছে. ইহাই ইচ্ছার মুখ্য লক্ষণ; অতএব, এরূপ ধদি মদে করা যায়. সত্য কিংবা সত্যের বে স্বংশকে ন্যায় বলে, তাহা-কি ঐশবিক, কি মানবিক—কোন ইচ্ছার ঘারা স্থাপিত হইরাছে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয়, অন্ত কার্যোর ধারা অন্ত আর কিছু স্থাপিত হইতেও পারিত; অভায়কে ভায় করা বাইতে পারিত. ভায়কে অভায় করা যাইতে পারিত; কিন্তু এরূপ অঞ্জৰতা ভার ও সত্যের প্রকৃতি-বিকৃত্ধ। বাস্তবপক্ষে, দার্শনিক তত্ত্বসমূহের স্থায় নৈতিক তবগুলিও স্বত:সিদ্ধ ধ্রুবসতা। কারণ বাতীত কার্যোছ সম্ভাব, বন্ধ বিনা গুণের সম্ভাব ঈশ্বরও ঘটাইতে পারেন না : সত্য পালন করা, সভ্যকে ভালবাসা, প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করা মদ্দ-ইহাও ঈশ্বর স্থাপন করিতে পারেননা। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ স্ত্রগুলির ক্লায় নৈতিক স্ত্রগুলিও অপরিবর্ত্তনীয়। মনটেদকিউ সম্প্র নিয়ম সম্বন্ধে সাধারণতঃ যাহা বলিয়াছেন, নৈতিক নিয়মের मयस्त (म कथा विरायकार प्रयोक इटेर भारत। देश मिरे मव অবশ্যস্তাবী সম্বন্ধ যাহা বস্তুসমূহের নিজম্ব প্রকৃতি কিংবা স্বরূপ হইতে উৎপন্ন।

ধরিয়া লও,—মঙ্গল ও ভার ঈখরের ইচ্ছা ইইতেই উৎপন্ন হইরাছে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে অবশাকর্ত্তবাতার ভাব আছে তাহাও ঈশবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে কিন্তু কোন ইচ্ছার বারাই অবশাকর্ত্তব্যতা স্থাপিত হইতে পারে না। ঈশবের ইচ্ছা—
একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের ইচ্ছা;—আর আমি একটি কুদ্র
হর্বন জীব। একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের সহিত একটি কুদ্র
হর্বন জীবের এই যে সম্বদ্ধ—ইহার মধ্যে কোন নৈতিক ভাব
থাকিতে পারে না। বলের বারা বাধ্য হইয়া কোন বলবান ব্যক্তির
আজ্ঞা আমরা পালন করি, কিন্তু অবশাকর্ত্তব্য:বোধে ভাহা পালন
করি না। ঈশবের অভ্যাভ্য উপাধি হইতে যদি মুহুর্ত্তের জন্য ঈশরের ইচ্ছাকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়, ভাহা হইলে দেখিব,
ক্রেমরিক ইচ্ছা-প্রেরিভ হ্লভ্যা আদেশের মধ্যে ভ্রান্তের কণা মাত্র
করিব নাই; স্বতরাং ভাহা হইতে অবশ্য কর্তব্যভার কণা মাত্র
হায়াও আমার হদরে অবভীন হইবে না।

কেহ কেহ এই কথা বলিয়া উঠিবেন:—এই যে অবশাকর্তবাতা ও লায়—ইহা ঈখরের থাম্থেয়ালী ইচ্ছা হইতে নহে পরস্ক ঈখরের লায়-ইচ্ছা হইতেই স্থাপিত হইয়াছে। বেশ কথা। তাহা হইলে ত সবই উন্টাইয়া যায়। তবেই দাঁড়াইতেছে—নির্বচ্ছির ঈখরের ইচ্ছা হইতে এই অবশাকর্তব্যতার উৎপত্তি নহে, পরস্ক যে জ্ঞানের বারা তাঁহার ইচ্ছা নিয়মিত হয় অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে বে লায়ধর্ম অবহিত, সেই জ্ঞানই, সেই লায়ধর্মই এই অবশাকর্তব্যতার ভাব আমাদের মনে আনিয়া দের। অতএব, নাায়-অল্লায়ের যে প্রভদ, তাহা তাঁহার ইচ্ছার কার্য্য নহে।

আর একটি নীতিবাদের কথা বলিব যাহার বাহিরটা দেখিতে বেশ উন্নত কিন্তু যাহার ভিতরে একটা দ্বিত নীতি প্রচ্ছন রহিরাছে। কেহ কেহ এইরূপ বিখাদ করেন যে, কেবল ঈশরের ইচ্ছার উপরেই চারিত্রনীতির ভিত্তি স্থাপিত। দেই ইচ্ছার অফুলরণ ও লক্তনের সহিতই দিখর দণ্ড প্রস্থার ভূড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই
দণ্ড প্রস্থারের হারা চালিত হইরাই মহুধ্য স্থকীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।
এই বিষয়ট একটু সংকোচের সহিত আলোচনা করিতে হইবে।
এ কথা সত্য,—বিবিধ যুক্তির হারা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন
হয় যে দিখরই নীতির চরম ও পরম মূলতত্ত্ব;—এমন কি ইহা বেশ
বলা যাইতে পারে যে, ঐখরিক ইছোর বহিঃপ্রকাশই মঙ্গল; কেন
না, দ্বস্থরের ইছো সেই সনাতন গ্রায়ধর্মেরই অভিবাক্তি যাহা তাঁহার
মধ্যে নিত্তা অবস্থিত। অবশা ঈখরের এই ইছো—তিনি যে স্থায়ের
নিয়ন আমাদের বৃদ্ধিবৃত্তি ও হল্বের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন, সেই
নিয়ম অহুগারে আমরা কাজ করি; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা হইতে
একপ সিদ্ধান্ত হয় না,—তাঁহার থামধেয়ালি ইছো অনুসারে তিনি
এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। সে কথা দ্রে থাকুক,—নায়ের
নিয়ম দ্বাধারের ইছোর মধ্যে এই জন্যই রহিয়াছে, বেহেতু সেই নিয়মের মূল তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে, তাঁহার অন্তর্গম স্বরূপের মধ্যেই
চিত্রবিদামান।

ঈখরের ইচ্ছার উপর যে নীতিবাদ স্থাপিত, দেই নীতিবাদের
মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহা বাদ দিয়া তাহার মধ্যে যাহা মিথা,
যাহা অসকত, যাহা নীতিবিক্ত তাহাই আমরা দেখাইতে চেটা
করিব।

প্রথমত, যে কোন ইচ্ছাই : হউক না কেন,—ইচ্ছার দার। যেমন সত্য স্থানরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, দেইরূপ ইচ্ছার দারা মঙ্গলকেও প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ঐশ্বরিক ইচ্ছা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা আমাদের নিজের ইচ্ছা হইতেই উৎপর। ভাগ করিয়া ব্যিয়া দেখিলে, এই ছই ইচ্ছার মধ্যে অধীম ও স্থীমের প্রভেদ ভিন্ন এবং তাহা হইলে ধর্মনীতির মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্যভার ভাষও কিছুই থাকে না। আবার যদি ন্যায়কেই ঈথরেজ্বার প্রমাণ বিদিয়া ধর,
—বে স্থার, তোমার দিদ্ধান্ত অম্পারে ঈথরের ইচ্ছা হইতেই প্রামাশিক্তা লাভ করে,—তাহা হইলে তুমি চক্র-স্থারের ল্রমে পতিত
হইবে।

আর একটা চক্র-ন্থারের ত্রম আরও স্পইরূপে এই হলে লক্ষিত হয়। প্রথমে, ঈশরের ইচ্ছা হইতে ন্যায়ধর্ম উৎপর—এই দিদ্ধান্ত বৈধরূপে স্থাপন করিতে হইলে, বাধ্য হইয়া তোমাকে মানিয়া লইতে হয় বে, এই ইচ্ছা ন্যায়মূলক, কিন্তু আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, শুধু এই ইচ্ছা হইতে ন্যায়ধর্ম কথনই স্থাপিত হইতে পারে না। তা ছাড়া, স্পটই দেখা যাইতেছে, যদি পূর্বহুতেই তোমার মনে ন্যায় সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা না থাকে, ঈশরের কোন ইচ্ছা ন্যায়মূলক তাহা তুমি বুঝিতেই পারিবে না।

এক পক্ষে, ঈশবের ইচ্ছা কি তাহা না জানিয়াও ন্যায় স্থকে তোমার একটা ধারণা থাকিতে পারে, ও আছে; পক্ষান্তরে, ন্যায় স্থকে তোমার কোন ধারণা না থাকিলে, ঐশবিক ইচ্ছার ন্যায়তা ভূমি ব্রিতে পারিবে না।

এখন দেখ, আমরা যে নীতিবাদ সম্বন্ধে বিচার করিতেছি তাহার চূড়ান্ত দিলান্তটি এই;—গুধু ঈর্যরের ইচ্ছাতেই অমুক কাল ন্যায়্য ও অমুক কাল অন্যায়্য বিলয়া নির্দারিত ইইইয়াছে। গুধু একটা থামথেয়ালি আদেশের ধারাই যে এই ইচ্ছা অভিব্যক্ত ইইতেছে তাহা নহে,—আবার এই ইচ্ছা, ঐ আদেশের সঙ্গে আশা ও ভরের ভাব জুড়িয়া দিয়াছে।

পারলৌকিক দণ্ডের ভয় ও প্রস্কারের আশা কোন্ মানব-বৃত্তির

উপর কার্য্য করে? যে বৃত্তির বশবর্তী হইয়া আমারা ইহলোকেই ছ:থকে ভয় করি, ও স্থাপের অধেষণ করি, সেই একই বৃত্তির উপর কাল করে,—সেই বৃত্তিটি কি ?—না, কলনার ঘারা উত্তে-**ৰিত আমাদের ঐক্রি**য়িক অমূভবশক্তি অর্থাৎ .আমাদের সেই उक्ति याश मर्खाएनका भद्रिवर्खनगौन, এवः मनुषाकाण्यि मर्पा याशव তারতম্য সর্বাপেকা অধিক। পারলৌকিক মুধ ও চু:ধ, যাহা मर्साराका जनस अवह हमस इरेडि ভाবকে आमारमंत्र अस्टात, উত্তেজিত করে—সে চুইটি ভাব কি ?—না, আশা ও ভয়। বয়স, স্বাস্থ্য, একথণ্ড চলস্ক মেঘ, সূর্য্যর একটি রশ্মি, এক পেয়ালা कांकि, এবং এইরূপ অসংখ্য পদার্থ-সমস্তই : আমাদের আশা ও ভাষের উদ্রেক করে। আমি এমন কতকগুলি লোককে জানি-এমন কি. এরপ কতকগুলি দার্শনিক পণ্ডিতকেও জানি, কোন কোন দিনে থাহাদের আশার হাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর ইহারই উপর কিনা নীতির ভিত্তি পত্তন করিতে হেইবে। ফলত के नौिक्तान, मानव-चाहत्रत ७५ এक है। चार्थत्र छेत्मना थाड़ा করিতে চাহে—তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। কার্য্যের ফলা-ফল গণনা করিয়া আমি যে কাজ করি, সেই গণনা ঠিক্ হইতেও পারে: তাহার হারা আমি খুব স্থবেরও আশা করিতে পারি; কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কোন ন্যায়ের ভাব দেখিতে পাই না যাতা অবশাকর্ত্তব্য বলিয়া কোন কার্য্য :করিতে আমাকে বাধ্য করিতে পারে; অথবা এই গণনা করিতে পারা, কি না পারার बरधा, त्कान भाभ भूगाउ मिथिए भारे ना, (यनि भाग्कान তাহা দেখিতে পান); ফল কথা, আমাদের অমুভবশক্তি ও কল্লনা-শক্তির ভারতম্য অনুসারে, আমাদের প্রত্যেকের মনে আশা ও ভারের তারতম্য হইরা থাকে। শেষ কথা, পারনৌকিক স্থুও চংধ. দ্ও পুরস্কারের আকারেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সব কর্মই দণ্ড পুরস্কারের যোগ্য যাহা আদলে ভাল কিংবা আদলে भना। यनि ভाल अन दलिया आगत्न कान खिनिम ना थोरक, তাল মন্দের যদি অবশ্যপ্রতিপালা কোন নিয়ম না থাকে, তবে তাহাতে না-আছে পাপ, না-আছে প্ণা; তাহা হইলে .সে পুর-भाव शुत्रभावरे नरह; स्म मख मखरे नरह। स्कन ना, जानमरमञ् धातना इहेट जोहा मधुत्री প्राप्त हम ना। य श्रम वहे जानमस्मत ধারণা নাই, দে স্থলে দণ্ড পুরস্কারের পরিবর্তে শুধু স্থের আকর্ষণ ও যন্ত্রণার ভয় ধর্ম্মের অনুশাসন-বিধির সহিত যুড়িয়া দেওয়া হয় মাত্র: সে বিধির মধ্যে কোন ধর্মনৈতিক ভাব নাই; তথন আবার আমরা সেই পার্থিব কায়িক দণ্ডবিধির ব্যবস্থায় ফিরিয়া আসি যাহা লোক-कज्ञनारक मन्त्रामिक कत्रिवात्र . अनाहे उन्जाविक हहेग्राष्ट्र এवः गाहा বাবস্থাকর্ত্তাদের প্রচারিত আইনের উপরেই নির্ভর করে: এইরূপে, এই পার্থিব দণ্ড পুরস্কারকে, বিধি ব্যবস্থাকে, আমরা পরলোকেও লইয়া যাই। আমরা পরে দেখিব—আত্মার অমরত, উহা অপেকা দচ ভিত্তির উপর স্থাপিত।

এই মিথা। ও অসম্পূর্ণ নীতিবাদগুলিকে অপসারিত করিয়া এমন একটি দিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইব, বাহা আমাদের মতে, সম্পূর্ণ সত্য; কেন না ঐ দিদ্ধান্ত, নিশ্চিত তথা ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করে না, কোন তথাকেই উপেক্ষা করে না, এবং দেই সব তথ্যের বথাব্য লক্ষণ ও মর্য্যাদািও রক্ষা করিয়া থাকে।

চতুর্থ উপদেশ।

ধর্মনীতির প্রকৃত মূলতত্ত্ব।

হক্ষনশী তহজানী, দার্শনিক পদ্ধতি সমূহের শুধু ত্রম দেধাইয়াই কান্ত থাকেন না, পরস্ক সেই ত্রমসমূহের মধ্যে সে সত্য মিশ্রিত আছে তাহা তিনি দেবিতে পান, এবং সেই সত্যশুলিকে সেই সব ত্রম হইতে বিনির্ম্ব করেন। বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহের বিক্ষিপ্ত সত্যশুলি একত্র মিলিত হইয়া একটি সমগ্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং সেই সত্যকে, প্রত্যেক পদ্ধতিই একটা বিশেষ দিক দিয়া দর্শন করে। আমরা যে সকল নৈতিক পদ্ধতি ধণ্ডন করিলাম, তাহা পরম্পর বিরোধী হইলেও, তাহাদের মধ্যে সমগ্র ধর্মনীতির মূল-উপাদানগুলি নিহিত আছে। সমগ্র নৈতিক ব্যাপারকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, শুধু ঐসকল উপাদানকে একত্র করা আবশ্যক। ফলত সমস্ত দর্শনের ইতিহাস—মানসিক ব্যাপারসমূহের বিশ্লেষণ বা বিশ্লেষণের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন পদ্ধতিবিশেরের মতে জন্ধ না হইয়া, সমগ্র মানব-আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের মনে যে সকল ধারণা ও ভাব উৎপন্ন হয় তাহাই আমরা ব্যাঘণরূপে একত্র সংগ্রহ করিব।

কতকগুলি কার্য্য আমাদের প্রীতিকর এবং কতকগুলি কার্য্য অপ্রীতিকর; কতকগুলি উপকারী, ও কতকগুলি হানিজনক;—
এক কথান্ন, সেই সকল কার্য্যের সহিত আমাদের স্বার্থের বোপ। যে
সকল কার্য্য আমাদের হিতজনক সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমরা
আনন্দিত হই, এবং বাহাতে আমাদের হানি হয়—সেইরূপ কার্য্য

জ্ঞামরা পরিবর্জন করি। যে সকল কার্য্যে আমাদের স্বার্থ দাধিত। হর আমরা নিয়ত সেই সকল কার্য্যেরই অন্সরণ করি।

এই ব্যাপারটি দর্মবাদিসমত;—আরও একটি ব্যাপার আছে বাহা উহারই মত অবিস্থাদিত।

এমন কডকণ্ডলি কার্য্য আছে, যাহার সহিত আমার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই, স্বতরাং তাহাতে আমাদের কি স্বার্থ আছে তাহা আমরা বিচার করিতে সমর্থ নহি, অথচ আমরা সেই সকল কার্য্যকে ভাল কিংবা মল্ল বলিয়া থাকি।

মনে কর, তোমার সমক্ষে একজন সশস্ত্র বলবান্ ব্যক্তি, একজন হর্মল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঁক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি মারপীট করিল, এবং তাহার পাঁঠের কড়ি হরণ করিবার জন্য তাহাকে, হত্যাকরিল। এই কার্য্যে তোমার নিজের গায়ে একটি অচড়ও লাগিল না, অথচ তোমার মন ঘুণা ও রোষে পূর্ণ হইল; সেই হত্যাকারীকে ধৃত করিয়া পুলিদে সোপর্দ করিবার জন্য, তুমি যথাসাধ্য চেন্তা করিলে। যাহাতে দে কোন না কোনরূপে দণ্ডিত ইয় তাহার জন্য তোমার আন্তরিক ইজ্ঞা হইল, এবং তুমি মনে করিলে—এইক্রপ দণ্ডবিধান করা ন্যায়সম্বত কার্য্য; যতম্বণ না তাহার উপযুক্ত মণ্ড হইল ওতক্ষণ তোমার রোষ প্রশমিত হইল না। আবার আমি, বলি, এম্বলে তোমার নিজের কোন প্রত্যাশাও ছিল না, ভয়ও ছিল না। তুমি যদি কোন ছর্গম ছর্গের মধ্যে থাকিয়া, তাহার উচ্চ চূড়াইতে এই হত্যাকাও দেখিতে, তাহা হইলেও তোমার মনে এইরূপ ভাবই উৎপন্ন হইত।

একটা হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তোমার মনে যে ভাবের উদয় হয়, জাহারই একটা মোটামুটি ছবি উপরে প্রদর্শিত হইল। এই ছবির মধ্যে যে দকল বিভিন্ন রেপার সমাবেশ আছে, তৎসম্বন্ধে একট্ বিল্লেখণ ও একট্ বিচার করিয়া দেখিলেই একটা দার্শনিক দিদ্ধাত্তে উপনীত হওয়া যায়।

এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া কোন্ ভাবটি তোমায় মনে প্রথম উদয় হইল १—অবশ্য, ঘৃণামিপ্রিত রোবের ভাব, একটা স্বাভাবিক আত্ম তোমার মনে সঞ্চারিত হইল। অতএব দেখা যাইতেছে, এমন একটা ধিলারের ভাব স্বতই আমাদের মনে জারিতে পারে—
যাহার সহিত স্বার্থের কোন সংস্রব নাই; মনের এইরূপ একটা শক্তি আছে—মনের এরূপ কতকগুলি ভাব আছে, যাহার লক্ষ্য স্থামি নিজে নহি। আমাদের মনে এমন একটা বিদ্বেষের ভাব, এমন একটা বৈষ্থের ভাব, এমন একটা বৈষ্থের ভাব, এমন একটা আত্মের ভাব আছে, যাহা আমাদের নিজের অনিষ্টাপেরা হইতে উৎপন্ন হর না, প্রত্যুত এমন সকল কার্য্য হইতে উৎপন্ন হয় যাহা আমাদের হইতে বহুদ্রে অনুষ্ঠিত হইরা থাকে, এবং যাহার আঘাত আমাদিগকে একট্ও স্পর্শ করিতে পারে না;—দেই সকল কার্য্যকে যে আমারা ঘুণা করি, তাহার একমাত্র হেতু, আমারা সেই সমন্ত কার্য্যকে মল্ম বিন্যা বিবেচনা করি।

হাঁ, আমরা সেই দকল কার্য্যকে মন্ত বলিয়া বিবেচনা করি।
সেই দব কার্য্য আমাদের মনে দে দকল ভাব উৎপাদন করে, তাহার
মধ্যে একটা বিচার ক্রিয়া প্রভ্রের আছে। যে দম্মে কোন কার্য্য
দেখিয়া ভোমার মনে ঘূণা ও রোষের উদর হয়, তখন যদি কেহ বলে,
সোমার এই নিংসার্থ রোষ ভোমার একটা বিশেষ দৈহিক গঠনের
ফল, এবং ঐ কার্য্য আদলে ভালও নহে মন্ত ও নহে—তখন এই ব্যাখ্যার
প্রতি তুমি নিশ্চয়ই বিমুধ হও, তুমি ভাহাতে কখনই সায় দিতে

পার না; তুমি তথনই বলিয়া উঠ, ঐ কার্যাটি শ্বন্তই মন্দ; তুমি তথন তথু তোমার মনের ভাবমাত্র প্রকাশ কর না, তোমার বিচারে যাহা মনে হয় তাহাই তুমি বাক্ত করিয়া থাক। তাহার পর দিন তোমার মনের উত্তেজনা উপশমিত হইলেও ঐ কার্যা তোমার বিচারে মন্দ্র বলিরাই উপলব্ধি হয়। ঐ কান্ধটা যে সর্ক্তন্ত ও সর্ক্ষালেই মন্দ্র, তাহা ছয় মাস কাল পরেও তোমার মনে হয়; তাহার কারণ,— তোমার বিবেচনার, কান্ধটা শ্বন্তই মন্দ্র। তথু তাহা নহে, তোমার বিবেচনার ঐরপ কান্ধ না করাই উচিত।

কাজটা আগলে মন্দ এবং উহা না করাই উচিত—এই যে যুগল বিচারক্রিয়া—ইহাই তোমার দ্বলা ও রোধের মূলে অবস্থিত। যদি কাজটা আগলে থারাপ না হয়, তাহা হইলে, তুমি ঐ কার্য্যের দক্ষণ যে ধিকার ও রোধ অমূভব কর তাহা তোমার ওধু একটা দৈহিক চেপ্তামাত্র এইকপ মনে করা ঘাইতে পারে;—উহা এমন একটা ব্যাপার যাহাতে কোন নৈতিক ভাবের সংশ্রব নাই; একটা প্রাকৃতিক ভীষণ কাও ঘটিলে তোমার মনে হেরপ ভাবের সঞ্চার হয় ইহা কতকটা সেইকপ ধরণের ভোব। কিছু ন্যায়ভাবে তুমি ঐ কার্য্যকারীর কার্য্যকে ভালমন্দ-নিরপেক্ষ বিলয়া মনে করিতে পার না। ঐ কার্য্যকারীর প্রতি যে ব্যক্তি দ্বাধ ও রোধ অমূভব করে, তাহার মনে এই যুগল বিশাস ছাটও থাকে যে,— ঐ কার্য্য আগলে খারাপ, এবং ঐ কার্য্য করা উচিত নহে।

কার্যাটা আসলে থারাপ এবং উহা করা উচিত নহে—এই কথাটি বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝার যে, ঐ কার্য্যকারী বাক্তি জানে যে, সে থারাপ কাজ করিতেছে,—সে ধর্ম-নিয়ম ক্ষমন করিতেছে; তাহা না হইলে, তাহার এই কাজ্টা পশুবৎ অন্ধশক্তির কাজ হইত, নীতিশক্তি ও বৃদ্ধিশক্তির কাজ হইত না ; তাহা হইলে, মাথায় পাথর পড়িলে, বেমন পাথরের প্রতি আমা-দের ঘুণা ও ক্রোধ উৎপব্ন হয় না, সেই কার্যকারীর প্রতিও সেইরূপ আমাদের ঘুণা ও ক্রোধ উৎপব্ন হইত না।

তাছাড়া, যে ব্যক্তি এই ঘুণা ও ক্রোধের পাত্র তাহার প্রক্কৃতিগত একটি বিশেষ লক্ষণ আছে; অর্থাৎ সে খাধীন পুরুষ; সে যে কাল করিয়াছে সে তাহা করিতেও পারিত, না করিতেও পারিত। ইহা স্পট্ট নেখা যাইতেছে,—কোন কার্য্যের জন্ত দায়ী হইতে হইলে, সেই কার্যাকর্তার স্বাধীনতা থাক। চাই।

তুমি চাও যে দেই হত্যাকারী ধৃত হয় এবং ধৃত হইয়া বিচারার্থ রাজপুরুষদিগের নিকট সমর্পিত হয়, উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত হয়: এবং দে দণ্ডিত হইলেই তুমি সম্ভই হও। এ কি তোমার করনার ও হৃদয়ের একটা খাম্থেয়ালী চেষ্টা মাত্র !—না, তাহা নছে ৷ তুমি শান্তই থাক, কিংবা ঘুণাও রোষে উত্তেজিতই হও, সেই হত্যা-কাণ্ডের সময়েই হউক কিংবা বছকাল পরেই হউক, প্রতিশোধ লইবার কোন ব্যক্তিগত ভাব তোমার মনে থাকিতে পারে না. কেন না তোমার উহাতে লেশমাত্র স্বার্থ নাই,—তথাপি তুমি চাও যে সেই হত্যাকারী দণ্ডিত হয়। দণ্ডিত না হইয়া প্রত্যুক্ত যদি দেই অপরাধী ব্যক্তি তাহার দেই পাপ-কার্য্যেশ্ব দরুণ কোন প্রকার দৌভাগ্য লাভ করে; তুমি তথন আবার এই কথা নিশ্চর বল যে, সৌভাগ্য লাভ করা দূরে থাক্, তাহার অপরাধের প্রারশিতক্ষরপ কঠ পাওয়াই উচিত; তুমি তাহার সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর, তুমি তখন কোন এক উচ্চতত্ত্ব স্থামবিচারের দোহাই দেও। এই যে তোমার বিচারক্রিয়া, তত্তজানীরা ইহাকে পাপ-পুণ্য-ঘটিত ৰিচার বলিয়া থাকেন। ইহাতে এইরূপ বুঝায় যে, ধর্মের পুরস্কার হথ ও অধর্মের দণ্ড হংধ—এইরূপ একটি ছর্গজ্যা উচ্চতর নিয়ম আছে বলিয়া মান্থ্য বিখাদ করে। এই নিয়মের ধারণাট মান্থ্যের মন হইতে উঠাইরা লইলে, পাপপুণ্য বিচারের কোন ভিত্তি থাকেনা; এই বিচারক্রিয়া অপসারিত করিলে, সৌভাগ্যবান অপরাধীর প্রেতি ঘৃণা ও রোষের ভাব একেবারেই ছর্ক্রোধ্য—এমন কি অসন্তব হইয়া পড়ে। তথন, কাহাকে কোন ছদ্র্ম্ম করিতে দেখিলে, সেই ছ্কর্ম্মের জন্ত তাহাকে দণ্ডিত করা যে আবশ্যক—এ কথা তোমার মনেও আবদান।

অতএব, নৈতিক ব্যাপারের সমুদাম অংশগুলি এইরপতাবে অবস্থিত:—তংসংক্রান্ত সমস্ত তথাগুলিই স্থানিনিত; উহার একটি তথাকে যদি টলাইয়া দেও,—সমস্ত নৈতিক ব্যাপারটাই বিপর্যন্ত হইরা পড়িবে। অতি সামান্ত পর্যাবেক্ষণেই ঐ সকল তথা সপ্রমাণ হর এবং উহাদের বন্ধনত্ব সহজেই আবিস্কৃত হইতে পারে, তজ্জন্ত স্ক্ষতম যুক্তির প্রয়োজন হয় না। হয়, হৃদয়ের তাবগুলিকে পর্যান্ত অধীকার করিতে হয়, নর স্বীকার করিতে হয়,—ভাবগুলির মধ্যে একটা বিচার-ক্রিয়া প্রক্রের আছে; আবার ঐ বিচার-ক্রিয়ার মধ্যে ভালমন্দের পার্থক্য জ্ঞান নিহিত আছে; এ পার্থক্য জ্ঞান হইতেই একটা অবশ্যকর্ত্তবার ভাব আসিয়া পড়ে, এবং এই অবশ্যকর্ত্তবাতা এরূপ কার্য্যকর্ত্তার প্রতিই প্রযুক্ত হয় যে বৃদ্ধিমান ও স্বাধীন; পরিশেষে পাপপ্রদার মধ্যে যে পার্থক্য আছে—যাহা ভালমন্দের পার্থেক্যেরই অন্তর্ক্রপ—সেই পার্থক্যের মধ্যে এই মূলতব্বক্টিকেও স্বীকার করিতে হয় যে, ধর্ম ও স্থ্রের মধ্যে একটা স্বাভাবিক্স সামঞ্জন্য আছে।

এ পর্যান্ত আমরা কি করিয়াছি । কোন ভৌতিকতন্তবেতা
কিংবা কোন রাসায়নিক পণ্ডিত দেরূপ কোন সংশ্লিপ্ত বস্তুকে বিশ্লিপ্ত
করিয়া আবার তাহাকে তাহার মূল উপাদানে কিরাইয়া আনেন, আমরা
কতকটা সেইরূপ করিয়াছি। এই মাত্র প্রভেদ, আমরা বে ব্যাপারের বিশ্লেবণ করিয়াছি তাহা আমাদের বাহিরে নহে—তাহা আমাদের অন্তরে অবস্থিত। তাছাড়া, বিশ্লেবণের প্রক্রিয়াটা উভয়ক্তেরে
একই প্রকার। উহার মধ্যে কোন ঘর-গড়া মত কিংবা মানিয়ালওয়া সিদ্ধান্ত নাই; উহাতে কেবল প্রত্যক্ষ পরীক্ষার কথাই
আছে।

এই পরীক্ষাকে আরও দৃঢ়নিশ্চয় করিবার জন্য, আর একটু প্রকার-ভেন করিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অন্যের কোন ভাল কিংবা মন্দ কাজ যথন আমরা দর্শন করি তথন আমানের মনের ভাব কিরুপ হয় ভাহা পরীক্ষা না করিয়া,—আমরা নিজে যথন কোন ভাল কিংবা মন্দ কাজ করি তথন আমানের মনের ভাব কিরুপ হয়, তাহাই আমানের অন্তর্মায়াকে একবার জিল্পাসা করিয়া দেখা যাক্। এইরূপ স্থলে নৈতিক ব্যাপারের বিচিত্র উপাদানগুলি আরও স্পইরূপে আমানের চোথে পড়িবে এবং উহানের পারম্পর্যাপ্ত আমানের নিক্ট সম্ধিক প্রকাশ পাইবে।

মনে কর, আমার কোন বন্ধু, মৃত্যুকালে কিছু টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ টাকা অমুক বালিকে যেন দেওয়া হয়; টাকাটা যাঁহার নামে দিয়া গেলেন, তিনিও জানেন না যে ঐ টাকা তাঁহার প্রাপান। তাহার পর, যিনি আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইল; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুপু কথাটিও চলিয়া গেলন।

যানার জন্ম এই টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রহিরাছে, তিনি তাহার বিন্দু বিদর্গও জানেন না; এখন আমি যদি 'এই টাকা আয়দাৎ করি, কেহই আমাকে সন্দেহ করিতে পারে না। এই অবস্থায় আমার কি কর্ম্তা ? ছক্ষ্ম করিবার এমন স্থ্যোগ মনে করনা ক্রাও কঠিন। তামু যদি আমার সার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করি; তাহা হইলে ঐ গচ্ছিত টাকা আয়দাং করিতে আমি একটুও ইতস্তত করি না, এবং তাহা হইলে স্থার্থবাদিদিগের মতে আমি একজন বাত্ল বিনিরা পরিগণিত হইব। আবার যদি ইতস্তত করি, নিজের প্রকৃতির নিকট আমি বিদ্যোহী হইব। আমি ইহার জন্ম দণ্ডিত হইব না নিশ্চর আনিরাও তব্ যে আমার মনে একটু ইতন্তত তার হইতেছে, ইহা হইতেই ব্যা যায় যে, স্বার্থবৃদ্ধি হইতে ভির আয় একটি প্রবৃদ্ধি আমাদের অন্তরে নিহিত আছে।

কিন্তু শভাবত আমার মনে কোন হিধা হয় না; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বে টাকা আমার নিকট গছিত রহিয়াছে তাহা আমার নহে, তাহা অস্তের। বার্থকে অপদারিত করিলে, ঐ গছিত টাকা আত্মনাৎ করিবার কথা আমার মনেও আসিবে না; কেবল স্বার্থবৃদ্ধিই আমাকে প্রকুদ্ধ করিতেছে, স্বার্থবৃদ্ধিই আমাকে পাপের পথে বলপূর্মক টানিয়া লইয়া বাইতেছে, আমি তাহাকে ঠেকাইতে পারিতেছি না। উহা হইতেই, সার্থবৃদ্ধি ও কর্তব্যবৃদ্ধি মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া বায় ; এই সংগ্রামটা কি কটপ্রদ; এই সংগ্রামে আমাদের কত সঙ্কনের বিপর্যায় ঘটিয়া আকে—কত প্রতিজ্ঞা করিয়া আবার তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সংগ্রাম হইতেই বেশ বৃঝা বায়, স্বার্থ হইতে ভিন্ন আর একটি প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে অধিটিত আছে, এবং দেই প্রবৃত্তিটি স্বার্থেরই ভায় বলবতী।

मानं क्र, व्यंतामार क्रवार्कि भत्राकृष्ठ दहेन, चार्वह बती হইল। আমি সেই গচ্ছিত টাকা ভারিরা আমার নিজের অভাব. भाषात्र পরিবারবর্গের भভাব পূর্ণ করিলাম। আমি ধনশালী ও বাহাত: হুখী হইলাম। কিন্তু আমি মনে মনে অমুতাপের তীব যাতনা অত্তব করিতে লাগিলাম। অনুতাপ বলিয়া যে একটা জিনিস আছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইহার প্রতিরূপ শব্ সকৰ ভাষাতেই আছে। এখন লোক নাই বে ন্যুনাধিক পরিমাণে ব্দুতাপ অফুভৰ করে নাই। যতক্ষণ না অপরাধের প্রায়শ্চিত হয় ততক্ষণ হাণয় দথা হইতে থাকে। আমার ক্লথ সৌভাগ্যের মধ্যেও আমার চঙ্গতির স্থৃতি আমার্কে অনুসর্গ্রণ করে: লোকের श्विवाम, এই इर्निवात्र मान्त्रीत मूथ यक्त कतिएक शादा ना। यहि এই অমৃতাণ নির্মাণ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অণরাধীর আর কোন উপার থাকে না--লে একেবারে অধংপাতে বার, ভাতার আধ্যা-স্মিক জীবন বিনষ্ট হয়। যতকণ হৰবে অনুতাপের অনুভৃতি वाद्य, ठठका बाना यात्र, स्वरद्यत वर्गीत व्यथि এद्यवाद्य निर्साविछ। उस जाहे।

অন্তাপ একটা বিশেষ প্রকারের কট। অমুক অমুক বিষয় আবার ইপ্রিরের উপর প্রতিবিধিত হইরাছে, কিংবা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলা কাথা প্রাপ্ত হইরাছে, কিংবা আমার স্বার্থহানি হইরাছে, কিংবা আমার স্বার্থহানি হইরাছে—এই কংবা আমার স্বার্থ আমি অমুতাপের কট ভোগ করি না; এই অমুতাপের কট বাহির হইতে আইলে না, তথাপি ইহার মত দারুণ কট আর্থ মাই। আমি তুপু এই অতই কট পাই বৈ, আমি আনিরা ব্রিরার্থ একটা পারাপ কারু করিরাছি, বে কারু আমি না করিবেও

করিতে পারিতাম, এবং তাহার দওস্বরূপ আমি কট ভোগ করিতেছি, এবং ইহাও জানি, আমি এই দণ্ডের উপযুক্ত পাত। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, এই অমুতাপের মধ্যে ভাল-মন্দের জ্ঞান, একটা অবশ্যপ্রতিপানা ধর্মের নিয়ম, খাধীনতা, ও পাপপুণ্যের ধারণা নিহিত আছে। কার্য্যকালে এই দকল ভাবের মধ্যে যে সংগ্রাম :চলিতেছিল, অমৃতাপকালে সেই সকল ভাব আবার আবিভূতি হয়। সেই গচ্ছিত টাকা হরণ করিবার অন্য বার্থ আসিরা আমাকে কত পরামর্শ দিল: কিন্তু কে বেন আমাকে বলিয়া দিল, গচ্ছিত ধন অপহরণ করা একটা অস্তায় কাজ; আমি বে এই কাজকে অন্তার বলিয়া বিবেচনা করি তাহা ওধু व्यक्तिक नत्त्र, वित्रकांगरे अरेक्षण मत्न कति ; ७५ ८ए अरे व्यन-श्रात्र किःवा के व्यवश्रात्र व्यञात्र वित्रा मत्न कति जाश नरह, मकन অবস্থাতেই অস্তার বলিয়া মনে করি। যাহাকে এই গচ্ছিত ধন क्तिताहेत्र। पिछ इटेरव, छाशांत्र थे धरन धाताजन नाहे, किञ्च আষার বিশেষ প্রয়েজন আছে-আমাকে এ কথা বঁলা বুগা। আমার বিবেচনার গচ্ছিত্ধন ফিরাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে একটা ভ্রম ভবা ও একাঞ্জিক কর্ত্তব্য। আমি ইচ্ছা করিলে উহা . ফিরাইরা দিতে পারি কিংবা নাও পারি-এই জ্ঞানটি থাকাতেই, আমি छैहा किवाहेबा ना मितन, जाननात्क मधाई वनिवा वित्वहना कति. আমার নিজের উপর একটা ধিলার উপস্থিত হর, আমার হৃদরে অফুতাপের যন্ত্রণা হর। এই অফুতাপের মধ্যেই সমস্ত নৈতিক ব্যাপারটা আবদ্ধ, এবং এই অনুতাপের ঘারাই সমস্ত নৈতিক কাপারের সমাক ব্যাখ্যা হইতে পারে।

नक्रीकानकित निक्रमाञ्चादत, देशत छेन्छ। अक्त्रन्छ। कि,

ভাছাও একবার দেখা যাকু; আবার উন্টা দিকট। মনে করা যাক :- বার্থের প্ররোচনা সম্বেও, হু:ধ দৈন্যের সমস্ত কট সম্বেও,-সত্য রক্ষার জন্য, ঐ গচ্ছিত ধন আমি যথাপাত্তে প্রভার্পণ করি-লাম: তখন অনুতাপের পরিবর্ত্তে আর এক প্রকার ভাব আমার অভঃকরণে আবিভূতি হইল। আমি জানি, আমি ভাল কাজ করিয়ছি: আমি জানি, আমি কোন কুত্রিম মিখ্যা নিয়মের অক্-সরণ করি নাই, কারনিক নিয়মের অমুগরণ করি নাই, পরস্ক এমন একটা নির্মের অফুগরণ করিয়াছি যাহা সতা.:যাহা সার্ব্ধ-তৌম, যাহা সমস্ত বৃদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন জীব মাত্রই অফুসরণ করিতে বাধ্য। আমি স্থানি, আমি আমার স্বাধীনতার স্থব্যবহার করিয়াছি। এই স্বাধীনতার কার্য্য হইতে, আমার মনে একটা অপূর্ব ভাব, একটা জয়োলাদের ভাব আবিভূতি হয়। অমৃতাপের পরিবর্ত্তে আমি একটা অমুপম আনন্দ অমুভব করি, এই আনন্দ আমার কিছুতেই অপনীত হইবার নহে; আমার যদি আর কিছুই না शांत्क, ७४ वरे भानम श्रामात्क मासना नित्व, श्रामात्क इःश हरेत्छ উদ্ধার করিবে। এই স্থাধের ভাবটি অন্তর্ভাপের মতই মর্মান্সালী ও স্থগভীর। সমস্ত উচ্চবৃত্তির সহিত বিদ্রোহ করিবার ফলে. মানৰ-হাদরে যেখন অমুতাপ প্রস্ত হর, সেইরূপ সমস্ত উচ্চবৃত্তির চরিতার্থতার এইরূপ আত্মপ্রাদ উৎপন্ন হয়।

নৈতিক ভাবটি—সমন্ত নৈতিক বিচারক্রিয়া ও সমস্ত নৈতিক কীবনের প্রতিধ্বনি মাত্র। উহা প্রথমেই চথে পড়ে বিদরা, খুব তলাইয়া না দেখিলে, উহাই সমগ্র নীতির ভিত্তি বিদিয়া সহসা মনে হইতে পারে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি, বিচারক্রিয়া ব্যতীত এই নৈতিক ভাব উংপন্ন হয় না। ভাবটি নীতির মৃণতত্ব নতে, পরত্ব উহা মানসিক বিচারের পরিণাব; বিচারক্রিয়া নীতি নতে, পরত্ব বিচারক্রিয়া নৈতিক ভাবের পূর্ব্ব-রন্ত্রী অবস্থা এইরূপ ব্ঝার।

মানব-নীতিতত্ত্বের সমস্ত উপাদানগুলিই এখন আমরা প্রাথ হইরাছি; এখন এই প্রত্যেক উপাদানকে আমরা পৃথক্রণে বিলেষণ করিয়া দেখিব।

বে জটিল ব্যাপারটি আয়রা এতকণ স্থালোচন। করিলাম, ভাহার মধ্যে নৈতিক ভাবটিই সর্বাপেকা প্রত্যক্ষগোচর; কিছ্ এই নৈতিক ভাবের মূলে বিচারতিরা অবস্থিত।

বিচার করিনাই আমরা ভাগ মুন্দ নির্দারণ করি এবং বিচার-ক্রিয়াই সমত্ত ভাগমন্দের মূণতৃত্ব; কিন্তু সভা ও স্থলর সম্বন্ধীর বিচার-সিদ্ধান্তের ন্যার, মুন্দল সম্বন্ধীর বিচার-সিদ্ধান্তও মানৰপ্রকৃতির স্মান্তাবিক গঠনের উপর প্রতিষ্টিত। স্ত্য স্থলর সম্বন্ধীর বিচার ক্রিয়ার মুক্ত' এই বিচার ক্রিয়াটিও সহল, আদিম, মৌণিক, ও অবিশ্লেষা।

উহাবেরই মত,' এই বিচারিদিছাতিও আমাদের ইচ্ছাসাপেক্স
লহে। কতকগুলি ক্রিরা বিদ্যায়ানে, ঐ সবছে আমরা একটা
বিচারিদিছাত না করিরা থাকিতে পারি না; সেই দিছাত কণিবার
নামরে ইহাও আনি, সেই রিচার দিছাত্তটাই তাল মন্দের
ব্যৱপ নহে, পরস্ত ঐ বিচার-দিছাত কোন্টা তাল কোন্টা মন্দ ভাহাই রিদিয়া দের মাঅ। এই বিচার দিছাত্তের ঘারাই নৈতিক ভেলাতেদের রাত্তবতা প্রকাশিত হয়; কিন্তু গৌলর্ব্যত্ত্ব বেষন
মর্শক্রের নেক্ল হইতে বত্তর, বেমন সার্ক্তিম ও অবশান্তারী সত্তাস্থানি সভ্যের প্রকাশক জ্ঞান হইতে বত্তর, সেইরূপ মন্দের বিচারবিছ্যাত্ত্ব মন্দ্র হইতে বৃত্তর।

मानव-कार्यात्र ভान-मन्त बाखव-नक्रनयक्ट.--यनि ९ के प्रकत मकन हत्कत वातां पर्नन कता यात्र ना. हत्यत वातां अर्भ कता यात्र না। কোন কার্য্যের ভৌতিক গুণের সহিত তাহার নৈতিক গুণকে একীভুত করা যায় না বলিয়া সেই নৈতিক গুণ যে কম নিশিতত তাহা নহে। এইঞ্জুই, যে স্কল কার্য্য ভৌতিক হিসাবে সমান. তাহা নৈতিক হিনাবে খুবই ভিন্ন। হত্যা সুকল সময়েই হত্যা: ष्मातक ममग्र. छेड्रा महाभवाध इटेल्ल दिधकार्याकारण शविश्राणिक হয়; তাহার দৃষ্টান্ত,—যথন হত্যার সহিত প্রতিশোধ লইবার ভাব না থাকে, স্বার্থের সংস্রব না থাকে, যথন ওধু আজুরক্ষণের बग्रहे हजाकार्या माधिज इयु, ज्थन तम इका देवध हजा। बुद्ध-পাত করিনেই মহাপরাধ হয় না, নির্দোষীর রক্তপাত করিলেই মহাপরাধ হয়। निर्फाधिতा ও অপরাধ, ভাল ও মন্দ,-- চির-নির্দিট্ট বিশেষ বিশেষ রাহ্য অবস্থার মধ্যে অবস্থিতি করে না। বাহা রূপ विভिन्न रहेला अत्रा व्यवहा कथन ममान कथन अममान रहेला अ. উহার মধ্য হইতে নির্দ্ধোষিতা ও অপরাধকে, ভাল ও মলকে, श्वामारमञ्ज ख्वान ठिक हिनिया नहेर्छ भारत ।

আমাদের মনে হয়, ভাল মন্দ যেন সর সময়েই বিশেষ বিশেষ কার্যা লাইয়াই ব্যাপৃত; কিন্তু সেই সব কার্য্যের যে বিশেষত্ব আছে, দেই বিশেষত্বের দক্ষণ সেই সব কার্য্য আসলে ভাল কিংবা মন্দ নহে। তাই, আমরা যথন বলি, সক্রেটিসের প্রতি মৃত্যুদগুবিধান অতীব অস্তান্ধ এবং লেওনিভাসের আত্মবলিদান অতীব প্রশংসনীয়, তথন আমরা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যায় মৃত্যুদগুকেই নৃষ্ণীয় মনে করি, এবং একজন বীরের আত্মোৎসর্গকেই প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি; করি বীরের নাম লেওনিভাসই ইউক কিংবা Assasই ইউক, সেই

জ্ঞানীর নাম সজ্ঞেটিদই হউক কিংৰা Barlly হউক, তাহাতে কিছুই স্পাদিরা যায় না।

व्यामात्मत्र जान-मन्तर्गःकोन्छ विठाव-किया क्षथरम विरूप विरूप कार्याहे अपूक इम्र अवर मिटे विठात्रिक्या इटेटाइ कडक अनि সাধারণ মূলভত্ব প্রস্ত হয়,—যাহা পরে, মূলুণ কার্যা সকল বিচার করিবার সময়ে বিচারের নিয়ম হইয়া দাড়ায়। বেমন অমুকটির অমুক কারণ ইহা বিচারের বারা দিয়াস্ত করিবার পরে আমরা এই নাধারণ দিলান্তে উপনীত হই যে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে. भिरेत्रभ आमत्रा वित्नव वित्नव कार्यामधास त्य देनिक मिसास कति. ভাহাই আমাদের নৈতিক বিষয়সংক্রাম্ম বিচারের সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। তাই প্রথমে আমরা লেওনিডাদের মুতার প্রশংসা কৰি, পৰে তাহা হইতেই এই সাধাৰণ দিছাত্তে উপনীত হই যে, স্থাদেশের জন্ম প্রাণ দেওয়া ভাল। লেওনিডাদের সম্বন্ধে যথন এই সিদান্ত প্রয়োগ করিয়াছিলাম তথনও এই সিদান্তটি আমাদের জানা ছিল, তাহা ना হইলে এই বিশেষ ভালে উহার প্রয়োগ অবৈধ হইত, এমন কি. উহা প্রয়োগ করা সম্ভব হইত না : ফলত ঐ বিশেষ প্রয়ো-গের সহিত ঐ সাধারণ সিদ্ধান্তটিও জড়িত ছিল। পরে যখন এই गांधात्रण निष्कास्त्रीते वित्नव हरेत्व जांभनात्क विनिम्क कतिन, गार्स-ভৌম ও অবিমিশ্র আকারে আমাদের নিকট আবিভূতি হইল, তখন ঐ সিদ্ধান্তকে আমরা সদৃশ হলে প্রয়োগ করিতে লাগিলাম।

অন্ত বিজ্ঞানের তার, নীতিশাত্রেরও কতক্ত্তনি বতঃ দিছ মৃশস্ত্র আছে; দকল ভাষাতেই এই দকল মৃশস্ত্র নৈতিক সভ্যরূপে অভিহিত হইরা থাকে।

শপথ ভক্ষ করা উচিত নহে ইহাও একটি সভা ৷ বস্তভঃ শপথ

রক্ষা করা সত্যের মধ্যেই ধর্ত্তব্য এবং এই উদ্দেশেই বিচারালয়ে শপথ করান হইরা থাকে। নৈতিক সত্যগুলি, সত্যের হিসাবে গাণিতিক সতা হইতে কম নিশ্চিত নহে। গঞ্জিত দ্ৰোর ধারণাটা যদি পোড়ার ধরিরা লওরা যার, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি,-বেমন ত্রিকোণের ধারণার সহিত এই একটি তম্ব সংযুক্ত থাকে যে, উহার তিন কোণ উহার হুই ঋত্ব কোণের সমান, সেইরূপ গচ্ছিত ত্রব্যের ধারণার সহিত এই ধারণাটি সংযক্ত থাকে বে. বিশাসভঙ্গ না করিয়া ঐ গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষা করা নিতান্তই কর্ত্বা। তুমি ইচ্ছা করিলে, এই গচ্ছিত দ্রবা সম্বন্ধে বিশ্বাসভঙ্গ করিতে পার : কিন্তু এই বিধাসের নিয়ম ৰুখ্যন করিয়া, তুমি সভাকে উণ্টাইতে পারিবে এরূপ মনে করিও না: কিংবা ইহাও মনে করিও নাবে, গচ্ছিত বস্তু কথনও তোমার নিজম্ব হইতে পারে। এই ছই ধারণা পরস্পারকে খণ্ডন করে। পঞ্চিত দ্রবা নিজন্ম-রূপে বাবহার করিলে, উহা স্বামিত্রের সাদৃশ্য ধারণ করে মাত্র, কিন্তু আসলে উহাতে স্থানিত্ব বর্তায় ন। ; প্রবৃত্তির আবেগ যতই প্রবল হউক না, স্বার্থের মিথ্যা জলনা উহার ममर्थान युक्त दिल्ली करूक ना. छेशानत माथा एव खुक्रानेज एका আছে তাহা কথনই উণ্টাইতে পারিবে না। এই জ্বন্তই নৈতিক সত্য এরপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। অনা সত্যের ন্যার, নৈতিক সত্যও-নাহা আছে তাহাই আছে: কাহারও ধেয়ালে উহা একট্ও এদিক ওদিক र्य ना।

অন্ত সভ্যের সহিত নৈতিক সভ্যের বিশেষক এইটুকু:—নৈতিক সভ্য বখনই আমাদের জানগোচর হয়, তখনই আচরণের নিয়মরণে উহা আমাদের নিকট আবিভূতি হয়। যদি এ কথা সভ্য হয় বে, বধার্থ অধিকারীকে প্রভাগণ করিবার জন্তই কোন দ্রবা গচ্ছিত রাধাঃ হইরাছে, ভাষা হইলে দেই দ্রুবা ভাষাকে প্রভাগণ করিতেই হইবে।
বিখাসের অবশান্তাবিভার সহিত এছলে কার্য্যের অবশান্তাবিভা সংবালিক হইরাছে। কার্য্যের যে এই অবশান্তাবিভা—ইহাই কর্ত্তবাতা। যে নৈতিক সভাসমূহ, জ্ঞানের চক্ষে অবশান্তাবী, ভাষাই ইচ্ছার নিকট কর্ত্তবা। অর্থাৎ ইচ্ছা ভাষা করিতে বাধা। যে নৈতিক সভ্য কর্ত্তবার মূলীভূত, সেই নৈতিক কর্ত্তবাঙ, শতংসিদ্ধ অর্থাৎ অনলাপেক। যেমন অবশান্তাবী সভাগুলি, নানাধিকরপে অবশান্তাবী নহে, সেইরূপ নৈতিক কর্ত্তবাও নানাধিক পরিমাণে কর্ত্তবা নহে। বিভিন্ন কর্ত্তবার মধ্যে গুরু লতুতার বাপ আছে সভা, কিন্তু ব্যাহ কর্ত্তবার মধ্যে গুরুপ কোন ধাপ নাই। কোন স্থলেই প্রায় কর্ত্তবার মধ্যে গুরুপ কোন ধাপ নাই। কোন স্থলেই প্রায় কর্ত্তবার মধ্যে গুরুপ কোন ধাপ নাই। কোন

বদি কর্ত্তবাতা শ্বতঃনিদ্ধ হয়—তাহা হইলে উহা অপরিবর্তনীর ও সার্ক্তোম। কারণ, যদি আজিকার কর্ত্তব্য ক্লাকার কর্ত্তব্য হইতে মা পারে, তাহা হইলে কর্ত্তব্যতার মধ্যেই একটা প্রতেদ আসিয়া পান্ধে,—তাহা হইলে কর্ত্তব্যকে আপেন্ফিক ও আগত্তক বলিতে হয়।

কর্তব্যের এই খতঃসিজ্বতা, অপরিবর্তনীরতা, সার্প্রভৌষতা এক নিশ্চিত ও শ্বপাঠ বে, খার্থবানীরা উহাকে তিমিরাচ্ছর করিবার চেটা করা সবেও, আধুনিক তত্ত্বিদ্যা-জগতের একজন গভীরদর্শী নীতি-বেতা, কর্তব্যের উপরি-উক্ত লক্ষণগুলি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া-ছিলেন; তাঁহার বিবেচনার ঐ গুলিই সমগ্র নীতির মৃশত্ত্ব। যে খার্থ কর্তব্যকে ধ্বংদ করে এবং যে ভাব-রদ কর্তব্যকে হর্মণ ক্রিয়া ক্তেলে, ঐ উভর হুইতেই Kant কর্তব্যকে পূথক্ ক্রিয়া কর্তব্যের শৃক্ত লক্ষণকে পুন:প্রতিষ্ঠিত ক্রিয়াছেন। Helvetius-এর খুক্ত

ভিনি কর্ত্রের পৰিত্র নির্ম পর্যন্ত উথান করিবা কর্ত্রের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিবাছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি তিনি যথেষ্ঠ উচ্চে ওঠেন নাই;—তিনি কর্ত্রের মূলতন্ত্র উপনীত হন নাই।

Kant-এর মতে, যাহা অবশ্রকর্ত্তরা তাহাই ভাল, তাহাই মকল। কিন্তু যুক্তির নিরমাগুলারে,—কোন কার্য্য অতঃ ভাল না হইলে, দেই কার্যা লাখন করিবার অবশ্যকর্ত্তরাতা কোথা হইতে আদিবে? কোন গছিত বস্তু নিজ্ব—এই কথা আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অস্বাকার করে বলিগাই প্র্ছিত ভ্রবা আমুদাং করা অপরাধের কার্যা হর নাই কি? যদি কোন কার্য্য উচিত এবং কোন কার্য্য অমুচিত হর, তাহা হইলে এই ছই কাজের মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ অবশ্যই আছে। ভালোর উপর অবশ্যকর্ত্তরাতাকে স্থাপন না করিরা অবশাক্তরিভার উপর ভালোকে স্থাপন করাও যা—কারণকে কার্যাকরণে গ্রহণ করাও ভাগে।

যদি কোন সজ্জনকে আমি জিপ্তাসা করি, নিজের ছংখলারিপ্রা সংবংও সে গক্তিত দ্রবা আত্মসাং করিল না কেন । সে উত্তর করিবে:—সাত্মসাং না করাই তাহার কর্ত্তর। তাহার পরেও বদি আমি তাহাকে জিপ্তাসা করি, কিজ্ম ইহা তাহার কর্ত্তরা, সে এই প্রশ্নের উত্তরে এই কথা আমাকে বেশ বলিতে পারে:—কারণ ইহাই ফ্রায়গদত কাল, ভাল কাল। ঐথানে আসিয়াই সমস্ত উত্তর থামিয়া বার। ঐবানে সমস্ত প্রশ্নও থামিয়া বার। এ কথা বধনই বীকার করা হয়,—বাহা আমাদের কর্ত্তর বলিয়া মনে হইতেছে ভাহা ফ্রারব্রি হইতে প্রস্তুত, তথনই মন পরিতৃষ্ট হয়। কারণ উহা এমন একটা স্পত্রে আসির। পৌছার বাহার ওদিকে আর কিছুই আবেষণ করিবার নাই ;—কারণ, ত্যার আপনই আপনার মৃণতত্ব।
ত্যারের সহবোগেই নৈতিক সত্যগুলির সত্যতা নিশার হয়। মহুবারে
পরস্পরের মধ্যে যে সহক্ষ—সেই সম্বন্ধের মধ্যে যে ভাল ও মল্প
প্রকাশ পার সেই ভাল ও মল্পের মূলগত প্রভেদটি কি ?—না, ত্যার।
এই ত্যারই ধর্মনীতির স্কপ্রেধান তব।

নাম—কোন কারণের কার্যা নহে, কেন না, উহা আপেকা উচ্চতর মূলতবে আরোহণ করা অসম্ভব। পূব ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, কর্ত্তবা মূলতব্ব নহে, কারণ কর্ত্তব্যের উপরেও আর একটি মূলতব্ব আছে যাহা কর্ত্তব্যে প্রযুক্ত হয়, যাহার উপর কর্ত্তব্যের প্রামাণিকতা নির্ভর করে—বে কি ?—না, স্থার।

বেমন মূল দতা, আমাদের নিকট অবশান্তাবারপে প্রতীয়মান হইলেও—ক্যাণ্টের 'ভাবা-অনুদারে—উহা কম অপেক্ষিক ও কম বিষয়ীগত নহে, (Subjective) দেইরপ নৈতিক দতাও আমাদের নিকট অবশাকর্ত্তবারূপে প্রতীয়মান হইলেও উগা কম বিষয়ীগত নহে; কিন্তু যদি ক্যাণ্টের ন্যায়, অবশ্যকর্ত্তবাতা ও অবশান্তাবিতাতে আদিয়াই থামা যায়, তাহাহইলে অজ্ঞাতদারে দতা ও মধলকে— একেবারে ধ্বংদ করা না হউক,—তুর্বল করিয়া ফোনা হয়।

মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যে অবশান্তাবী প্রভেদ আছে সেই প্রভেদের মধ্যেই অবশাক্তব্যতার পনভূমি; আবার অবশাক্তব্যতাই, বুক্তি-অনুসারে স্বাধীনতার পত্তনভূমি। যদি মানুষের কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে, তাহা হইলে অবশ্য দেই কর্ত্তব্য সাধন ক্রিবার শক্তিও তাহার থাকা চাই;—ধর্মনিয়ম পালন করিবার অন্ত, বাসনা ও প্রবৃত্তিকে প্রভিরোধ ক্রিবার সামর্থাও থাকা চাই, মানুষের স্বাধীনতা বাকা চাই। বস্তুত্ত মানুষ স্বাধীন—ভাহা না হইলে, মানব-

প্রাকৃতির মধ্যে একটা আগ্রবিরোধ উপস্থিত হর। অবশাকর্ত্তব্যতার নিশ্চিততার সঙ্গে সঙ্গে, স্বাধীনতার নিশ্চিততাও আপনিই আসিরা পড়ে।

অবশ্য, ইহা খাধীনতার একটে উৎরপ্ত প্রমাণ; কিছু Kant বে মনে করেন, ইহাই খাধীনতার একমাত্র বৈধ প্রমাণ—এইটিই Kant-এর ভূল। আশ্চর্যোর বিষয় এই যে তিনি সাক্ষীচৈতভার প্রমাণ না মানিয়া, কেবল যুক্তির প্রমানই গ্রহণ করিয়াছেন। যুক্তির প্রমাণ কি আহাটেতনাের দ্বারা দৃঢ়ীকত হওয়া আবশ্যক নহে ? আমার খাধীনতা আমার কি একটা নিজম্ব জিনিস নহে ? পরীক্ষাবাদের সম্বদ্ধে (Empirism) তাঁহাের বিষম ভর না থাকিলে, সাক্ষীটেতনাের সাক্ষা তিনি অবিখাস করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহা হইলে যুক্তির উপরেও অনীম বিখাস স্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় না। আমারা যেরপভাবে পৃথিবার গতিকে বিখাস করি, সেরপভাবে আমরা আমাদের খাধীনতাকে বিখাস করি না। আমাদের অন্তরে ক্রমাণত স্বাধীনতারে ভাব অন্তর করি বলিয়াই আমরা খাধীনতাকে বিখাস করি।

কোন একটা কাজ উপস্থিত হইলে, সে কাজটা করিবার জনা আনরা ইক্ষা করিতেও পাবি, নাও করিতে পারি—ইহাসতা কি নাং—এই প্রশ্নটির মধ্যেই সমস্ত স্বাধীনতার সমসা বিদামান।

কাজ করিবার শক্তি ও ইচ্ছা করিবার শক্তি—এই ছইয়ের পার্থক্য প্রথমে নিদ্ধারণ করা যাউক। অবশা, আমাদের অধিকাংশ মনোরতিই আমাদের ইচ্ছার সেবায় নিযুক্ত ও ইচ্ছার শাসনাধানে অধিষ্ঠিত; কিন্তু এই ইচ্ছার আধিপত্য প্রকৃত হইলেও নিতান্ত সীমা-বদ্ধ; আমি আমার বাছকে নাড়াইতে ইচ্ছা করি,—অনেক সময়েই নাড়াইতে সমর্থ হই। কিন্তু আমার পেশীসমূহ পক্ষাঘাতএত হইকে আমি আনেক সমর আমার বাহকে নাড়াইতে সমর্থ হই না, ইত্যাদি; কার্যোর সম্পাদন সব সময়ে আমার উপর নির্ভর করে না; কিন্তু সব্ধেই আমার উপর নির্ভর করে কি ?—না আমার কার্য্য করিবার সংকর। বাহিরের চেঠা নিবারিত হইতে পারে, কিন্তু আমার সংকর কথনই নিবারিত হইতে পারে না; নিজ ইচ্ছার রাজ্যে ইচ্ছাই সর্বমন্ত্র অধিপতি।

ইচ্ছার এই সর্বমর আধিপত্য আমরা অন্তরে উপলব্ধি করি ।
ইচ্ছাশক্তি কি প্রকারে প্রযুক্ত হইবে, প্রয়োগ করিবার পূর্বেই
আমার অন্তরে তাহা অনুভব করি । যথন আমরা কোন কাল করিবার ইচ্ছা করি, দেই সমরে আমরা ইহাও অনুভব করি যে উহার
উন্টাটা করিতেও আমরা সমর্থ; আমি অনুভব করি, আমি আমার সম্বব্লের প্রভ্— ই স্বন্ধ আমি রহিত করিতেও পারি, বরাবর সমানভাবে
রক্ষা করিতেও পারি, আবার পুনর্গ্রেণ করিতেও পারি । আমার
স্বেচ্ছাক্বত কাল্টা আপাতত রহিত হইলেও, ইচ্ছা করিলে উহা বে
আমি আবার করিতেপারি—এই অনুভবটি রহিত হয় না । ইচ্ছাকক্তির সহিত এই অনুভবটি সর্বানই অবস্থিত; এই অনুভবটি
ইচ্ছার সমস্ত বহিরভিবাক্তির উপবে অধিটিত। অতএব স্বাধীনতাই
ইচ্ছাপক্তির মুধ্য উপাধি, এবং এই উপাধিটি ইচ্ছার সহিত চিরবিদ্যমান ।

আমরা পুর্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছাশকি বাদনাও নহে, প্রবৃত্তিও নহে, বরং ঠিক্ তাহার বিপরীত। অতএব ইচ্ছার স্বাধীনতা—বাদনা ও প্রবৃত্তির উচ্চুখলতা নহে। বাদনা ও প্রবৃত্তিতেই বাহুবের দাদত, ইচ্ছাতেই মাতুবের স্বাধীনতা। উচ্চুখলতা ও স্বাধীনতার धास्त्र यति मर्स्य बन्धा कतिए द्रु, छाहा इहेटन मनलव्यिताएक এই প্রভেদটি স্থাপন করা কর্ত্তব্য—এই চুইকে এক করিয়া ফেলা कर्त्तरा नरह। यथन প্রবৃত্তিদমূহ নিজ থেয়ালের হত্তে আপনাকে ছाড়িয়া দেয়, তথনই উহা উচ্চুজ্ঞল হ্ইয়া পড়ে;—ইহাকেই উচ্ছু খলতাবলে। যথন অন্য প্রবৃত্তিসমূহ একটা কোন বিশেষ উদ্দাম প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাজ করে তথনই তাহা অত্যাচার ও উৎপীড়নে পরিণত হয়। এই উচ্চু আলতাও উংপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই বাধীনতা। কিন্তু এই সংগ্রামের একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই: এই উদেশাটি কি ? না-বিবেকের আদেশ পালনরূপ কর্ত্তবা-সাধন। আমাদের বিবেক এবং বিবেক যে নাগ্রধর্মকে আমাদের নিকট প্রকাশ করে, নেই জারধর্মই মানাদের প্রকৃত নিরস্থা ও প্রভু। বিবেকের অনুসরণ করাই ইচ্ছার নিজস্ব নিয়ম, এবং দে ইচ্ছা ইচ্ছাই माह रव এই नियम्ब अधीन ना इस। यङकन ना विरवक,-वामना প্রার্থিক ও স্থার্থের বেগকে ন্যায়ের দ্বারা প্রতিরোধ করে, ভতক্ষণ আমাতে আর আমি গাকি না। বিবেক ও নাারধর্মই প্রবৃত্তির দাসত হইতে আমানিগকে মুক্ত করে; কিন্তু মুক্ত করিয়া আবার আর একটা किছुत नागव आमारनत करक ठालाहेबा त्नव्र ना। कांत्र-नाव-ধর্ম্মের অনুদরণ করিয়া স্বাধীনতাকে বিদর্জন করা হয় না-প্রত্যুত श्वाधीन डाटक ब्रक्षा कड़ा इब्र. श्वाधीन डाब्र देवर वावहां ब्रक्ता इब्र।

স্বাধীনতাতে এবং বিবেক ও ভার্ধর্মের সহিত স্বাধীনতার ঐকা সাধনেই মনুষোর মনুষাত্ব। মানুষ, বিবেকের আলোকে আলোকিত वाधीन सीव वनियार माञ्चरक शूक्य वना याय।

श्वाधीनजा शाका किःवा ना शाका, हेशाउहे এको बिनिटमद শহিত পুক্ষের প্রভেদ। জিনিস কি ? না যাহা স্বাধীন নহে---

স্থতরাং যাহা আপনার নিজস্ব নহে, যাহাতে আপনাত্ব কিছুই নাই; তথু গণনার হিদাবে তাহার একটা পৃথক্ সত্তা আছে মাত্র—দে পৃথক্ সত্তা, পৃক্ষের ভার প্রকৃত পৃথক্সত্তা নহে, উহা পৃথক্ সত্তার একটা অসম্পূর্ণ নকল মাত্র।

নিজের উপর, জিনিদের কোন অধিকার নাই; যে কেহ প্রথমে আদিয়া জিনিস্কে গ্রহণ করে এবং আপনার বলিয়া চিহ্নিত করে— জিনিস্ তাহারই। কোন জিনিস্ই নিজের নড়াচড়ার জন্ম দায়ী নহে, কেন না দে, ইছা করিয়া নড়াচড়া করে না, এমন কি, দে নড়াচড়া করিতেছে কি না তাহা জানেও না। দায়ির কেবল প্রবেরই আছে; কেন না, প্রত্ব ব্রিমান্ও স্বাধীন; এবং এই ব্রিম্ব প্রাধীনতার ক্রেই পুরুষ দায়ী।

জিনিসের কোন অয়মর্যাদার ভাব নাই; পুরুষেরই আয়মর্যাদ।
আছে। জিনিসের নিজস্ব মূল্য কিছুই নাই—পুরুষ জিনিসের যে মূল্য
নির্কারণ করে তাহাই জিনিসের মূল্য। পুরুষ জিনিসকে ব্যবহার
করাতেই জিনিসের যাহা কিছু মূল্য—জিনিস পুরুষের সাধনোপায়
মাত্র।

অবশ্যকর্ত্তব্যতার সহিত স্বাদীনতার অন্তিম্বটি ভিতরে ভিতরে জড়িত; অর্থাং ইহা অবশ্য-কর্ত্তব্য এইরূপ বলিলে—ইহা করিবার স্বাধীনতা আমার আছে—এইরূপ ব্ঝাইয়া যায়। যেথানে স্বাধীনতা নাই, দেখানে কর্ত্তব্য ও নাই এবং যেথানে কর্ত্তব্য নাই দেখানে অধিকারও নাই।

আমার মধ্যে এমন একটি পুরুষ আছেন বিনি সন্মানের যোগা; এই জন্ম, তাঁহাকে সন্মান করা আমার যেরপ কর্ত্তব্য, সেইরূপ তাঁহার প্রতি অন্যকেও সন্মান প্রদর্শন করাইবার অধিকার আমার আছে। বে পরিমাণে আমার অধিকার—ঠিক্ দেই পরিমাণে আমার কর্তব্য।

একটি অপরটির সাক্ষাণ হেতৃ। আমার অন্তরন্থ পুরুষ যাহা কিছু
করেন তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করা—অর্থাৎ আমার বৃদ্ধি ও
আমার স্থাধীনতার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করা থদি আমার পবিত্র
কর্তব্য না হয়, তাহা হইলে, অন্যের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরন্ধা
করিবার আমার কোন অধিকার থাকে না। কিন্তু যেহেতৃ আমার
অন্তরন্থ পুরুণটি গুরুষর ও পবিত্র, দেই হেতৃ তিনি আমার নিজের
সন্তর্মে আমার উপর একটি কর্তব্য স্থাপন করেন, এবং অন্তের সহদ্ধে
আমাকে একটি অধিকার প্রদান করেন।

নিরুষ্ট প্রবৃত্তি, পাপ, প্রভৃতির হত্তে আত্মসমর্পণ করিয়া হেমন আপনার অবনতি আমি নিজে সাধন করিতে পারি না, সেইরূপ অন্ত-কেও তাংগ করিতে দিতে পারি না।

পুরুষ-এক মাত্র পুরুষই অলজ্যনায়।

এই পুক্ষ ভধু বে আয়ু চৈতভের অন্তর্ম মন্দিরেই আল্জ্যনীর তাহা নঙে, পরস্থ তাহার সমস্ত বৈধ অভিবাজির মধ্যে, তাহার সমস্ত কার্যের মধ্যে, কায়োর সমস্ত পরিণামের মধ্যে, এমন কি যাহার দারা পুক্ষ আপনার কায়াসাধন করিয়া লন সেই উপায় সম্হের মধ্যেও তিনি অল্জ্যনীয়।

সম্পত্তির অনজ্যনীয়তার পত্তনভূমি এথানেই।এই পুরুষই সর্ক্রণ প্রথম ও সর্ক্রপ্রধান সম্পত্তি। পুরুষ ইইতেই অন্ত সমস্ত সম্পত্তির উংপত্তি। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। সম্পত্তির নিজের কোন স্বরাধিকার নাই; সম্পত্তির যিনি অধিকারী তিনিই তাঁহার নিজ ব্যক্তিক, নিজ স্থামিক, নিজ অধিকার, সেই সম্পত্তির উপর মৃত্তিত্ত করিয়া দেন। পুরুষ বর্ধন আপনার উপর কর্তৃত্ব হারার তিখন তাহার অবনতি না হইয়া যার না। নিজের উপর পুরুষের যে অধিকার সে অধিকারের হস্তান্তর হইতে পারে না। আপনার উপর পুরুষের বাইছ্ছো-তাই করিবার অধিকার নাই; পুরুষ আপনার প্রতি একটা জিনিসের মত বাধহার করিতে পারে না, সে আপনাকে বিক্রের করিতে পারে না, এবং যে ছই উপানানে সে গঠিত—সেই স্বাধীন ইছো ও বিবেককে সে কোন প্রকারেই রহিশ্ব করিতে পারে না।

শিশুদিগেরও কতক গুলি অধিকার কি জন্ত থাকে ৭-এই জনা त्य. जाशात्रा भारत साधीन भूक्ष इहेगा छिठित। त्य भून स्तात देनमद-দশা প্রাপ্ত হয় দেই অভিনুদ্ধেরই বা কতকগুলি অধিকার কেন ধাকে १-- যে নিতান্ত নি:র্বাধ তাহারই বা কতক গুলি বিশেষ অধি-কার কেন থাকে গ যেখানে জ্ঞানের উল্মেষ ও যেখানে জ্ঞানের অবশেষ-চিত্র দেখা যায় দেখনেও লোকে স্বাধীনতার প্রতি সম্মান व्यवर्गन करता। शकाश्वरत, रव वाक्ति वक्ष-भागन, किश्वा रव वृक्ष 'ভিমরতি' গ্রস্ত হইয়াছে তাহার কোন অধিকার থাকে না কেন • ভাহার কারণ, তাহারা তাহাদের স্বাধানতা হারাইরাছে। দাসবপ্রথ। এত ঘুণিত হইন কেন ? কারণ, ইহাতে করিয়া মহুধারের প্রতি সাংঘাতিক আঘাত করা হয়। এই জনা কতকগুলি বাড়াৰাড়ি च्यात्यारमर्शित काक (नार्यत्र मर्या भग इरेग्रा शांक । त्मक्र भवर्यत्र আব্যোৎদর্গ করাও দোষ, কাহাকে করিতে বলাও দোষ। মানব-অধিকারের বেটি দারাংশ তাহাকে বিদর্জন করিয়া আত্মোৎদর্গ করা.— चाधीन ठाटक विभक्तन कतित्रा चाट्या ५ मर्ग कता. भूकत्वत्र चा व्यवधामाटक विनर्कान कवित्रा चारवारनर्भ कता. - এই नकन चारवारनर्भव कांच বৈধ নহে। স্বাধীনভার বিষয় আলোচনা করিতে গিরা আমরা কতক-ভুলি নৈতিক ধারণার উল্লেখ করিলাম—এই সকল নৈতিক ধারণার মধ্যেই স্বাধীনভা অধিষ্ঠিত ও স্বাধীনভার প্রাকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া বার। অতঃপর আমরা পাপ প্রেয়র বিচার সম্বন্ধ আলোচনা করিব। ইহাই নৈতিক ব্যাপারের শেষ উপাদান।

পাপ পুণ্যের বিচার ও দও পুরস্কারের বিচার-এই চুইটি এক পতে আবদ্ধ। বস্তুত, তাল কাজ করিতেছি কি মন্দ কাজ করিভেচি এ क्था ना बानिश र वाकि कान काम करत, जारात र कारक পাপও নাই পুণাও নাই। যখন কোন জড় পদার্থের ছারা, অজ্ঞাত-সারে কোন হিতম্বনক কিংবা অহিতম্বনক কার্য্য সম্পাদিত হয়, তথন যেমন তাহার দেই কার্য্যে পাপও নাই পুণাও নাই-ইহাও দেই প্রকার। অনিছাক্ত অপরাধের কোন দও নাই কেন ? তাহার কারণ, ইজ্ঞাকত নতে বলিয়াই ভাহা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই জনাই অপরাধেব মোকদমান, অপরাধীর পূর্ব্ব-সংকলকে এতটা প্রাধানা দেওরা হয়। একটা বিশেষ বয়স পর্যান্ত বালক-व्यवदांशीत्क नचु पछ (पछम्रा इम्र (क्न ? छाहात्र कात्रन, जान মন্দের জ্ঞান ও স্বাধীনতার জ্ঞান না থাকায়, তাহার কাদ্ধকে স্কৃতিও বলা যাম না, হছতিও বলা যায় না ; ভধু স্ফুকতি ও হছতিই দও পুর-স্থাবের যোগা। যদি কোন ব্যক্তি অনিষ্টজনক কোন কাজ করে. व्यथित यनि छोड़ा देखा शूर्यक ना करत्र, छोड़ा इटेरन क्वित्र शतिमान-অফুগারে ভাহাকে ক্তিপুরণের দও দেওয়া হয় ষাঅ; বাহাকে প্রকৃত দণ্ড বলে, সেরপ দণ্ডে সে দণ্ডিত হয় না।

আবস্থাবিশেবে কোন কাজ পাপ ও কোন কাজ পুণ্য বলিয়া নিষ্কায়িত হয়। কাৰ্ণ্যের সেই বিশেষ অবস্থা ঘটিলে তবেই দেই কাজে পাপ কিংবা পুণ্য প্রকাশ পায়, এবং তাহার সঙ্গে সংস্ক দণ্ড পুরস্কারও আদিয়া পড়ে।

পুণ্য কাজ করিলে, প্রস্তুত হইবার আমাদের স্বাভাবিক অধিকার আছে; এবং পাপ কার্য্য করিলে, আমাদিগকে দণ্ড দিবার অধিকার অন্তেরও আছে;—এমনও বলা বাইতে পারে,—আমাদের নিজেরও আছে। কথাটা একটু অভুত শোনার,—কিন্ত ইংগ আসলে ঠিক্। অনেক সমন্ত্র দেখা যান্ন, অপরাধীরা নিজেই অপরাধের জন্ত উচিত দণ্ড প্রার্থনা করে। পাপের অবশাস্তাবী ফল কন্ত্র—এ কথা যেমন সত্যা, পাপের সহিত কন্তের একটা স্বাভাবিক স্বন্ধ আছে—এ কথাটাও তেমনি সত্যা।

পাপ পুণা, যেন বৈধ ঋণস্বরূপ দণ্ড পুরস্কারের দাবী করে। কিন্তু পুণাের সহিত পুরস্কারকে এবং পােপের সহিত দণ্ডকে একীভূত করিলে চলিবে না। তাহা হইলে, কার্যা ও কারণকে, ক্রিয়া ও পরিণামকে এক করিয়া ফেলা হয়। এমন কি, যথন দণ্ড পুর-স্কারের অস্তিত্ব থাকে না, তথনও পাপ পুণাের অস্তিত্ব থাকে।

দণ্ড প্রস্কার পাপ প্ণাের ফল—কিন্ত স্বয়ং পাপ প্ণা নহে।
দণ্ড প্রস্কারকে রহিত করিলেও, পাপ প্ণাকে রহিত করা বার না।
পক্ষান্তরে, যদি পাপ প্ণাকে উঠাইরা দেও, তাহা হইলে প্রকৃত দণ্ডও
থাকে না, প্রকৃত প্রস্কারও থাকে না। ধন ঐবর্য্য কিংবা অযোগ্য
সন্মান—এ সমস্ত শুধু ভৌতিক স্থবিধা মাত্র; প্রস্কার জিনিস্টা
আগলে নৈতিক; প্রস্কারের ম্ল্য—প্রস্কারের আকারের উপর
নির্ভর করে না। প্রাচীন রোমকেরা বে ওক্গাছের পাতার মুক্টে
বীরপুক্বদিগকে ভূবিত করিত, তাহা ইন্তপুরীর সমস্ত ঐব্যা
অপেকাও তাহারা মূল্যবান জ্ঞান করিত; কেননা উহা সমস্ত

রোমক জাতির প্রদত্ত প্রস্থার-স্থাপ সন্মান-চিত্র। প্রস্থার কি ?—
না, প্রতিদান। সংকার্যোর যে প্রস্থার তাহা সংকার্যোর ঋণস্বরূপ;
সংকার্যা না করিয়া যে প্রস্থার লাভ করা বার, তাহা হয় ভিক্লা নয়
চৌর্যা। দও সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। অপরাধের
সহিত করের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ওধু কর্টটাই সভা
নহে, এই সম্বন্ধটাও সতা।

হুইটি কথা পুন: পুন: আর্ত্তি করা আবশ্যক, কেন না সে ছুইটি
কথাই সতা। প্রথম কথা:—যাহা মঙ্গল তাহা স্বতই মঙ্গল, এবং
তাহার ফল যাহাই হউকনা, তাহা সংসাধন করা অবশ্যকর্ত্তবা;
বিতীয় কথা:—মঙ্গলের পরিণাম মঙ্গলই হইরা থাকে। মঙ্গল হইতে
বিচ্ছিল যে স্থধ তাহার কোন নৈতিক ভাব নাই, কিন্তু মঙ্গলের
ফলস্ক্রপ যে স্থধ তাহাই নৈতিক অগতের অন্তর্ভূত।

ক্থংীন ধর্ম, তৃ:ধহীন পাপ—একণা পরস্পর-বিকল্প, এবং ইহা
একটা বোর উদ্ভূ ঋণতা। যদি ধর্ম বলিতে তাাগ ব্যাদ—অর্থাৎ
কট্ট শ্বীকার ব্যাদ—তাহা হইলে দেই ত্যাগের কট সাহসপূর্মক সহা
করিলে, পারণানে তাহার পুরস্কার স্বরূপ সেই প্রথই প্রাপ্ত হওয় যায়,
যাহা গোড়ায় বিদর্জন করা হইয়াছিল;—ইহাই সনাতন ভায়বিচার।
এং ক্ষের প্রলোভনে কোন পাপকর্ম করিলে পরিণামে তৃ:ধ
পাইতে হুইবে—ইহাও সনাতন ভায়বিচার।

এখন দেখা বাউক—ভাল ও মল কার্যোর সহিত যে স্থা ছাংশের
নিয়ৰ সংযুক্ত রহিয়াছে, ভাহা কিরুপে সংসিক হয়। এই পৃথিবীতেই
অধিকাংশ স্থলে সেই নিয়ষটি কার্যো পরিণত হয়। এই পৃথিবীতেই
নিয়ম-শৃষ্থলার আধিপত্য দেখা যায়। ইহলোকে কথন কথন এই
নিয়ম-শৃষ্থলার বাতিক্রম হইলেও, পাপ পুণোর সহিত দণ্ড পুরুষারের

সহর না থাকিলেও, ইহা নিশ্চিত—অথও মঙ্গলের নিয়ম, পাপ পুণার নিয়ম, কর্তবার নিয়ম অলজ্যনীয়। একথা আমাদের জ্ঞান কথনই অধীকার করিতে পারে না। আমাদের জ্ঞব বিধান— যিনি আমাদের অন্তরে নৈতিক শৃত্যবার জ্ঞান ও ভাব নিহিত করিয়াছেন, তিনি অয়ং ইছাকে কথনই বার্থ হইতে দিবেন না,—শীত্রই হউক, বিলম্বেই হউক, ধর্মের সহিত স্থাধের সমন্বয় তিনি অবশ্যই পুন: প্রতিটিত করিবেন,—কি উপারে করিবেন সে তিনিই জ্ঞানেন। সেই দ্র-ভবিষাতের রহদ্য উদ্যাটনের এখনও আমাদের সমন্ব হয় নাই। এখন আমারা কেবল নৈতিক সত্যের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নির্দেশ করিবার জন্য সচেই হইব—এখন আমাদের পক্ষেইহাই যথেষ্ট।

নৈতিক ব্যাপারের সার একটি উপাদান হৃদয়ের ভাব।

এই বিষয়টি সংক্রে বিরত করিয়া আমরা এই জাটল নৈতিক বাপোরের বিলেষণ শেষ করিব। এই হৃদদের ভাব, সমস্ত নৈতিক বাপারের অহসঙ্গী, এমন কি, প্রতিধ্বনি বলিলেও হর। ধর্ম ও স্থানের মধ্যে যে অবিচ্ছেলা যোগ রহিয়াছে, হৃদ্যের ভাব সেই যোগের অহত্তি মানব-আয়ার আনিয়াদের। পাপ পুণাের নিয়মকে এই হৃদ্যের ভাবই সাক্ষাংভাবে ও অলস্কভাবে কার্যো প্রমোগ করে। এই হৃদ্যের ভাবই সমাজ-প্রতিষ্ঠিত দ্ও-পুরস্থারের প্রমাণস্থরপ। ইহাই ঐশ্বরিক দ্ও-পুরস্কারের আভাত্তরিক আদর্শ। পরলাকের ভাব—স্বর্গের ভাব আমাদের হৃদ্রেতেই প্রতিষ্ঠিত। স্বর্গ-কয়না করিবার সমর আমরা আমাদের হৃদ্যুকেই স্বর্গে হৃাপিত

কোন সংকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া (সেই সংকার্ষ্যের কর্ত্তা আনিই

হই কিংবা অন্তাই হউক) আমার অন্তরে একটি স্থথ অন্তব না করিয়া থাকিতে পারি না। স্থলর পদার্থ দেখিয়া যেরূপ স্থ হয়, ইহা কতকটা দেই প্রকারের স্থা। আবার কোন কুকার্য দেখিলে, আমাদের মনে বিপরীত ভাবের উদয় হয়; কোন কুংসিং বস্ত দেখিলে যে ভাব হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ ভাব। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে প্রীতিজনক অগ্রীতিজনক অনুভূতি বলি, ইহা তাহা হইতে পুবই ভিয়।

কোন ভাল কার্য্য করিয়া আমাদের মনে বে সস্তোষ জন্মে, উহা অন্ত কোন স্থবের মত নহে। ইহা স্বার্থ কিংবা গর্ম্বের উল্লাস নহে। ইহা ধর্মজনিত বিমল আয়-প্রসাদ। কোন কুকার্য্য করিলে আমা-দের পীড়িত অন্তরায়া একটা বাথা অনুভব করে; আমাদের দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হয়।

অনাকৃত সংকার্যা দেখিলেও আমাদের আয়া অসূতরসে অভিবিক্ত হয়। অস্তের যাহা কিছু মহং, বাহা কিছু উত্তম—তাহার সহিত
আমাদের ক্রনর সক্ষতোভাবে সায় দেয়, তাহার সহিত আমাদের
সম্পূর্ণ সহাত্ত্তি হয়। স্থার্থের দ্বারা বিচলিত না হইলে, আমরা
স্বভাবতই,—বে ভাল কাঞ্জ করে, তাহার স্থানে আপনাকে স্থাপন
করি; সে, যে ভাবে উত্তেজিত, আমরাও কতকটা সেই ভাবে
উত্তেজিত হই।

মন্দ কার্য্য দেখিলে দেইরূপ আমাদের মনে বিরাগ ও ত্বণা উপ-হিত হয়। যিনি মানব-প্রকৃতির প্রষ্টা, তিনি আমাদের মঙ্গল অফু-ষ্ঠানে সাহায্য করিবার উদ্দেশেই এই সকল ভাব আমাদের অস্তরে নিহিত করিয়াছেন। এই সকল ভাব ধর্মের পত্তনভূমি না হইলেও, উহারা বে ধর্মাস্কুঠানের পরম সহায়, তাহাতে কোন সক্ষেহ নাই। ধর্ম ও স্থাধের মধ্যে যে সামঞ্জন্য আছে, উহারাই তাহার কল্যাণকর সাক্ষী।

নীতি সম্বন্ধীয় সমস্ত তথা আমর। যথাবথরণে বিবৃত করিবাম।
যাহা কিছু প্রকৃত তথ্যের বাহিরে—তংসমস্ত শশ-বিষাণ সদৃশ নিতাতত্তই অলীক। সেই সব তথ্যের মথো প্রভেদ নির্ণীত না হইলে
সমস্তই বিশৃদ্ধালা।

আমরা এই নৈতিকতত্ত্বর আলোচনায় সহজ্ঞান হইতে যাত্রা আরস্ত করিয়াছি। কারণ, সহজ্ঞানকে অবিধাদ করা প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে, তাংগকে ব্যাখা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এবং সেই জন্মই সহজ্ঞানকে গোড়ার মানিয়া লইতে হয়। প্রথমে আমরা স্থ্রভাবে নৈতিক ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছি। পরে, নীতির উপাদান স্কৃত্র বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকের বিশেষ লক্ষণ কি, তাংগও দেখাইয়াছি।

সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া আমরা একটি সর্বাদিম তথো উপ-নীত হইয়াছি—দে তথাটি নিজের উপরেই নির্ভর করে—দে তথাটি কি ?—না, মদল সম্বন্ধে আমাদের বিচারক্রিয়া। আমরা এই তথোর নিকট অন্যান্য তথাকে বলিধান নিই নাই। আমরা শুধু বলিয়াছি, কালের হিগাবে ও শুরুদ্বের হিগাবে এইটিই সর্ব্রথম।

সত্য ও হৃদর সম্বর্ধীয় বিচারক্রিয়ার সহিত ইহার একটা গভীর সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। আমরা তাই দেখিতে পাই,—নীতি, দর্শন ও সোন্দর্য্যত্ত্ব ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা নিগৃত বোগ আছে। মূলে, মঙ্গলের সহিত সত্যের মিল থাকিলেও সত্যের সহিত মঙ্গলের পার্থক্য এইটুকু বে—মঙ্গল ব্যবহারিক সত্য। সংকার্য্য অবশ্য-কর্ত্ব্য। সংকার্য্য ও অবশাকর্ত্ব্যতা—এই চুইটি ভাব অবিচ্ছেদ্য ইইলেও সর্ক্ ভোতাৰে এক নহে। কেন না, অবশ্য-কর্ত্তবাতা মঙ্গলের উপর প্রতি-ষ্ঠিত। উহাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকাতেই, মঙ্গল হইতেই অবশাকর্তবাতা,—বিশ্বজ্ঞনীন ভাব ও স্ব-সম্পূর্ণ ঐকান্তিকতা প্রাপ্ত ইইয়াছে।

বাহা মকল তাহাই অবশ্য-কর্ত্তব্য—ইহাই নৈতিক নিয়ম। ইহাই
সমত নীতির ভিত্তিভূমি। এই জন্য আমরা স্বার্থের নীতি ও ভাবের
নীতিকে প্রকৃত নীতি হইতে পৃথক্ করিয়াছি। আমরা দকল তথাই
মানিয়া লইয়াছি, কিন্তু এক প্রেণার মধ্যে ভুক্ত করি নাই।

মাহবের জ্ঞানে বেরূপ নৈতিক নিয়ম, মাহবের কাজে সেইরূপ স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে অবশ্য-কর্ত্তব্যতা হইতে সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করা যায়; গুধু তাহা নহে, উহাই স্বাধীনতার একটি অকাটা প্রশাণ।

মাত্র স্বাধীন জীব হইয়াও কর্ত্তব্যের অবংন; —ইহাতেই মাত্র্য নীতিমান পুরুষ। পুরুষ—এই ধারণাটির মধ্যে অনেকগুলি নৈতিক ভাবের সমাবেশ আছে। তাহার মধ্যে অধিকারের ভাব একটি। পুরুষেরই অধিকার থাকিতে পারে।

এই সকল ধারণার মধ্যে, পাপ পুণ্যের ধারণাকেও ধরিতে হইবে।

জ্মন্য ধারণাগুলি এই পাপপুণোর ধারণা হইতে যেন 'মঙ্রী' প্রাথ হয়।

পাপপুণা বলিলেই ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাল মন্দের ভেদ, অবশ্য-কর্ত্তব্যতা, আধীনতা—এই সমস্ত বুঝাইরা যায়, এবং উহা হইতেই দঙ্গ-পুরস্কারের ধারণাটিও উৎপন্ন হয়।

মঙ্গল যদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় তবেই উহা অটল ভিত্তির উপর
স্থাপিত হইতে পারে। তাই, মঙ্গলের প্রকৃতি জ্ঞানমূলক—এই কথা

আমরা বারম্বার বনিরাছি, অবচ উহার মধ্যে যে ভাবের উপাদানটি আছে ভাহাকেও আমরা অগ্রাহ্য করি নাই।

আমাদের প্রত্যেক নৈতিক বিচার-ক্রিয়ার সঙ্গে ভাবের অন্তিও উপলব্ধি করা যায়। সেই সব বিচার-ক্রিয়ার সহিত হৃদয় সর্কতোভাবে সায় দেয়। যে কার্য্য আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি, সে কার্য্যে আমাদের স্থাস্তব হয়; কোন একটা কর্ত্ব্যকাজ সাধন করিয়াছি মনে করিলে আমাদের মনে একপ্রকার অপূর্ক্ব সংপ্রোষ জন্মে।

যদিও কর্তব্যের জনাই কর্ত্তব্য পালন করা উচিত, তথাপি এ ক্ষা স্বাকার করিতে হইবে-কর্তবার স্থিত জন্মের ভাব যদি मध्याक्षिठ ना इटेज. जाहा इटेल এटे कर्कत्वात्र नियमक्रभ फेक আদর্শটি চকলি মানবের পক্ষে প্রায় ছুর্ধিগমা ইইয়া পড়িত। আমা-দের জ্ঞানের অনিশ্চিত আলোকের অভাব পূরণ করিবার জন্তই इंडेक, अथवा क्लान अलाहे किश्वा कहेकत्र कर्तवाहान आमारमूत ছর্মল সঙ্করকে স্থল্ট করিবার জনাই হউক,—হল্যের ভারত্রপ ষ্ট্রবরের একটি মহং দান আমরা প্রাপ্ত হইরাছি। নিরুষ্ট প্রবৃত্তি-সমূহের প্রচণ্ড আবেগ প্রতিরোধ করিবার জন্য, উংকৃষ্ট প্রবৃত্তির সাহায্য আবশাক। বেমন সত্যের হারা মন আলোকিত হয়, তেমনি ভাবের দারা আত্মা উত্তেজিত হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। বীর:প্রবর Assas चात्र रेमछाटक वैक्तिहिवात खछ. चालनाटक त्य विनामन निया-हिलन त्म दक्क खनस सम्दाद चार्वान-श्रमास स्थानद श्राहा-চনায় নহে। অতএব ভাবের আধিপত্যকে বেন আমরা চর্মান করিরা ना रुनि : स्तरदेव छैरपाहरक द्यन व्यामदा अहा कवि -- मर्स श्रवरू वका कति। এই सम्दार छेश्य इटेटारे महर कार्या-मकन अञ्च हव।

আমাদের নীতিতন্ত্র হইতে স্বার্থকে কি একেবারে নির্কাদিত করিতে হইবে ?—না। মানব-আত্মার মধ্যে একটা হ্বথের বাসনা আছে—ইহা স্বন্ধ: ঈশরের স্পষ্ট। এই বাসনটি—একটা বাস্তব তথা; অতএব যে নীতিতন্ত্র প্রতাক্ষ পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাতে এই বাসনাটিরও একটা স্থান থাকা আবশ্যক। মানব-প্রকৃতির নানা লক্ষ্যের মধ্যে স্থাও একটি; তবে, ইহাই একমাত্র লক্ষ্য কিংবা মুখ্য লক্ষ্য নহে।

মানবের নৈতিক প্রকৃতির ব্যবহা অতি চমংকার! মঙ্গলই তাহার চরম উদ্দেশ্য, ধর্মই তাহার নিরম। অনেক সময় ইহার দরুণ মাহ্বকে কট সহু করিতে হর, কিন্তু এই কটের বারাই মন্ত্র্য্য জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। সত্য, এই ধর্মের নিরমটি বড়ই কঠোর এবং ইহা স্বক্প্রার বিরোধী। কিন্তু ভর নাই:—যিনি আমাদের জীবনের বিধাতা, সেই মঙ্গলেমকাপ ঈশ্বর এই কঠোর কর্ত্তব্যের পাশা-পাশি, হৃদযের ভাবরূপ একটি কমনীয় ও মধ্র শক্তি আমাদের আমাতে নিহিত করিয়াছেন। তিনি সাধারণত ধর্মের সহিত স্থকক সংবোজিত করিয়াছেন;—অবশ্য ইহার ব্যতিক্রমন্থলও আছে—এবং সেই জ্বন্তু তিনি আর একটা জিনিস দিয়াছেন,—জীবনপথের শেষ প্রাক্তে আশাকে স্থাপন করিয়াছেন।

আমাদের নীতিপদ্ধতিটি কি—একণে তাহা জানা গেল। প্রত্যেক্
তথ্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করা, তথ্যসমূহের মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য
আছে তাহা ব্যক্ত করা—ইহাই আমাদের একমাত্র চেষ্টা।

ইহা ব্যক্তীত, নীতিসম্বন্ধে আমরা কোন নৃতন কথা বলি নাই। একটিমাত্র তথ্য স্বীকার করা এবং সেই তথ্যের নিকট স্বস্থান্ত তথ্যকে বলিদান দেওয়া—ইহাই প্রচলিত প্রা। বে স্কল তথ্য আমরা বিলেষণ করিমাছি, আমাদের নৈতিক পদ্ধতির মধ্যে তাহার প্রভ্যেকেরই এক একটা বিশেব কাল প্রদর্শিত চইরাছে। বড় বড় দার্শনিক সম্প্রদারের মধ্যে সকলেই সভ্যের একটা দিক্ষাত্র দেখিয়া-ছেন।

আজিকার দিনে, কে আবার এপিকিউরাসের মতে ফিরিরা আদিতে পারে—বে এপিকিউরাস, সমত্ত প্রত্যক্ষ তথ্যের বিরুদ্ধে, গ্রুক্ত জ্ঞানের বিরুদ্ধে, এমন কি সমত্ত নৈতিক ভাবের বিরুদ্ধে, এক-মাত্র স্থপলিক্ষার উপরেই কর্ত্তব্যকে, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেটা পাইরাছিলেন? কেহ যদি ঐ মতে আবার ফিরিরা আসেন তাহা হইলে তিনি তাহার ঘোর অন্ধতা ও সম্পূর্ণ বার্থতারই পরিচর দিবেন। পক্ষান্তরে মঙ্গলের (abstract idea) সার-ধারণার নিকট, স্থবকে, সকল প্রকার প্রস্কারের আশাকে কি আমরা বিদিদান দিব ? টোরিক সম্প্রদার তাহাই করিয়াছিল। ক্যাণ্টের ক্রার আমরা কি সমন্ত নীতিকে অবশাক্তর্ত্তাতার মধ্যেই রুক্ত করিয়া রাথিব ? তাহা হইলে নীতিকে আরও সংখীর্ণ করিয়া ফেলা হইলে।

এক-বোঁকা দিছাজের দিন চলিয়া গিয়াছে; আবার উহা আরম্ভ করিলে, দার্শনিক সংগ্রাষকে চিরস্থায়ী করা হইবে। প্রস্তোক দর্শনই একটা-না-একটা বাত্তব তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রত্যেকেই দেই তথাটকে কোন প্রকারে বলার রাখিতে চেটা করে; মুতরাং প্রত্যেকেই পর্ব্যায়ক্রবে একবার করী ও আর একবার পরাজিত হয়; এইরপে একই দর্শনতত্র ফিরিয়া-পুরিয়া পুনং পুনং জনসমাজে আবিত্তি হয়। মতক্ষণ সমস্ত স্থানতত্রের মধ্যে একটা সমব্র সাধিত হয়ল আয় একটা নৃতন দর্শন প্রকাশিত স্থাবি, ভতক্ষণ এই সংগ্রাম ক্রমই থাকিবে না।

কেই আপত্তি করিতে পারেন-এরপ দর্শনভরের কোন একটা চরিত্রগত বিশেষত্ব থাকিবে না। কিন্তু সভ্য ছাড়া, मर्गातत निक्र हरेट जान कान विश्वव नावी कतिरन, मर्गनरक লইয়া ছেলেখেলা করা হয় না কি ? এই বলিয়া কি কেহ আকেপ করেন যে, যেছেত আধুনিক রুগায়নের অনুশীলন কেবল তথ্যের मर्थारे नीमावस, এवः উहा এकि माज मन्त्रनार्थ निम्ना नर्धावनिष्ठ হয় না, অতএব উহার কোন চরিত্রগত বিশেষত্ব নাই ? মানব-প্রকু-তির সমস্ত অবয়বগুলি যথাপরিমানে অন্ধিত করিয়া মানব-প্রকৃতির একটি যথায়থ চিত্র প্রদর্শন করাই প্রকৃত দর্শনের কাজ। আমাদের দর্শনতন্ত্রের যে একডা---সে মানব-আত্মার একডা! মানব-আত্মা माजरे मनगरक উপলব্ধি করে; मनगरक व्यवभाकर्खका विनिन्न सानि; মঙ্গলকে ভালবাদে; জানে-ভালমন্দ কাজ করিবার স্বাধীনতা তাহার আছে: জানে—ভাহার কর্ম অফুগারে সে দণ্ড পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে, স্থব চঃব ভোগ করিবে। আমাদের দর্শনতামে আর এক প্রকারের একত। আছে--অর্থাৎ সমস্ত তথ্যের মধ্যে একটা অর্থত মনিষ্ঠ বোগ আছে ;---সকল তথাই পরস্পরকে ধারণ করে, পরস্পরকে পোষণ করে।

একটিমাত্র তত্ত্ব ছাড়া আর কোন তত্ত্বে দর্শনের বধ্যে আসিতে দেওয়া হইবে না—ইংকে যদি একতা বলে, তবে একপ একতা হাপন করিবার কাহারও অধিকার নাই। কেবল বিশুদ্ধ পণিতরাজ্যেই এক্রপ একতা সম্ভব। গণিতশাত্র তথ্য লইরা ব্যস্ত নহে; পণিত বে গণার্থের অফুনীলন করে, সরণীকরণের উদ্দেশে তাহাকে সংক্ষেপ করিবার জন্ত্রই তাহার ক্রমাগত চেটা;—এইরণে উহা কতকগুলি নার-ধারণামাত্রে পরিণত হর। তথ্যমূলক বিজ্ঞান কতকগুলি সমী- করণের (equation) সমসা। মাত্র নহে। পদার্থসমূহের মধ্যে বে প্রাণ আছে এই বিজ্ঞান সেই প্রাণকে সন্ধান করে, এবং প্রাণের মধ্যে যে সাম্য ও বৈষম্য আছে তাহারও অবেষণ করে।

পঞ্চম উপদেশ।

আপনার প্রতি ও অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য।

আমরা জানিয়াছি — নৈতিক হিগাবে, আমাদের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে; আমরা জানিয়াছি এই ভাল মন্দের প্রভেদ হইতেই অবশাকরণীয়ভার উৎপত্তি, একটা নিয়মের উৎপত্তি, অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তবাকর্দের উৎপত্তি। কিন্তু আমরা এখনও জানিতে পারি নাই—এই কর্ত্তবাগুলি কি ? শুধু কর্ত্তবা-নীতির সাধারণ মূলত ছটি স্থাপিত হইয়াছে মাত্র, কার্যাত ইহার কিরুপ প্রয়োগ্রহয়, একাণে ভাহাই দেখা আবশ্যক।

যদি, কোন সত্য অবশ্যকরণীয় হইলেই তাহা কর্ত্ব্য নামে অভি-হিত হয় এবং যদি শুধু প্রজ্ঞার দ্বারাই সেই সত্য জ্ঞানা বাইতে পারে, তাহা হইলে, কর্ত্ব্য-নিম্মকে মানিয়া চলাও যা', প্রজ্ঞাকে মানিয়া চলাও তা'—একই কথা।

কিন্ত "প্রজ্ঞাকে মানিয়া চলা"—এই কণাট বড়ই অস্পষ্ট ও স্ক্রধারণামূলক। আমাদের কোন কাধ্য প্রজ্ঞার অন্থায়ী কিংবা প্রজ্ঞার অন্থায়ী নহে, তাহার কিরুপে নিশ্চয় হইবে ?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রজ্ঞার একটি লক্ষণ সার্ব্বভৌমতা; আমাদের কার্য্য এই প্রজ্ঞার অম্বায়ী হইতে হইলে, এই কার্য্যেত্তও কতকটা সার্ব্বভৌমের লক্ষণ থাকা আবশ্যক। আবার আমাদের কার্য্যপ্রবর্ত্তক অভিপ্রায়ের উপর আমাদের কার্য্যের নৈতিকতা নির্ভর্ক করে; যদি কোন কাঞ্চ ভাল হয়, তবে সেই কাজের অভিপ্রায় হই-তেও প্রজ্ঞার লক্ষণ প্রতিভাত হয়। কি নিদর্শন দেখিয়া বুঝা বাইবে বে অমুক কাজ প্রজ্ঞার অম্বায়ী—কিংবা সেই কাজ ভালো । বদি

কার্য্যপ্রবর্ত্তক কোন অভিপ্রারকে বিশ্বিধানের অন্তর্গত এমন একটি
নীতিহত্তা বলিরা উপলব্ধি করিতে পারি, বাহা প্রজ্ঞা সমস্ত বৃদ্ধিবিশিষ্ট
স্থানীন জীবের অন্তরে স্থাপিত করিরাছেন—তাহা হইলে বৃবিক্
উহাই প্রজ্ঞাপ্ত্যায়ী কাজের নিদর্শন—ভাল কাজের নিদর্শন। তদ্বিপরীতই মন্দ কাজ। বদি এইরূপ কোন অভিপ্রারকে সার্ক্তৌম্ব
নির্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তাহা হইলে বৃথিব সেই কাজ
ভালও নহে মন্দও নহে,—উহা উপেক্ষণীয়। অর্থান দার্শনিক কাজ
এইরূপ মানদও প্ররোগ করিয়া, কার্যাের নৈতিকতা নির্দারণ করিয়াছেন। নাারের কঠোর অবর্বস্থৃতি অবলম্বন করিয়া ধ্যরূপ বৃক্তির
ঘারা সত্য ও প্রান্থি নির্দার করা হয়, সেইরূপ উক্ত নৈত্তিক মানমত্তের হারা, আমাদের কি কর্ত্বরে, ও কি কর্ত্বরে নহে, তাহা
স্থুস্প্রস্তুর্গে নির্দারিত হইয়া থাকে।

প্রজাকে অনুসরণ করা—ইহা নিষেই একটি কর্ত্তবা; এই কর্ত্তবাট—প্রজার সহিত স্বাধীনতার বে সম্বন্ধ আছে, দেই সম্বন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এমন কি, একপা ৰলা যাইতে পারে,—আমাদের শুধু একটিযাত্ত কর্ত্তবা, সেটি কি ?—না প্রজার অনুবর্তী হইরা চলা। কিন্তু মানুৰ, বিচিত্র সহত্তে আৰক্ষ হওয়ার, এই সাধারণ কর্ত্তবাটি, বিশেষ বিশেষ কর্ত্তবা বিজ্ঞুক হইরা পড়িগছে।

আমার নিজের সহিত আমার বেরূপ নিতা সহক্ষ এরপ আর কাহারও সহিত নহে। অন্যান্য কার্ব্যের বেরূপ নিরম আছে, সেইরূপ মাছৰ যে সকল কার্য্যের কর্তাও বিষয়, তাহারও একটা বিশেষ নিরম আছে। এই শ্রেণীর কার্য্যের যে কর্ত্তব্য উহাই মাছবের নিজের প্রতি কর্ত্তব্য। অপেৰ দৃষ্টিতে উহা একটু অন্তুত বলিরা মনে হয় যে, নিজের প্রতি মায়বের আবার কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে।

মান্থৰ খাধীন বলিয়া, মান্তৰ আপনার নিজস্ব। আমার সর্কা-পেক্ষা আত্মীর কে ?—না, আমি নিজে;—ইহাই আমার প্রথম স্বস্থাধিকার; ইহার উপর অন্তান্য স্বত্যধিকার প্রতিষ্ঠিত। স্বস্থাধিকারে মৃল কথাট কি ?—না স্বত্যধিকারী নিজ ইচ্ছামত তাঁহার সম্পরির বাবহার করিতে পারেন; অতএব আমার নিজের সম্বন্ধে আমার বাহা ইচ্ছা তাঁহাই কি আমি করিতে পারি না ?

না, ভাষা পারি না। মাহুর স্বাধীন, নিজের উপর মাহুরের অধিকার আছে বটে—তাই বলিয়া এরপ সিদ্ধান্ত করা ঠিক নহে, যে, মাহুর আপানার সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। বরং মাহুরের স্বাধীনতা আছে বলিয়াই,—বৃদ্ধি আছে বলিয়াই, আমার মনে কয়, মাহুর তাহার স্বাধীনতার ও তাহার বৃদ্ধির অবনতি সাধন করিতে পারে না। স্বাধীনতাকে বিস্ক্রিন কয়াই স্বাধীনতার অপবাবহার কয়া। আমরা পুর্কেই বলিয়াছি:—স্বাধীনতা যে গুধু অনোর নিকটেই পুক্রা তাহা নহে, উহা নিজের নিকটেও পুক্রা।

কর্ত্তব্যের উদার অনুশাসনে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিকে বৃদ্ধিত না করিয়া, যদি আমরা তাহাকে প্রবৃত্তির অধীন করিয়া রাখি, তাহা হইলে আমরা অভ্যন্তরত্ব এমন একটি জিনিসকে হীন করিয়া ফেলি, বাহা আমাদের নিজের ও অপরের শ্রদ্ধার বিষয়। মান্ত্ব একটা জিনিস নহে. স্থতরাং নিজের প্রতি একটা জিনিসের মত ব্যবহার করিবার অধিকার মান্ত্বের নাই।

যদি আমার নিজের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে, ভবে সে
ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য নহে—দে দেই স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি কর্ত্তব্য

—বে স্বাধীনতা ও বৃদ্ধিবৃত্তি লইয়া আমার নৈতিক "পুরুষটি" সংগঠিত হইয়াছে।

কোন জিনিসটি আমাদের নিজের, এবং কোন জিনিসটি বিশ্ব-মানবের তাহা ভাল করিয়া নির্ণয় কধা আবশাক। আমাদের প্রত্যে-কের অন্তরে মানবপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে মানবপ্রকৃতির সমস্ত উপা-मान खनि मन्निविष्ठे আছে। किन्द এই मकन উপাদান खनि विस्मय-ধিশেষ ব্যক্তির অন্তরে বিশেষ-বিশেষ প্রকারে সন্নিবিষ্ট। এই বিশেষত্ব হইতেই ব্যক্তি গঠিত হয়, কিন্তু পুরুষ গঠিত হয় না। স্মামাদের অন্তরে যে পুরুষটি আছেন কেবল সেই পুরুষই আমাদের শ্রনার পাত্র ও পবিত্র, কারণ দেই পুরুষই বিশ্বমানবের একমাত্র প্রতিনিধি। যাহাতে নৈতিক পুদ্ধের কোন আন্তা নাই, তাহা ভালও নহে, মন্দ্র नहर, जार्श छेरलक्ष्मीय। जानव नहर, मन् व नहर - এই मौमा-गिखत মধ্যেই আমি আমার যাহা অভিকৃতি তাহা করিতে পারি, এমন কি আমার ধেয়ালও চরিতার্থ করিতে পারি, কারণ উহার মধ্যে অবশা-कर्त्वरा व'नग्न किछूरे नारे,-- छेरात मत्था छान । नारे-- मन्छ नारे । किंद्ध यथन हे कान कार्या, ने िक शूक्र एवं नः न्यार्ग जारम, उपन हे व्यामात्र हेक्का उँश्वात्र भागनाशीरन ज्ञानिक हम, व्याक्षात्र भागनाशीरन স্থাপিত হয়—যে প্ৰজ্ঞা স্বাধীনতাকে কিছুতেই নিজের বিরুদ্ধে যাইতে (मत्र ना। তाहात मही छ,--यनि आमि त्कान त्थमात्मत्र वत्म, किःवा বিষাদের আবেগে, কিংবা আর কোন অভিপ্রায়ে, আমার শরী-রকে অত্যন্ত নিগ্রহ করি: যদি দীর্ঘকাল অনিদ্রায় যাপন করি, সমস্ত निर्फाय यथ भग्रं छ विमर्जन कति. এवः এই क्रांभ यमि व्यामि व्यामात्र चाट्यात शनि कति, जीवनटक विशत्न कति, वृद्धितृख्टिक नष्टे कति-তাহা হইলে এই সৰ কাজ আর উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। তথ্ন নেই সব কালের পরিণাম-স্বরূপ আমাদের রোগ, মৃত্যু, কিংবা উন্মাদ মহাপরাধ বলিরা গণ্য হর, কেন না আমরা স্বেচ্ছাক্রমেই উহাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছি।

আমার অন্তর্গ নৈতিক প্কষ্টিকে আমি শ্রদ্ধা করিতে বাধা;—
এই বাধাতা, এই অবশাকরণীয়তা আমি নিজে স্থাপন করি নাই,
স্থ চরাং আমি নিজে উহাকে ধ্বংস করিতেও পারি না। চুক্তিকারী হুই
পক্ষ রাজি হইরা বেচ্ছাপূর্বক বেমন স্বীর চুক্তি রহিত করিতে পারে,
সেইরূপ বেচ্ছারুত কোন চুক্তির উপর কি এই আয়শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত ?
এই চুক্তির হুই পক্ষই কি "আমি" ?—না। ইহার এক পক্ষ আমি নহি,
ইহার এক পক্ষ বিধমানব;—বিধমানবের প্রতিনিধি আমাদের
অন্তর্গ নৈতিক পুরুষ্টি ওধু আমাদের অন্তর্গে আছেন বলিরাই আমরা তাঁহার শাসন মানিতে বাধ্য;—তাঁহার সহিত আমাদের
কোন বন্দোবস্ত নাই—কোন চুক্তি নাই। এ বাধ্যতার বন্ধন অচ্ছেদ্য।

আমাদের অন্তরন্থ নৈতিক পুরুষকে শ্রদ্ধা করা—এই সাধারণ ' মূলতন্ত্রটি হইতেই আমাদের সমন্ত ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যু সমূৎপন্ন। ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

বে কর্ত্তবাটি সর্ক্রপ্রধান, বে কর্ত্তবাটি আর সমস্ত কর্ত্তব্যের উপর
আধিপত্য করে, সে কর্ত্তবাটি কি ?—না আপনার প্রভূ হইরা থাকা।
ছই প্রকারে আপনার উপর প্রভূত আমরা হারাইতে পারি ;—এক
কাম ক্রোধ প্রভৃতি উন্মাদনী প্রবৃত্তিসমূহের ছারা নীরমান হইরা,
আর এক—বিবাদ প্রভৃতির ছারা আপনাকে অবসাদগ্রস্ত করিরা।
উভরই সমান হর্ত্বপ্রা। আমার নিজের উপর ও সমাজের উপর
উহাদের ক্রিক কার্য্যকল, তাহা এছনে আমি কিছুই ব্লিডেছি না।

উহারা অতই মন্দ; কেন না, উহারা মানুষের প্রাকৃত গৌরবের উপর আঘাত করে, অধীনতার লাঘব করে, বৃদ্ধিকে বিকৃত্ত করে।

অগ্রপশ্চাদ্ বিবেচনা বা পরিণাম-বৃদ্ধি-ইহা একটি উচ্চতর সদ্-খণ। আমি সেই স্থবিবেচনার কথা বলিতেছি, যাহা সকল কাজেরই मानम् धवत्र :- (महे शागम्हि, (महे मृतमृहि-माहा वीत्रप्रनामधात्री "र्गावार्खिय" इटेट्ड आयानिगरक मर्सना तका करत : वीत बनायधाती এইজন্ত বলিতেছি, কেননা, কখন কখন, কাপুক্ষতা ও স্বার্থপরতাও এই নামটি অক্সায়রূপে দখল করিয়া বসে। বীরব যুক্তির ছারা চালিত হয় না সতা; কিন্তু যুক্তির ছারা চালিত না হইলেও. বীরবের যুক্তিসঙ্গত হওয়া আবশ্যক। আমরা সমরে সমরে बीत इहेटल शांति, किन्त आभारमत्र रेमनिक भीवरन, स्विट्वहक प्र शतिनामल्की इटेटल शांतिरनारे जामारतत शत्क रायष्टे। जामारतत জীবনের রাশরজ্জ আমাদের হাতে থাক। চাই, উপেক্ষা কিংবা গোঁয়া-রিমির ছারা আমরা যেন অনর্থক বাধা বিল্ল প্রস্তুত না করি, অনর্থক न्छन विभावत सृष्टि ना कति। ध्वतमा, मारुभी रुख्या ध्यार्थनीय, किछ এট পরিণামদর্শিতাই-সাহদের মুলতত্ব না হউক, সাহদের একটা নিরম; কেননা, প্রকৃত সাহস একটা অন্ধ আবেগ মাত্র নছে; हेहा मुक्षाक शीव्रजा,--विशवकारण विव्यन्ति ना रुखा, जाननाव जेनव দুখল হারাইরা না ফেলা। এই পরিণামবৃদ্ধি, মিতাচারিতা স্বদ্ধেও শিকা দেয়: ইহা আমাদের আত্মার সেই সাম্যভাব রক্ষা করে, বাহার অভাবে আমরা ভারকে ঠিক চিনিতে পারি না, ভারবৃদ্ধি-অভুসারে কাজ করিতে পারি না। পুরাকালের লোকেরা এই জন্তই পরিণাম-দর্শিভাকে সকল সদ্ধণের জননী ও রক্ষক বলিভেন। এই পরিণাৰ-বুদ্ধি, স্বাধীন ইচ্ছাকে স্থবিবেচনার হারা পরিশাসন করা ভিন্ন আর কিছুই নহে; আবার যে স্বাধীনতা বৃদ্ধিবিবেচনার হাত-ছাড়া হর, তাহাই অবিম্বাকারিতার নামান্তর; একদিকে স্পৃত্ধানা, আমাদের মনোবৃত্তির পরস্পরের মধ্যে উচ্চনীচতা-অমুসারে ভাষা অধীনতা সং-স্থাপন; অভাদিকে উচ্চুত্থসতা, অরাজকতা ও বিজোহিতা।

সভাবাদিতা আর একটি মহদ্গুণ। সভ্যের সহিত মহুবাের যে একটা স্বাভাবিক বন্ধন কাছে, মিখাাবাদিতা দেই বন্ধন ছেদন করিবা মহুবাের গৌরব নই করে। এই জন্তই মিখাা কথনের স্তান্ধ গুরুতর অপমান আর নাই, এবং এই জন্তই অকপটভা ও ঋ্ফুতা এভ সন্মানিত হইবা থাকে।

আমাদের অন্তরন্থ নৈতিক প্রুবের যাহা সাধন-যন্ত্র সেই সাধন যন্ত্রকে আঘাত করিলে, স্বরং নৈতিক প্রুবেটিকেই আঘাত করা হর। এই অধিকারস্ত্রেই, স্বকীর শরীরের প্রতি মান্থুবের কতকগুলি অনুজ্বনীর কর্ত্তরা আছে। এই শরীর আমাদের একটা বাধাও হইতে পারে, কার্যাসাধনের একটা উপান্ধও হইতে পারে। যাহার ছারা শরীর রক্ষা হর, শরীরের বলাধান হয়, তাহা যদি শরীরকে না দেওরা হয়, ধি শরীরকে অভিমাত্র উত্তেজিত করিয়া তাহা হইতে অধিক কাল আদার করিরার চেটা করা হয়, তাহা হইলে শরীর অবসন্ধ হইবে, শরীরের অপবাবহারে শরীর ক্ষীণ হইনা পড়িবে। আবার যদি শরীরকে বেণী প্রশ্রম দেও, যদি তাহার সমস্ত উদাম বাসনাকে চরিত্রার্থ করিতে দেও, যদি তুমি শরীরের দাস হইরা পড়—সে আরও থারাপ। যে শরীর আসলে আয়ার দাস সেই শরীরকে যদি হর্জক করিয়া কেল, তাহা হইলে আয়ারই হানি করা হইবে; আরও হানি করা হইবে বিদি তুমি আয়াকে শরীরের দাস করিয়া কেল।

কিন্তু আমাদের অত্তরস্থ নৈতিক পুক্রটিকে সমান করিলেই

বথেই হইবে না, উহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। ঈথরের নিকট হইতে বেমনটি পাইরাছি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিরা আমাদের আত্মাকে ঈখরের হাতে যাহাতে প্রভাপণ করিতে পারি, তৎপ্রতি আমাদের বিশেষ যক্ষ করিতে হইবে। আবার নিত্য সাধনা বাতীত এই বিষয়ে হানিক হওয়াও স্কাঠিন। প্রকৃতিরাজ্যে সর্বাত্রই দেখা বায়, —নিকৃষ্ট কাবেরা, ইচ্ছা না করিয়া, ও না ব্রিয়া, বিনাচেন্টাতেই অকায় নির্দিষ্ট বিকাশ লাভ করে। কিন্তু মহুবের পক্ষে অক্তরণ নিয়ম। মাহুবের ইচ্ছাশক্তি যদি নির্দিত হয়, তাহা হইলে তাহার অক্ত মনোর্ভিসমূহ অব্যাদগ্রন্ত ও ক্ষড় চাগ্রন্ত হইয়া কল্বিত হইয়া পড়ে; তথন উদ্ধান অন্ধ আবেগের বারা চানিত হইয়া, ঐ সকল মনোর্ভি অপথে গ্যমন করে। ফ্লত, আপনার বারা শানিত হইয়াই, আপনার বারা লিক্ষিত হইয়াই, মাহুব বড় হইয়াছে।

ম্পাত্রে, স্থকীর বৃদ্ধিবৃত্তি লইয়া মাহুবের বাাপ্ত থাকা আক্ষাক। ফলত একমাত্র বৃদ্ধিবৃত্তিই ফতা ও মললকে স্পষ্টরূপে দেখিতে আমাদিপকে দ্বমর্থ করে, এবং একমাত্র বৃদ্ধিবৃত্তিই স্থাধীন-ভাকে স্থকীর প্রথছের ন্যায় বিষয় প্রদর্শন করিয়া তাহাকে যথা-পথে চালিভ করে। বৃদ্ধিবৃত্তি মনকে সর্পাই কোন প্রকার কাজে নিষ্ঠ রাথে, পরীরের ন্যায় মনকেও স্থান্ত করে, নিজালু হইলে ভাহাকে জাগাইয়া তুলে; যথন চুই অংশ্বর ন্যায় রাশরজ্ঞ না মানিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, ভখন ভাহাকে ধরিয়া রাথে, এবং ভাহার নিকট ন্তন নৃতন বিষয় আনিয়া উপস্থিত করে। কেননা, মনকে সর্পাছ বিবিধ সম্পদে বিভূবিভ করিছে পারিকেই মনের দৈন্য নিবারিভ হয়। আলস্য মনকে অনাড় ও ভ্র্মণ করিয়া কেলে। স্থনিয়্মিত ভাল মনকে উত্তেজিত করে, স্থান্ত করে; এবং এইরপ

কাজ করা আমাদের সকলেরই সাধ্যায়ত। আমাদের অস্তাস্ত মনোর্ত্তির ত্যার বাধীনতারও একটা শিক্ষা আছে। কথন শরী-রকে দমন করিয়া, কথন স্বকীয় বৃদ্ধির্ত্তিকে শাসন করিয়া, বিশে-যত প্রস্তিসমূহের আবেগকে প্রতিরোধ করিয়া আমরা স্বাধীন হইতে শিক্ষা করি। বাধাবিদ্নের সহিত প্রতিপদে আমাদিগের সংগ্রাম করিতে হইবে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে চলিবে না। এইরপ প্রতিনিয়ত সংগ্রান করিয়াই আমরা স্বাধীনতায় অভ্যক্ত হই।

এমন কি. আমাদের ভাববৃত্তিরও একটা শিক্ষা আছে। ভাগ্য-বান তাহারা যাহাদের হৃদয়ে জনস্ত উৎসাহরূপ স্বর্গীয় অগ্নি স্বভাবতই বিজ্ঞমান। ইহাকে সর্ব্ধপ্রথম্বে রক্ষা করা তাহাদিগের কর্তব্য। এমন কোন আত্মা নাই যার অন্তরের প্রজন্ম স্তরে কোন একটা উচ্চভাবের थनि मिक्क नारे। देशांक आविषात कता हारे, अव्मत्रन कता हारे, এই পথে यमि कान वाधा थाकে তাহাকে অপদারিত করা চাই, যদি কোন অনুকৃল জিনিস থাকে, তাহার অনুসন্ধান করা চাই, এবং অবিশ্রাম্ভ যতের দারা তাহা হইতে অলে অলে রত্ন উদার করা চাই। যদি কোন একটা বিশেষ উচ্চ ভাব তাহার অস্তরে স্পষ্টাকারে নাও থাকে, অন্তত বে উচ্চভাবের অন্থর তাহার অন্তরে নিহিত আছে, তাহারই পৃষ্টিগাধন করা আবশ্যক। দেই ভাবের স্রোতে সময়ে সময়ে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, এমন কি বৃদ্ধিবৃত্তিকেও ভাহার সাহায্যার্থে আহ্বান করিছে इहेर्द : (कनना मूखा ७ महनरक एउटे खाना यात्र, उडिर जाशंदक ना ভালৰাসিয়া থাকা যায় না। এইরূপে বৃদ্ধিবৃত্তি, আমাণের ভাৰবৃত্তি হইতে যাহা কিছু ধার করে, পরে তাহা আবার স্থলসমেত স্পিরিয়া পায়। মহংভাবসমূহে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় বৃদ্ধিবৃত্তি, জনী দার্শনিকদিগের বিরুদ্ধে আপনার অন্তরে একটি স্থৃদ্চ হুর্গ নির্মাণ করিতে সমর্থ হয়।

অন্তের সহিত সংশ্রব যদি রহিতও হয়, তবু মাহুষের কতকগুলি কর্ত্তবা থাকে। বতকণ তাহার কতকটা বৃদ্ধি থাকে, কতকটা স্থাধীনতা থাকে, ততকণ তাহার অন্তরে মকলের ধারণা এবং সেই সঙ্গে কর্ত্তব্যের ধারণাও বিভ্যমান থাকে। যদি আময়া কোন মক্ষীপে নিক্ষিণ্ড হই, সেথানেও কর্ত্তব্য আমাদিগকে অন্থসরণ করে। স্বকীয় বৃদ্ধিরতিও স্বাধীনতার প্রতি কোন বৃদ্ধিমান ও স্বাধীন জীবের যে কর্ত্তব্য আছে,—কতকগুলি বাহু অবহা, সেই কর্ত্তব্য হইতে তাহাকে অবাদ্হিতি নিবে,—এ একটা অসপত কথা। কোন গভীর বিজনতার মধ্যে থাকিয়াও সে অন্থভব করে—সে একটা নিম্নের অধীন, তাহার উপরে সেই নিয়মের ভীকু সতর্ক দৃষ্টি সত্ত নিপতিত রহিয়াছে। ইহা তাহার পক্ষে যেমন একটা বিষম যন্ত্রণা তেমনি আবার গৌরবের বিষয়।

আমার অন্তরে আছে বলিয়াই বে নৈতিক পুরুষটি আমার নিকট পৰিত্র ভাষা নহে,— নৈতিক পুরুষ বলিয়াই পৰিত্র। নৈতিক পুরুষটি অতই প্রছেয়; নৈতিক পুরুষ সর্ব্বতই প্রছার পাত্র।

এই নৈতিক পুরুষটি যেমন আমার মধ্যে আছেন, তেমনি ভোমার মধ্যেও আছেন; —উভয়ত্তই আছেন একই অধিকার-স্তে। আমার নিজের সম্বন্ধে, তিনি আমার উপর যে কর্তব্যের ভার নাস্ত করেন, সেই কর্তব্যটি আবার তোমার মধ্যে একটি অধিকারের ভিত্তি হইরা দীজার; এবং এই স্ত্রে আবার তোমার সম্বন্ধে, আমার একটি নৃতন কর্তব্য আসিরা পড়ে।

শত্য যেমন আমার পক্ষে আবশাক, তেমনি তোমার পক্ষেও

আবশ্যক। কেন না, সতা যেমন আমার বৃদ্ধিবৃত্তিব নিয়ম, তেমনি তোমার বৃদ্ধিবৃত্তির নিয়ম। সতাই বৃদ্ধিবৃত্তির নিয়ম ধন। তাই, তোমার চিত্তবৃত্তির বিকাশের প্রতিও আমার সম্মান প্রদর্শন করা কর্তব্য; সভোর পথে তোমার চিত্ত বাহাতে বাধা না পায়, এমন কি, সভোর অর্জনে স্থবিধা স্থবোগ প্রাপ্ত হয়, তৎপ্রতিও আমার দৃষ্টি রাধা কর্তব্য।

তোমার বাধীনতার প্রতিও আমার সন্মান প্রদর্শন করা আবশ্যক। এমন কি, তোমার কোন দোষ ক্রটি নিবারণ করিবারও
সকল সমরে আমার অধিকার নাই। স্বাধীনতা এমনি একটি পবিত্র
সামগ্রী বে, উহা যথন বিপথগামী হয়, তথনও উহাকে একেবারে
বাধা না দিয়া, কতকটা উহাকে বাগাইরা আনিবার চেটা করিতে
হয়। অনেক সময় আমরা কোন মন্দ নিবারণ করিবার জন্য
অতিমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিয়া ভূল করি। ভাল মন্দ হুই ঈশরের
বিধান। কোন আ্যাকে বলপ্র্কক সংশোধন করিতে গিয়া তাকে
আমরা আরও প্রথৎ করিয়া ফেলি।

যে সকল অহুরাগর্ত্তি তোমারই অংশরণে অবস্থিত, সেই সকল অহুরাগের প্রতি আমার সন্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য; এবং যত প্রকার অহুরাগ আছে তন্মধ্যে পারিবারিক অহুরাগ-ভূলিই সর্ব্বাপেক্ষা পৰিত্র। আপনাকে আপনার বাহিরে প্রণারিত করা, (বিক্ষিপ্ত করা নহে) হৃদংযত ও ধর্মপূত কোন একটি অহুরাগের বারা কতকগুলি আয়ার মধ্যে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করা—এইরূপ একটি হুর্নিবার প্রয়োজন আমাদের মধ্যে বিদ্যমান আছে। পরিবারমগুলীর বারাই আমাদের এই প্রয়োজন চরিতার্থতা লাভ করে। মাহুবের প্রতি অহুরাগ-ভূহা একটি সাধারণ অহুরাগ।

পারিবারিক অত্রাগ—কতকটা আত্মান্তরাগ হইলেও নিরবছির আ্রান্তরাগ নহে। বে পরিবারবর্গ প্রার আমাদের নিজেরই মত, সেই পরিবারবর্গকে নিজেরই মত ভালবাসিবে—ইহাই পারিবারিক অন্তরাগ। এই অন্তরাগ,—পিতা, মাতা, সম্ভান ইহাদের পরস্পারকে একটি স্বমধুর অবচ স্বন্ধূ বন্ধনে আবদ্ধ করে; পিতামাতার মেহ ভালবাসা পাইরা সন্তানগণ অমোঘ আত্রর লাভ করে, এবং পিতামাতারও চিত্ত আলা ও আনন্দে পূর্ণ হয়। তাই, দাম্পতা-অবিকারের প্রতি কিংবা পিতামাতার অধিকারের প্রতি আক্রমণ করিলে, আ্রা-পুরুবের মধ্যে বাহা স্বর্গাপেকা পবিত্র, তাহাকেই আক্রমণ করা হয়।

তোমার ধনসপত্তির প্রতি আমার সন্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তবা, কেন না উহা তোমার প্রমের ফগ। তোমার প্রমের প্রতি আমার দক্ষান প্রদর্শন করা কর্ত্তবা; কারণ, স্বাধীনতাকে কাজে ধাটানোই প্রম। তুমি যদি তোমার ধনসপ্রতি উত্তরাধিকার্ত্তের পাইরা খাক, তাহা হইলেও, যে স্বাধীন ইচ্ছা ঐ ধন সম্পত্তি তোমাকে দান ক্রিরা গিরাছে, সেই স্বাধীন ইচ্ছাকেও আমার দক্ষান করা কর্ত্তবা।

অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকেই ন্যায়াচরণ বলে। কাহারও অধিকার শুজ্বন করাই অন্যায়াচরণ।

সকল প্রকার অন্যারাচরণই আমাদের অন্তবন্থ নৈতিক পুরুবটির প্রতিই উৎপীড়ন; আমাদের লেশমাত্র অধিকার ধর্ম করিলেই, আমাদের নৈতিক পুরুবটিকেই ধর্ম করা হর; অন্তত উহার বারাই পুরুবকে জিনিসের পদবীতে নামাইরা আনা হর।

সর্বাপেকা গুরুতর অন্যায়াচরণ কি ?—না দাসছ। কেন না, সকল অন্যায়াচরণই এই দাসবের অন্তর্ভুক্ত। আর একজনের লাভের জন্য, কোন ব্যক্তির সমস্ত মনোবৃত্তিকে তাহার সেবার নিযুক্ত করাই দাসত।

দাসের যে টুকু বৃদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধিত হয়—সে কেবল বিদেশী প্রভুর স্বার্থের জন্য। দাসের বৃদ্ধিবৃত্তি প্রভুর কাজে আসিবে বিদ্যাই তাহাকে কতকটা তাহার বৃদ্ধিবৃত্তির চালনা করিতে দেওরা হয়। কধন-কখন ভূমির সহিত আবদ্ধ দাসকে সেই ভূমির সহিত বিক্রম করা হয়; কধন বা দাসকে প্রভুর শরীরের সহিত শৃত্থানিত করা হয়। যেন তাহার কোন রেহ মমতা থাকা উচিত নহে, যেন তাহার কোন পরিবার নাই, তাহার পারীন নাই, তাহার সন্তানার কালি, এইরূপ মনে করা হয়। তাহার কালকর্ম তাহার নহে, কেন না, তাহার পরিশ্রমের কল অনোর তোগা। ওর্ তাহাই নহে; দাসের অভ্যর হইতে স্বাভাবিক স্বাধীনতার তাবকে উন্মূলিত করা হয়, সর্কপ্রেকার অধিকারের ধারণাকে নির্কাশিত করা হয়; কারণ, এই ভাবটি দাসের অভ্যের থাকিলে, দাসত্রের হারিছের প্রতি দৃঢ়নিক্রম হওয়া বার না; কেন না তাহা হইলে, এক সমরে প্রত্র অভ্যাচারের বিক্রমে বিদ্যাহের অধিকার আগিরা উঠিতে পারে।

স্তান-ব্যবহার, এবং বাহার উপর মাহুষের ব্যক্তিত নির্ভর করে তাহার প্রক্তি সন্মান প্রদর্শন,—ইহাই মাহুষের প্রতি মাহুরের প্রথম কর্ত্তব্য । কিন্তু ইহাই কি একমাত্র কর্ত্তব্য ?

আমরা যদি অস্তের বাক্তিছের প্রতি সন্ধান প্রদর্শন করি, যদি তাহার স্থানতার বাধা না দিই, তাহার ব্ছির্ডির উচ্ছেদ না করি, বদি তাহার পরিবারের প্রতি কিংবা তাহার ধনসম্পতির প্রতি আক্রমণ না করি, তাহা হইলেই কি আমরা বলিতে পারি—তাহার সকরে আমরা সকর কর্ত্ব্য পালন ক্রিলার ? বনে করু,

একজন হতভাগ্য ব্যক্তি তোমার সোণের সাম্নে কট পাইতেছে; আমরা তাহার কটের কারণ নহি,—এইটুকু সাক্ষ্য দিতে পারিলেই কি আমাদের অন্তরায়া পরিভূট হয় ? না; কে যেন আমাদিগকে বলে,—তাহাকে একটু অন্নন্ন করা, আশ্রয় দান করা, সাম্বন্ধ দান করা আরও ভাল।

এইখানে একটি শুক্তর প্রভেদ নির্দেশ করা আবশ্যক।
বিদ্ তৃমি অনোর .হঃধ কইকে ক্রক্ষেপ না করিয়া কঠোর-হন্দর
হইরা থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার অন্তরায়া তোমাকে
ভংগনা করিবে; কিন্ত তাই বনিয়া, যে ব্যক্তি কই পাইতেছে,
এমন কি মরিতে বনিয়াছে,—তোমার প্রভূত ধনসম্পত্তি থাকিলেও
সেই ধন সম্পত্তির উপর সেই ব্যক্তির সেশমাত্র অধিকার নাই;
এবং সে যদি একগ্রাস অন্তর তোমার নিকট হইতে বলপূর্প্রক
কাড়িয়া লন্ধ, তাহা হইলে সে অপরাধী হইবে। এই স্থলে আমরা
এমন এক শ্রেণীর কর্ত্তরা দেখিতে পাই—যাহার অন্তর্প অস্তের
কোন অধিকার নাই। কোন ব্যক্তি সীয় অধিকারের প্রতি সন্মান
আনার করিবার জন্য বলের আশ্রম গ্রহণ করিতে পারে; কিন্ত
স্তর্টুকুই হোক্ না কেন,—সে অস্তের নিকট হইতে ত্যাগ আদায়
করিতে পারে না। স্তান্থপরতা অস্তের সন্মান বজায় রাধে, অস্তের
অধিকার প্রক্ষার করে। দ্যাধর্ম দান করে—স্বাধীনভাবে, স্বেছনপূর্মক দান করে।

দ্যাধর্ম অন্তকে দান করিবার জন্ত কিয়ৎপরিমাণে নিজেকে বঞ্চিত করে। যথন দানশীলতা এতটা প্রবল হয় যে, আমাদের প্রিরতম স্বার্থসমূহকেও বিসর্জ্জন করিতে আমরা উত্তেজিত হই—তথন সেই দানশীলতা আয়ত্ত্যাগ নামে অতিহিত হয়। অবশু এ কথা বলা বাইতে পারে না যে, দানধর্মের অক্লণ্ডান আমাদের অবশুকতির নহে; কিন্তু গ্রান্ধ-ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্ত-বোর নিয়ম গেরূপ স্থানির্দিষ্ট ও তুর্ণমা, দানধর্মের কর্ত্তবা ঠিক্ সেরূপ নহে। দান কি ?—না অন্তের জন্ত ত্যাগস্বীকার। ত্যাগের নিয়ম, কিংবা আত্মবিসর্জনের মৃলস্ত্রটি কেন্ত কি স্প্রান্ধ্যরে নির্দেশ করিতে পারে ? কিন্তু গ্রামের মৃলস্ত্রটি স্কুল্ট:—অন্তের অধিকারকে সন্মান করা। দানধর্মের কোন নিয়মও নাই, কোন সীমাও নাই। ইহা সকল বাধাতাকে অভিক্রম করে। উহার স্বাধীন চেটাতেই উহার সৌন্ধ্যা।

কিন্তু একটি কথা এইখানে স্বীকার করা আবশ্রক:--দানধর্মের অনুষ্ঠানেও কতকগুলি বিপদ আছে। দানধর্ম যাহার উপকার করিতে ইচ্ছা করে, তাহার চেষ্টার স্থলে আপনার চেষ্টাকে স্থাপন করিবার मिटक छाहात अथन छ। मृष्टे हत्र। कथन कथन, मानधर्य ८१ই मान-পাত্রের ব্যক্তিত্বকে বিলোপ করে, সে একপ্রকার তাহার বিধাতা-পুক্ষ इहेश माँ ज़ाब - गाश मानू त्वत পक्क आत्मी वाक्ष्मीय नत्ह। অত্যের প্রয়োজন সাধন করিতে গিয়া, দানধর্ম তাহাদের প্রভু হইয়া বঁদে এবং তাহাদের স্বাভাবিক অধিকারগুলির প্রতি হস্তক্ষেপ ক্রিতেও পারে এইরূপ আশকা হয়। অবশা অন্যকে কোন কাজে প্রবৃত্ত কিংবা কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত করা নিষিদ্ধ নহে। অমুনয় বিনয়ের দ্বারা এ কাধ্য সাধিত হইতে পারে। আবার যদি কেহ অপরাধের কাজ কিংবা নির্ম্বন্ধিতার কাজ করিতে প্রবৃত্ত হুর, তথন তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াও দে কাজ হইতে আমরা তাহাকে নিরুত্ত করিতে পারি। যথন কেহ কুপ্রবৃত্তির প্রচণ্ড আবেগে নীয়মান হট্যা তাহার স্বাধী নতা হারায়, তাহার বাক্তিম হারায়, তথন তাহার প্রতি বনপ্রয়োগ করিবারও আমানের অধিকার আছে।

কেহ আত্মহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাকেও আমরা এইরূপে বলপূর্কক নিবারণ করিতে পারি। যথন আমরা কাহারও
সহদ্ধে আত্মকর্ত্ত্বের পরিবর্তে পরকীয় কর্ত্ত্ব স্থাপন করা আবশাক
মনে করি, ওখন দেখিতে হইবে তাহার কত্যা স্থাধীনতার শক্তি
আছে; কিন্ত ইহা কি করিয়া নিশ্চিতরূপে জানা যাইবে ? যখন কোন
হর্কানিত ব্যক্তির উপকার করিতে গিয়া, আমরা তাহার আ্যাকে
একেবারে দখল করিয়া বিদি, কে নিশ্চর করিয়া বলিতে পারে
আমরা আরও বেশী দূর অগ্রসর হইব না ?—বাহার উপর আমাদের
প্রেমের প্রভৃত্ব, সেই ব্যক্তির উপর হইতে প্রেম চলিয়া গিয়া, অবশেবে তাহার স্থলে আমাদের প্রভৃত্বের প্রেম আসিয়া পড়িবে না
ইহা কে বলিতে পারে ? অনেক সমর, পরস্পতি দখল করিবার
উদ্দেশে, দানধর্ম একটা ছুতামাত্র, একটা ছুলমাত্র হইয়া থাকে।
দরার উত্তেজনার, অবাধে দান করিবার অধিকার আমাদের তখনই
হর যথন আমরা প্রারধর্শের অন্তর্গানে দীর্ঘকাল অত্যন্ত হইয়া আপনার
উপর দৃঢ় আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছি।

অন্তের অধিকারকে সন্মান করা, এবং অক্তের উপকার করা,—
বুগপৎ স্তারপরায়ণ ও দানশীল হওরা—ইংাই সামাজিক ধর্মনীতি;
এই ত্রই উপাদানেই সামাজিক ধর্মনীতি গঠিত।

আমরা সামাজিক নীতির কথা বলিতেছি, কিন্তু সমাজ জিনিসট। কি তাহা এখনও বলা হয় নাই। আমাদের চতুর্দিকে একবার দৃষ্টি-পাত করা যাক।

সর্বত্ত দেখা যার, সমাজ বিভ্যান। যেখানে সমাজ নাই, সেখানে মাসুষ মাসুবের মধ্যেই গণ্য নহে। সমাজ একটি সার্বভৌম ভণা, সভাএৰ সমাজের একটা সার্বভৌম প্রনভূমি থাকা আবগুক।

সমাজের উৎপত্তির মূল কি, এই প্রান্তের মীমাংসার আমরা এখন প্রবুত হইব না। গত শতাব্দীর দার্শনিকেরা এই প্রশ্নটি লইরা নাড়া-চাড়া করিতে বড়ই ভাল বাদিতেন। বে প্রদেশটি তম্পাচ্চন, দেখান হইতে কি প্রকারে আলোক প্রত্যাশা করা ঘাইতে পারে ? একটা অনুমানের আশ্রর লইয়া কিরুপে বাস্তব তথ্যের হেত নির্দেশ করা ষাইতে পারে ? বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার হেতু নির্দেশ করিবার জন্ত, একটা আফুমানিক আদিম অবস্থায় আরোহণ করিবার প্রয়ো-জন কি ? বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার অবিসম্বাদিত প্রকৃতি ও লক্ষণ-গুলি কি আলোচনা করিতে পারা যায় না ? যাহার পূর্ণ অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, তাহা অঙ্কুরাবস্থায় কিরুপ ছিল, — সমুসন্ধান করিবার প্রয়োজন কি ? ত। ছাড়া, সমাজের মূল-উৎপত্তির সমসায়ে হস্তক্ষেপ করার একটা সৃষ্কট আছে। সমাজের উৎপত্তির মূল কেছ কি অবেষণ করিয়া পাইয়াছে গ বাঁহারা বলেন পাইরাছেন তাঁহার৷ করেন কি ?—না, তাঁহাদের করনা-প্রস্ত चानिम नमारकत चानर्ग-चकुनारत छाँशता वर्छमान नमारकत वावशा নির্দেশ করেন; রাজনৈতিক বিজ্ঞানকে, ঐতিহাসিক উপস্থাসের रुख निर्फषकरण ममर्भे करवन। कर वा कबना करवन,--ममास्कव আদিম অবস্থা একটা বলপ্রয়োগের অবস্থা, জবরদন্তির অবস্থা: এবং এই অনুমান হইতে পুত্রপাত করিয়া তাঁহারা বলেন, "জোর যার মূলুক তার", এবং এই রূপে যথেচ্ছারকে তাঁহারা একটা পুজা আসন थाना करत्न। आवात रकश्वा मत्न करत्न,-- नमारकत आनिम রূপটি পরিবারের মধ্যে অধিষ্ঠিত, এবং তাই তাঁহারা রাজশক্তিকে পিতৃত্বানীয় ও প্রজামগুলীকে সন্তানের স্থানীয় মনে করেন। তাঁহাদের **एक, ममाब रान এक** है नारामक, जाशरक भिष्ठभामतनद्र व्यसीतन. বরাবর থাকিতে হইবে, এবং বে হেতু, গোড়ার পিতাই দর্বন্যর কর্ত্তা, অতএব তাঁহার এই সর্বন্যর কর্ত্ত্ব বরাবর বলার রাধিতে হইবে। আবার কেহ কেহ ইহার বিপরীত সীমার গিয়া উপনীত হন; তাঁহা-দের মতে, সমাজ একটা চুক্তির বাপোর; এই চুক্তির বন্দোবস্তে, সর্বজনের কিংব। অধিকাশের ইক্তা প্রকাশ পার। তাঁহারা স্তায়ধর্ম্মের সনাতন নিয়মকে এবং বাক্তির নিজর অধিকারকে, জনতার চিরচ্কণ ইক্তার হত্তে সমর্পণ করেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন, সমাজের শৈশবদশার, শক্তিমান ধর্ম-প্রতিগ্রানসমূহ দেখিতে পাওরা যায়; অতএব, ভারত প্রোহিত সম্প্রায়েতই কর্ত্ত্বের প্রকৃত অধিকার বর্ত্তে; ঈশ্বেরর গৃঢ় উদ্দেশ্য তাঁহারাই অবগত আছেন এবং তাঁহারাই ঐবরিক শাসনকর্ত্তের একমাত্র প্রতিনিধি। এইরুপে, একটা দার্শনিক ল্রান্ত মত, শোচনীর রাষ্ট্রনীতিতে উপনীত হয়; একটা অন্যনা হইতে অরম্ব করিরা, তাঁহাদের মতবাদ উচ্চ্ছ্মালতা কিংবা বর্পচ্ছাচারিতায় আদিরা পর্যাব্যিত হয়।

যে অতাতকাল চিরতরে অন্তহিত হইরাছে, যাহার কোন চিহ্ননাত্র নাই, সেই অতীতের অন্ধলারের মধ্যে ঐতিহাদিক তথোর অবেষণ করিয়া, সেই তথ্যের উপর প্রকৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কথনই দাঁড় করান যাইতে পারে না। প্রকৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মানব-প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বেখানেই সমাজ আছে কিংব। ছিল—দেইখানেই সমাজের নিম্ন লিখিত পত্তন ভূমিটি দেখিতে পাওরা যায়:—(১) মামুষ মামুধের সঙ্গ চার, মামুধের মধ্যে কতকগুলি সামাজিক সহজ সংস্কার বন্ধমূল রহি-য়াছে; (২) ন্যার ও অধিকার সম্বন্ধে একটা স্থায়ী ধারণা আছে।

অণ্যায় ছৰ্মণ মানব ধখন একাকী থাকে, তথন তাহাৰ মনো-

বুত্তির পুষ্টিশাধনের জন্য, তাহার জীবনকে বিভূষিত করিবার জন্য, এমন কি তাহার প্রাণধারণের জন্য, অন্য মান্তবের সাহাত্য আবশ্যক বলিয়া তাহার অন্তরে একটা গভীর অভাব অন্তৃত হইয়া থাকে। কোন বিচার না করিয়া, কোন প্রকার বন্দোবস্ত না করিয়া, সে তাহার সদৃশধর্মী জীবদিগের নিকট হইতে বাহুবল, অভিজ্ঞতা, ও প্রেমের সাহায্য দাবী করিয়া থাকে। শিশু যথন মাকে না চিনিয়াও মাতৃদাহাযালাভের জন্য কাঁদিয়া উঠে, তথন তাহার দেই প্রথম ক্রন্দ-নেই সামাজিক সহজ-সংস্কারের ঈষৎ পরিচয় পাওয়া বায়। অফুকম্পা, সহামুভতি, দয়া প্রভৃতি যে সকল ভাব অন্যের জন্য প্রকৃতি-দেবী আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়াছেন, দেই সকল ভাবগুলির মধ্যে এই সামাজি ক সহজ-সংস্কারটি বিভ্যমান। ইহা স্ত্রীপুরুবের আকর্যণের মধ্যে, স্ত্রীপুরুষের মিলনের মধ্যে, পিতামাতার অপতা-স্লেহের মধ্যে, এবং অন্যান্য সকল স্বাভাবিক সম্বন্ধের মধ্যে নিহিত। বিধাতা বিজন-তার সহিত বিষাদের সংযোগ ও সঞ্জনতার সহিত হর্ষের সংযোগ করিয়া দিয়াছেন:—তাহার কারণ, মানুনের সংরক্ষণ ও স্থাসাধনের জনা, জ্ঞান ও নীতির পরিপুষ্টির জনা, সমাজ নিতান্তই আবশাক।

কিন্তু মাহুধের অভাব ও সহজ সংস্কার হইতে যে সমাজের হত্ত্র-পাত হয়, য়ায়র্ভিই তাহার পূর্ণতা বিধান করে।

একজন মানুষকে যথন আমরা সমুথে দেখি, তথন কোন বাছ নিয়মের আবশ্যক হয় না, কোন চুক্তি বন্দোবস্তের আবশ্যক হয় না, —সে মানুষ, অর্থাৎ, সে বুদ্ধিবিশিষ্ট স্বাধীন জীব, এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হয়; ভাহলেই আমরা ভাহার অধিকারগুলিকে সমান করি— সেও আমার অধিকারগুলিকে সমান করে। আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের পরস্পরের কর্ত্ব্য ও অধিকার সমান। সে বদি এই অধি- কারসাম্যের নিয়ম লক্তন করিয়া অকীয় বলের অপব্যবহার করে, তাহা
হইলে আমিও আমার আত্মরক্ষার অধিকার ও তাহার নিকট হইতে
সন্মান আদায় করিবার অধিকার জারি করিতে প্রবৃত্ত হই। এবং যদি
আমাদের ছইজনের অপেক্ষা বলবান আর একজন ভৃতীয় ব্যক্তি,
এই সময়ে আমাদের মধ্যে আদিয়া পড়ে, মাহার এই বিবাদ-কলহে
ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ নাই,—তখন সেই ভৃতীয় ব্যক্তি বলপ্রমোগের ঘায়া, ছর্কালকে রক্ষা করা, এমন কি, অস্তামাচরণের জন্ত অতাাচারীর প্রতি দণ্ডবিধান করা তাহার কর্ত্তর বলিয়া বিবেচনা করে।
ইহাই সমাজের পূর্ণ আদর্শ, এবং তায়, স্বাধীনতা, সাম্য, শাসন ও
দণ্ড এইগুলি সমাজের অস্তনিহিত মুধ্যতত্ত্ব।

ভাষপরতাই স্বাধীনতার প্রতিভূষরূপ। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব ইহা প্রকৃত স্বাধীনতা নহে, পরস্ক থাহা আমার করিবার অধিকার আছে তাহা করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। প্রচণ্ড আবেগের স্বাধীনতার পরিগাম কি १—না, যাহারা খুব হর্পান, তাহারা বলবানের অধীন হয়, এবং যাহারা খুব বলবান তাহারা স্বলীর উচ্চু আল বাসনার বশীভূত হইয়া পড়ে। প্রচণ্ড আবেগকে দমন করিয়া ও ভারের অফুগত হইয়ই মাহুষ স্বলীর অস্তরায়ার মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। উহাই আবার প্রকৃত সামাজিক স্বাধীনতারও আদর্শ। সমাজ আমাদের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে ধর্প করে এই যে একটি মত, ইহার নাায় ল্রাম্ক মত আর ছিতীর নাই। স্বাধীনতাকে ধর্প করে গ্রাহার বার স্বাধীনতাকে স্প্রতিষ্ঠিত করে, পরিপুট করে; সমাজ স্বাধীনতাকে দমন করে না, প্রভূতি করে, পরিপুট করে; সমাজ স্বাধীনতাকে দমন করে না, প্রভূতি মনের প্রচণ্ড আবেগকে দমন করে। সমাজ বেরুপা স্থানীনতার কোন হানি করে না, সেইরূপ নাারেরও কোন হানি করে

না। কেননা, সমাজ আর কিছুই নহে—নারের ভাব, বান্তবে পরি-ণত হইলেই সমাজ হইয়া দাঁডায়।

নায় স্বাধীনতাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিরা, সমাজকেও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে। মানসিক শক্তি ও দৈহিক বলস্বন্ধে সকল মন্থ্যের মধ্যে সমতা না থাকিলেও, ভাহারা সকলেই স্বাধীন জীব;—এই স্বাধীননতার হিদাবেই সকল মন্থাই সমান, স্তরাং সকলেই স্মানের ঘোগ্য। যথনই মানুষের মধ্যে পবিত্র নৈতিক পুক্ষের লক্ষণ উপলব্ধি করা বায়, তথনই মানুষ মাত্রই একই অধিকারস্ত্রে ও সমান পরিমাণে সম্বানার্হ বিলিয়া বিবেচিত হয়।

ষাধীনতার সীমা বাধীনতার মধ্যেই বিজমান; অধিকারের সীমা কর্ত্তব্যের মধ্যে অধিছিত। স্বাধীনতা ডতক্ষণই স্ম্পানের বোগ্য হয় যতক্ষণ অন্যের স্বাধীনতার হানি না করে। তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি তাহা অবাধে করিতে পার—ভধু এই একটি মাত্র সর্ত্তে যে, তুমি আমার স্বাধীনতা আক্রমণ করিবে না। কেননা তাহা হইলে, স্বাধীনতার স্বাধারণ অধিকারস্ত্তেই, আমার স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য আমি ভোমার বিপথগামী স্বাধীনতাকে দমন করিতে বাধ্য হইব। সমাজ, প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রতিভূস্ত্রপ; অতএব যদি একজ্বম অপরের স্বাধীনতাকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে স্বাধীনতার নামেই তাহাকে দমন করা যাইতে পারে। তাহার দৃষ্টান্ত, ধর্মমতের স্বাধীনতা একটি পবিত্র জিনিস; এমন কি, তোমার অস্তরের গৃড্তম প্রদেশে, কোন একটা উল্ভট উপধর্মকেও ভূমি পোষণ করিতে পার; কিন্তু যদি তুমি কোন হুনীতিমূলক ধর্মমত প্রকাশ্যে প্রচাব করিছে যাও, তাহা হইলে ভোমার সংরাত্তিক্দিরের স্বাধীনতাও বিবেক্ষ্ বিভিন্ন প্রতিভ্রাম্বন্ধ করা হইলে। তাই এইক্ষণ ধর্মপ্রভার নিবিদ্ধ।

এইরপ দমনের আবশাকতা হইতেই দমনের স্বাবস্থিত প্রভূশক্তির আবশাকতা প্রস্ত হয়।

ঠিক করিরা বলিতে গেলে, এই প্রভূশক্তি কতকটা আমার মধ্যেও আছে:—কারণ, আমাকে অন্তাররূপে কেহ আক্রমণ করিলে, আমারও আত্মরুকা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু প্রথমতঃ আমি সর্বাপেক্ষা করবান নহি, দ্বিতীয়তঃ আপনার কার্য্য সহদ্ধে কেহই অপক্ষপাতী বিচারক হইতে পারে না; বাহাকে আমি বৈধ আত্মরক্ষার চেষ্টা বলিয়া মনে করি, তাহা হয়ত অনোর প্রতি অত্যাচার বা ভ্রমনির বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

অভএব প্রত্যেকের অধিকার রক্ষার জন্য এমন একটা অপক্ষ-পাতী প্রভূশক্তির প্রয়োজন যাহা ব্যক্তিবিশেবের সমন্ত শক্তি হইতে উচ্চতর।

এই প্রভূশক্তি, এই অপক্ষণাতী তৃতীয়, যাহা সকলের স্বাধীনতা বজার রাখিবার জন্য আবিশ্রকীর ক্ষমতার হারা স্থ্যজ্জিত,—এই প্রভূশক্তিকেই রাষ্ট্রশক্তি বা রাজশক্তি বলা যায়।

রাজশক্তিই সকলের ও প্রত্যেকের অধিকারের প্রতিনিধি। বে বাক্তিগত আয়রক্ষার অধিকার, ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক স্থচাকরণে সম-থিত হইতে পারে না—তাহা এমন একটা সর্ব্বোচ্চ প্রভূপক্তির হস্তে সমর্পিত হওয়া আবশ্রক, যে শক্তি সাধারণের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে, নিয়্মিতরূপে ও ন্যাধারণে বল প্ররোগ ক্রিতে পারে।

আত এব রাজশক্তি সমাজ হইতে পৃথক ও স্বতম্ব নহে। কিও এই সম্মান্ত্র ক্রেক্ত্র-সম্প্রদারের ছই বিভিন্ন মত; এক সম্প্রদার রাজশক্তির নিকট স্মাজকে বলিদান দিতে চাহেন, আর এক সম্প্রদার মনে করেন, রাজশক্তি সমাজের শক্তা। যদি রাজশক্তি সমাজের প্রতিনিধিদ্দরণ না হয়, তাহা হইলে দে শক্তি ওধু ভৌতিক শক্তি মাত্র,—দে শক্তি শীঘ্রই বলহীন হইয়া পড়ে; আবার, রাজশক্তির অবিদ্যমানে, সকলের সহিত সকলের যুদ্ধ বাধিয়া সমাজ একটা বিরাট যুদ্ধন্দেত্রে পরিণত হয়। সমাজ রাজশক্তিকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে, এবং রাজশক্তিসমাজকে সর্প্রপ্রার বিপদ হইতে রক্ষা করে। প্যাস্কাল যে বলিয়াছেন, "যাহা স্তায়সঙ্গত তাহাকে বলবান করিতে না পারিয়া, যাহা বলবান তাহাকে ন্যায়সঙ্গত করা হইয়াছে"—এ কথা ঠিক্ নহে। প্যাস্কালের কথার ছুল মর্ম্ম এই যে,—বাহবলের ভারা বলীয়ান নার্যই রাজশক্তি।

যে রাষ্ট্রনীতি, কর্ত্বশক্তি ও স্বাধানতাকে পরম্পর-বিরোধী মনে করিয়া, মূলত বিভিন্ন মনে করিয়া, রাজশক্তি ও সমাজের মধাে বিরোধ বাধাইয়া দেয়, সে প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি নহে। আমি অনেকসময় এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, প্রভূতত্ব একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক্ তব্ব, এবং প্রভূত্ব বৈধতা স্বতঃমিদ্ধ, স্বতরাং অনাের উপর প্রভূত্ব করিবার জনাই প্রভূত্ব ক্ষি। ইহা একটা বিষম ভূল। সহসা মনে হইতে পারে, এই কথার ছারা প্রভূত্বকে স্থাপন করা হইতেছে; কিন্তু তাহা দ্রে থাক, প্রভূত্বর যে স্বদৃত ভিত্তি সেই ভিত্তিটকেই প্রভূত্ব হুইতে অপসারিত করা হইতেছে। প্রভূত্ব—অর্থাৎ বৈধ ও নৈতিক প্রভূত্ব—উহা নাায় ছাড়া আর কিছুই নহে; এবং নাায়ও, স্বাধীনতার প্রতি সন্মান প্রদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। অর্থাৎ প্রভূতি বিভিন্ন ও বিশ্বীত তত্ব নহে, উহা একই তত্ব। সকল অব্যাতেই, সকল প্রয়োগস্থলেই উহাদের সমান প্রকৃত্ব—সমান মহন্ত ।

কেছ কেছ বলেন প্রভূশক্তি সাক্ষাং ঈথরের নিকট হইতে আসি-যাছে: অবণা ঈথরের নিকট হইতেই আদিয়াছে। ভাল-স্বাধীনতা কোপা হইতে আদিয়াছে ? পৃথিবীতে যাহা কিছু উৎক্ষঠ স্বই ত ঈশবের নিকট হইতে আদিয়াছে। স্বাধীনতা হইতে উৎক্ষঠ জিনিদ আর কি আছে ?

প্রভূশক্তির মৃল ভিত্তিটি জানিতে পারিলে, প্রভূর বল আরও বৃদ্ধি পার। প্রভূর আজা পালন কর। কত সহজ হর,—দদি জানিতে পারি, ঐ আদেশ পালনে আমার হীনতা হইবে না, প্রত্যুত আমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে; এই আজামুবর্তিতা দাসত্বের সাদৃশা ধারণ নঃ করিয়া, বরং স্থাধীনতার অপরিহার্যা নির্মন্ধপে, স্থাধীনতার প্রতিভূক্তিপ প্রকাশ পাইবে।

রাজশক্তির নির্দিষ্ট কার্য্য ও চরম কক্ষা কি ?—না, সার্ব্বজনিক আধীনতার রক্ষক যে ন্যারধর্ম সেই ন্যারধর্মের আধিপতা প্রতিষ্টিত করা। স্বতরাং অন্যের অধীনতাকে দমন করিবার অধিকার কাহারও নাই। অত এব, মিথ্যাকখন, অমিতাচার, অপরিণামণ্শিতা, বিলাদিতা, আর্থপরতা প্রভৃতি বাক্তিগত চারিত্রদোষ ষতক্ষণ না আনার অনিষ্টক্ষনক হয়, ততক্ষণ রাজশক্তি ভাহার জন্য কাহাকে দ্ভিতঃকরিতে পারে না। আবার রাজশক্তিকে অতান্ত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাধাও বিহিত্ব নহে।

সমান্তের প্রতিনিধিশ্বরূপ রাজ-সরকারও একটি—পুরুষ; ব্যক্তি-বিশেষের নাম তাহারও একটা হৃদ্য আছে; তাহার উদারতা আছে, সাধুতাব আছে, বদান্যতা আছে। এমন কডকগুলি বৈধ ও সর্ব্বজনপ্রশংসিত তথ্য আছে যাহার কোনরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না,—যদি প্রজার অধিকার সংরক্ষণই রাজসরকারের একমাত্র কার্যা বিশ্বা নিশ্বারিত হয়। যাহাতে প্রজাগণের সর্বাজীন মক্ষণ হয়, তাহান্যে প্রিকৃতি পরিপুই হয়, ভাহান্যে ধর্ম-নীতি দুঢ়ীতৃত হয়, জন-

সমাজের ও বিখ্যানবের স্বার্থের উদ্দেশে—তংগ্রতি রাজ্সরকারের কিয়ংপরিমাণে দৃষ্টি রাথা কর্ত্তর। সেই জন্ম কথন কথন, মানুষের হিতকনে, রাজসরকারের বলপ্রায়োগ করিবারও অধিকার আছে। কিন্তু এই বলপ্রায়োগ বিশেষ বিবেচনা ও বিজ্ঞতা আবশ্রক—কেননা, অপবাবহারে এই বলপ্রায়াগ অভ্যাচারে পরিণত চইতে পারে।

একণে দেখা যাক, রাজসরকার কিরূপ নিরমে রাজশক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন। যে শক্তি রাজসরকারের হত্তে বিশ্বন্তভাবে অর্পিত হইয়াছে, রাজসরকার হদৃষ্টাক্রমে কি সেই শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন
স্বাহ্যালাত সমাজেই,—শাসনতয়ের শৈশব দশাতেই, সেই শক্তির এইরূপ প্রয়োগ হইয়া পাকে। কিন্তু এই শক্তির প্রয়োগে মারুব নানা প্রকারে বিপ্রথামীও ইইতে পারে;—এক তুর্বলিতা প্রস্তুত, আর এক, বলের আতিশ্যা প্রস্তুত। অভএব এমন একটি নিয়ম চাই যাহা মারুবের নিচ্ছের চেয়ে উচ্চতর, এমন একটি দর্বজনবিদিত বিধি চাই, যাহা প্রজাগণের পক্ষে উপদেশস্বরূপ ইইতে পারে এবং রাজসরকারের পক্ষে যুগপং আটক ও আশ্রয় উভয়ই ইইতে পারে। এই নিয়ম বিধিকেই আইন বলে।

আইনের আইন—দেই সর্ব্বোচ্চ আইন কি ?—না স্বভাবসিদ্ধ স্থায়ধর্ম ; উহা লিখিত হয় না ; উহাব বাণী প্রতিজনের অন্তরে শ্রুত হয়। স্বাভাবিক স্থায়ধর্ম অনুক অনুক স্থালে কি আদেশ করে, লিখিত আইন তাহাই অসম্পূর্ণক্রপ প্রকাশ করে মাত্র।

উত্তম আইনের প্রধান লক্ষণ, অপরিহার্যা লক্ষণ এই যে উহাতে একটা বিশ্বজ্ঞনীন ভাব থাকে। যত প্রকার অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে, সেই প্রত্যেক অবস্থাতে স্থান্ত্রধর্মের আদেশ কি হইতে পারে, তাহাই সাধার-ভাবে নিদ্ধারণ করা আইন-প্রণেতার প্রথম কর্ত্তবা। তাহা হইলে, ঐরপ কোন একটি অবস্থা উপস্থিত হইলে তিনি সেই নির্দিষ্ঠ আদেশ অমুসারেই দেশ-কাল পাত্র নির্দ্ধিশেষে সেই অবস্থার বিচার করিতে সমর্থ হন।

যে সকল নিয়ম কিংবা আইন বাক্তিগণের সামাজিক সম্বন্ধ নিয়মিত করে, সে সমস্তের সমবায়কে সামাজিক বাবহার বলে, সামাজিক বাব-হার স্বাভাবিক সম্বন্ধজনিত অধিকারের উপর আইতিষ্ঠিত; স্বাভাবিক অধিকারই উহার ভিত্তি, উহার মানদণ্ড, উহার সীমা। সমস্ত সামা-জিক বিধি-বাবস্থার প্রধান নিয়ম এই যে, উহা স্বাভাবিক বাবহার-বিধির বিরোধী হইবে না।

কোন আইনই আমাদের কল্পে একটা মিগাা অধিকার চাপাইতে পারে না, কিংবা একটা সভা অধিকার হইতে আমাদিগকে বিচ্ত করিতে পারে না।

আইনের শাসনশক্তি কিসে প্রকাশ পায় १—না, দণ্ডবিধানে।
আমরা পূর্ব্বে বনিয়াছি, পাপের ধারনা হুইতে দণ্ডের উংপ্তি।
বির্ধাসন্তরে ঈর্ধর স্বরং সকল প্রকার অপরাধের জন্ত দণ্ড বিধান করেন। সমাজ তরে রাজসরকার, শুরু সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করি-বার জন্তই দণ্ডবিধানের অধিকার পাইয়াছেন; রাজসরকার তাহা-দিগকেই দণ্ড দেন যাহারা অন্তর স্বাধীনতাকে লক্ষ্মন করে। অভএব যে কোন দোব ভারধ্যের বিরোধী নহে এবং স্বাধীনতার ব্যাঘাতকারী নহে, সেই পোবের জন্ত সমাজ কোন প্রতিশোধ লয় না। ভা ছাড়া, দণ্ডবিধানের অধিকার ও প্রতিশোধ দাইবার অধিকার এক নহে। মন্দ কাজের প্রতিশোধ লইবার কন্ত মন্দ কাজ করা, চক্ষের বনলে চক্ষু ও দল্পের বর্বলে দন্তের দাবী করা,—ইহা জ্ঞানালোক-বর্জিত এক প্রকার বর্মব্রোচিত ন্যায়বিচার। কেননা, ভূমি আমার বে অনিষ্ঠ করিয়াছ, তোমার অনিষ্ঠ করিয়া আমি সে. অনিষ্ঠকে কথনই অপসারিত করিতে পারি না।

অতাচারশীড়িত ব্যক্তির কট ইইরাছে বলিয়া অতাচারীকে যে তাহার অফুরূপ কট দিতে হইবে, একথা ঠিক্ নহে; পরস্তু যে ব্যক্তি নায়কে লক্ষন করে, প্রায়ন্টিত্তস্ক্রপ ভাহাকে সমূচিত কট ভোগ করিতে ইইবে—ইহাই দণ্ডের প্রকৃত নীতি। দণ্ড ক্ষতিপূরণ নহে। যদি আমি অজ্ঞাতদারে তোমার কোন ক্ষতি করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি ক্ষতিপূরণের জনা দায়ী। তাহাতে কোন দণ্ড বর্জে না, কেন না, এস্থলে আমি জ্ঞাতদারে অপরাধ করি নাই। কিন্তু আমি যদি কোন বদমাইদির কাজ করিয়া থাকি, আর সে কাজে যদি কাহারও ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি তাহার আর্থিক ক্ষতি প্রণের জন্য ত দায়ী আছিই, তাহা ব্যতীত অন্যায়ের প্রায়ন্টিওরূপ আমাকে উপযুক্ত কট ভোগ করিতে ইইবে। ইহাই প্রকৃত দণ্ডনীতি।

দণ্ড ও অপরাধের মধ্যে ঠিক্ অনুপাতটি কি ? এই প্রশ্নের একটা সম্পূর্ণ মামাংসা হইতে পারে না। ইহার মধ্যে দেটুক্ ধ্রুব ও অপরিবর্ত্তনীর তাহা এই—বাহা স্থার-বিক্রন তাহাই দণ্ডনীর, এবং অনাার যতই গুরুতর হইবে, তাহার দণ্ডও দেই পরিমাণে কঠোর হওয়া উচিত। কিন্তু দণ্ডবিধানের অধিকারের পাশাপাশি, অপরাধান্তরে একটা কর্ত্তবাও আছে। অপরাধীকে দোষ-সংশোধনের একটা অবসর দেওয়া উচিত। মাফুষ যতই অপরাধী হউক না, তব্ সে মাফুষ ও একটা ঝিনিস নহে যে তাহার বারা কিছুমাত্র আমাদের হানি হইলেই আমরা তাহাকে সরাইয়া ফেলিব। আমাদের মাধার একটা পাথর পড়িলে আমরা তাহাকে দ্রে নিঃক্রেপ করি, পাছে উহা আরু কাহাকে আবাত করে। মহুষ্য বুদ্ধবিশিষ্ট জীব,

মানুষ ভাল মন্দ বঝিতে পারে. কোন-না-কোন দিন তার অফুতাপ হইতে পারে, আবার স্থপথে ফিরিয়া আসিতে পারে। এই সকল তত হটতে অস্থাদশ শতাকার শেবভাগে ও উনবিংশতি শভাকীর প্রারম্ভে এমন কতকগুলি সদুকুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়, যাহাতে করিয়া ঐ ছই শতাকী বিশেষ গৌরবাধিত হইয়াছে। সংশোধনালয়ের কথা উল্লেখ করিতে গেলে, খুইধর্মের প্রারম্ভকাল মনে পড়িয়া যায়। তথন দও প্রায়ন্তিত্তস্করণ ছিল। অপরাধীরা প্রায়ন্তিত করিয়া, অমুতাপ করিয়। আবার সাধুর শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারিত। এই স্থলে, উদার মৈত্রীর হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়: এই মৈত্রীতক ন্যায়-তক্ষ **इहेट** अत्नक्छ। डिन्न । पर्छविशान कता नगारत्रत्र काक, स्मायमः स्मा-ধন করা মৈত্রীর কাজ। কিরূপ পরিমাণে এই চুই তত্তকে সন্মিলিত করা বিধেয় १—ইহা নির্দারণ করা বড়ই কঠিন,—অতীব সৃন্ধবিচার-সাপেক্ষ। তবে, এইটুকু নিশ্চিতরূপে বলা ঘাইতে পারে, ঐ চুই তত্তের মধ্যে ন্যায়েরই প্রাধান্য থাকা উচিত। অপরাধীকে সংশো-বীন করিবার কালে অনেক সময়রাজসরকার, ধর্মের অধিকারকে দুখল कत्रिया वरमन । किन्न बाजमबकारबब यांश विरम्ध काज, यांश निजन কর্মবা-বাজসবকার যেন ভাগা বিশ্বত না হন।

যাহাকে প্রকৃত রাষ্ট্রনীতি বলে, এখন সেই রাষ্ট্রনীতির প্রবেশঘারে আসিয়া একটু থানা যাক্। পূর্বোক্ত তহগুলি ছাড়া আর কিছুই
ধ্রুব নহে, কিছুই অপরি ওর্তনীয় নহে, বাকি আর সমস্তই আপেকিক।
জনসাধারণের কতকগুলি চুর্লজ্য অধিকারকে সমর্থন ও সংরক্ষণ
কর্মীই রাজশক্তির কাজ; অতএব অধিকার সংরক্ষণের সংপ্রবেই
রাজ্যতন্ত্রসমূহের মধ্যে যাহা কিছু ধ্রুবর। কিন্তু রাজ্যতন্ত্রসমূহের
একটা আপেক্ষিক দিক্ও আছে। দেশ কাল পাত্র অস্পারে, আচার

ব্যৰহারও ইতিহাদের বিশেষক অনুসারে, রাজ্যতন্ত্রের রূপান্তর ছইয়া থাকে। দর্শনশাস্ত্র, রাষ্ট্রতন্ত্রকে যে পরম নীতিটি অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন তাহা এই-সমস্ত অবস্থা সমাক্রপে বিবেচনা করিয়া, সমাজের এরপ গঠন ও ব্যবস্থাদি বিধান করা কর্ত্তব্য, যাহাতে, যতট। সম্ভব নিতা ও ধ্রুবতব্দমূহের সহিত তাহাদিগের মিল থাকে। সমা-(का (महे मकल गर्धन, (महे मकल वावशातक अध्य-निजा वला याहरक পারে, কেননা উহা কোন যদ্জাপ্রর অনুমান-বৃদ্ধি হইতে প্রস্ত নহে, পরস্ক উহা অপরিবর্তনীয় মানব-প্রকৃতির উপর, ছার্ট্রের সর্ক্ষোচ্চ প্রবৃত্তি-সমূহের উপর, ন্যায়ের অবিনশ্বর ধারণার উপর, মহোল্লত মৈত্রীভাবের উপর, প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকবৃদ্ধির উপর, কর্ত্তব্য ও অধিকারবৃদ্ধির উপর, পাপপুণ্যের উপর স্থপতিষ্ঠিত। যাহা প্রকৃত সমাজ, যাহা মানব-সমাজ নামে অভিহিত হইতে পারে, অর্থাৎ যে সমাজ স্বাধীন ও বৃদ্ধিবিশিষ্ট জীবের দ্বারা পরিগঠিত,—উক্ত তত্বগুলি ঐরপ সমাজেরই প্রতিষ্ঠাভূমি। যে রাজাতন্ত্র ইহা জানে যে, কতক-গুলা পশুর সহিত তাহার ব্যবহার নহে, পরস্ত বৃদ্ধিবিশিষ্ট মারুষের সহিত ব্যবহার: যে রাজাতন্ত্র মাত্রবকে সম্মান করে, প্রীতি করে. मिट्ठेक्रिश ब्राक्कालक्ष्ट श्वकीय निर्फिष्ट कार्या मुल्लानरन यात्रा। প্রাপ্তক নীতিপুত্রগুলিই এই প্রকার রাষ্ট্রতম্বকেই পরিচালিত করিয়া থাকে।

ঈথরের রুপায়,—ফরানী সমাজ এবং যে রাজবংশ কয়েক শতাকী ধরিয়া ফরানী সমাজকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিয়াছে, সেই রাজবংশ বরাবর ঐ অবিনধর আলর্শের আলোক ধরিয়া চলিয়াছে। (Louis le Gros) রাজা 'মোটা'-লুই, পৌর-সাধারণ-সভাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন; রাজা 'রূপবান'ফিলিপ পার্লেফেট

ञ्चालन करवन এवः विठावानस्य चाधीन विठाव ও विनामुलगत विठाव প্রবর্তিত করেন; চতুর্থ হেনরী ধর্মদম্বনীয় স্বাধীনতার স্ত্রপাত করেন; ত্রয়দশ লুই ও চতুর্দশ লুই যেমন একদিকে ফ্রান্সের चार्डाविक প্राच्छिन क्वान्मरक श्रमान कविवाब क्रमा উদ্যোগী इहेग्र-ছিলেন, তেমনি ফরাদী জাতির দকণ অংশকে একত্রীভূত করিবার জন্য, সামস্ততন্ত্রের অরাজকতার স্থানে নিয়ন্ত্রিত শাসনকার্য্য প্রবর্তিত ক্রিবার জনা, মাতৃত্দির সাধারণ হিতকল্পে বড় বড় সামস্তদিগের অধিকার ক্রমশ থর্ম করিয়া, তাহাদিগকে আমীর-ওম্রার শ্রেণীতে সানয়ন করিবার জন্ম অংশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। একজন জ্ঞান্দের রাজাই, দেশে অভিনব অভাব সকল ব্ঝিতে পারিয়া, তং-কালের সাধারণ উন্নতির সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায়ে, বিশুখল ও গঠনহীন প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের স্থানে সভাজাতির উপযুক্ত প্রকৃত প্রতিনিধিশাসনতম্ব প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ছঃখের विषय, नाना कात्रल दम्हें दुन्हीं वार्थ इहेबा द्यामहर्षन बाहेविल्लात भद्रि-পত হয়: কিন্তু সেই গৌরবান্বিত চেষ্টা বার্থ হইত না. যদি সে সময়ে রিশ্লিউ কিংবা ম্যাজ্যার্যার মত কোন ব্যক্তি রাজ্যের কর্ণগার থাকিত ৷ সর্বংশবে, বোড়শ লুইয়ের ভ্রাতা স্বতঃপ্রবর্তিত হইরা ফ্রান্-সকে এমন একটি স্বাধীন ও জনহিতকর শাসনতন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, যাহা আমাদের পিতৃপুক্ষদিগের স্বপ্লের বিষয় ছিল, এবং মনটেদকিউ স্বকীয় গ্রন্থে ধাহার আভাস দিয়া গিয়াছিলেন ; সেই রাজ্য ভন্ত অংশত কার্য্যে পরিণত ও ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইন্না, বর্তমান কালের ও দুর ভবি-यार कारणबा छे छे पराणी इरेब्राहा। छाँराब आप छ अपिकारबन ঘোষণা-পত্তে সেই সকল বীজহুতের উল্লেখ আছে যাহা আমরা ইতি-পূর্বেবিকৃত করিয়াছি। ফ্রান্দের উদ্দেশে ও বিশ্বমানবের উদ্দেশে

আমরা যে সকল স্পৃহা ও আশা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকি তৎ-সমস্তই সেই অধিকার-পত্রের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আচে।

জগতের নৈতিক শৃথানা ইতিপুর্বে নিঃসংশ্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমরা এখন নৈতিক সত্যকে পাইয়াছি, মঙ্গলের ধারণাকে পাইয়াছি, এবং মঙ্গলের ধারণার সহিত যে অবশুকর্তব্যতা সংযুক্ত আছে তাহাও পাইয়াছি। সার-সত্যে পৌছিয়াও যে তব্ব আমাদিগকে থামিতে দেয় নাই, যে তত্ব বাস্তব সত্তার মধ্যেও পরম প্রজার অনুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিয়াছে,—সেই একই তত্ত্ব, সেই পরম পুক্ষের সহিত মঙ্গনভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে আমাদিগকে বাধ্য করিয়াছে,—বিনি মঙ্গনভাবের প্রথম ও চরম পত্তনভূমি।

অভাভ সার্ক্রনেম ও অবশুস্তাবী সতোর ভাষ, নৈতিক সতাও বস্তুধীন কেবল একটা স্ক্রভাবের অবস্থায় থাকিতে পারে না। আমাদের অন্তরে এই নৈতিক সতা কেবল ধারণার বিষয় হইতে পারে, কিছু এমন কোন পুরুষ আছেন—এই নৈতিক সভা থাংার ভধু ধারণার বিষয় নহে, পুরুষ্ভ নৈতিক সভাই থাঁহার ক্রমণ।

বেমন, সমন্ত সভ্যের সহিত একটি অথও মূল-সভ্যের যোগ আছে, সমন্ত সৌন্দর্যোর সহিত একটি অথও মূল-সৌন্দর্যোর যোগ আছে, সেইরূপ সমন্ত নৈতিক তবের সহিত একটি অথও মূলতন্ত্বের যোগ আছে—সেই মূলতন্ত্বি মঙ্গল। এইরূপে আমরা ক্রমণ এমন একটি মঙ্গলের ধারণার উভিত হই, যে মঙ্গল স্বরূপত মঙ্গল, যে মঙ্গল পরিপূর্ণ মঙ্গল, যাহা সমন্ত বিশেষ বিশেষ কর্ত্ব্য হইতে উচ্চত্ত্র ও শ্রেষ্ঠ এবং যাহার দ্বারা বিশেষ বিশেষ কর্ত্ব্য স্কল নিদ্যারিত হইরা

থাকে। অতএব ষ্থাষ্থ্যমে বলিতে গেলে, এই পূর্ণমঙ্গল—মঙ্গল-অন্ত্রপ পূর্ণপুক্ষ ছাড়া আর কাহার উপাধি হইতে পারে ?

অনেক গুলি পূর্ণ পুরুষ থাকা কি সন্তব ? যিনি পূর্ণ সত্য, যিনি পূর্ণ স্থার, তিনিই কি পূর্ণ মঙ্গল নহেন ? পূর্ণতার ধারণার সহিত, পূর্ণ অথগুতা, পূর্ণ একতার ধারণা সংজড়িত। সত্য স্থানর ও মঙ্গল এই তিন তব স্থারণত পৃথক্ নহে। ইহারা আদলে একই; তিন প্রধান উপাধিরণে ইহারা পৃথক্ রূপে আলোচিত হইয়া থাকে মাত্র। আমাদের মনই এইরল তেন স্থাপন করেয়, কেন না, ভেদ না করিয়া, বিভাগ না করিয়া, আমাদের মন কিছুই ব্ঝিতে পারে না। কিন্তু এই তিন তব্ থাহার মধ্যে অবস্থিত, দেখানে এই তথ্ঞ গুলি এক ও অথগু; এবং দেই পুরুষ খিনি "তিনে এক, একে তিন," খিনি একাধারে পূর্ণ সত্য, পূর্ণ স্থানর ও পূর্ণ মঙ্গল—তিনি ঈখর ভিন্ন আর কেহ নহেন।

স্ট জীবদিগের যে সকল সদ্গুণ বা উপাধি আছে, তাহার মধ্যে এবন কোন বান্তব সদ্গুণ বা উপাধি আছে কি— যাহা প্রষ্টার মধ্যে নাই? কারণ ছাড়া কার্য্য আর কোথা হইতে অকীয় বান্তবতা ও সত্তা প্রাপ্ত হইতে পারে? কার্য্যের যে বান্তবতা, কার্য্যের যে কারণ হইতেই প্রস্ত হইয়া থাকে। অন্তত, কার্য্যের যাহা কিছু বান্তবতা, তাহা তাহার কারণের মধ্যেই অবস্থিত। কার্য্যের যে বিশেষত— সে বিশেষত, কার্য্যের নিরুইতাতে, কার্য্যের হীনতাতে, কার্য্যের অপুর্ণতাতে। কেবল উহার ঘারাই কার্য্যের পরাধীনতা, কার্য্যের উৎপত্তি দিছ হয়। কার্য্যের মধ্যে অধীনতার নিদর্শন, অধীনতার নিয়ম বিভ্যান। অত এব যদিও কার্য্যের অপুর্ণতা হইতে কারণের অপুর্ণতারপ দিছাতে আমরা বৈধরণে

উপনীত হইতে পারি না, কিন্তু আমরা কার্যোর উৎকুটতা হইতে কারণের পূর্ণতারূপ নিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। নচেৎ কার্যোর মধ্যে এমন কিছু উৎকুঠ জিনিস থাকিয়া যায় যাহার কোন কারণ নাই।

আমাদের ঈশরবাদের ইহাই মূলতর। ইহার মধ্যে কোন নৃতনহও নাই, অতিকৃত্মরও নাই। তবে কিনা, এই তথ্টিকে অজ্ঞানাদ্বকার হইতে বিনিশুক্তি করিয়া, এখনও পর্যান্ত আলোকে আনা হয়
নাই এই মাত্র। আমাদের নিকট এই তথ্টি অতীব সারবান্ও
প্রমাণিক তথ্ব। এই তথ্টির সাহায্যেই আমরা কিয়ৎপরিমাণে
ঈশরের প্রকৃত স্বরূপে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হই।

ঈশ্বর কোন স্থায়শাস্ত্র-সিদ্ধ সন্তা নহেন, স্থায় শাস্ত্রের অনুমানযুক্তির দারা অথবা নীজগনিতের সমীকরণ প্রক্রিয়ার দারা তাঁহার
স্বরূপের ব্যাথা করা যায় না। যথন কেহ, জ্যামিতিবেতা ও নৈয়াথিকের পদ্ধতি অনুসারে, কোন একটি প্রধান উপাধি ইইতে যাত্রা
আরম্ভ করিয়া, পরপ্রাক্রমে ঈশ্বের অস্থাস্ত উপাধি নির্ণয় করেন,
আমি জিজ্ঞাদা করি—তথন তিনি কতকগুলি বস্তু-নিরপেক্ষ স্ক্র্রন্তাবের কথা ছাড়া আর কিছু কি প্রাপ্ত হন ? বাস্তব ও জীবস্ত ঈশ্বরে উপনীত হইতে হইলে, এই প্রকার নিক্ষল তর্ক-বিভার জন্ননাজাল হইতে বাহির হওয়া আবশ্যক ।

ঈশ্ব-স্থদ্ধে আমাদের যে প্রথম ধারণা, অর্থাং অসীম-পুরুষের ধারণা, এই ধারণাটিও আমাদের প্রত্যক্ষজান-নিরপেক্ষ নহে। আমরা প্রত্যেকেই এক-একটি সন্তা ও সসীম সন্তা—এই যে নিজের সম্বদ্ধে আমাদের জ্ঞান, ইহা হইতে আমরা অব্যবহিতরূপে এমন একটি সন্তার ধারণায় উপুনীত হই, যে স্তা আমাদের সন্তার মূলতন্ত্র,

বে সত্তা অসীম। এই সারবান্ অথচ সরল যুক্তি-প্রণালীট আসলে দেকার্টের যুক্তি-প্রণালী,—তিনি যে যুক্তির পথট খুলিয়া দিয়ছেন, সেই পথটি আমরা অমুসরণ করিব। তিনি একজানে আসিয়া শীঘ্র থামিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আমরা থামিব না। আমরা বেমন আমাদের সদীম সত্তার কারণকরেপে একটি অসীম সত্তাকে স্বীকার করিতে বাধা হই, সেইরপ আমাদের উৎকৃত্ত চিত্তবৃত্তি সমূহের কারণ অমুসন্ধান করিতে গিয়াও আমরা একটি অসীম কারণে গিয়া উপনীত হই। অতএব ঈয়র আমাদের নিকট শুধু অনীম নহেন, তিনি এমন কোন অনির্দেশ্য স্ক্রভাবনাত্র-সার ঈয়র নহেন বাহাকে আমাদের হৃদয় ও মন গ্রহণ করিতে পারে না, পরস্ক তিনি স্নিক্টি বাস্তব ঈয়র, আমাদের আর তিনি নৈতিক পুক্র।

অতএব, আমরা পৃর্পেই বলিয়াছি, সতা ও স্থলরের স্থায় তিনি মঙ্গলেরও মূল কারণ ও চরম ভিত্তি। আমরা বেরুপ নৈতিক পুক্ষ, দেইরূপ নৈতিক পুক্ষের তিনি মূল-আদর্শ। আমাদের এমন কোন উৎক্তই গুণ নাই বাহার মূল-প্রস্তবণ তিনি নহেন, এবং বাহা অন্ত পরিমাণে তাঁহাতে নাই।

বেমন মনে কর,—মাহবের স্বাধীনতা আছে, আর ঈ ধরের স্বাধীনতা নাই—ইহা কি কথন হইতে পারে ? ইহা কেহই অস্বীকার করে না যে, যিনি সকল পদার্থের কারণ, যিনি স্বর্ম্থ, তিনি কাহারও অধীন নহেন। কিন্তু Spinoza, ঈশ্বরকে সমস্ত বাহা বাধার অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া একটা ক্লু আভান্তরিক অবশুভাবিতার বন্ধনে তাঁহাকে আবন্ধ করিয়াছেন,—যে আভান্তরিক অবশুভাবিতাকে তিনি স্তার পূর্ণতা বলিয়া মনে করেন। অবশু সে সভা, পুক্ব-সত্তা নহে। কিন্তু স্বাধীনতাই পুক্রের অর্থাং ব্যক্তি-স্তার

মুধা ধর্ম। অত এব ঈধরের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহা হইলে ঈধর মান্ত্র হইতেও নিক্ষ। ইহা কি অতান্ত অভূত নহে,—স্প্ট জীব যে আমরা, আমরা আমাদের ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে কাঞ্চ করিতে পারি, আর যিনি আমাদের স্রায়ী, তিনি একটা অবগ্রহাবী অভিব্যক্তি-নিয়মের অধীন: অবশা দেই অভিবাজির কারণ তাঁহার মধ্যেই বিভয়ান রহিয়াছে, কিন্তু দেই কারণটি একপ্রকার বস্তু-নিরক্ষেপ সূক্ষ্ম শক্তি, যান্ত্রিক শক্তি, দার্শনিক শক্তি মাত্র; এই যান্ত্রিক কারণটি, আমাদের অনুভূত স্বাধীন পুক্ষ-গত কারণ অপেকা অতীব নিক্ঠ। অতএব क्रेश्व सारीन, (कनना सामद्रा सारीन; किन्नु सामन्ना (वक्रश सारीन, তিনি সেরপ স্বাধান নহেন; কেননা ঈথর সমস্তই আমাদের মতন, অথচ তিনি আমাদের মতন কিছুই নহেন। আমাদের মত সমস্ত স্দ গুণই তাঁহার আছে, কিন্তু দেই সব স্দৃগুণ আমানিগের অপেকা অনুরুপ্রণ উন্নত। তাঁহার অসীম স্বাধীনতার সহিত, অসীম জ্ঞান সংযুক্ত। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া বেরূপ অব্যর্থ,—চিস্তা আলোচনার অনি-চয়তা হইতে মুক্ত, তিনি বেরূপ এক কটাক্ষেই মঙ্গলকে উপলব্ধি করেন-দেইরপ তাঁহার স্বাধীনতার ক্রিয়াও স্বতঃক্তি ও অযত্র-সম্পাদিত। ("স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াচ"—উপনিষং)।

আমাদের আয়ার ভিত্তিভূমি বে স্বাধীনতা, দেই স্বাধীনতা বেরূপ আমরা ঈশ্বরেতে আরোপ করি, সেই একই প্রকারে তার ও মৈত্রীও আমরা তাঁহাতে আরোপ করিয়া গাকি। মাহুষের মধ্যে, তায় ও মৈত্রী মানুষের ধর্মক্রেপ অবস্থিত, কিন্তু ঈশ্বরের উহা উপাধি। আমাদের মধ্যে বে স্বাধীনতা শ্রমার্জিত, সেই স্বাধীনতা ঈশ্বরের স্বরূপগত। অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যদি ভাষের ম্বগত ভাব হয় এবং আমাদের মায়মধ্যাদার নিদর্শন হয়, তবে ইহা

ক্রমই হইতে পারে না-নেই পূর্ণ পুরুষ, কুদ্রতর জীবদিগের অধিকারদমহকে অবজ্ঞা করিবেন: কেন না ঐ সকল অধিকার তাঁহা হইতেই জীবেরা প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার উচিত প্রাপ্য প্রদান করে দেই পরম ভায় ঈশরেতেই অবস্থিত। এই যে সীমাবদ্ধ জীব মাতুষ, এই মাতুষের ষদি আপনা হইতে বাহির হইবার শক্তি থাকে, আপনাকে ভুলিবার শক্তি থাকে, আর একজনকে ভালবাদিবার শক্তি থাকে—মন্তের প্রতি আয়ুদমর্পণ করিবার সামর্থা থাকে, তাহা হইলে এই নিঃস্বার্থ প্রেম, এই দৈত্রী—যাহা মনুষের একটি পরম ধর্ম-তাহা কি ঈশবের স্বরূপে অনম্ভণ थाकित्व ना १ हैं। औरवत প্রতি ঈश्दत्रत अगोम (প্রম: দেই বিश-विधाजात विश्वविधात्मत अनःथा नितर्गत्म এই প্রেম পরিবাক্ত। ঈশবের এই প্রেমের কথা প্রেটে। বিশক্ষণ অবগত ছিলেন; সেই প্রেমের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বে মহাবাক্য বলিয়া গিয়াছেন তাহা এই:--"দেই পরম বিধাতা, কি কারণে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলি ওন:-তিনি মঙ্গলম্বরূপ। তিনি মঙ্গলম্বরূপ, তাই তাঁহার কোন প্রকার ঈর্ব্যা নাই; যেহেতু তিনি ঈর্ব্যা হইতে মুক্ত-তিনি हेव्हा कतित्वन, नकन भनार्थ यठहै। मछव, छाँशत मन् इडेक ।" क्षेत्रदात रेमजीव अन्य नारे-क्षेत्रदात अक्षः भव अन्य नारे। कीवरक आंत्र उत्नी नान कता अमुख्य: मीमावक कीव रहेबा यउछी পাইতে পারে, ঈথর জীবকে তত্তাই দিয়াছেন। ঈথর জীবকে সমস্তই দান করিয়াছেন-এমন কি আপনাকে পর্যান্ত দান করিয়াছেন: যতটা সম্ভব ততটাই দান করিয়াছেন । এত দান করিয়াও তাঁহার কিছুই ক্ষর হয় না ; কেন না তিনি পূর্ণ, নিত্য ও चक्र : जिनि चापनाटक अमादिक कदिशा 9-बापनाटक अमान

ক্ষিয়ান্ত অক্ষ থাকেন—সমগ্র থাকেন। তাঁহার অনস্ক মৈত্রী অনস্ক শক্তির বারা বিশ্বত হইরা রহিয়াছে। তাঁহার সেই অমৃতআদর্শ হইতে আমরা এই শিকা লাভ করি,—ধার বতটা আছে, সেই
পরিমাণে সে দান ককক। কিন্তু মানবের প্রেম এত চুর্বল যে
তাহার সহিত একটু অহমিকা,—একটু স্বার্থপরতা মিশ্রিত থাকেই
থাকে। বেমন আমাদের অস্তরে একদিকে পরসেবানিষ্ঠা ও আত্রবিদর্জনের উদার ভাগ নিহিত আছে, তেমনি আবার ভাহার
পাশাপাশি এই স্বার্থপরতারও চুর্জ্জর মূল সকলের হৃদয়ে নিবদ্ধ
রহিয়াছে।

যদি ঈশর পূর্ণনদ্ধ ও পূর্ণ গ্রাবস্থরণ হন, তাহা হইবে তিনি নদ্ধণ ও স্থার ছাড়। স্থার কিছুই করিতে পারেন না; স্থাবার রেহেত্ তিনি দর্রণভিন্দান—তিনি বাহা ইছে। করেন তাহাই তিনি করিতে পারেন,—স্ভরাং ভাহাই তিনি করিয়া থাকেন। এই জগং দিরেরই রচনা; অতএব ইহা দ্যাক্রণে তাঁহার উদ্দেশ্যের উপবোগী কবিষাই রচিত হইবাছে।

তথাপি, এই জগতে এমন একটা বিশৃত্যনাও দেখিতে পাওয়া বাম, যাহা ঈশব্যের আর ও মক্লভাবের প্রতি দোবারোপ করে বিশিয়া মনে হয়।

মন্ত্রের ধারণার সহিত যে একটি নিয়ম সংযুক্ত রহিরাছে, গেই
নিয়মটি এই কথা বলে বে, নৈতিক কার্যের কর্ডামাত্রই ভাল কাজ
করিলে প্রস্তার পার ও মদ্দ কাজ করিলে ন্তুনীর হইরা থাকে।
এই নিয়মটি নার্কটোনিক, ক্রবশাজাবী, ও ক্ষকটিয়। এ ক্রগতে
বিদি এই নিয়মটির কার্যেরার না হ্র ছবে, হুর এই নিয়মটির কথা দিখা,
নিয় এই লগং স্থাবার্যিক লহে।

এখন,—ইহা একটা বাস্তব তথ্য যে ভালো কাছের জ্ববার্থ পরিণাম সকল সময়ে স্থুখ নহে, এবং মন্দ কার্য্যের জ্ববার্থ পরিণাম সকল সময়ে ছাখু নহে।

এ কথাটা সত্য হইলেও, ঈশরের প্রসাদে, ইহা অতীব বিরল ও ইহা কতকটা ব্যতিক্রম স্থলের মত' বলিয়া মনে হয়।

প্রকৃতির বিক্লে সংগ্রামই ধর্ম ; এই সংগ্রাম যেমন গৌরব-পূর্ণ তেমনি কটকর ; কিন্তু পাপের কট অভীব দারুণ, সে কটের শেষ নাই, সে অশান্তির অন্ত নাই।

ধর্মের কতকণ্ডলি কট থাকিলেও ধর্মের সহচর—পরমুখ। বেষন অধর্মের সহচর—মহা হৃংখ। কি কুদু কি বৃহতের মধ্যে, কি আছার গুপু স্থানে, কি জীবনের প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে, সর্ক্রিই এই-রূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

चाञ्च ७ अवाञ्चा—पृथ इः त्थत्र এको। दृहर अः न दहे आह किन्नुहें नरह।

এই সম্বন্ধে, মিতাচারের সহিত অমিতাচারের, স্বশৃষ্থানার সহিত বিশৃষ্থানার, ধর্ম্বের সহিত অধর্মের তুলনা করিয়া দেখ। আমি মিতাচারের অর্থে বৃথি—পরিমিত আচরণ, উহা কঠোর তপশ্চরণ নহে। আমি ধর্ম অর্থে বৃথি, বৃক্তি সঙ্গত ধর্ম, তাহা নিষ্ঠুর পৈশা-চিক ধর্ম নহে।

Hufeland নামক একজন প্রথাত চিকিৎসক বলেন বে, সাধুতাবসমূহ আছোর অন্তর্ক এবং জ্বসাধুতাবস্তা তাহার বিপরীত। প্রচণ্ড ক্রোধ ও মর্থা বেমন শরীরকে উত্তেজিত করে, মধ্ব করে, বিক্ক করে, সেইরপ সাধুতাৰ সকল, সম্ভ বৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে সাম্ভ্রম্য ও আছেব্য বিধান করে। আরও তিনি বংলন, বাঁহাদের সাধু জীবন, স্থানিরন্তিত জীবন, তাঁহারা দীর্ঘজীবী হয়েন।

এইরপ স্বাছ্যের পক্ষে, বলের পক্ষে, জীবনের পক্ষে,—অধর্ম অপেকা ধর্ম ই উপযোগী। আনার মনে হয়, এই কথাতেই অনেকটা বলা হইল।

তার পর পাপপুণোর সাকী আমাদের অন্তরারা। এই অন্তরার আর শান্তি কিংবা অশান্তির উপর আমাদের আচান্তরিক স্থ্য তংখ নির্ভর করে। এই হিদাবে, আবার স্পৃথ্যবার সহিত বিশৃথ্যবার, ধর্মের সহিত অধ্ধের তুলনা করিয়া দেখ।

আবার অন্তরায়ার কথা ছাড়িরা বিরা যদি জনসমাজের কথা ধরা যার,— রনসমাজে শ্রন্ধা অশ্রন্ধা, মান অপমান কিসের উপর নির্ভর করে ? অবশা লোকমতের কথন কথন ভ্লও হইয়া থাকে, কিন্তু সে ভূল অধিক কলে স্থায়ী হয় না। সাধারণত,—ভও ও প্রবঞ্চ-কেরা, কথন কথন লোকের শ্রন্ধাভক্তি আকর্ষণ করিলেও, একথা শীকার করিতে হইবে, লোক-সমাজে সততাই স্বয়শ লাভের ধ্রুব ও অমোঘ উপার।

পাপপুণোর যে একটি চমংকার নিয়ম আছে সেই নিয়মটির বারাই বিশ্বমানবের অদৃষ্ঠ নিয়মিত হইয়া থাকে। এই পাপপুণোর নিয়মের উপরেই সমস্ত জনসমাজের, সমস্ত রাজ্যের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, এবং ধর্মই স্থলাতের একমাত্র গ্রুব উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

ইহাই সক্রেটিন ও প্লেটোর মত; ইহাই ফ্র্যান্ধলিনের মত। এবং আমিও মানব জীবন মনোবোগ সহকারে পরীকা করিরা, আমার নিজের মভিজ্ঞ চাংহতৈ এই মতে উপনীত হইরাছি। ভবে এ কথা স্বীকার করি, ইহার কতকগুলি ব্যতিক্রমন্থলও আছে। একটিমাত্র ব্যতিক্রমন্থল থাকিলেও তাহার বাাধ্যা আবশুক।

একটা দৃষ্ঠান্ত। মনে কর, একজন কুন্সী, ধনশানী, লোকপ্রিয় দেমার যুবক একটা বিষম সমস্যার মধ্যে পড়িরাছে—ইর তাহার ফাঁসি লাঠকে বরণ করিতে হইবে, নয় বিষাস্থাতক হইয় একটা পবিত্র সদস্রঠানের পক্ষকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বাই হোক, অবশেষে তাহার ২০ বংসর বরসে সে ইচ্ছাপূর্ত্তক কাঁসিকাঠকেই বরণ করিল। সংউ. দশ্য সাধনের জন্ত সে যে আপনাকে বিলান দিল—ইহার সমত্রে তুমি কি বলিবে ? একলে গাণপূশ্যর নিরমালসারে ত কোন কার্য্য হইল না। তুমি কি ধর্ম-নিয়বের নিনা করিতে সাহসী হইবে ? অথবা, কেনন করিয়া তাহার উচিত-প্রাপ্ত অ্যাতিত পুরস্কার তাহাকে এই পুথিবাতে প্রদান করিবে প

ভাবিয়া দেখিলে, এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া ধার।

এই জগতের সমস্ত নিয়মই সাধারণ নিয়ম, কাহারও জন্য এই নিয়মের তিলমাজ ব্যতিক্রম হয় না। প্রত্যেক ব্যক্তির পাপ প্রনার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এই নিয়মসকল আপনার নির্দিষ্ট পথে চলিয়াছে। যদি কোন ব্যক্তি বদু মেলাল লইয়া জন্ম প্রথণ করে, কোন লুজের অথচ স্থানিন্চিত ভৌতিক নিয়মই তাহার কারণ। কি জীব জন্ত, কি রক্ষাভা, সকলেই এই নিয়মের জ্বধীন। যে নিজে নির্দেষ ভাহাকেও হয়ত চিয়জীবন কট ভোগ করিতে হয়। মহামারী, ব্যাপক রোগ, মহাবিপদ—কি সাধু কি জ্বসাধু—সকলকেই যদুদ্দাক্রমে আক্রমণ করে।

মানব-স্তারবিচার, নির্দেষ বাক্তিকে বড় একটা দণ্ডিত করে না বটে, কিন্তু অনেক সমরে দোবীকে প্রমাধাতাকে ছাড়িয়া দের। তা ছাড়া মাক্রম-বিচারক মাধ্যের অনেক দোষ আদৌ জানিতেই পারে না। কত অপরাধ, কত নীচ অপকর্ম অরকারের অবেবনে অস্প্রতিত হইরা থাকে এবং দণ্ডিত হয় না। আবার এরুপ নিংস্বার্থ পর-সেবার কত কাজ্র গোপনে অস্প্রতিত হয় — ঈশরই বাহার একমাত্র সাক্ষা ও বিচার কর্তা। অবশ্য, পাপ পুনোর সাক্ষা অন্তরায়ার দৃষ্টি হইতে কিছুই এড়াইরা যায় না, এবং অপরাধী আয়া স্বক্ষীর অপরাধের জন্ত অনুতাপের যয়ণা ভোগ করে। কিন্তু অনুতাপের মাত্রা, সকল সময়ে অপরাধের মাত্রার অন্তর্কা হয় না। এই অন্তরাপের তীব্রতা অনেকটা অস্থাকরণের কোমনতার উপর, শিক্ষার উপর, অভ্যাদের উপর নির্ভর করে। এক কথায় এই জগতে সাধারণত পাপ পুনোরে নিয়মান্থনারে কাজ হইলেও, উহা গণিতের গণনার ন্তাম 'কড়ায়্র-গণ্ডার' ঠিক্ হয় না।

ইহা হইতে কী সিদান্ত কবিতে হইবে ? এই জগং স্থাঠিত নহে—এইন্ধ সিদান্ত ? না, তাহা হইতেই পানে না,—আসনেও তাহা ঠিক্ নহে । কারণ, ইহা নি:সংশ্ম যে, এই জগতের যিনি অষ্টা তিনি মঙ্গলমর ও ভায়বান্; তাছাড়া, সাধারণত আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে একটা স্থানা বিরাজ করিতেছে। যে স্থানা আমরা চতুর্দিকে জাজনামান দেখিতে পাই, কতকগুলি ঘটনাকে আমরা তাহার সামিলে আনিতে পারি না বলিয়াই কি সেই স্থানালক একেবারে জ্বীকার করিতে হইবে ?—ইহা যার পর নাই অসঙ্গত। এই বিশ্বজ্ঞাও এখনও টিকিয়া আছে—অতএব ইহা স্থাঠিত।

ভল্টেরারের স্থায় একদল বলেন, জগং ক্রমশং ধারাপের দিকেই যাইতেছে; আধার একদল বলেন, জগতের কিছুই ধারাপ নহে—সবই ভাল। একটা—বিখ-মন্তলবাদ; আর একটা,—বিখঅমন্তলবাদ। জগতের তথাসমন্তি বিবেচনা করিয়া দেখিলে, উহা
মন্তলবাদ অপেক্ষা অমন্তলবাদেরই প্রতিক্ল বলিয়া মনে হয়। এই
চই বিপরীত মতবাদের মধান্তলে বিখমানব, পাবলৌকিক আশাকে
স্থাপন করিয়াছে। বিখমানব দেখিয়াছে যে, নিয়মের কতক গুলি
ব্যতিক্রমন্তল আছে বলিয়া একটা মূল-নিয়মকে অগ্রাহা করা
মুক্তিসিদ্ধ নহে; তাই বিখমানব এই সিদ্ধান্ত করিয়াছে যে, ঐ সকল
বাতিক্রমন্তল গুলিকে একদিন নিয়্মের মধ্যে আনা যাইতে পারিবে,
একদিন তাহার কোন প্রকার প্রতিবিধান অবলাই হইবে। হয় এই
দিল্লান্তটিকে স্বীকার করিতে হইবে, নয় পূর্বানীকত ছইটি মহাতর্কে অস্বীকার করিতে হইবে। সেই তইটি মহাতহ কি
ল্লা,
দ্বিধ্ব স্থাবান এবং পাপপুণোর নিয়্মটি অনতিক্রমা ও অকাটা।

এই হুইটি মহাভত্তকে অসীকার করিলে, বিখমানবের সমস্ত বিখাদকে সমূলে উৎপাটিত করা হয়।

আবার এই হুইটি মহাতত্তকে স্বীকার করিলে প্রকারান্তরে প্রজ্ঞের অন্তিয়কে স্বীকার করা হয়।

किंक त्मर ध्वरम हरेग्रा श्रात्म अ, व्याचा थाकित्व—हेरा कि मध्य ?

বস্তুত,—বে নৈতিক আ্মা, ভাল মল কাল করিয়া দওপুর-কারের পাত্র হর, দেই নৈতিক আ্মা একটা জড়-শরীরের সহিত এখানে আবদ্ধ রহিয়াছে। দেই আ্মা শরীরের সহিত একত্র বাদ করিতেছে, কিয়ৎপরিমাণে শরীরের উপর নির্ভর করিয়া আছে, তথাপি দেই আ্মা শরীর নহে। শরীর কতকগুলি অংশে বিভক্ত; শরীরের বৃদ্ধিও ছইতে পারে, হাদও হইতে পারে; শরীর

বিভাজা,—শরীর অগীম অংশে বিভক্ত হইতে পারে। বিভাজাতাই শরীরের প্রধান ধর্ম। কিন্তু সেই যে একটা-কিছু যে আপনাকে আপনি জানে, যে আপনাকে "আমি" বলিয়া, "অহং" বলিয়া . অভিহিত করে: যে আপনার স্বাধীনতা, আপনার দায়িত্ব অনুভব করে. দে কি ইহাও অভভব করে না যে, তাহার "আমি"র মধ্যে কোন থণ্ডতা নাই. কোন থণ্ডতা থাকা সম্ভবও নহে,—দে একটি অধণ্ড "আমি'' ? "আমি'' কি কথন কম "আমি'' বা বেশী "আমি" হইতে পারে ? "আমি"র কি অর্কভাগ হইতে পারে ?— দিকি ভাগ হইতে পারে ? আমার "আমি"কে আমি কথনই ভাগ করিতে পারি না। হয়, এই "আমি" যাহা আছে ভাহাই আছে— নয়, এই "আমি" একেবারেই নাই। এই "আমি" বিচিত্র ব্যাপার প্রকৃটিত করিলেও, ইহা যে আমি সেই আমি,—ইহার তদায়তা সম্পূর্ণক্রপ বজার থাকে। "আমি" র এই তদায়তা, এই অভাজ্যতা. এই অধ্প্রতাই "আমি"র আধ্যাত্মিকতা। অতএব অধ্যাত্মিকতাই "আমি''র মূলগত ভাব। "আমি''র এই তদায়তাসম্বনীয় বিখাদের সৃহিত, আত্মার আধ্যাত্মিকতা সম্বনীয় বিশাস্ট জড়িত রহিয়াছে: কোন জ্ঞান-বৃদ্ধি-সম্পন্ন জীব ইহা অস্বীকার করিতে পারে না। অতএব আমরা ধধন বলি, আ্যার সহিত শরীরের মূলগত প্রভেদ আছে—উহা ৩ বু একটা অমুমানের কথা নহে। তাছাড়া, আমরা যথন আত্মার কথা বলি, তথন এই "আমি" র কথাই বলিয়া থাকি। মনন ও ইচ্ছাশক্তি এই হুইটিই "আমি''র উপাধি। অতএব আমি মনন করিতেছি, আমি ইচ্ছা করিতেছি—এইরূপ আমার যে আল্থ-হৈতন্য,—এই আন্মহৈতন্যের সহিত "আমি"র কোন প্রভেদ নাই। কোন আত্মটেডনাহীন জীবের আমিত থাকিতে পারে না। এই আমিত্ব তাদায়্যবিশিষ্ট, অথও ও অমিশ্র। উপাধির হারা "আমি"
পরিপৃষ্ট ইইলেও, "আমি" র বিভাগ হয় না। এই "আমি"
অবিভাজা, ধ্বংসহীন, এবং বাধ হয় অমর। অভএব ঐশ্বরিক
স্থারের সার্থকতার জন্য যদি আ্যার অমরত্ব নিতান্তই আবশ্যক হয়,
তবে এ আবশাকতা অসন্তব নছে। আ্যার আধ্যায়িকতাই,
আমানের অমরতার অবশান্তাবী ভিত্তি। পাপপুণার নিয়মটিই
ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ। প্রাশ্বক আধ্যায়িকতার প্রমাণটিকে দার্শনিক প্রমাণ এবং পাপপুণার প্রমাণটিকে নৈতিক প্রমাণ বলা যায়।
এই নৈতিক প্রমাণটীই সমধিক প্রদিদ্ধ, সমধিক প্রতায়ক্ষনক ও ক্ষমগ্রাহী।

সকল বস্তরই একটা সীমা আছে। কার্য্যমাত্রেরই কারণ
আছে—এই মূল স্ত্রাটির ষেরপে কোন স্থলেই অনাধা হর না,
দেইক্লপ সকল বস্তরই একটা সীমা আছে—এই মূল স্ত্রাটিরও
কোপাও ব্যতিক্রম হর না। অতএব মান্থ্যেরও একটা সীমা
আছে। এই সসীমতা, মান্থ্যের সমস্ত চিস্তার, সমস্ত ব্যবহারে,
সমস্ত শীবনে প্রকাশ পার। আবার আর এক দিকে, মান্ত্র্য বাহাই করক, বাহাই অন্তব করক, বাহাই চিন্তা করক না কেন,
মান্ত্র অসীমকেই চিন্তা করে, অনীমকেই ভালবানে, অসীমের
দিক্তেই তাহার প্রবণতা। এই অসীমের অভাববোধই,—বৈজ্ঞানিক কারণ। প্রেমও অসীমে উদ্দীপক, সমস্ত আবিক্রিরার স্বাীত্ত কারণ। প্রেমও অসীমে গিরা বিশ্রাম লাভ করে। বাত্রারতে প্রেম কতকণ্ডলি আপাত-রম্য অলম্ভ ক্রম সম্ভোগ করে বটে, কিন্ত্র কেই মুখের গহিত বে ওপ্ত গ্রন্থ শিক্ষিত বাকে, ভাহাতে ক্রিরা নাল্ব পার্থিব স্থানের অন্তবি ও শুক্তা শীবাই অন্তর্ভব করে। অনেক সময়ে তাহার সকল গৌভাগ্যের মধ্যে, সকল স্থাথের মধ্যে একটা অনুপ্তি আদিয়া, নৈরাশ্র আদিয়া, তাহার স্থাপের স্থা ভাঙ্গিয়া দেয়। এইরূপ অভৃপ্তি, এইরূপ নৈরাশা কোথা হইতে আইদে ? यकि काशवे असमें है शांक, जाश हरेल म व्विएक পারিবে,—সংশারের কোন বস্তুই যে তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না, তাহার কারণ,—তাহার প্রাণের বাসনা আরও উচ্চতর, অদীম পূর্ণতার প্রতিই তাহার আন্তরিক স্পৃহা। মানুষের চিন্তা ও শ্রেমের বেমন সীমা নাই, দেইরূপ মানুবের চেষ্টা উদ্যুমেরও সীমা নাই। মানুবের চেষ্টা উনাম কোথার গিরা থামিবে, তাহা কি কেহ বলিতে পারে? ইহলোকের সহিত আমাদের একর ক্ম চেনা-পরিচয় যদি হইয়া থাকে তবে শীঘ্রই আমাদের লোকাস্তরে বাওয়া আবশ্যক হইবে। মাতৃষ অনন্ত পথের যাত্রী, অনন্তকে মাতৃৰ ক্রমাগতই অনুসরণ করিতেছে। মাতুৰ অসীমের ধারণা করিতেছে, অসীমকে অমূভব করিতেছে,—এমন কি, অসীমকে মাপনার অন্তরে বহন করিতেছে বলিলেও হয়। অনতএব অদীম ছাড়া মাথুবের আর কোন দিকে গতি হইতে পারে? ইহা হইতেই মামুদের দেই অমরন্তের ছবিবার অমুভৃতি, দেই পর-लाटक विश्वक्रीन आना-गहा नकल धर्म, नकल कारा, नकल ঐতিহা সাক্ষা দিতেছে। অদীমের দিকেই আমাদের প্রবন প্রবণতা। এই অসীমের পথে মৃত্যু আসিয়া আমাদের যাত্রাভঙ্গ कतिया (एव: आमारतत कीवरनत कार्या अनुमाश शांकरक शांकरक मृठ्या व्यानिया व्यामानिशत्क हर्वा । व्याजन्मण करत्र । व्याजन्मण कर्त्र । व्याजन्मण পরেও কিছু আছে ইহাই সম্ভব। কেন না, মৃত্যুতে আমাদের कि हुब हे भित्रमान्ति इस ना। धरे मूनिटक त्नव, धरे मूनि कान बात शांकित्व ना। आकरे हेहा मन्पूर्वक्रत्भ विक्रिक हरे-রাছে। এট যে-জাতীর ফুল, সেই জাতীর ফুলের পকে ইছা बक्का सम्मन इहेबान काहा इहेबार ; हेहा পूर्व हा नां कित्रवार । আমার বে পূর্ণ পরিণতি, আমার মে নৈতিক পরিণতি, তাহার দ্রবন্ধে আমার একটা ফুস্পষ্ট ধারণা আছে। ধাহার চর্জন্ন অভাব আমি অনুত্র করি, এবং যাহার জ্ঞু আমি জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ৰলিয়া আমার মনে হয়, সেই পূর্ণপরিণতি পাইবার জন্য আমার কতনা আঞ্জহ ও কতনা চেষ্টা; কিন্তু ইহলোকে সে পূর্ণভায় আমি कथनइ উপনীত इहेट्ड পादि ना, क्विवन मिहे পूर्वे नाएउद আশামাত্র আমার মনে থাকিয়া যায়। এই আশা কি একদিন भूर्व इहेरद ना ? এই आना कि এकটा मिथा। आना ? आत नकन क्षीबहे चक्रीय कीवानव भूर्ग পরিণতি লাভ করে, আর ওধু ৰাজ-बड़े कि छाड़ा इटेटज विक्षित इटेटव १ कोटवब बट्धा वि नर्सार्शका बढ़, তাছার প্রতিই कि এইরূপ অবিচার ছইবে ? মাতুষ यদি অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত অবস্থাতেই থাকিয়া বায়, তাহার সমস্ত সহজ-मध्यात दा नामात्र अिंड जाशांक पास्तान कतिरहार तिर नका ৰদি তাহার দিছ না হয়, ভাহা হইলে দে তুএই স্বাৰণ্ডিত স্টির ৰধ্যে একটা অবাভাবিক স্ষ্টিছাড়া জীব। অতএব, আয়ার व्यमत्रव वाडीड धरे नमनात नमाधान व्याव किहूर्टि हरेए शास ना। आयोदात यटक,--आयादात मयख वामनात-ममछ िखतुखित এই यে चनौरमद मिरक व्यवन्ता, हेहा च्याबाद चमत्राचत्र देनिक अमागरक ও मार्गनिक अमागरक चात्र अमुह 1 E)#

পরলোকে বিখাস স্থাপন করিবার অফুকুলে বখন আবরা সমস্ত

যজ্ঞি সংগ্রহ করিয়া পরলোকের অন্তিত এক প্রকার সম্ভোবজনকরূপে স্প্রমাণ করিয়াছি, তথন আর একটা বাধা আসিয়া উপস্থিত। সেই বাধাটিকেও অতিক্রম করা আবশাক। কল্পনা যথন সেই অজ্ঞাত-রুইসা সুতাকে চিম্বা করে, তখন ভয় না করিয়া থাকিতে পারে না। भाक्षान बलन, यक वह कड़कानी इकेन ना (कन,-- এको। वह ভক্তার উপর দিয়া চলিবার সময় কোন বিপদের আশঙ্কা না থাকিলেও তাহার নীচে যদি একটা অতলম্পর্ণ গহরর থাকে, তাহা इहेल जैशित इश्कल्प ना इहेता योष्ट्र ना। (कान चानका नाहे যুক্তিতে জানিলেও, কল্পনা তাঁহাকে ভীত করিয়া ভূলে। মূতার সালিধ্যে আমরা যে ভর শাই, ইহাও কতকটা কলনার ভর। বিখাদের দৃঢ়তা দত্তেও এই ভয়কে দমন করা সহজ নহে। তব-कानों ९ এই ভয়ের হস্ত ১ইতে নিস্তার পান না ; তবে তিনি এইমাত্র জানেন, এই ভয় কোথা হইতে উংপন্ন হয়: এবং তিনি কভক গুলি स्तृष् बानान डाटक व्यवनश्च कतिया मटकिटिमत जाय এই ভয়তে অতিক্রম করেন। আমাদের করনা, শিশুর ভার। উচ্চতর মনোবৃত্তিসমূহের শাসনাধানে রাখিয়া কলনাকে শিশুরই ভার শিক্ষা দেওয়া আবশুক। মনে করিয়া দেখ একটা ভীষণ অতলম্পর্শকে উন্ত্যন করিতে হইবে। এই অজানা অন্তকাশের দল্পে আদিয়া আমাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। অতএব, যতটা পারি আমাদের বুদ্ধিও হালয় ২ইতে ৰণ সংগ্ৰহ করিয়া, কলনাকে বণীভূত করা আবশ্যক। এই কথাট বেন আমরা সর্বলামনে রাখি যে. যেমন জীবনে তেমনি মরণেও ঈবরই অাত্মার গ্রুব অবলম্বন; আর ঈবর बाश करवन जाहारे जाव-जाहारे मनन।

্ৰামরা এখন জানিরাছি প্রকৃত দ্বীর কিরুপ। আমরা ইতি-

পুর্বেই ঈশ্বরের বিশ্ববিমোহন ছুইটি মূপ সন্দর্শন করিয়াছি, সে কি १—না, সভা ও হালর। ঈশবের স্বরূপগত যে সর্বোচ্চ ভাবটী আমানের নিকট প্রকাশ পায় সেটি—ঈর্ববের পবিত্রতা। ধর্মনীতি ও মঙ্গলের জন্মদাতারূপে, স্বাধীনতার মূলতত্ত্বপে, ভাষে ও মৈত্রীর मुनाधातकरण, मध्यत्रशास्त्र विधाणाकरण, क्रेयत एकचक्रण, "পাবনের পাবন," "পাবনং পাবনানাং।" এরূপ ঈশ্বর শুধু কতক-গুলি স্কু-গুণ-মাত্র-সার ঈশ্বর নহেন; তিনি পূর্ণ স্বাতম্বাণিষ্ট পুরুষ- यिनि আমানিগকে তাঁহার নিজের আদশে নির্মাণ করিয়াছেন বিনি আমাদের অদৃষ্টের নিয়ন্তা, যাহার বিচারের উপর আমরা নির্ভন্ন করিয়া থাকি। ঈশ্বরের প্রীতিই আমাদিগকে তাবং শুভকর্মে व्यत्नामिक करत्र : क्रेचरत्रत कारहे जामारमत्र कात-वृक्षिरक পরিচালिक ও পরিশাসিত করে। তিনি অসীম এই কথা যদি আমরা পুন:পুন: শারণ না করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার শারপকে থকা করিয়া ক্রেলির। আবার যদি তাঁহার অসীম স্থারপের মধ্যে এরপ কতকগুলি উপাধি না থাকে যাহাতে করিয়া তাঁহার সহিত আমরা একটা সম্বদ্ধপত্তে আবদ্ধ হইতে পারি তাহা হইলে তিনি আমাদের পক্ষে না থাকারই সামিল হইয়া পড়েন: কেননা, তাঁহার সেই সকল উপাধি আমাদের ও জানের ও ভাবের মূল্পুত্র।

এইরূপ পূর্ণ পুরুষের চিস্তা করিয়া, মাহুষের মনে যে ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবই প্রকৃত ধর্মভাব।

অন্ত বাহাদিগের সন্নিধানেই আমরা গমন করি, তাহাদের বেরপ গুণ, সেই গুণ অনুসারেই আমাদের মনে বিচিত্র ভাবসমূহ জাগিরা উঠে। তবে বাহাতে সকল গুণ পূর্ণরূপে বিজ্ঞমান, তাঁহার সন্নিকর্মে আমাদের কি কোন বিশেষ ভাবের উদয়,হইবে না ? বধন আমরা

ঈশরকে অনম্ভন্তরূপ বলিয়া চিস্তা করি, সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া উপল कि कति, यथन आभवा अवग कति, धर्मानियसत मरशा छाँ हा के है ইচ্ছা বিজ্ঞমান এবং এই ধর্মনিয়মের পালন ও লজ্যনের সহিত তিনি দও পুরস্কার সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার চর্ণমা স্থায়. এই সকল দুওপুরস্কার যুগায়থক্তপে সকলের প্রতি বিধান করিতেছে. তথ্য তাঁহার এই রাজ-মহিমা সন্দর্শনে আমাদের চিক্ত ভয় ও ভক্কির ভাবে অভিভত হট্যাপডে। তাহার পর যথন আমরা ভাবিয়া দেখি, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, – সৃষ্টি করিবার প্রয়েজন তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না,—আমাদিগকে স্ষ্টি করিয়। তিনি আমাদের কত স্থাপে স্থী করিয়াছেন, নিতা নতন মৌন্দর্যা উপভোগ কবিবার জনা কিনি এই চমংকার ব্রহ্মাও আমা-দিগকে প্রদান করিয়াছেন: অন্ত জীবনের সন্মিলনে যাহাতে আমাদের জীবন সংবর্দ্ধিত হয় এই জনা তিনি মামাদিগকে জনসমাজ দিয়াছেন, চিন্তা করিবার জন্য বৃদ্ধি দিয়াছেন, ভাল বাসিবার জন্ম ক্রম কিয়াছেন, কর্ম করিবার জন্য স্বাধীনত। দিয়াছেন, তখন আর একটি মধুর ভাবে আমাদের এই ভয় ও ভক্তির ভাব অফুর্ফিত হয়: সেই ভাবটি—প্রেম। প্রেম্যথন হর্বল ও স্থীম জীবের প্রতি প্রযুক্ত হয় তথন দেই প্রেম প্রিয় জনের তৃষ্টিগাধন কবিবার জন্ম মানুষকে উত্তেজিত করে, সে প্রেম প্রিয়ন্ত্রের নিকট ভটতে কোন উপকার প্রত্যাশা করে না। যথন আমরা কোন স্থলর ৰা জগৱান পাত্ৰকে ভালবাদি, তথন প্ৰথমে এ কথা ভাবি না,--এই প্রেম আমার প্রেমাম্পদের কিংবা আমার নিজের কোন কাজে আসিবে কি না। এই প্রেম যথন আবার সত্য ক্রন্তর মঞ্চলের व्याशाव त्मरे क्रेबरत উ्थान करत, उथन डांहात पूर्वजात मुख रहेता আমরা তাঁহাকে যে প্রেমাঞ্জনি অর্পণ করি তাহা আরও কত বিশুদ্ধ ও নি:স্বার্থ হইবার কথা।

যিনি অনন্ত গুণে আমাদের প্রেমাম্পদ তাঁহার দিকে আমাদের আত্মান্ত হাবতই বিকশিত হইরা উঠে।

ভক্তিও জ্ঞীতি দইয়াই আরোধনা। এই ছই ভাব ব্যতীত প্রকৃত আরোধনা হইতেই পারে না।

यिन क्रेश्वरक अधु नर्वनिक्रमान विविधा, अधु क्वारताक ও ज्राता-কের প্রভু ব্যামা, ভুধু জায়ের প্রবর্তক ও পাপের শাস্তা ব্রিগাই দেখা যায়, ভাষা হইলে মানুষ উচাৰ মহিমা-ভাৱে প্ৰপীডিত ও নিজের চুর্বলতার অভিভূত হইয়া পড়ে; ঐশবিক বিচারের ভরে সর্মনাই কম্প্রান হয়, আর এই জগতের প্রতি, জীবনের প্রতি, আপনার প্রতি বাতরাগ হইরা সমস্তই তঃখমর বলিরা অত্তব করে। ইহা ঐব্যাক স্বন্ধপর একটা দিক্যাত্ত। Port Royal এই দিক পানেই ঝুঁ কিবাছেন। উহোর "পাাদকালের চিস্তা গলী" পাঠ করিয়া দেখা অতি-মন্ত্ৰতা প্ৰদৰ্শন করিয়া (Pascal) প্যাসকাল চইটি क्रिनिम ज्विदाहिन ;-- এकति, साम्य्यत भारतीत्रत.- आत अकति, क्रेथरत्रत कक्रमा। व्यायात शक्राश्वरत, यनि क्रेथत्रक ७५ कक्रमामस বলিয়া, প্রশ্রদাতা প্রেথমর পিতা বলিয়াই ভাবি, তাহা হইলে আর এক প্রাস্তে ঝু'কিয়া পড়িতে হয়। ভয়ের স্থানে প্রেমকে বসাইলে, ভরের সঙ্গে সঙ্গে অলে অলে ভক্তিও অন্তর্হিত হইবার সম্ভাবনা। ज्यन बाब क्रेशब श्रम नहन : अपन कि. शिठां नरहन । क्निनी, পিতভাবের সহিত কিন্তপরিমাণে ভক্তি-মিল্ল ভরও অভিত আছে; তিনি তথন শুধু দখা,—এমন কি, স্থাবিশেষে, প্রণন্ধী। व्यक्ष चात्राधनात, छांक ७ (श्रामत माधा कथन । विष्कृत হয় না;— এই স্থৰে ভক্তি প্ৰেমের হারা অনুপ্রাণিত হইয়া বাকে।

এই স্বারাধনার ভাষটি বিশ্বস্থনীন। ভবে, লোকের প্রকৃতি-অমুদারে ইহার ভারতমা হইয়া থাকে.--ইহা বিচিত্র আকারে প্রকাশ পার; এমন কি অনেক সময়ে, ইহা আপনাকে আপনি জানে না: কথন কখন, বিশ্বপ্রভাৱে ও জীবনক্ষেত্রের মহান্ দৃশ্যসমূহ দেখিয়া মাঞ্বের হৃদর হইতে এই ভাবটি উচ্ছাদ-বাক্যরূপে স্বতঃ বাহির হইয়া পড়ে: ক্থনও বা তাহার নীরব আত্মার মধ্যে নিস্তব্ধ ভাবে সম্খিত হয়। এই আরোধনার ভাষায় ভ্রান্তি হুইতে পারে, আরাধ-নার পাত্রসম্বন্ধেও ভ্রাম্ভি ইইতে পারে, কিন্তু আসলে ইহা সেই একই ভিনিদ। ইহা আয়ার একটা স্বতোনিস্ত অনিবাটা আবেগ। ভাহার পর, যথন ইংার প্রতি বুদ্ধির প্রয়োগ হয়, তথন আমানের विष इंशाक ग्राममण ७ देवथ विनया व्याजिभान करत्र वहेगाता। ষধন আমরা ভাবি, তিনি পবিএশ্বরূপ, তিনি আমাদের কার্যা ও মনোগত অভিপায় সকলই জানিতেছেন, এবং তিনি প্রম ভারাম-সারে আমাদের সেই সকল অভিপ্রায় ও কার্য্যের বিচার করিবেন.— তখন ঠাহার দেই বিচারকে ভর করা অপেকা ভারদক্ষত আর কি হুইতে পারে ? আবার যিনি পূর্ণমঙ্গণ, যিনি সমস্ত প্রেমের প্রস্তবণ্ তাঁহাকে প্রীতি করা অপেকা ভাষ্যক্ত আর কি হইতে পারে ? গোড়ায়, আরাধনা একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি: পরে বৃদ্ধি তাহাকে কর্তবো পরিণত করে, কর্তব্য বলিয়া নির্দারণ করে এইমাত।

আরাধনার বে প্রবৃত্তিট, আহার নিভ্ত মন্দিরে অধিষ্ঠিত, ভাহাই আভাস্তরিক আরাধনা, তাহাই সামাজিক আরাধনা-পদ্ধতির অবশাস্তাবী ভিত্তি।

रा हिनार्त, क्रममाक, ब्रांकाभागमञ्ज, ভाষা ও निब्रकनानि মানুষের বেচ্ছালাপেক-নামাজিক উপাদনা-প্রণালী তাহা অপেকা किहूरे अधिक नहि। এই मकल वाानात्त्रत मृत, मानव-श्रक्ति । মধ্যেই নিহিত। আরাধনার প্রবৃতিটিকে বদি তাহার নিজের कांटा একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা हरेला. ट्य-डेरा निचन ধাানে ও উন্মন্ত ভাবের উচ্ছাসে পর্যাবসিত হইয়া সহজেই অংধাগতি खाश इतः नय-माः मात्रिक कावकर्ष ७ रेननिवन धारावन-मम्रहत्र প্রবল প্রবাহে কোথায় ভাদিরা যার। আরাখনার আরেপ যতই প্রবল হয় তত্ত উহা কতকগুলি ক্রিয়ার দ্বারা আপনাকে বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, আপনাকে দার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। তথন আরাধনা একটা প্রতাক্ষ, সম্পষ্ট, স্থনির্দিষ্ট ও স্থনির-মিত আকার ধারণ করিয়া, যে হৃদয়ভাব হইতে গোড়ার উৎপন্ন ছইরাভিল, দেই ছানর-ভাবের দিকে আবার ফিরিয়া বায়। তথন चात्राधनात अवुश्विते। এक है निमान इहेरन, चात्राधनात रमहे निर्फिष्ठ গুড়ুক্তি ভাহাকে লাগ্রত করিয়া তুলে; ক্ষীণ হটয়া পড়িলে, তাহাকে श्राक्ष कतिया बार्थ ; এवर फुर्सन उ नितकून कहना-अल्ड प्रकन ক্রার বাড়াবাভি হইতে উহাকে রক্ষা করে। অতএব দর্শনশাত্র, আভাতীবিক আরাধনার কেতেই সামাজিক আরাধনা-গছতির স্বাভা-বিক ভিত্তি তাপন করে।

কিন্ত দর্শনশার প্রমাথবিভার স্থান কথল করিয়া বসিবে, দর্শন-শারের এরপ অভিপ্রায় নহে; দর্শনশার আপনার নির্দিষ্ট পথে চলিয়া, প্রকীয় উদ্দেশ্য সাধন করিবে, ইহাই ভাহার অভিপ্রায়। সে উদ্দেশ্য কি ?—না, বাহা কিছু মাত্রকে উন্নক্ত করিতে পারে, ভাহার প্রতি অভ্নাপ প্রদর্শন করা, ভাহার সহারতা করা।